অন্তর মম বিকশিত করো

ডাঃ শিশির মজুমদার

অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স
১২/১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট : কলিকাতা-৭৩

স্বর্গীয় পিতা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
স্বর্গীয়া মাতা উষারাণী দেবী
আদরের বোন প্রয়াতা মঞ্জু এবং পরম আত্মীয়
স্বর্গত সুনীল মজুমদার ও স্বর্গত অনিল দের
স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত॥

ভূমিকা

"অন্তর মম বিকশিত করো" আমার প্রথম উপন্যাস। এক সময় নানান পত্র-পত্রিকায় গল্প-কবিতা লিখতাম কিন্তু দীর্ঘদিন বিলেতে থাকার জন্য কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্নই হয়ে গিয়েছিল, তাই যখন অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স এই উপন্যাসটি প্রকাশের দায়িত্ব নিলেন তখন সত্যিই আনন্দিত হলাম। তাঁদের অশেষ ধন্যবাদ।

বহুদিন আগে শারদীয়া বেতার জগতে ছোট গল্প—"ঘাসে ঢাকা মাটি", আলোক স্মরণীতে গল্প—"যখন অন্ধকারে", অভিযানে গল্প—"আয়না", ইত্যাদির কথা আমার অনুরাগী পাঠকদের নিশ্চয় মনে থাকবে। এছাড়া "বিপন্ন হৃদয়", "রোদ রং জ্যোৎস্নার গল্প" ইত্যাদি ছোটগল্পগুলোও প্রকাশিত হয়েছিল একসময়। সেই সময় কবিতাই লিখতাম বেশী, বিশেষ করে ভারতবর্ষে—"মৃত্যুদিন" ও আরো একটি কবিতা, শারদীয়া দেশহিতৈষীতে —"সময়ের প্রার্থনা", আলোক স্মরণীতে "নিরুদ্ধ আবেগ; বিরুদ্ধ বিশ্বাস", রূপান্তরে—"অবেক্ষা ও অভিনিবেশের কবিতা" অনেকেরই হয়ত ভাল লেগেছিল। এছাড়া ধৃতিদ্বীপা ও অন্যান্য পত্রিকায়ও কিছু কবিতা লিখেছিলাম।

কলকাতা ও বিলেতের পটভূমিকায় রচিত এই উপন্যাসটির মধ্যে রয়েছে একটি ত্রিমুখী প্রেমের দ্বন্দ্ব, এখানে রয়েছে বিলেতের নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের অনেক বাস্তব চিত্র এবং অনেক মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, যেখানে বিলেত বা কলকাতার মানুষের মধ্যে কোন ভেদ নেই। এছাড়া এর মধ্যে আছে অনেক চরিত্রের মনসমীক্ষণ ও অন্তর্দ্বন্দ্বজনিত অনেক জটিল মানসিক সমস্যার বিশ্লেষণ।

লেখক

এই উপন্যাসের স্থান, কাল, ঘটনা ও চরিত্রগুলি কারোর উদ্দেশ্যে রচিত নয়, উপন্যাসের স্বার্থেই সৃষ্ট। যদি কোনো ঘটনা বা চরিত্রের সাথে কারো কোনো মিল থাকে তা সম্পূর্ণ আমার অজ্ঞাত ও অনিচ্ছাকৃত এবং এমন কোন আকস্মিকতার জন্য আমি দুঃখিত।

লেখক

এক

অন্তরের মধ্যেও একটা অন্তর থাকে। এই অন্তরের অন্তরালে কত কি-ই যে ঘটে যায় তার সব ব্যাখ্যা আমরা করতে পারিনা। কখনও এক নিরবচ্ছিন্ন বিষণ্নতা মনকে ঢেকে রাখে, কখনও বা এক অহেতুক নিশ্চেষ্টতায় মনটা ভারাক্রান্ত হয়। কখনও এই মনটা টেনে নিয়ে যায় এক বিস্ময়বোধের মধ্যে. আবার পরমুহূর্তেই হয়ত এক নিবিড় নির্লিপ্ততায় আপ্লুত হয়ে যায় সেই মন। অথচ সেই মনেই আবার জাগে এক আকাঙ্খার আতিশয্য, সেই মনেই গড়ে ওঠে এক প্রগাঢ় প্রত্যয় অথবা সেই মনই স্নিগ্ধ হয় এক নিরঙ্কুশ নিশ্চিন্ততায়। জীবনের মাধুর্যে ও আহ্লাদে কখনও বা হৃদয়টা হয়ে ওঠে রক্তবর্ণ কৃষ্ণচূড়ার মত উচ্ছ্বসিত, আবার কখনও বা সে অবসাদের কুয়াশায় জীর্ণ দেবদারুর মত শীর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নিঃশব্দে নীরবে এক নিবিড় বেদনা নিয়ে। কেন এমন হয়? কেন এমন ঘটে? মনের দৃশ্যপটে কেন এমন রং বদলায় অহরহ? তারই অন্বেষণ করে চলে ডঃ অনুপম রায়চৌধুরী। অনুপম বোঝার চেষ্টা করে কেমন করে আমাদের অবদমিত সত্তা তার কামনা, বাসনা, উত্তেজনা, ঔৎসুক্য, প্রেরণা, প্রেম বা ঈর্ষা প্রভৃতি মানবিক ভাবনাগুলোকে সচেতন ও অবচেতন মনের মাঝামাঝি কোন এক স্তরে একের পর এক জমা করেই চলেছে। অনুপমের বিশ্বাস ব্যক্তিত্বের জন্ম হয় দৈহিক ও আত্মিক এক সম্পর্কের মিলনে, আর তাই ব্যক্তিত্বই হয়ে ওঠে মনের দর্পণ। মন তাই মানসিক শক্তির উৎস আর আমাদের সত্তা সেই অন্তর্নিহিত শক্তির সাহায্যেই বাস্তবের সঙ্গে এক সম্পর্ক রচনা করার চেষ্টা করে। আমাদের অবচেতন মনের অন্তঃস্থলে রয়েছে এক আদি চেতনার প্রবাহ, যেখান থেকে অনেক সময় অনেক কামনা বাসনা জন্ম নেয় যা মানবিক বিচারে অবৈধ, তবুও মানুষ তাকে অবরোধ করতে পারে না। এই অবদমিক আকাঙ্খিত আনন্দতৃপ্তি অনেক সময় এত বেশী তীব্র হয়ে ওঠে যে আমাদের সচেতন মনের সুকুমারবৃত্তিগুলোকে প্রস্ফুটিত হতে দেয় না। বরং এর থেকে অনেক সময় জন্ম নেয় হতাশা, অনেক উদ্বেগ, ঈর্ষা এমনকি অনেক অপরাধ

প্রবণতা। মনের মধ্যে এক অবরোধকারী শক্তি এইগুলোকে স্তিমিত করে রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু যখনই কোন কারণে সেই শক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ে, তখনই ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয়, বিকৃত হয় ব্যক্তিত্ব ও জন্ম নেয় মানসিক রোগ। ডঃ অনুপম রায়চৌধুরী এইভাবে চিন্তা করেন তাঁর প্রত্যেকটী রোগীর জন্য। এইভাবেই তিনি ঢুকে যান মানুষের মনের অনেক গভীরে। এইভাবেই তিনি আবিষ্কার করেন অনেক অবদমিত রহস্যের, আর তার জন্যেই তিনি সমাধান করতে পারেন অনেক জটিল অন্তর্দ্বন্দ্বজনিত মানসিক রোগের। মানসিক রোগের চিকিৎসক অনুপম এইভাবেই নিজেকে নিমজ্জিত করে রেখেছেন এই সেবার মধ্যে। অনুপম শুধু মাত্র একজন চিকিৎসক নন, তিনি সত্যান্বেষীও। তাঁর এই জীবনদর্শনের আকুতি যেন এক অবিমিশ্র অবিসংবাদিত সত্যান্বেষণ। এই জন্যেই ডঃ অনুপম রায়চৌধুরীর মনঃ সমীক্ষণ এত সমাদৃত, এই জন্যেই তাঁর সাইকোথেরাপি এত জনপ্রিয় এই হাসপাতালে। ইংল্যাণ্ডে চেসটারফিল্ড-এ ওয়ালটন হাসপাতালে কনসালট্যাণ্ট সাইকিয়াট্রিস্ট-এর পদে নিযুক্ত আছেন ডঃ অনুপম রায়চৌধুরী। প্রায় পাঁচ বছর এই হাসপাতালে আছেন। তিনি এখানে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত।

এক মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত ওয়ালটন হসপিটাল। এর তিনদিকে রয়েছে বিস্তৃত সবুজ মাঠ আর ঢেউখেলানো উপত্যকা যেটা চলে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত, যেন দিগন্তের শেষ সীমারেখায় মিশে গেছে। হাসপাতালকে আরো অপরূপ করে রেখেছে সারি সারি ঝাউগাছ, ঘন সবুজ কনিফারের বন। হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ছড়িয়ে আছে এই বিস্তৃত সবুজ আঙিনায়। পিচঢালা কালো পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে ঝাউবনের মধ্য দিয়ে। একদিকে রয়েছে বড় রাস্তা যেটা ডার্বির দিকে চলে গেছে। ডার্বিশিভ শহরের মধ্যেই রয়েছে চেস্‌টারফিল্ড। অন্যদিকের রাস্তাটা মিশেছে শহরের মধ্যে। হাসপাতালের দু'একটা জায়গা থেকে দেখা যায় চেস্‌টারফিল্ডের বিখ্যাত হেলানো গীর্জা। রাস্তার দিকে রয়েছে জেনারেল মেডিকেল ওয়ার্ড, তার পেছনে রয়েছে জেনেটিকস্‌ ওয়ার্ড এবং বেশ পেছনের দিকে রয়েছে সাইকিয়াট্রি ওয়ার্ড। ডঃ অনুপম রায়ের বসার ঘরের বিরাট কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা যায় ঢেউ খেলানো সবুজ উপত্যকা, স্নিগ্ধ বনভূমি আর নীল আকাশ। অনুপমকে বেশীর ভাগ লোকই ডঃ রে বলেই সম্বোধন করে। কাজের ফাঁকে

ঝাঁকে অনুপম রকিং চেয়ারে বসে তাকিয়ে থাকে উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে মাঝে মাঝে পাইপ মুখে দিয়ে শরীরটাকে আর একটু এলিয়ে দেয় চেয়ারে, তারপর দেয় পাইপে মৃদুটান। মেলো-ভারজিনিয়ার গন্ধে ঘর ভরে যায়। আমেজ আসে। ক্লান্ত অবসন্ন শরীরটা যেন হালকা মনে হয়, মনটাও যেন খানিকটা স্নিগ্ধ হয়। ক্লান্তি নামে অনুপমের চোখে। স্মৃতির পাতাগুলো একে একে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চোখ বন্ধ করে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করতে ভালবাসে অনুপম। মনে পড়ে ১৯৭৯-এর ফেব্রুয়ারী মাসের কোন এক দিনের কথা। আর একটু মনোযোগ দেয় সঠিক তারিখটা মনে করার জন্য। হ্যাঁ, সেটা ছিল ১৪ই ফেব্রুয়ারী সোমবার, কেননা, ঐ দিনেই অনুপম এসেছিল বিলেতে। রবিবার দমদম থেকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ-এ লণ্ডনের পথে পাড়ি দিয়েছিল অনুপম। সে বছর এত বেশী শীত পড়েছিল আর এত প্রচণ্ড তুষারপাত হয়েছিল যে গত তিরিশ বছরে অত বরফ কখনও পড়েনি। খবরের কাগজে ও বি.বি.সি.-র খবরেও অবশ্য বলা হয়েছিল যে—লণ্ডন শহর অচল হয়ে পড়েছে। সমস্ত ইংল্যাণ্ড বেশ কয়েক ফুট বরফের নীচে ঢাকা পড়ে আছে। শতাধিক ফ্লাইট বাতিল হয়ে গেছে। রানওয়ে সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা। অবিরাম তুষারপাত হচ্ছে। ল্যানডিং বা টেক্ অফ্ খুবই বিপজ্জনক এই অবস্থায়। শুধু তাই নয়, লণ্ডন-এ ট্রেন, বাস, ট্যাক্সি সবই প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। মোটরওয়েতে গাড়ী স্কিড করে দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এই অবস্থায় দমদম থেকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ ঠিক সময়ে ছাড়বে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। এক অস্থির উদ্বিগ্ন মন অনুপমকে ক্রমশই হতাশ করে তুলছিল। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই অনুপমকে সাময়িকভাবে লণ্ডন যাত্রা বাতিল করার অনুরোধ করেছিল, কিন্তু অনুপমের এক দৃঢ় মানসিকতা ও তীব্র জেদ তাদের সব অনুরোধকেই তুচ্ছ করেছে। সব বাধাবিপত্তি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করেছিল অনুপম। অবশেষে ঠিক সময়েই প্লেন ছেড়ে দিল। অনুপমের মা, ভাইবোনেরা ও অনেক বন্ধু সি-অফ্ করতে এসেছিল দমদমে। অনুপমের স্পষ্ট মনে আছে কেমন করে তার মা কান্নায় ভেঙে পড়েছিল বিদায় জানাতে এসে। ঠিক সময় মতই চেক-ইন হয়ে গেল। পাসপোর্ট ভিসা চেক করা হল। একটা বড় স্যুটকেশ লাগেজে চলে গেল। অনুপমের সঙ্গে থাকল শুধু একটা কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। সে এবার সিকিউরিটি চেক-এর ফরমালিটি শেষ করে প্রতীক্ষাকক্ষে একটা

সোফায় বসে রইল আর কান খাড়া করে রাখলো প্লেন ছাড়ার ঘোষণার জন্য। অবশেষে সেই মুহূর্তটাও এলো এবং বোর্ডিং পাশ দেখিয়ে প্লেনের ভেতরে চলে গেল সে। সেই মুহূর্তটা যেমনি ছিল রোমাঞ্চকর তেমনি ছিল বিপুল বিস্ময়ের। একদিকে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যথা আর অন্যদিকে বিলেত যাবার তীব্র আনন্দের মিশ্র অনুভূতি অহরহই ঘুরে বেড়াতে লাগল তার মনের মধ্যে। এতক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসেছিল সে হঠাৎ চমক ভাঙলো বিমানসেবিকার ঘোষণায়। সকলকে সিটবেল্ট বেঁধে নেবার অনুরোধ করছে। এবার আস্তে আস্তে এই বিরাট যান্ত্রিক পাখীটা তার ডানা মেলে ছুটতে শুরু করলো আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মিলিয়ে গেল মেঘের মধ্যে। চকিতের মধ্যে হারিয়ে গেল এয়ারপোর্ট, ঘর-বাড়ী, গাছপালা সব। তারপর পুঞ্জীভূত মেঘের স্তর পেরিয়ে এক নীল মহাশূন্যতার মধ্যে দিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে চলল বি. এ-র ৭০৭ বোয়িং বিমান হিথ্‌রোর দিকে।

অবিরাম একটা ভোঁ ভোঁ শব্দ কানে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। বিমানের কম্পনটা অনেক মৃদু হয়ে এসেছে। এতক্ষণ যাত্রীদের মধ্যে কোনো কোলাহল ছিল না। কয়েক মিনিটের জন্য প্লেনের পরিবেশটা খুবই নিস্তব্ধ ছিল। এবার আস্তে আস্তে সকলে বেল্ট খুলতে শুরু করেছে। যাত্রীদের এক মৃদু গুঞ্জন কানে আসতেই চোখ খুললো অনুপম। এতক্ষণ লক্ষ্য করল তার একদিকে বসে আছেন এক মধ্যবয়সী বাঙালী। অপর দিকে জানালার ধারে বসে আছেন এক বিদেশী ভদ্রমহিলা। পরনে ব্লু-স্কার্ট, মাথায় নীলচে টুপি ও চোখে রঙিন চশমা। টুপিতে ঢাকা মুখের অনেক অংশ ভাল দেখা যাচ্ছে না, যেটুকু দেখা যায় সেটুকুতেই বুঝতে অসুবিধা হল না যে উনি রোমে যাচ্ছেন, কারণ চেক ইন-এর সময় দমদমে উনি নিজের একটা ব্যাগ অনুপমের ব্যাগের সঙ্গে ওজন করতে অনুরোধ করেছিলেন; কেননা ওর সঙ্গে যে ব্যাগটা ছিল বারো তেরো কিলোর বেশী ওজন হোতো না আর ওনার সঙ্গে ছিল দুটো ব্যাগ যার ওজন কুড়ি কিলোর অনেক বেশী হবে বলে মনে হয়েছিল। ভদ্রমহিলা নিঃসন্দেহে ইটালিয়ান এবং অবিরাম দুই ঠোঁটের মধ্যে ডানহিল সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী সৃষ্টি করে চলেছেন। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন এক বয়স্ক ভারতীয় ভদ্রলোক। উনি এতক্ষণ ওদের বাক্য-বিনিময় শুনছিলেন এবং যেই মুহূর্তে ওনার সঙ্গে

ওর চোখাচোখি হল সেই মুহূর্তেই তিনি ওকে ইশারায় ভদ্রমহিলার সুটকেশ সঙ্গে নিতে বারণ করলেন। সত্যি কথা বলতে কি অনুপমেরও ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ঐ ভদ্রলোকের ইশারাতে বেশ ভয় পেয়ে ইতস্ততঃ করে ছোট একটা শব্দ বলতে হল—"সরি"। পরে অবশ্য বুঝেছিল ভয়টা অহেতুক ছিল, কিন্তু ভারতীয় ভদ্রলোক বলেছিলেন ওনার সঙ্গে সুটকেশ রাখলে ওর সুটকেশও হয়ত রোমান হলিডে করতে চলে যেতে পারে। ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে খুব বিব্রত বোধ করলো। ইতিমধ্যে দু'জন সুন্দরী তরুণী বিমানসেবিকা প্যাসেজের মধ্যে দিয়ে একটা ট্রলি টেনে আনছে ও যাত্রীর ড্রিঙ্কস্ দিতে শুরু করেছে। আমার পাশের ভদ্রলোক ট্রলি থেকে কয়েকটা বোতল তুলে তুলে দেখতে থাকলেন ও চাইলেন বেলস্ স্কচ্। এবার অনুপমের পালা—"হোয়াট ক্যান আই সার্ভ ইউ স্যার?" একজন এয়ারহোস্টেস জিজ্ঞাসা করল ওকে। সুরা জাতীয় পানীয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই অনুপমের। সুতরাং উত্তরে বলল, "ক্যান আই হ্যাভ এ সফট ড্রিংক্স প্লিজ।" তাছাড়া অনুপমের কোন অভিজ্ঞতাও নেই এইসবের ওপর। নাম সে জানে অনেক ড্রিঙ্কসের। হুইস্কি, ব্র্যাণ্ডি, ওয়াইন, লেজার, মার্টিনি ইত্যাদি। কিন্তু কোন্‌টাতে কতখানি অ্যালকোহল আছে বা কোন্ সময়ে কোন্ ড্রিঙ্ক খেতে হয়, তা কিছুই সে জানেনা। সে লেমোনেড চাইতে পাশের বাঙালীবাবু বলে উঠলেন—"বিনে পয়সায় স্কচ দিচ্ছে, আর আপনি তাকে অবহেলায় ঠেলে সরিয়ে দিলেন?" অনুপম জবাব দিল, "হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দেওয়ার কথা বলছেন?" "ঠিক্ ধরেছেন"—একগাল হেসে ভদ্রলোক বললেন, "ভাল জিনিষ অবজ্ঞা করলে ভবিষ্যতে হয়ত ওটার স্পর্শও পাবেন না।" অনুপম এবার হো হো করে হেসে উঠলো। ইটালিয়ান ভদ্রমহিলা এবার একটু কটাক্ষ করেই তাকালেন অনুপমের দিকে। অনুপম বলল, "আপনি তো বেশ মজার লোক, মহাশয়ের নামটা জানতে পারি কি?" "নিশ্চয় নিশ্চয়" বলে ভদ্রলোক বুকপকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বার করে অনুপমের হাতে দিয়ে বললেন—"এতে আমার নাম ঠিকানা জীবিকা সবই লেখা আছে।" সুন্দর চকচকে সাদা কার্ডের উপর সোনালী অক্ষরে লেখা আছে—মিঃ ব্রজেন দত্ত, ট্রাভেল এজেন্ট, ১২৩ লাইম ষ্ট্রীট, এগহাম, সারে। ইতিমধ্যে এয়ারহোস্টেস পাশের ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করছেন, কি ড্রিঙ্ক তিনি চান। উনি আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে এয়ারহোস্টেস একটা লাল রঙের

পানীয় ওনাকে দিলেন। অনুপম একটু উৎসুক হয়েই ব্রজেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলো—"আচ্ছা জিনা লো লো কি পানীয় নিলেন?" ব্রজেনবাবু প্রথমে একটু হকচকিয়ে গিয়ে খুব তাড়াতাড়িই কথাটা ধরে নিয়েই হাসতে শুরু করলেন, বললেন "জিনা লো লো ব্রিজিটা—ঠিক বলেছেন, ওনার সঙ্গে একটু মিল আছে যেন—আপনি ত' বেশ রসিক লোক। জিনা যেটা খাচ্ছেন সেটা একেবারে স্বদেশী।" অনুপম বলল—"মানে"?

ব্রজেনবাবু বললেন, "ওটা হল চিয়ানটি-রেডওয়াইন, ইতালিতেই তৈরী হয়। রোমে পৌঁছে দেওয়ার আগে ব্রিটিশ এয়ারওয়েস ওনাকে কিছু স্বদেশী খাইয়েই খুসী করতে চান।"

ব্রজেনবাবু এবার বেনসেন এণ্ড হেজেসের একটা প্যাকেট খুলে অনুপমের দিকে অফার করলেন। যদিও অনুপম স্মোকার নয়, তবে মাঝে মাঝে দু'একটা সিগারেট খেতে খারাপ লাগে না। ব্রজেনবাবু এবার জিজ্ঞেস করলেন তার নাম।

"আমার নাম ডঃ অনুপম রায়চৌধুরী। এই প্রথম বিলেতে যাচ্ছি জব ভাউচার নিয়ে। উচ্চ শিক্ষা ও চাকরী দুটোই একসঙ্গে করার ইচ্ছে আছে। কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এম. বি. বি. এস. পাশ করে মেডিসিনে হাউস সারজেনের ট্রেনিং শেষ করে বেশ কিছুদিন প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ করে মনে হল যে ওয়েস্টার্ণ মেডিসিন না জানলে মেডিকেল ফিল্ডের সবকিছু জানা যায় না। বিশেষ করে যে সমস্ত আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা—যেমন স্ক্যান এবং অনেক জটিল পরীক্ষা ও দামী ওষুধ যেগুলো এখনও আমাদের দেশে চালু হয়নি, সেইসব জিনিষ জানবার জন্য আমার মনটা খুবই ব্যাকুল হয়ে আছে।

"আমরা থাকি পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুরে। বারেন্দ্র পাড়ায় আমাদের বাড়ী। বেশ কয়েক পুরুষ আগে শান্তিপুরের জমিদার ছিলাম আমরা। আমার ঠাকুরদা ছোটবেলা থেকেই স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন ও জমিদারের আচার-আচরণ, জমিদারের দম্ভ, বংশগৌরব, ও বংশানুক্রমিক জমিদারী প্রথাকে বর্জন করেছিলেন এবং প্রচুর সম্পত্তি বিশেষ করে ক্ষেতখামার স্থানীয় চাষীদের দান করে যান। আমার বাবা ছিলেন শিক্ষক, অবসর সময়ে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারী চিকিৎসা করতেন গরীব লোকদের মধ্যে। বাবার মনের মধ্যে একটা ছোট দুঃখ ও অভিমান ছিল ঠাকুর্দার ওপর।

বাবার মধ্যে যে জ্ঞান, বিদ্যা ও অজানাকে জানবার যে একটা বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল, তা দিয়ে তিনি যে কোন দিকেই উচ্চ প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন। কিন্তু ঠাকুরদা বাবাকে উচ্চশিক্ষার তেমন কোন সুযোগ দেননি, শুধু তাই নয় বাবার মধ্যে যে প্রতিভা ছিল সেটাও তিনি বুঝতে পারেন নি। বি. এ.-তে ডিশ্‌টিংশন্‌ নিয়ে পাশ করেও বাবার উচ্চশিক্ষার সুযোগ আর হয়নি। স্বদেশী করতে করতে অল্প বয়সেই মারা যান ঠাকুরদা। তারপর থেকেই বাবা শিক্ষকতা শুরু করেন গ্রামের মধ্যেই। বাবার মধ্য বয়সেই আমরা আমাদের শান্তিপুরের জমিদার বাড়ী ত্যাগ করে কিছুটা দূরের একটা ঠাকুর বাড়ীতে উঠে আসি। ঐ বাড়ীটাও বেশ বড়। অনেকগুলো ঘর। প্রত্যেকটা ঘরই খুব বড় বড়। বাড়ীর সামনে বিরাট চাতাল। বাড়ীর সামনে গেট। একসময় গেটের দুদিকে স্তম্ভের ওপর দুটো পাথরের সিংহ বসানো ছিল। এখন আর নেই। গত তিরিশ বছর বাড়ীর বাইরেটা রং করা হয়নি। কয়েক জায়গায় প্লাসটারও খসে খসে গেছে। নীচের তলায় বৈঠকখানা। বৈঠকখানার পাশে আর একটা ঘর, যেটাতে বাবা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। ওপরে দক্ষিণে মায়ের ঘর ও আমার ছোট বোনের ঘর। উত্তরে আমার ঘর ও আমার ছোট ভাই-এর ঘর। আমার ছোট ভাই অনিরুদ্ধ ল' পড়ছে ও বোন বিপাশা বাংলায় এম. এ. পড়ছে। বছর দশেক হল বাবা মারা গেছেন। একদিন স্কুল থেকে ফিরেই সদর দরজার কাছে বসে পড়লেন। আমি তখন ফার্স্ট ইয়ার-এর মেডিকেল স্টুডেন্ট। বাবা খুব ঘামছিলেন। একটা হাত বুকের ওপর ধরে মাকে বললেন পাখা দিয়ে বাতাস করতে, বাবার বুকে যন্ত্রণা হচ্ছিল তীব্রভাবে। নিঃশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। আসতে আসতে বাবার কথা বন্ধ হয়ে আসছিল। আমি সময় নষ্ট না করে ছুটে চলে গেলাম ডাক্তার ডাকতে। পনেরো-মিনিটের মধ্যে ফিরে এলাম বাড়ীতে ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে, যিনি আমাদের পরিবারের চিকিৎসক ছিলেন বহুদিন ধরে। মার কোলে মাথা রেখে বাবা এই পৃথিবীর সব মায়া ত্যাগ করে তখন চলে গেছেন মহাশান্তির সন্ধানে। মা কাঁদছিলেন। আশে পাশে অনেক লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল। আমি যেতেই বিপাশা আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো—"দাদা! বাবা আর নেই।" অনিরুদ্ধ স্ট্যাচুর মতো স্তব্ধ হয়ে বসে আছে মার পাশে। অনাদি ডাক্তার বাবার কাছে গিয়ে বাবার হাতটা টেনে নিয়ে নাড়ী টিপে

দেখলেন ও একটা টর্চ দিয়ে চোখের মণি পরীক্ষা করে চোখের পাতাদুটি আলতো করে ঢেকে দিলেন ও আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বুকে টেনে নিলেন।"

ব্রজেনবাবুকে তার নাম ও পরিচয় দিতে দিতে অনুপম কখন চোখ বন্ধ করে স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে অতীতে ফিরে গিয়েছিল বুঝতেই পারেনি। হঠাৎ প্লেনের ভেতর ঘোষণা শোনা গেল—"উই আর এ্যাপ্রোচিং রোম — প্লিজ্ ফাসন্ ইওর্ সিটবেল্ট"। "কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ?" ব্রজেনবাবু স্কচ্-এর শেষ তলানিটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে বললেন "মন খারাপ লাগছে ?" অনুপম বলল "না শুধু একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম।" "আপনার কেমন লাগছে ?" ব্রজেনবাবু খালি গ্লাসটা কপালে ঠেকিয়ে বললেন—"আই উইল ড্রিঙ্ক···।" কথাটা শেষ করতে না করতেই অনুপম বলল, "জীবনের পানপাত্র থেকে শেষ তলানিটুকু পর্যন্ত নিঃশেষ করবো —তাইত ?" ব্রজেনবাবু বললেন "ব্রিলিয়াণ্ট ! আমার মনের কথাগুলো আপনি যেভাবে ক্যাচ করছেন, কুড়ি বছর বিয়ের পরও আপনার বৌদি তা পারেন নি।"

রোমে দুঘণ্টা থামা। তবে বাইরে যেতে দেবে না। বড়জোর বিমান-বন্দরের নিঃশুল্ক বিপনীকেন্দ্র যাওয়া যেতে পারে। জিনা-লোলো নেমে গেলেন ও বলে গেলেন, "সরি ফর দি ইনকনভিনিয়েন্স।" অনুপমের খুব খারাপ লাগছে যে রোমের মাটিতে পা রেখেও রোমের কিছু দেখা হবে না। সে শুনেছে বিমানে যারা যাতায়াত করে কখনও কখনও মস্কো ঘুরে দেখার সুযোগ পায় তারা।

রোমের ভ্যাটিকান, সেণ্ট পিটারস গীর্জা, রোমের ফোরাম, কলোসিয়াম ইত্যাদির কথা অনুপম কত পড়েছে বইয়ে তার জন্যেই আরো বেশী উৎসাহ জাগে স্বচক্ষে এগুলো দেখার জন্য। ব্রজেনবাবু বললেন, "আর মাত্র ঘণ্টা দুই-তিনেকের পথ। তার পরই আপনার স্বপ্নের দেশ বিলেতে পৌঁছে যাবেন।" রোমে ব্রেকফাস্ট করা হল। ব্রিটিশ এয়ার ওয়েস-এ অবশ্য ইংলিশ ব্রেকফাস্ট দেয়, কন্টিনেণ্টাল ব্রেকফাস্ট নয়। পোচড্ এগ্, সসেজ ও বেকন এবং বাটার ও জ্যাম দিয়ে টোস্ট ও পরে নেসক্যাফের হট কফি খেয়ে টিকিট, পাসপোর্ট ও ভিসা চেক করে নিলো। একটু পরেই সমস্ত প্লেনে বীজাণুনাশক ওষুধ ছড়ানো হবে ও ল্যাণ্ডিং কার্ড ফিল আপ করে রাখতে হবে।

যথারীতি প্লেন ছাড়ল। চোখ বন্ধ করে রিক্লাইনিং সিটে এলিয়ে দিলো দেহটা। কানে হেডফোনটা লাগাতেই পিয়ানোর একটা খুব চেনা সুর শুনতে পেলো রোম রেডিও থেকে। এই মিউজিকটা অনেকবার শুনেছে আগে। ঠিক মনে করতে পারে না মোজার্ট না বেটোফেনের। পিয়ানোর অনেক রেকর্ড সে সংগ্রহ করেছে। পিয়ানো শেখারও খুব শখ ছিল। বাড়ীতে একশো বছরের পুরোনো একটা পিয়ানো আছে। মাত্র কয়েকটা কি অচল আছে। একবার টিউনিং করাবার জন্য লোক ডাকা হয়েছিল। বহুদিন কেউ হাত দেয়নি। বিপাশা মাঝে চেষ্টা করেছিল কিন্তু বিশেষ সুবিধে হয়নি। তাই হারমোনিয়ামেই ফিরে এসেছে। বিপাশা বেশ গায় রবীন্দ্রসংগীত। বন্ধু রজত সেনের বোন মিলি বেশ পিয়ানো বাজায়। রজত আর মিলি দুজনেই এসেছিল এয়ারপোর্টে সি-অফ করতে। রজতদের গাড়ীতেই অনুপম পৌঁছোয় এয়ারপোর্টে। অনুপমদের গাড়ী নেই, ছিলও না কোনদিন। ঠাকুরদার আমলে দুই ঘোড়ায় টানা ফিটন ছিল। সে শুনেছে বাবা বিয়ে করতে গিয়েছিলেন ঐ ফিটনে করে। তারপর অবশ্য সেটা আর ব্যবহৃত হয়নি।

আবার যেন তন্দ্রালু হয়ে আসছে চোখ দুটো। কানে বাজছে পিয়ানোর মিষ্টি অনুরণন। বারবারই মনে আসছে অনেক পরিচিত মুখ। মার জলভরা চোখদুটো কিছুতেই সে ভুলতে পারছে না। অনিরুদ্ধ আর বিপাশা বাইরে থেকে হাসি হাসি ভাব দেখালেও অন্তরের নিবিড় দুঃখকে সে বেশ অনুভব করতে পারছে। এছাড়া মনে আসছে মিলির মুখটা, মিলির আবদারটা। বিলেতে গিয়েই যেন মিলিকে সে একটা পিকচার পোস্টকার্ড পাঠায় যেটাতে লণ্ডনের বাকিংহাম প্যালেসের একটা ছবি থাকবে। অনুপন ভাবেনি মিলিও আসবে এয়ারপোর্টে। মিলি বলেছিল, ও কোনদিন এয়ারপোর্টে আসেনি। এছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু রজতের বোন মিলি। ছোটবেলা থেকেই এই দুই পরিবারের সঙ্গে একটা মধুর সম্পর্ক রয়েছে। রজতের বাবা ইঞ্জিনিয়ার, কয়েক বছর ধরে বিল্ডিং কনষ্ট্রাকশন-এর একটা ফার্ম খুলেছেন। কয়েক বছরের মধ্যে প্রচুর সাফল্য ও অর্থ উপার্জন করেছেন। রজত বি. এস. সি. পাস করে বাবার ব্যবসায়ে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে এম. এস. সি. পড়া সম্ভব হয় নি। রজতই ওদের সাদা অ্যামবাসাডারটা করে অনুপমকে এয়ারপোর্টে এনেছে।

অনেকদিন আগের একটা ঘটনা মনে পড়ছে অনুপমের। অনুপম তখন ফার্স্ট ইয়ার-এর মেডিকেল ছাত্র। গরমের ছুটিতে বাড়ীতে এসেছে। সে অ্যানাটমি পড়ছিল নীচের পড়ার ঘরে। তখন প্রায় বিকেল পাঁচটা হবে। বই-এর থেকে মুখ তুলেই দেখে দরজার কাছে মিলি দাঁড়িয়ে আছে। মিলির বয়স তখন বারো—কি তেরো। পরণে সাদা হাতাকাটা ফ্রক। চাইনিস স্টাইলে চুলকাটা। হাতে একটা স্কিপিং রোপ।

অনুপম বলল—"কি খবর মিলি, কেমন আছ?"

মিলি বলল—"দাদা আপনাকে আজ রাতে আমাদের বাড়ীতে যেতে বলেছে। সেইজন্য আমাকে পাঠিয়েছে।"

এবার মিলি টেবিলের খুব কাছে এসে দাঁড়াল ও অ্যানাটমির খোলা পাতায় একটা হাড়ের ছবি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলো। অনুপম তখন অষ্টিওলজি পড়ছিল। মিলি কাছে আসতে মিলিকে বলল—"মিলি, ঘরের কোণের আলমারি থেকে আমাকে একটা রেড পেনসিল এনে দাও ত"।

"এখুনি দিচ্ছি" বলে মিলি চলে গেল ঘরের একপ্রান্তে আলমারির কাছে যেটার মধ্যে রয়েছে অজস্র বই। হঠাৎ শুনতে পাওয়া গেল মিলির অকস্মাৎ আর্তনাদ। মিলি দু'হাতে চোখ চেপে থরথর করে কাঁপছে, অনুপম কাছে যেতেই ও অনুপমকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো শক্ত করে, অনুপম মিলির শক্ত হাতের আবেষ্টনে বন্দী। 'কি হয়েছে মিলি'। অনুপম জিজ্ঞেস করতেই মিলি আঙ্গুল দিয়ে আলমারীতে রাখা একটা মানুষের মাথা দেখালো। এখন বোঝা গেল অ্যানাটমি পড়ার জন্য মৃত মানুষের হাড়গোড় ও মাথার খুলি যেগুলো রাখা ছিল ঐ আলমারিতে সেই দেখেই মিলি ভয় পেয়েছিল। কিছুক্ষণ বাদে মিলি বলল—"আপনার ঘরে আর আসছিনা।"

আর একবার সকলে দীঘায় বেড়াতে গিয়েছিল। মিলি তখন বেশ বড়। কলেজে পড়ে। সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে একটা বিরাট ঢেউ-এর মধ্যে তোলপাড় খাচ্ছিল মিলি। সমুদ্রটাও ছিল বেশ অশান্ত। ভয় পেয়ে মিলি 'হেল্প হেল্প' বলে চিৎকার করে উঠেছিল। অনুপম ছিল কাছেই। সেই বিশাল ঢেউটা যখন সমুদ্রের পাড়ে আছাড় খেয়ে আবার সমুদ্রের গভীরে ফিরে যাচ্ছিল মিলিও চলে যাচ্ছিল সমুদ্রের দিকে। সে মিলির একটা হাত শক্ত করে ধরে ওকে টানতে টানতে কোনরকমে পড়ে টেনে এনেছিল।

সূর্য্য ঝলমলে সকালে সোনালী সৈকত চিক্-চিক্ করছে। ভিজে বালির ওপর চোখে কালো চশমা পরে খানিকক্ষণ শুয়ে থাকলো মিলি। ওপরে নীল আকাশে পেঁজা পেঁজা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। একদিকে সারি সারি সবুজ ঝাউবন আর একদিকে অশান্ত সমুদ্র। অজস্র ঢেউ-এর সাদা ফেনাগুলো জমাট হয়ে যাচ্ছে চিকচিকে বালির ওপর। সমুদ্রের এই গর্জনকে অনুপমের যেন এক অনন্ত মহাসংগীত বলে মনে হচ্ছে। এই অসীম আকাশ, অনন্ত সমুদ্র আর মহাশূন্যতার দিকে চেয়ে একদিকে যেমন এক বিপুল নৈসর্গিক মহানন্দের তৃপ্তি আছে, অন্যদিকে আছে এক বিস্ময়। এই প্রাকৃতিক প্রাচুর্য ও অসীমতার মধ্যে নিজেকে খুবই তুচ্ছ বলে মনে হয়। অনেক দূরে যেখানে সেই দিগন্তে আকাশ আর সাগরের মিলন হয়েছে; মনে হয় এই উত্তাল তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে সেই মহামিলনের তীর্থক্ষেত্রে ঘুরে আসি। তার হিংসে হচ্ছে অনেক দূরের নৌকো বাওয়া মাঝিদের ওপর, যারা সেই দিগন্তের খানিকটা কাছে গিয়ে সৌন্দর্য্য দেখছে। হঠাৎ চোখে পড়লো, মিলি তখনও শুয়ে আছে ভিজে সোনালী সৈকতে। পরনে হালকা সবুজ সাঁতারের পোষাক, চোখে কালো চশমা। এবার অনেক দূর থেকেই সে বুঝতে পারল মাথার খুলিতে আতঙ্কিত তেরো বছরের মিলি আজ অষ্টাদশীর চন্দ্রিমার মতই সুন্দর হয়ে উঠেছে। মিলি হয়ত আকাশের নীলের মধ্যে নিবিড় কোনো স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে, তাই ওকে আর ডাকল না। অনুপম চোখ বন্ধ করে সমুদ্রের সেই মহান সংগীতের মূর্চ্ছনা অনুভব করতে লাগল। সে চায়না এই সময়ে কেউ তাকে বিরক্ত করে।

সেদিন রাতে ছিল অফুরন্ত জ্যোৎস্না। ঝাউবনের মধ্যে জ্যোৎস্নার আলো বালির ওপর এক অপূর্ব আলোছায়ার আলপনা এঁকেছে। সবাই গোল হয়ে বালির ওপর বসে আছে। অনুপম, বিপাশা, রজত, মিলি, আর মিলির আরো কিছু বন্ধুবান্ধব সকলে চক্রাকারে বসে আছে বৈশাখের এক পূর্ণিমা রাতে দীঘার সৈকতে। মনে আছে মিলি আর বিপাশা হাত ধরে খালি পায়ে বালির ওপর হাঁটতে হাঁটতে গান ধরেছিল—"আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে" আর ক্রমশই এগিয়ে যাচ্ছিল ঝাউবনের দিকে। অনুপমের খুবই ইচ্ছে করছিল ওদের সঙ্গে হেঁটে বেড়াতে, ওদের খুব কাছে থেকে ঐ গান শুনতে, যেটা ঐ পরিবেশের সঙ্গে এত মিলছিল যে রোমান্টিক না হয়েও তা ভাল লাগবে।

ঘরে গিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এলনা। অনুপম জানেনা মিলি কখন ঘুমিয়েছে ওর ঘরে। ঘরের সামনেই ব্যালকনি। একটা বেতের চেয়ারে বসে রইল। বেশ কয়েকটা সিগারেট ধরাল। তবু যেন ঘুম আসে না চোখে। কিসের এক গোপন রহস্যে মনটা উতলা হয়ে আছে। দীঘার স্মৃতিটা মাঝে মাঝেই মনে পড়ে তার।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে। অনুপম তখন হাউস সারজেন। মিলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংলিশ-এ এম. এ. পড়ছে। সেদিন ছিল শনিবার। বর্ষার দিন। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হল সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটে নাগাদ। কলেজ ষ্ট্রীটে একহাঁটু জল। বাস, ট্যাক্সি কিছুই চলছে না জলের জন্য। দু'একটা প্রাইভেট মিনিবাস যদিও মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে কিন্তু তাতে ওঠার জন্য এত ভিড় যে, চেষ্টা না করাই ভাল। মিলি হোস্টেলে থাকে, কিন্তু প্রত্যেক শনিবার বাড়ী যায় শান্তিপুরে। শিয়ালদহ থেকে ট্রেন ছাড়ে শান্তিপুরের। অনুপমও বাড়ী যায় যে সপ্তাহান্তে ছুটি থাকে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে কলকাতা অচল হয়ে গেছে। কাছাকাছি যারা থাকে জুতো হাতে নিয়ে প্যাণ্ট গুটিয়ে গুটিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে। যারা বাসের জন্য অপেক্ষা করছে, তারা বাসে ওঠার সংগ্রামের জন্য অপেক্ষা করছে। এই সংগ্রামে শুধু শক্তিশালীরাই জয়ী হবে। মাঝে মাঝে দু'একটা ডবল-ডেকার না থেমে চলে যাচ্ছে আর সমুদ্রের মত ঢেউ গিয়ে পড়ছে পথচারীদের ওপর। রজত বেলা তিনটে নাগাদ ফোন করেছিল। ফোনে শান্তিপুরের লাইন পাচ্ছে না। রজতের গাড়ী ব্রেক-ডাউন হয়েছে তাই ও শান্তিপুর ফিরতে পারবে না আজ রাতে। রজতের অনুরোধ, সে যেন মিলিকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিপুর চলে যায়। এই দুর্যোগে রজত মিলির জন্য খুব চিন্তিত বিপাশাও ইউনিভার্সিটিতে এম. এ. পড়ে, কিন্তু ও আজ আসতে পারেনি। অনুপম তাই মেডিকেল কলেজ থেকে পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের দিকে এগোলো। মিলিকে খোঁজার জন্য তাকে বিশেষ কষ্ট করতে হল না। ঝির্‌ঝির্ করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ ছেয়ে আছে ঘনকালো মেঘে। বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। পুরো কলেজ ষ্ট্রীট, মীর্জাপুর ষ্ট্রীট আর কলুটোলা ষ্ট্রীট জলে ডুবে আছে। মনে হচ্ছে কলকাতা যেন এক ভেনিস নগরী। বাস স্টপেজে অনেক মানুষের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে মিলি। এক অসহায়তা, এক অবসন্নতা ও এক অনাগত আশঙ্কা মিলিকে বেশ চিন্তিত

করে তুলেছে। অনুপম মিলির কাছাকাছি যেতেই ও দেখতে পেল, মনে হল ওর মধ্যে খানিকটা সাহসের সঞ্চার হয়েছে। "অনুদা আপনি ?" একটু হেসে মিলি জিজ্ঞেস করলো। সে বলল মিলিকে যে এখান থেকে বাসে ওঠা বা ট্যাক্সি পাওয়া এখন অসম্ভব। তারচেয়ে বরং পায়ে হেঁটে শিয়ালদহ ষ্টেশন চলে যাওয়া অনেক ভাল। সাতটার সময় শান্তিপুর লোকালটা ধরা যাবে। যে মুহূর্তে তারা বাস স্টপেজ পরিত্যাগ করে মীর্জাপুর ষ্ট্রীটের দিকে এগোতে থাকলো মনে হল বৃষ্টিটা একটু জোরে এল। অগত্যা মিলির লেডিস ছাতার নীচে কোন রকমে দুটো মাথা আশ্রয় পেল। মাঝে দু' একবার বজ্রপাত হয়ে গেল ও ক্ষণিকের বিদ্যুতের ঝলকে কলকাতাকে বেশ কল্লোলিনী মনে হল। এমন সময় কানে এল "বলহরি হরিবোল"। মেডিকেল কলেজ থেকে শবযাত্রা বেরিয়েছে এই দুর্যোগের মধ্যে। বেচারার মরেও শান্তি নেই! মুখাগ্নিটাও ভালকরে জ্বলবে না এই বৃষ্টিতে। এতক্ষণে জল ঠেলতে ঠেলতে পুঁটিরামের দোকান পর্যন্ত গেছে। এখানে জলটা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত জমেছে। চোখে পড়লো কতকগুলো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে গামছা দিয়ে রাস্তায় জমে থাকা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করছে। দু'জন মুটে মাথায় করে ময়দার বস্তা নিয়ে চলেছে। এতে দুটো সুবিধে হয়েছে, মুটেদের ছাতার দরকার হচ্ছে না আর ময়দার বস্তা যেখানে যাবে সেখানে আর ময়দা মাখার দরকার হবে না। আরো খানিকটা এগোলো। চোখে পড়লো এক মারোয়াড়ী মধ্যবয়সী ভদ্রলোক গোটা-চারেক বড় বড় প্যাকেট নিয়ে রিক্সায় বসে আছে, আর রিক্সাওয়ালা অতি কষ্টে টেনে নিয়ে যাচ্ছে রিক্সাটা। এমন সময় এক আচমকা ঝড়ের ঝাপটায় বিহারী রিক্সাচালকের লাল গামছার পাগড়ী সহসা উড়ে গেল আর তাকে ধরার জন্য তৎক্ষণাৎ সে রিক্সার হাতল ছেড়ে পাগড়ী রক্ষার্থে দু-হাত মাথায় ঠেকালো। যা হবার তাই হল, রিক্সা গেল উলটে, আর সেই মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী ধরাশায়ী হলেন জলে। চারটে প্যাকিং বাক্স জলে ভাসতে লাগল। অনুপমের মনে হল মিলির হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই ওকে জিজ্ঞেস করল, সে রিক্সা করে শিয়ালদহে যেতে চায় কিনা। মিলি বলল "মানুষ টানা রিক্সায় চড়তে মনে খটকা লাগে"।

"ঠিক বলছো মিলি—আমিও কখনও রিক্সায় উঠি না, এটা যেন মনুষ্যত্বের প্রতি অপমান বলেই মনে হয়।"

ইতিমধ্যে আরো খানিকটা পথ দুজনে এগিয়ে গেছে। ডানদিকের ফুটপাতে একটা মুড়ি-তেলেভাজার দোকানে বেগুনীর জন্য লম্বা লাইন পড়েছে। আর একটু এগিয়ে যেতেই দেখা যায় একটা সাদা অ্যামবাসাডার সুন্দর করে ফুল দিয়ে সাজানো, জলে আটকে পড়েছে। জানালা দিয়ে দেখা গেল টোপর মাথায় বর এক গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে আছে। লগ্ন কটায় জানি না। সন্ধ্যালগ্ন হলে কন্যা যে লগ্নভ্রষ্টা হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কয়েকজন বরযাত্রী সাদা ধুতি আর পাঞ্জাবীর মায়া ত্যাগ করে রাস্তায় নেমে অ্যামবাসাডারকে ঠেলতে শুরু করেছে। বৃষ্টির মধ্যে শবযাত্রা, ব্যবসায়ীর রিক্সা থেকে জলে পতন, বরের লগ্ন চলে যাওয়ার উৎকণ্ঠা প্রভৃতির মধ্যে যে একটা অ্যান্টিক্লাইমেক্স-এর সুর মিশ্রিত আছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

একটা লেডিস ছাতার মধ্যে দুটি মাথা কোনরকম বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচলেও দেহের অংশগুলোকে বাঁচানো সম্ভব নয়। ডানদিকে একটা সিনেমা হল। আর কয়েক পা গেলেই মহাত্মা গান্ধী রোড। না এবার একটু দাঁড়াতেই হয়। একটা দোকানের শেডের নীচে দুজনে দাঁড়াল বৃষ্টির ঝাপটাটা যেন দোকানের দিকেই আসছে। এবার সে তার ডান হাতটা মিলির কাঁধ বেষ্টন করে ছাতার হাতলটা ধরল। ঝড়ের ঝাপটায় ছাতাটা প্রায় উল্টে যাবার উপক্রম হয়েছে। মিলির ঘন কালো খোলা চুল মেঘলা হাওয়ার আন্দোলিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে কাশবনে মাতাল হাওয়া তরঙ্গ তুলেছে। তার বাহুতে মিলির গালের স্পর্শ পাচ্ছে মাঝে মাঝে। মিলির চুলের একটা অজানা মিষ্টি সুগন্ধ পাচ্ছে অনুপম। —"মিলি তোমার চুল থেকে যে একটা সুগন্ধ পাচ্ছি সেটা কি বিলিতি শ্যাম্পুর ?" জিজ্ঞেস করতেই মিলি উত্তর দিল—"না, এটা ফ্রেঞ্চ শ্যাম্পু।" সে আবার জিজ্ঞেস করল "আর যে সাবানটা মেখেছো আর পারফিউমটা ঢেলেছো গায়ে সেগুলোও কি ফ্রেঞ্চ ?" "হ্যাঁ, অনুদা, সাবানটা গুচি, পারফিউমটা হয় চ্যানেল সেভেন, নয়ত নিনা রিসির লা-এয়ার। রাত্রে শুধু শোবার আগে বিলিতি নাইট কেয়ার লোশন, অয়েল অফ ইউলে ব্যবহার করি।" এবার মিলি ঘুরে দাঁড়ালো অনুপমের মুখোমুখি। মিলি বলল—"আমার মেকআপটা যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে জলে, তাই না ?" অনুপম মিলির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। এতো কাছ থেকে তাকে কখনও দেখার সুযোগ হয়নি। হঠাৎ মনে, হল, কয়েক বছর আগে

মিলি ছিল চতুর্দশীর চাঁদ, আর আজকের মল্লিকা যেন হয়ে টানাটানা উঠেছে পূর্ণিমার চাঁদ। নিটোল মুখ। ভাসা-ভাসা চোখ। নিখুঁত ভ্রূ অকৃত্রিম ভ্রূ। অনেক মেয়েরা যেমন ভ্রূ কামায়, তেমন নয়। চোখের পাতাগুলোও বড় বড়। নকল নয়। চোখের পাতায় একটা খুব হালকা মাসকারার প্রলেপ। ঠোঁটে ন্যাচারাল কালারের লিপস্টিক। চুলগুলো ঘন কালো কাঁধ পর্যন্ত এসে কুঁকড়ে গেছে। চুল দুটো কানই প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। কয়েকগোছা চুল মাঝে মাঝে ডান চোখের ওপর এসে পড়ছে। দুই কান থেকে ঝুলছে মুক্তোর দুল, গলায় মানানসই মুক্তোর মালা। এতক্ষণ তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিলো মিলির মুখের দিকে। চমক ভাঙলো মিলির ডাকে—"মনে হচ্ছে আপনি আমাকে বোধহয় প্রথম দেখছেন।" অনুপম বলল, "ঠিক বলেছো মিলি—এতদিন যা দেখেছি তা বাইরে থেকেই দেখেছি ; আজকে যা দেখলাম তা অন্তর দিয়ে দেখলাম। বাইরে থেকে দেখা ছবি যেন ফ্রেমে টাঙানো ছবি, সকলেই তাকে দেখতে পাচ্ছে সমানভাবে, কিন্তু অন্তরে দেখা ছবি সিন্দুকে তুলে রাখা ছবির মতন, যার চাবি শুধু আমার হাতেই থাকবে।"

মিলি সত্যিই সুন্দর, তার বাড়তি সাজের কোন দরকার হয় না। বিপাশা আর মিলির মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। বিপাশাও সুন্দরী তবে বিপাশা একেবারেই সাজে না। যখন সাজে, খোলা চুলে বড় করে একটা খোঁপা করে আর দু'একটা সাদা ফুল বিশেষ করে গন্ধরাজ খোঁপায় গুঁজতে ভালবাসে। কপালে একটা ছোট সাদা টিপ। কখনও হাতকাটা ব্লাউজ পরে না। শাড়ী এমনভাবে পরে যে পেটের কোন খালি অংশ কখনও দেখা যায় না। মিলি সবসময় স্লিভলেস ব্লাউজ পরে। শাড়ী পরে কোমরের নীচে থেকে এবং নাভীর নীচে ও ওপরে বেশ খানিকটা অংশ অনাবৃত থাকে। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা খোলা কোঁকড়া চুলে থাকতেই ভালবাসে মিলি। বিপাশার জুতোর হিল থাকে না। মিলি পরে হাইহিল। বিপাশার কাঁধে ঝোলে শান্তিনিকেতনের ব্যাগ। মিলির হাতে থাকে সাপের চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগ। দুজনের মধ্যে দুই পরিবারের বৈশিষ্ট্য বেশ বোঝা যায়।

বনেদিয়ানা ও আভিজাত্যের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। বনেদিয়ানার মধ্যে থাকে ডাইনাস্টি, আর আভিজাত্যের মধ্যে থাকে সম্ভ্রান্ততা।

বনেদিয়ানার আছে ঐতিহ্য মিশ্রিত বিশ্বাস, আভিজাত্যের মধ্যে আছে আতিশয্য। বনেদিয়ানার মধ্যে আছে একটা পুরাতনের দম্ভ আর আভিজাত্যের মধ্যে আছে আধুনিকতার অহঙ্কার।

রায়চৌধুরী পরিবারের সঙ্গে সেন পরিবারের তফাৎটা এইরকমই। রজত সেনের বাবা রমেন্দ্রনাথ সেনের ম্যানসনে আভিজাত্যের অনেক নমুনাই পাওয়া যায়। ওদের বিরাট লাউঞ্জে পাতা হয়েছে পারসিয়ান কার্পেট, লাগানো হয়েছে ভেনিসিয়ান ঝাড়লণ্ঠন। ইটালিয়ান আসবাব দিয়ে সাজানো ডাইনিং রুম। শয়নকক্ষের সব আসবাব দামী দামী মেহগনী বা রোজউড দিয়ে তৈরী। বাড়ীর সদর দরজা পেরিয়ে দ্বিতীয় দরজার পাপোষের ওপর দাঁড়ালেই বৈদ্যুতিক স্বয়ংক্রিয় দরজা খুলে যায়। তার আগে অবশ্য দরজায় বসানো ছোট্ট মাইক্রোফোনে জানাতে হয় আগন্তুকের নাম। এছাড়া বিরাট বাগান, সানলাউঞ্জ, দোলানো সোফা, সুইমিং পুল ইত্যাদি এই বাড়ীটিকে বিলাসিতার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে গিয়েছে। এ সবই হয়েছে গত দশ বছরের মধ্যে কনট্রাকটরী বিজনেসের বিপুল সাফল্যে আর রমেন্দ্রনাথ সেনের কঠোর পরিশ্রমে ও প্রচেষ্টায়।

বৃষ্টিটা আর একটু জোরে এল। অনুপম বলল—"মিলি, চলো সামনের ঐ রেষ্টুরেণ্টে গিয়ে একটু কফি খেয়ে আসি।" ছোট্ট রেস্তোরণ। বেশ ভিড়। একটা ছোট কক্ষে মুখোমুখি বসলো দুজনে। নিজের জন্য আফগানি আর মিলির জন্য কবিরাজী কাটলেটের অর্ডার দিল অনুপম। পকেট থেকে ফিলটার টিপ উইলস-এর প্যাকেট বার করে একটা সিগারেট ধরাতে গিয়েও ভেজা দেশলইএর জন্য ধরানো গেল না। একফাঁকে টয়লেটে গিয়ে রুমাল দিয়ে মুখের ও হাতের জল মুছে নিলো। ফিরে এসে দেখে মিলি বাঁ হাতে ছোট হাত-আয়না ধরে আছে আর ডান হাত দিয়ে মুখের প্রসাধন ঠিক করছে।

"তুমি এত সুন্দর যে তোমার সাজের কোন দরকারই হয় না মিলি।"

মিলি আয়নার দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে হালকা করে একবার লিপষ্টিক নয়, লিপগ্লাস্‌টা বুলিয়ে নিল। তারপর বলল,

"অনুদা আপনি কিন্তু দুবার বললেন কথাটা। কিন্তু জানেন তো সাজাটা একটা আর্ট আর এই আর্ট-এর প্রতি আমার খুব আগ্রহ, কিন্তু আপনাকে তো এর আগে কখনও এমনভাবে সুন্দরীর পূজারী হতে দেখিনি।

আপনার মধ্যে হঠাৎ কেমন করে যে একটা রোমান্টিক ভাবের উদয় হল বুঝতে পারছি না!"

"ঠিক বলেছ মিলি, মনটা যেন কিসের এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মনে হচ্ছে—"আমার চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনী উঠলো রাঙা হয়ে, গোলাপের দিকে তাকিয়ে বললাম"......লাইনটা শেষ হবার আগেই মিলি বলে ওঠে "তুমি কত সুন্দর"।

এবার দুজনেই হেসে উঠলো। কেবিনের পর্দা সরিয়ে বয় কাটলেট দিয়ে গেল। বেশ খিদে পেয়েছিল। গতকাল সারারাত কাজ করেছে অনুপম। মেডিকেল কলেজের মেডিসিনের হাউস সারজেন। অন্তত গোটা কুড়ি নতুন রোগী ভর্তি হয়েছে। দুজনতো ভর্তির সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। কয়েকজনের অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়। বেলা চারটের সময় অনুপমের ছুটি হল।

"আচ্ছা মিলি, ডাক্তারদের কেমন লাগে তোমার"?

মিলি বলে, "যারা মরা মানুষের হাড়গোড় নিয়ে নাড়াচাড়া করে, যারা মরা মানুষদের ওপর কাটা-ছেঁড়া করে আর জ্যান্ত মানুষদের সতেজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে নিয়ে কাটা-ছেঁড়া করে, তাদের দেখলেই আমার ভয় হয়। তবে যে ডাক্তাররা মানুষের মনকে বোঝার চেষ্টা করে বা মনের চিকিৎসা করে, তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে ঠিকই।"

"আচ্ছা মিলি, তুমি সিগারেট খাও?"

মিলির ছোট উত্তর—"না। একবার দাদার পাল্লায় পড়ে সিগারেট খেতে গিয়ে এমন কাশি শুরু হয়েছিল যে দাদা ভয় পেয়ে বলেছিল—তোকে আর কখনও সিগারেট খেতে বলবনা।"

অনুপম আবার জিজ্ঞেস করে—"মিলি, তুমি ড্রিংক করো?"

মিলির উত্তর—"সোসাল ড্রিংকস। আপনি খেয়েছেন কখনও?"

"মনে পড়ে একবার বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে হোস্টেলে রাম খেয়েছিলাম। ভীষণ কড়া, গলা জ্বলে যাচ্ছিল।"

"দাদাকে যদি বলেন থ্রি-এক্স খেয়েছেন তাহলে আপনার জাত যাবে।"

"রজত কি খায়?"

"বাবা বা দাদা মল্ট হুইস্কি ছাড়া খায়না। সাদার্ন কমফর্টই ওদের প্রিয়। ওটা না পেলে গ্লেনফেলিচ্ বা হাইল্যাণ্ড মল্টও চলে। তবে তার

চেয়ে বেশী নামে না এমনকি ব্লেনডেড জে. কিউ. বি. ও ছোঁয়না। অনেকদিন আগে দেখেছি ভ্যাট ৬৯ বা জনিওয়াকার-এর বোতল থাকতো বাড়ীতে। এখন সিঙ্গিল-মল্ট ছাড়া কোন হুইস্কিই খায়না।"

"তুমি কি খাও মিলি?"

মিলি বলে, "ফ্রেঞ্চ শ্যামপেন বা লাপিয়েদোর মতন সুইট হোয়াইট ওয়াইন খেতে খারাপ লাগে না।"

"আচ্ছা মিলি, এবছরে তোমরা ছুটীতে কোথায় বেড়াতে যাচ্ছ? গতবছর তো তোমরা সিমলা গিয়েছিলে, আর তার আগের বছর কাশ্মীর—তাই না?" জিজ্ঞেস করলো অনুপম মিলিকে।

"এ বছরে আমরা কোথাও যাচ্ছি না। তার বদলে সামনের বছর আমরা আমেরিকা যাব। আমি বলেছি নায়াগ্রা না গেলে আমি যাব না। দাদা দেখতে চায় ডিজনি ওয়াল্ড´। বাবার ইচ্ছে নিউইয়র্ক আর ওয়াশিংটন যাবে।"

অনুপম বললো, "তোমার মা?"

মিলি বলে, "মা বলেছেন—আমি কি অত বুঝি বাবা, তোরা যেখানে আমাকে নিয়ে যাবি, সেখানেই আমি যাব। তবে সকলে এত হলিউড হলিউড বলে, তাই বলছিলাম যদি সম্ভব হয় তো একবার দেখিয়ে দিস।"

"মাসিমা বোধ হয় খুব সিনেমা দেখতে ভালবাসেন।"

"ক্যারি গ্রাণ্ট আর লানা টারনার মার ফেভারিট। দাদা ভিডিও ক্লাব থেকে মাঝে মাঝে পুরনো হলিউড ফিল্ম নিয়ে আসে মার জন্য। বাবা অবশ্য বিং ক্রসবী বা বব হোপের মিউজিক্যাল ফিল্ম দেখতে ভালবাসেন।"

রজতের কি ভাল লাগে অনুপম জানে। হিচকক বলতে রজত পাগল। রজতের সঙ্গে বেশ কয়েকটা হিচকক ফিল্ম দেখেছে। তবে অনুপমের জানা নেই মিলি কি ধরনের ছবি দেখতে ভালবাসে, তবে মনে হয় ডঃ জিভাগো, আনা কারিনিনা বা গন উইথ দি উইণ্ড এর মত ছবি।

মিলি বলে, "আপনি চোট্টামি করছেন, আপনি বিপাশার কাছ থেকে শুনেছেন আমার ভাললাগা ছবিগুলো……।"

প্রায় আধ ঘণ্টা হয়ে গেছে কাটলেট খেতে খেতে। এবার কফি এল। নেসকাফের সুন্দর তাজা গন্ধের সঙ্গে হালকা ধোঁয়ার কুণ্ডলি বেরিয়ে আসছে কফির কাপ থেকে। এতক্ষণ ধরে মিলিকে অবান্তর অনেক প্রশ্ন করেছে

অনুপম, মিলি কি ভাবছে কে জানে! কিন্তু মিলিকে আরো জানতে ইচ্ছে করছে। মিলিকে দেখে মনে হয় মিলি টিপিক্যাল সেন ফ্যামিলির ছাঁচে ঢালা, মডেলের মত নয়, মিলির মধ্যে অনেক নিজস্বতা আছে, অনেক বৈশিষ্ট্য আছে, কোথায় যেন একটা আইডেনটিটির দ্বন্দ্ব রয়েছে। মিলির মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম বোধ রয়েছে, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা রয়েছে। এই জাঁকজমকপূর্ণ জীবন মিলির খুব আকাঙ্খিত বলে মনে হয়না। মিলির মধ্যে যেমন গোঁড়ামি নেই, তেমনি নেই উৎকট আধুনিকতার অহঙ্কার। ওর রুচির মধ্যে শিল্পবোধ আছে, ওর আচারে আছে সুন্দর এক সফিস্‌টিকেশন সব মিলে মিলি খুবই অ্যাকম্‌প্লিস্ট্‌।

যাঁরা অরিজিনাল থেকে অনেক সময় আর্টিফিশিয়ালের দিকে ঝোঁকেন, যাঁরা বুদ্ধিদীপ্ত একটা বিশেষ চালচলন অনুসরণ করেন ও যাঁরা একটা বিশেষ স্তরে পৌঁছে তাঁদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও মানসিকতাকে, অকৃত্রিম সারল্যকে উপেক্ষা করে একটা বিশেষ ধাঁচের উপস্থাপনা করেন, তাঁরাই হলেন সফিস্‌টিকেটেড। আর যাঁরা তাঁদের বহুগুণের সমন্বয়ে নিজেদের জীবনকে ও চিন্তাভাবনাকে একটি সামগ্রিকতা ও সম্পূর্ণতার মধ্যে ধরে রাখতে পারেন তাঁরাই হলেন অ্যাকম্‌প্লিস্ট।

কফি খেতে খেতে একটা সিগারেট ধরাল অনুপম। বাইরে এখনও টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। মিলিকে জিজ্ঞেস করল—"তুমি দক্ষিণেশ্বর গেছ কখনও?"

মিলি বলে—"যখন আমার ৮-৯ বছর বয়স, একবার গিয়েছিলাম। একটু একটু মনে পড়ে একটা বিরাট বাঁধানো আঙিনা, সারি সারি শিব মন্দির, গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, তার পাশে পঞ্চবটী বন, তাই না।"

"অবিকল ঠিক।"

অনুপম জিজ্ঞেস করল—"তুমি বেলুড় মঠ দেখেছো।"

মিলি জানাল, "না"।

"জান মিলি, বেলুড় মঠ গেলে আমার মনটা একটা বিশেষ অনুভূতিতে ভরে যায়। ধর্মের ভাব জেগে ওঠে, তা বলছি না। একটা যেন আধ্যাত্মিক চেতনা, যেটা অন্য সময় উপলব্ধি করা যায় না। আমি ঠিক বোঝাতে পারব না তোমাকে মিলি। হলঘরে ধূপধূনোর আর পদ্মফুলের সুগন্ধের মধ্যে বসে বসে যখন স্তবগান শুনি মনটা এক নিবিড় আচ্ছন্নতায় ভরে যায়। মনে

হয় যেন অনেক শান্তি পেলাম। এর পর স্তবগান শেষ হলে গঙ্গার ধারে গিয়ে চুপ করে বসে থাকি। গঙ্গার শোভা দেখি। নীরবতার মধ্যে পাই যেন এক নির্লিপ্ততা। কথা বললেই সেই ধ্যান ভেঙে যায়। একদিন তোমাকে নিয়ে যাব মিলি বেলুর মঠে। যাবে ?"

মিলি অবাক হয়ে শুনছিল অনুপমের কথা। মিলির চোখ দুটো জলজল করছে। চোখের মধ্যে এক ঐকান্তিক ঔৎসুক্য। মনে হচ্ছে অনুপম যেন নতুন বাণী শোনাল তাকে। ওর জীবনের সুর যে নব-আধুনিকতা ও ঐশ্বর্য্যের তারে বাঁধা হয়ে আছে, এর সঙ্গে তার যেন কোথাও মিল নেই। বেলুড় মঠের স্তবগান আর গঙ্গার ধারে ভাটিয়ালির মধ্যে যে একটা আধ্যাত্মিক ও মহানন্দের গান শোনা যায়, তা মিলির সম্পূর্ণ অজানা। এক অভিমানে মিলির মন ভরে ওঠে, মিলি মনে মনে ভাবে—"দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া / ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া / একটি ধানের শিষের উপর একটি শিশির বিন্দু"।

সাতটা পনেরো মিনিটে শান্তিপুর লোকাল ছাড়বে। জানলার ধারে মুখোমুখি বসতে পেল মিলি আর অনুপম। ট্রেন ছাড়ল ঠিক সময়েই। বেশ কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।

মিলি বলল—"রবিবার দিন বিকেলে যাবেন বেলুড় মঠ ?"

একটু সময় নিয়ে অনুপম বলল—"এইভাবে যাওয়াটা ঠিক হবে না মিলি। তাছাড়া রজত আর তোমার বাবা-মা যদি জানতে পারেন তো খুব খারাপ দেখাবে।"

"কেন ? আমি তো কত জায়গায় যাই, তাই বলে বাবা-মাকে সব কথা বলতে হবে তার কোন মানে নেই।"

"কেন ? এতে কি কোন অন্যায় আছে ?"

"আপনি আমার মা-বাবাকে ভাল করে চেনেন নি। মা যদি শোনেন যে আপনার সঙ্গে বেলুড় মঠ গিয়েছিলাম—মা কি বলবে জানেন ?"

অনুপম জিজ্ঞেস করল—"কি" ?

"মা বলবেন—আমাকে একদিন নিয়ে চল বাবা"। দু-জনেই হো হো করে হেসে উঠল। অনুপমের পাশে খবরের কাগজে নিমগ্ন বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি কাগজ ছেড়ে তার মুখের দিকে একবার তাকালেন। মিলি মুখ টিপে ইশারায় বলল, "বেশী হাসা চলবে না"।

"রজত শুনলে বলবে, 'আই ডোণ্ট বিলিভ অনুপম এক মহিলার সঙ্গে বেলুড় মঠ যাবে'।" মিলি বলে।

অনুপম জিজ্ঞেস করল "আর মেসোমশাই ?"

মিলি উত্তর দেয়—"বাবার হাতে যদি সময় থাকে তাহলে আপনাকে পেলে ছেলেবেলার বিলে থেকে শুরু করবে, আর সময় কম থাকলে বিবেকানন্দের চিকাগো যাওয়া, প্যাকিংবাক্সে রাত কাটানো থেকে শুরু হতে পারে।"

"মেসোমশাই-এর বিবেকানন্দ নিয়ে যথেষ্ট চর্চা আছে বলে মনে হয়।"

তিন চার পুরুষের জমিদারী ও বনেদিয়ানা অনুপমের বাবার আমলেই শেষ হয়েছে। অনুপমের বর্তমান প্রজন্মে সেই ডাইনাস্টির কোন চিহ্নই নেই। তবে মনের মধ্যে আছে একটা আভিজাত্য। মার মধ্যে খানিকটা ধর্মীয় ও সংস্কারের গোঁড়ামী এখনও আছে। এখনও বাড়ীতে নানান পূজাপার্বণ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এককালে দুর্গাপূজোও হত। অনুপমরা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। গোত্রে ভরদ্বাজ। রায়চৌধুরী ওদের পাওয়া উপাধি। অসবর্ণ বিবাহ ইত্যাদি এখনও মা মেনে নিতে পারেন না। অন্যদিকে মার মধ্যে আছে একটা নিজের আদর্শ। ছেলেমেয়েদের উচ্চ-শিক্ষায় মার যেমন অবদান, তেমনি প্রেরণা। বাবার মৃত্যুর পর মা-ই সংসারের সব দায়দায়িত্ব নিয়েছেন নিজের হাতে। সংসারে কত খরচ হবে, সামাজিকতা বা লোক-লৌকিকতা কতটা করতে হবে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন বা সংসারের যে কোন সিদ্ধান্ত তিনি যেভাবে করে থাকেন যেন তিনি সব আলোচনার উর্ধ্বে। মার নেওয়া কোন সিদ্ধান্তকে অনুপমের কখনও অপ্রাসঙ্গিক, অযৌক্তিক বা অপ্রয়োজনীয় মনে হয়নি। মার যুক্তিকে কখনও খণ্ডন করা যায়নি। মার মধ্যে আছে সহনশীলতা, কর্তব্যপরায়ণতা, দৃঢ়তা আর ধার্মিকতা। মার আদর্শকে ওরা সকলে অনুসরণ করার চেষ্টা করে। ছেলেমেয়েদের বিলাসিতা একদম পছন্দ করেন না। বিপাশা ছিল বাবার খুব প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ। অনিরুদ্ধের প্রতি মার টানটা একটু বেশী। অনুপম দু' নৌকায় পা দিয়ে চলত। বাবার মৃত্যুর পর বিপাশা খুব ভেঙে পড়েছিল, খুব একাকী হয়ে পড়েছিল। বিপাশার ঐ নিঃসঙ্গতা ও শোকাতুর হৃদয়ের গোপন ব্যথাটা অনুপম অনুভব করে।

তাই বাবার মৃত্যুর পর থেকেই বিপাশাকে ওর অব্যক্ত শূন্যতার মধ্যে খানিকটা সঙ্গ দিতে চেষ্টা করে। বিপাশাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যায়, থিয়েটার দেখতে যায়, গল্প করে, প্রায়ই ওর সঙ্গে ইউনিভারসিটিতে গিয়ে দেখা করে। ওকে গান গাইতে বলে। গত পূজোয় বিপাশার জন্যে প্রায় দু'হাজার টাকা দামের ঢাকাই জামদানী শাড়ী কিনে আনতে মা রাগ করে বলেছিলেন অত দামী শাড়ীর কি প্রয়োজন আছে। অনুপম জানে বিপাশাকে দুশো টাকার শাড়ী কিনে দিলেও যত আনন্দ পাবে, দু'হাজার টাকার শাড়ীতেও তাই। কিন্তু অনুপম কিনেছিল অন্য এক কারণে। বিপাশা মিলির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একদিন মিলি ও বিপাশা ওদের কোন বান্ধবীর বাড়ীতে একটা পার্টিতে যাচ্ছিল। বিপাশা সেজেগুজে যখন মিলির বাড়ীতে গেল তখন মিলির অনুরোধে বিপাশাকে মিলির একটা দামী শাড়ী পরতে হল, কারণ বিপাশার শাড়ীটা ঐ ধরণের পার্টির উপযুক্ত বা মানানসই ছিল না। মিলি অবশ্য কোন কিছু না ভেবেই সরল মনে বিপাশাকে ঐ শাড়ী পরার অনুরোধ করেছে। আর বিপাশা মনে মনে আঘাত পেলেও মিলির আব্দারকে উপেক্ষা করতে পারেনি। অনুপম জানে বিপাশা ভাবপ্রবণ, তাই ভেবেছিল যে বিপাশার দু'একটা দামী শাড়ী থাকলে ঐ ধরণের অবস্থাকে এড়ানো যাবে। শুধু তাই নয় বিপাশাকে অনুপম নিজের হাউস সারজেনের মাইনে থেকে বেশ কিছু হাত খরচাও দেয়।

ট্রেনটা ভালই চলছে। ঠিক সময়েই শান্তিপুরে পৌঁছে যাবে। রাত ৯-৩০ নাগাদ শান্তিপুর পৌঁছলো। সেখান থেকে সাইকেল রিক্সা করে সোজা মিলিদের বাড়ী। জামা-কাপড় বেশ ভিজে। ওদের দেখেই মাসিমা বললেন "সারা সন্ধ্যে থেকে কি উৎকণ্ঠার মধ্যেই যে বসে আছি, কি বলব!" রজত ও মেসোমশাই-এর কলকাতায় আটকে পড়ার খবরটা মাসিমাকে জানালো ওরা। তিনি তখন মিলিকে বললেন—"যা মা, অনুকে ওপরে নিয়ে যা, রজতের একটা ধুতি-পাঞ্জাবী দে, দেখছিস্ না, ওর জামাকাপড় কেমন ভিজে গেছে। তুইও বদল করে আয়।" সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অনুপমের একটা হাঁচি হল। মাসিমা চেঁচিয়ে বললেন—"অনুকে আদা দিয়ে চা করে দিস—মিলি।"

রজতের ঘরে গিয়ে বসলো অনুপম। মিলি রজতের একটা ধুতি ও পাঞ্জাবী এনে বলে গেল তাড়াতাড়ি বদলে নিতে। একটা তোয়ালেও দিয়ে গেল

মাথা মোছার জন্যে। মিলি নীচে গেল বোধ হয় আদা-মেশোনো চা আনতে। একটা দোলনা-চেয়ারে বসেছিল অনুপম। পাশেই ছিল সুন্দর কারুকার্য্য করা একটা গোল টেবিল। টেবিলে রয়েছে ক্রিষ্টাল গ্লাসের ড্রাগনের মুখের মধ্যে ছাইদান, একটা মিউজিক্যাল সিগারেট কেস্ ও গোল্ড প্লেটেড ছোট্ট রিভলভারের মডেলে লাইটার। সব জানলায় ভেলভেটের পর্দা। ঘরের মাঝখানে গোল একটা কার্পেটের রাগ। ঘরের একটা দেওয়ালে পুরো ওয়ার্ডরোব্, যার বাইরের দিকটা পুরোটাই আয়নার কাঁচে ঢাকা। ঘরের অন্য কোণে ড্রিংক ক্যাবিনেট। এক দেওয়ালে একটা অয়েল পেন্টিং—একগুচ্ছফুল অনেকটা ভ্যানগগের সানফ্লাওয়ারের ধাঁচে আঁকা অজানা এক শিল্পীর আঁকা ছবি। এক কোণে ছোট্ট একটা সোনিকালার টি. ভি। অন্যদিকে মিউজিক্যাল হাইফাই সিস্টেম। খাটে শুয়ে রিমোট কন্ট্রোলে টি. ভি বা হাইফাই চালানো যায়। ঘরের বাইরেই ব্যালকনি। সেখানে চারটে বেতের চেয়ার পাতা। টবে কতগুলো গাছ। চারিদিকে কাঁচের শার্সি। ব্লাইণ্ড ঝুলছে সেখান থেকে।

একটু পরেই মিলি চা আর কিছু জলখাবার নিয়ে ওপরে এল এবং ওর ঘরে যাবার জন্য বলল। রজতের ঘরের পরই সিঁড়ি উঠে গেছে তেতলায়। দোতলায় মাসিমা ও মেসোমশাই-এর ঘর। এ বাড়ীতে শুধু ওনাদের ঘরটাই এয়ারকণ্ডিশণ্ড করা। মাসিমা গরম সহ্য করতে পারেন না, তাই এই ব্যবস্থা। মাসিমা কয়েক বছর ধরে বাতের ব্যথায় ভুগছেন। সম্প্রতি ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে। সকালবেলায় একবার ওপর থেকে নীচে নামেন, শুধু রাত্রে শোবার সময় ওপরে যান। বেশীর ভাগ সময়ই লাউঞ্জে বসে থাকেন। মাঝে মাঝে ঝি-চাকর ও ঠাকুরের তদারকি করেন। দেশ, আনন্দবাজার ও কয়েকটা নামকরা সিনেমা পত্রিকা মাসিমার প্রত্যেকদিনের সঙ্গী। এছাড়া টি. ভি., ভিডিওতে ফিল্ম দেখতেও মাসিমা খুব ভালবাসেন। তাছাড়া সারাদিন একা একা বাড়ীতে কিই-বা করবেন।

মিলির ঘর তিন তলায়। দক্ষিণের জানলা দিয়ে দূরে গঙ্গা দেখা যায়। অন্য এক জানলা খুললে একটা বিরাট কৃষ্ণচূড়া গাছ দেখা যায়। বেশীর ভাগ সময়ই রক্তের মত থোকা থোকা ফুল ফুটে থাকে। ঘরের মাঝখানে ডিম্বাকৃতির খাট। একদিকে পাঁচ আর্শিযুক্ত ড্রেসিং টেবিল। অন্যকোণে একটা সাদা সোফা, যেখানে পুরো গা এলিয়ে দেওয়া যায়। ঘরের সঙ্গে

লাগোয়া স্নানঘর। সোফার সামনে একটা গোল টেবিলে রয়েছে বেশ কিছু সতেজ রজনীগন্ধার স্টিক। আর একদিকে কাচের ছোট এক বুককেশ, বই-এর ভর্ত্তি। ঘরে ঢুকতেই মিলি বলল—"অনুদা, আপনার জামা প্যান্টটা এখানে পাখার নীচে মেলে দিই শুকোবার জন্যে। তারপর এগুলো একটু আয়রণ করে দেবো।" অনুপম সোফায় গিয়ে বসল।

মিলি ঘরের এক কোণায় আয়রণ বোর্ড পেতে আয়রণ করতে শুরু করল। হাত বাড়িয়ে টেবিলে রাখা একটা বই টেনে নিল অনুপম। ইবসেনের 'দি মাষ্টার বিল্ডার', ভূমিকাটা একটু পড়তে শুরু করল। জিজ্ঞেস করল—"এম. এ. ইংলিশ-এ ইবসেনের অনেক কিছু পড়তে হয় নিশ্চয়।"

মিলি বলে "অবশ্যই"।

অনুপম বলল—"ইবসেন আমার খুব প্রিয়। ভেবে দেখো, যে লোকটা মারাই গেছেন সম্ভবতঃ ১৯০৬ সালে তখনই তিনি যে নব নব চিন্তার কথা বলেছেন, তা আজও চিরন্তন। চার্লস ডারউনের থিওরি অফ্ ইভোলিউসন্ যেমন এক দিগন্তকারী আবিষ্কার, কার্ল মার্ক্সের ডায়ালেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজম, দি ক্যাপিটল যেমন কমিউনিজম্-এর জগতে এক মহামূল্যবান দলিল, ফ্রয়েডের সাইকো অ্যানালিসিস যেমন এক অচিন্তনীয় মানসিক বিশ্লেষণ, তেমনি হেনড্রিক্স ইবসেনও নাটকের জগতে একটা নতুন যুগের জন্ম দিয়েছেন। এই নাট্যবিপ্লবীকে যতই জানতে চেয়েছি, ততই অবাক হয়েছি। কবি হিসেবে সাহিত্য জগতে তার আত্মপ্রকাশ। কিন্তু যখন দেখলেন যে তার জটিল, সামাজিক ও মনস্তাত্বিক চিন্তাগুলোকে ঠিক কবিতার মধ্যে প্রকাশ করা যাবেনা, তখনই শুরু করলেন তিনি নাটক লিখতে। ক্রিটিকরা ওনার নাটককে চারটি স্তরে ভাগ করে থাকেন। প্রথম পর্যায়ের নাটকগুলো অবশ্য ঐতিহাসিক কাহিনীবেষ্টিত ও চরিত্রগুলোও ছিল সেইরূপ, তাই এ নাটকগুলো তেমন জনপ্রিয় হয়নি। পরবর্তীকালে তিনি সামাজিক, সাইকো-সোসাল ও আরো অনেক মানবিক জটিল সমস্যা নিয়ে যখন লেখা শুরু করলেন, তখনই চেনা গেল তাঁর প্রতিভা। ইবসেনের দি ডলস্ হাউস, দি ঘোষ্ট, দি মাস্টার বিল্ডার প্রভৃতি নাটকে সাইকো-সোসাল ও মানবিক অন্তর্দ্বন্দ্ব সোচ্চার হয়ে উঠেছে তা যেমন চিরন্তন, তেমনি বলিষ্ঠ। আট বছর বিয়ের পর নোরা প্রশ্ন তুলেছে—কি পেয়েছে সে এতদিন, স্বামীরা সংসারে চিরদিনই সর্বময়

হয়ে এসেছে। স্ত্রীদের কামনা, ভাবনা, চিন্তা, ব্যথা, বেদনা তাদের অবদমিত সত্তার মধ্যেই নিমজ্জিত থাকে। মুখ ফুটে বলার সাহস বা সুযোগ তাদের দেওয়া হয়না। স্বামীদের সর্বময় ভূমিকার ভারে সেই সব মানবিক কামনা বাসনা ও অনেক সূক্ষ্ম বোধগুলো চাপা পড়ে থাকে। মুক্তির আকুলতা, স্বচ্ছন্দের ব্যাকুলতা তাই কখনও কখনও তাদের বিদ্রোহী করে তুলতে পারে। নোরা তাই আজকে প্রশ্ন তুলেছে একটা নৈতিক আইন, একটা নৈতিক মূল্য বোধের। ডলস হাউসের নোরা তাই মুক্তির বাণী শোনাতে এসেছে এই পৃথিবীতে।''

তন্ময় হয়ে গিয়েছিল মিলি। ঐ বক্তৃতা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে শুনতে হাতে ধরা গরম আয়রন নাড়াতে ভুলে গিয়েছিল; আর তার ফলে অনুপমের ট্রাউজারের খানিকটা অংশ বেশ বিশ্রীভাবেই পুড়ে গিয়েছিল। পোড়ার গন্ধে মিলির চমক ভাঙলো। মিলি বলল—''বিশ্বাস করুন অনুদা, একজন ডাক্তারবাবুর মুখ থেকে এই ভাবে ইবসেনের সাহিত্য ও দর্শনের ভাব বিশ্লেষণ শুনে আমি অভিভূত হয়ে গেছি।''

আজকে কয়েকঘণ্টার মধ্যে অনুপম যেমন জানতে পেরেছে মিলির অনেক সূক্ষ্ম অনুভূতির কথা, অপ্রকাশ্য এক ব্যাকুলতার কথা। মিলিও তেমনি জেনেছে অনুপমকে, তার চিন্তাভাবনাকে, রুচিকে; হয়ত শুনেছে অন্তরের সুরটিকে, যা অহরহই অনুপমকে টেনে নিয়ে যায় এক কাব্যের জগতে, এক কল্পনার জগতে, যেখানে সে শুনতে পায় মহানন্দের গান, যেখানে তার হৃদয় বলাকার মত পাখা মেলে উড়ে যায় নীল আকাশে, যেখানে মন খুঁজে বেড়ায় অজানা রহস্যের আনন্দ, যেখানে চিত্ত চঞ্চল হয়ে যায় সমুদ্রের অস্থিরতায়, যেখানে তার সত্তা উন্মুখ হয়ে থাকে ভালবাসার উষ্ণ আবেগের জন্য। হৃদয় ব্যাকুল হয়ে থাকে এক আকাঙ্খিত জীবনের জন্য। যে জীবন কত শত পলকের নেশায় মগ্ন, যে জীবন কত শত পুষ্প মঞ্জুরীর মত প্রস্ফুটিত, যে জীবন নিসর্গের মত পবিত্র, সমুদ্রের মত গভীর আকাশের মত অসীম, যে জীবন বলাকার মত মুক্ত, হরিণীর মত চঞ্চল আর ঝর্ণার মত স্বচ্ছ। অনুপম সেই জীবনের জন্য আকাঙ্খিত, জীবনের সেই মধুরতাকে, সেই জীবনের নির্লিপ্ততাকে, সেই জীবনের নিশ্চিন্ততাকে ধরে রাখতে চায় তার প্রাণে, গানে আর ভাষায়।

কিছুক্ষণ বাদে নীচে নেমে এল ওরা। যখনই এ বাড়ীতে আসে মাসিমার

অসুখ-বিসুখ সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে কিছু আলোচনা করতেই হয়। মাসিমা যে সোফায় বসে থাকেন তার পাশেই রয়েছে টেলিফোন। টেলিফোনে কুড়িটা নম্বর মেমরী করে রাখা হয়েছে। এক থেকে চার পর্যন্ত হল বাড়ীর ডাক্তার, হার্ট স্পেশালিস্ট, ডায়াবেটিক স্পেশালিস্ট ও রিউমাটোলজিস্ট। পরের নম্বরগুলো ফ্যামিলি ব্যারিস্টার, ফিজিওথেরাপিস্ট, রমেন্দ্রনাথ সেন ও বজত সেনের অফিস, কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত ইনজিনিয়ার কণ্ট্রাকটর, কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের নাম। সুতরাং নামের পাশে যে নম্বর কোড করা আছে, সেই একটি সংখ্যা টিপলেই লাইন পাওয়া যাবে। ছটা নম্বর ডায়াল করতে হবে না। একটা নম্বরে লেখা আছে 'কমলা'।

অনুপম জিজ্ঞেস করল মাসিমাকে—"কমলা কে" ?

কমলা মাসিমার সই। ছেলেবেলার বন্ধু। বাগবাজারে থাকে। ছেলেবেলায় পুতুল খেলার নেশা ছিল দুজনেরই। একবার দুজনের পুতুলের বিয়ে হয়েছিল। কমলার পুতুল হয়েছিল বর। ওদের বাড়ীর ছাদে প্যাণ্ডেল করে একশ লোক নিমন্ত্রণ খেতে এসেছিল। কমলা প্রতিদিন একবার করে ফোন করেন মাসিমাকে। জিজ্ঞেস করেন—"কেমন আছিস সই ?"

মাসিমা অনুপমকে ওনার সমস্ত প্রেসক্রিপসনগুলো দেখালেন। কোন্ স্পেশালিস্ট কি ওষুধ দিয়েছেন। অনুপমকে প্রত্যেকটা ওষুধ নিয়ে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয় ওষুধগুলোর গুণাগুণ ও তাদের সাইড এফেক্‌টস্ কি হতে পারে। ডায়াবেটিসের জন্য মাসিমা খান দশ মিলিগ্রামের ডেয়োলিন ট্যাবলেট ও বাতের জন্য খাচ্ছেন তিনটে করে ব্রুফেন ট্যাবলেট। অনুপম যদি বলে ওষুধগুলো ঠিকই দেওয়া হয়েছে, তাহলে মাসিমা নিশ্চিন্ত হন। মাসিমা খুব স্নেহপ্রবণ। সকলকেই বাবা, মা, নয়ত সোনাভাই বলে সম্বোধন করেন। এত-রোগ ভোগ সত্ত্বেও মুখে তাঁর একটা অম্লান হাসি লেগেই থাকে। পূজোর সময় গরীবদের কিছু জামাকাপড়ও দান করেন। একটা জিনিস মাসিমা কখনও কাছ ছাড়া করেন না, সেটা হল একটা রূপোর পান সাজার বাক্স। বেশীর ভাগ সময়ই মাসিমা মুখের মধ্যে রেখে দেন জর্দা মেশানো পান, সুপারী, খয়ের। মাসিমার ঠোঁটটা বেশ লাল হয়ে থাকে। লাল ঠোঁটের মধ্যে মাসিমার মিষ্টি হাসি, মাসিমাকে করে তুলেছে হাস্যোজ্জ্বল সুখী মানুষ। কথায় কথায় মাসিমার কাছে জানতে পারা গেল যে ওনারা মিলির জন্য পাত্র খুঁজছেন। দু-এক জায়গায় বর পছন্দ

হলেও ঘর পছন্দ হয়নি। রমেন্দ্রনাথ সেন মিলিকে বিয়ে দিতে চান আরো বড় ঘরে। মিলি তাঁদের আদরের দুলালী। ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যের মধ্যে ও শিক্ষাদীক্ষায় এমন করে মিলিকে মানুষ করেছেন যে উপযুক্ত ঘরে না গেলে মিলি সুখী হবে না, এই তাঁদের বিশ্বাস। তাঁদের এই বিরাট অট্টালিকা, রমেন্দ্রনাথের মারসিডিজ গাড়ী, রজতের অ্যামবাসাডর, বছরে দুবার ছুটি—ইত্যাদির যে একটা মান সেন পরিবারে রয়েছে, তার চেয়ে নীচু মানের ঘরে মিলির বিয়ে হবে না, এটাই এখন সেন পরিবারের ঐকান্তিক ইচ্ছা। প্রেসিডেন্সী কলেজের এক সুদর্শন অধ্যাপকের গাড়ী রাখার সামর্থ না থাকার জন্য ওনারা আর অগ্রসর হন নি।

রাত প্রায় এগারোটা বাজে। মাসিমা রাত্রে খেয়ে যাবার জন্য খুব বলেছিলেন, কিন্তু অনুপম না খেয়েই বাড়ীতে ফিরে এল। রাত্রে শুয়ে শুয়ে প্রতিজ্ঞা করল যে, মিলির সঙ্গে কখনও আর কোন ভাবপ্রবণ কথাবার্তা বলবে না। কিছুতেই মিলিকে তার দিকে আকৃষ্ট হতে দেবে না। নিজের মধ্যেও কোন দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবে না। রায়চৌধুরী পরিবারের সঙ্গেও সেন পরিবারের যে একটা মধুর বন্ধুত্বপূর্ণ দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক আছে, তাকে সযত্নে রক্ষা করতে হবে। ওদের সঙ্গে তাদের শুধু ঐশ্বর্য্যের তফাৎ তা নয়, এছাড়াও তফাৎ আছে অনেক সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার, অনেক ধর্মীয় রীতিনীতির ব্যাপারে সামাজিক প্রতিবেদনে আর হয়ত নৈতিক চিন্তার আদর্শে। এখানে এক বনেদিয়ানার সঙ্গে আভিজাত্যের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বকে দুই পরিবারের মধ্যে উন্মোচিত করার জন্য তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, প্রয়োজনও নেই। অজান্তে কোন আঘাত পেলে তাকে সহ্য করা যায়, কিন্তু জেনে শুনে বিষপানের যন্ত্রণা বড় তীব্র। নিজেকে প্রশ্ন করে দেখেনি মিলির সঙ্গে তার সম্পর্কটা কতদূর গেছে। মনে মনে বলে, এই সম্পর্কটা আর যেন না বৃদ্ধি পায়। মিলি যদিও সেন পরিবার থেকে বেশ স্বতন্ত্র্য, তথাপি মিলিকে ঘিরে সেন পরিবারের যে স্বপ্নরাজ্য গড়ে উঠেছে, সেই রাজ্যের একটি নিস্পাপ রাজকন্যাকে হরণ করে আনার মধ্যে রোমাঞ্চ থাকলেও, কোথায় যেন একটা অপরাধ-প্রবণতাও আছে। কিন্তু অনুপমের মনের মধ্যে যদি কিছু ঘটে থাকে, তাকে কিভাবে সান্ত্বনা দেবে। এ যেন এক আত্মপ্রবঞ্চনা। তবু ভাবে, কোথায় যেন একটা ভাবালুতা, একটা নীতিবোধ তার চেতনাকে খোঁচা দিচ্ছে বারবার, আর

বলছে বীরত্বের জয়ের আনন্দ তার প্রাপ্য নয়, আত্মপ্রবঞ্চনার বেদনাই তার কাম্য। সে চাইছে নিজেকে শক্ত করতে। বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে নিজেকে কঠিন করতে। তার মধ্যে যে সূক্ষ্ম বোধগুলো আছে, তাকে জাগ্রত করতে চাইছে। নিজেকে নির্মল করতে চাইছে, অদৃশ্য সুন্দরকে চেতনার রঙে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে। সে নির্ভরশীল হতে চাইছে। খুঁজে বেড়াচ্ছে এক প্রশান্তি। চোখে ঘুম আসছে না! হাতের কাছেই ছিল রবীন্দ্রনাথের গানের বই গীতবিতান—পাতা ওলটাতেই চোখে পড়ল একটা ব্রহ্মসংগীত—

"অন্তর মম বিকশিত করো, অন্তরতর হে
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো······।"

নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে, নিজেকে এক মায়াজালে জড়িয়ে ফেলছে বলে। বারবারই একটা অনুভূতি মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। হৃদয়ের অন্তর্নিহিত প্রাণপ্রবাহ নদীর মত কোন এক অনুচ্চারিত ভালবাসার মোহনার দিকে ধাবিত হচ্ছে, আর একটু পরেই হয়ত নিজের সত্তাকে হারিয়ে নিমজ্জিত হয়ে যাবে, মগ্ন হয়ে যাবে তার গভীরে। এমনি করে একটা অনুভূতির মধ্যে সে হারিয়ে যেতে চায়না, চায়না বিরহের দহন জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরতে। তার থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে চায়, দেখতে চায় বিশ্বকে, উপলব্ধি করতে চায় পৃথিবীর সব রঙ, সব রূপ, সব ধ্বনিকে। তাই কান পেতে শুনতে চায় মহাসাগরের সংগীত, চোখ মেলে দেখতে চায় নিসর্গের অপরূপ বিস্ময়কে, দেহের মধ্যে স্পর্শ পেতে চায় বসন্তের বিরল বাতাসের আর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে উপলব্ধি করতে চায় সব মানুষের স্বপ্নকে, হতাশাকে, বেদনাকে, মানুষের অতৃপ্তির অবসাদকে, আর মানুষের মুক্তির আকুলতাকে। প্রার্থনা করে—হে অন্তর বিকশিত হও। সুন্দর করো আমাকে।

গত একবছর ধরে যোগাযোগের পর ইংল্যাণ্ডের জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল-এর পূর্ণ সদস্যপদ পেয়ে গেল। আর তার কিছুদিন বাদেই ইংল্যাণ্ড-এর ট্রেণ্ট রিজিওনাল হেলথ অথরিটি-র কাছ থেকে এসে গেল চেস্টারফিল্ড ওয়ালটন হাসপাতালে ক্লিনিক্যাল এটাচ্‌মেণ্টের নিমন্ত্রণ। পাসপোর্ট হয়ে গেছে। ব্রিটিশ হাই কমিশনারের অফিসে গিয়ে ভিসাও হয়ে গেল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর কাছ থেকে মাত্র বারো পাউণ্ড অনুমোদন হল।

কয়েকদিন কলকাতায় ট্রাভেল এজেন্ট-দের দরজায় দরজায় ধর্ণা দিয়ে অবশেষে কলকাতা লণ্ডনের এক দিকের একটা টিকিট পাওয়া গেল। এই পর্য্যন্ত মা, বিপাশা আর অনিরুদ্ধ ছাড়া আর কেউ জানতো না অনুপমের বিলেত যাবার পরিকল্পনার কথাটা।

জানুয়ারী প্রায় শেষ হতে চলেছে। একদিন রাত্রে রজত এল দুটো টিকিট নিয়ে। ইডেন উদ্যানে ভারত বনাম ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ দেখার জন্য। রজতের দৌলতে অন্ততঃ একদিন বা দুদিন টেস্ট ম্যাচ দেখা হয়। মনটা খুব উতলা হয়েছিল। রজতকে অনুপম বলেই ফেলল তার বিলেত যাওয়ার কথাটা। ৭ই ফেব্রুয়ারীর টিকিট কাটা হয়েছে। কথাটা শুনে রজত যেন আকাশ থেকে পড়ল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে। এটা তার কাছে কল্পনাতীত যে অনুপম ওর অজান্তে এত কিছু পরিকল্পনা করেছে। নিজেকে নামলে নিল রজত। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বলল—"কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌"। দুহাতে ও অনুপমকে জড়িয়ে ধরে বলল—"ইট ইজ এ গ্রেট নিউজ, আমরা তোর সঙ্গ খুব মিস করবো, কিন্তু আমাদের সকলের শুভকামনা রইল তোর ওপর।" পরের দিন খবরটা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। একে একে অনেক আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব দেখা করতে এল অনুপমের সঙ্গে। এল না কেবল মিলি। পরের দিন একটা বিশেষ কাজে রজত ইডেনে যেতে পারল না। রজতের টিকিটে খেলা দেখতে গেল মিলি। লাঞ্চ বক্স-এ নানান স্যানডুইচ, সন্দেশ, কেক ইত্যাদি সঙ্গে এনেছে মিলি। মিলির মাথায় বেতের টুপি ও চোখে কালো চশমা। খেলা শুরু হয়ে গেছে। তৃতীয় ওভারেই গাভাসকার কট বিহাইণ্ড হয়ে গেল, বুঝতেই পারা গেল না। মিলি খেলার দিকেই মনোনিবেশ করেছে। অনুপমের যেন খেলায় মন বসছে না। কিছুতেই মনসংযোগ করতে পারছে না। বারবার মিলির মুখের দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু মিলির দৃষ্টি খেলার মাঠেই রয়েছে। অগত্যা কথাটা অনুপমই পাড়লো।

"মিলি, রজতের মুখে নিশ্চয় শুনেছো যে আমি বিলেত যাচ্ছি?"

মিলির ছোট উত্তর—"হ্যাঁ"।

মিলির যে খুব অভিমান হয়েছে তা বুঝতে বাকী রইল না। অনুপম ব্যাপারটাকে একটু সহজ করার জন্য বলল—"ক্লিনিক্যাল এটাচ্‌মেণ্ট-এর ডেট-টা যে এত তাড়াতাড়ি এসে যাবে ভাবতেই পারিনি।"

"আমাদের আগে জানালে আমরা কি আপনাকে বিলেত যেতে বাধা

দিতাম অনুদা ?” মনে হল মিলির কণ্ঠস্বরে শুধু অভিমান নয়, একটা বেদনার সুরও আছে। কালো চশমার জন্যে মিলির চোখের ভাষা দেখতে পেল না, তবে অনেক সতর্কতা সত্ত্বেও কালো চশমার ফাঁক থেকে একফোঁটা জল পড়ল মিলির হাতে।

অনুপমের নিজেকে খুব অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। অনুপম প্রতিজ্ঞা করেছে যে মিলির কাছে ধরা দেবে না। খুবই মনে হচ্ছিল রুমাল দিয়ে মিলির চোখের জলটা মুছিয়ে দেয়, কিন্তু নিজেকে খুব শক্ত করে রাখল। লাঞ্চ হল। নিজের হাতে বানানো স্যানডুইচ মিলি কাগজের প্লেটে খেতে দিল অনুপমকে। স্কোর বোর্ড-এর দিকে চোখ পড়ল মিলির। একশো রান উঠেছে ; কিন্তু মিলির মনের স্কোর বোর্ড এক শূন্যতায় ভরে আছে।

বিলেতে যাবার ঠিক তিনদিন আগে রজত সেন ওদের বাড়ীতে অনুপমের বিলেত যাওয়া উপলক্ষ্যে একটা পার্টির আয়োজন করেছিল। ওদের ড্রইং রুমে পার্টি ডাকা হয়েছিল মা, বিপাশা, অনিরুদ্ধ, মাসিমা, মেসোমশাই, রজত, মিলি ও মিলির বেশ কিছু বান্ধবী ঐ পার্টিতে উপস্থিত ছিল। রাত আটটা নাগাদ রজত সেন শ্যাম্পেনের বোতল খুলে ঘোষণা করল অনুপমের বিলেত যাওয়ার কথা। সঙ্গে সঙ্গে হাততালিতে ভেঙে পড়ল সেন ম্যানসন। অনুপমের খুব লজ্জা লাগছিল। এরপর বিরাট খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। রাত সাড়ে নটা নাগাদ বয়োঃজ্যেষ্ঠরা সভা ছেড়ে চলে গেলেন। মিলির ঘোষণার জানা গেল এবার একটা গান বাজনার অনুষ্ঠান হবে। আবার শ্যামপেন ঢালা হল গ্লাসে গ্লাসে। এবার মিলির এক ঘোষণায় লজ্জায় পড়ে গেল অনুপম।

মিলি বলল—“এখন আপনাদের ইবসেন সম্বন্ধে কিছু বলবেন ডঃ অনুপম রায়চৌধুরী।” মিলির ইংরাজী সাহিত্যের বান্ধবীরা পরস্পরের প্রতি মুখ চাওয়া চায়ি করল।

রজত হেসে বলল—“এটাতো মিলির দারুণ আবিষ্কার।”

অনুপম বলল, “ইবসেন নয়, এবস্টেন ভাইরাস নিয়ে কিছু বলতে পারি।”

মিলি তখন অনুপমকে বিব্রত দেখে—“আচ্ছা তবে শুনুন” বলে একটা টেপ রেকর্ড চালিয়ে দিল।

অনুপম বুঝতে পারল সেই বৃষ্টির রাত্রে মিলির ঘরে বসে যখন ইবসেন

নিয়ে কিছু বলেছিল সেই সময় মিলি তার অজান্তেই কথাগুলো টেপ করে রেখেছিল। বক্তৃতার পর আবার হাততালি। এরপর বিপাশা রবীন্দ্রসংগীত গাইল। তবলা বাজাল অনিরুদ্ধ। তারপর মিলি বাজালো পিয়ানো। খুব মিষ্টি হাত মিলির। মিলি এবার অনুপমকে গান গাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। এটা অসম্ভব। বিপাশার সঙ্গে মাঝে মাঝে রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে থাকে, তাই বলে পার্টিতে সোলো গান করার সাহস অনুপমের নেই। অনেক কষ্টে ছাড়া পেল, তবে একটুখানি পিয়ানো বাজানোর পর। কোনও রকমে বাঁহাতে কর্ড চেপে ডানহাতে বাজিয়ে ফেলল—'এ মনিহার আমার নাহি সাজে।' সভা ভাঙলো রাত বারোটায়। রজত পৌছে দিয়ে গেল ওদের।

প্লেন হু-হু করে ছুটে চলেছে রেসের ঘোড়ার মতন শেষ দাগটুকু ছোঁয়ার তাগিদে। প্লেনে ঘোষণা শোনা গেল—"ফাস্‌ন ইয়োর সিট বেলট উই আর এপ্রোচিং হিথ্‌রো।" এতক্ষণ স্মৃতি রোমন্থনে মগ্ন ছিল অনুপম। চোখ বন্ধ করে এইসব স্মৃতিচারণের মধ্যে যেমন আছে মধুরতা, তেমন আছে স্মৃতির বেদনা।

ব্রজেনবাবু বললেন—"কি, ছোট্ট করে একটা ঘুম দিয়ে নিলেন?"

বলতে পারল না অনুপম যে, পরিচিত মুখগুলো কেমন করে স্মৃতির জাল বুনে যাচ্ছিল।

ব্রজেনবাবু বললেন—"সঙ্গে কত পাউণ্ড আছে?"

অনুপম বলল—"বারো পাউণ্ড।"

"ওতে ভাই আপনি চেস্টারফিল্ড পর্য্যন্ত যেতে পারবেন না।"

অনুপম বলল—"আমার বন্ধু নিতে আসবে ডার্বি থেকে।"

"তাহলে কোন অসুবিধে হবে না। তবু প্রকৃতির যা অবস্থা, কোন কারনে আপনার বন্ধু না এলে আপনি বৌদির বেড এ্যাণ্ড ব্রেকফাস্টে চলে আসবেন। ট্রাভেল এজেন্ট ছাড়াও বাড়ীতে ছোট খাট ব্যবস্থা রেখেছি যাতে আমার মক্কেলরা একরাত থেকে সকালে ঠিক সময়ে হিথরো পৌছাতে পারে। প্রতি রাতের জন্য বারো পাউণ্ড লাগে। আপনাকে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিতে হবে না। আপনি ডাক্তার, প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে শোধ দেবেন। আপনার বৌদি এসব ব্যাপারে খুব সহায়ক। এছাড়া হিথরো থেকে ফোন করার নিয়ম কানুনটাও জেনে রাখুন।"

ব্রজেনবাবুর প্রতি অনুপমের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। বলল, "অশেষ ধন্যবাদ দাদা। আপনার কথা নিশ্চয়ই মনে রাখবো এবং মাকে চিঠিতে আপনার সাহায্য ও সহানুভূতির কথা লিখবো।"

ব্রজেনবাবু হেসে বললেন—"শুধু লিখবেন না হুইস্কির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ প্রেমের কথাটা, গুড লাক।" অনুপমের পিঠে দুটো চাপড় মেরে ব্রজেনদা প্লেনের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। প্লেন এতক্ষণে হিথ্‌রোর মাটি স্পর্শ করেছে।

অনুপম চেস্টারফিল্ড ওয়ালটন হাসপাতালের সাইকিয়াট্রিক ওয়ার্ডে তার নিজের অফিস ঘরের দোলনা চেয়ারে বসে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে চলে গিয়েছিল অতীতে, মনে পড়ে যাচ্ছিল প্লেনের ঘটনা, মনে পড়ছিল সারি সারি চেনা চেনা মুখগুলো, আরও অসংখ্য ঘটনা। ভাবছিল তার মায়ের কথা, ভাইবোনের কথা, আর বেশী করে মনে পড়ছিল মিলির কথা। নিজেকে এখনও অপরাধী মনে হয় অনুপমের। ভাবালুতার দোহাই দিয়ে হৃদয়ের একটা মূল্যবান সত্যকে প্রকাশ করতে পারেনি। হয়ত অবিচার করেছে মিলির প্রতি। তাইতো অপ্রকাশিত সেই সত্যের জন্য অনুপমকে এক মর্মবেদনা নিয়েই থাকতে হয়েছে এতদিন, যতদিন না অনুপমের জীবনে এসেছে ক্যাথরিন অনেক প্রতীক্ষার মধ্য দিয়ে, অনেক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এবং ক্যাথরিন অনেক অন্বেষণের মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করেছে অনুপমকে। ডুবুরীর ঝিনুক খোঁজার মত চলে গেছে অনুপমের হৃদয়ের সমুদ্রের অনেক গভীরে, খুঁজে পেয়েছে ক্যাথরিন একটা নির্জন ঝিনুককে, যার মধ্যে রয়েছে তার একান্ত আকাঙ্খিত মুক্তি। দীর্ঘ তিন বছরের সাধনার পুরস্কার পেয়েছে ক্যাথরিন। এক অসীম আত্মতৃপ্তিতে তার মন ভরে উঠেছে। ক্যাথরিন খুঁজে বেড়াচ্ছিল একজনকে—যার ব্যক্তিত্ব, যার চিন্তাভাবনা, যার মানসিকতা, যার কল্পনাপ্রবণতা, যার আচার-আচরণ সবই যেন এসে একসঙ্গে জমা হয়েছে অনুপমের মধ্যে। ক্যাথরিন খুঁজে বেড়াচ্ছিল এমন একজনকে যার কাছ থেকে সে পাবে প্রথম প্রেমের আকুলতা, তার আলিঙ্গণে মনের তানপুরায় বেজে উঠবে বসন্ত বাহার আর প্রথম চুম্বনে শিহরিত হবে তার তৃষিত হৃদয়, যে হৃদয় নেচে উঠবে ময়ূরের মত পেখম তুলে, উড়ে যাবে অসীমের সন্ধানে স্কাইলার্কের মত। ক্যাথরিনের হৃদয়ের উদ্যানে এসেছে বসন্ত। চারিদিকে ফুটে আছে রঙবেরঙের গোলাপ, কারনেশন আর রডোডেনড্রন গুচ্ছ।

দুই

মিস্ ক্যাথরিন পারকার সাইকিয়াট্রি বিভাগের স্টাফ নার্স। বেশ কয়েক বছর এই হাসপাতালে কাজ করছে উইণ্ডসর ওয়ার্ডে। ডার্বির কাছাকাছি বেলপারে ক্যাথরিনের জন্ম এক ক্যাথলিক পরিবারে। ক্যাথরিনের বাবা বেশ কিছুদিন রয়েল এয়ার ফোর্সে চাকরী করার পর ডার্বিতে একটা ফ্রোজেন ফুড ফ্যাকটরীতে চাকরি নেন। ক্যাথরিনের ছোট বোন ক্যারল হেয়ার ড্রেসিং-এর ডিপ্লোমা করছে। ক্যাথের বাবা ছেলে বেলা থেকেই মদ খাওয়া শুরু করেন, যেটা ক্রমশঃ বাডতে বাড়তে আজ একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিনে অন্ততঃ আট থেকে দশ পাইণ্ট মদ (লাগার) খান। তাছাড়া লিকার, ভদকা, জিন যা যখন জোটে কিচ্ছু বাদ দেয় না। এর ফলে শুধু যে তিনি এ্যালকোহল অ্যাডিকট হয়ে পড়েছেন তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে তাঁর মানসিকতার। নিজের প্রতি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছেন ক্রমশঃ, কথায় কথায় ক্রোধে ফেটে পডছেন, নিজের প্রতি কোন নিয়ন্ত্রন নেই। কখনও গভীর হতাশ, কখনও উচ্ছ্বসিত কখনও বা স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছেন তিনি। শরীর ভেঙে যাচ্ছে. ওজন কমে যাচ্ছে, রাতে ঘুম নেই, দিনে দিনে নিজের প্রতি অবহেলা চরমে উঠেছে। একদিন তাঁর মেজাজ চরমে উঠল। মদ খাবার টাকা চেয়ে না পাওয়ার জন্য স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার শুরু করলেন। রাগের মাথায় হাতের কাছে পাওয়া একটা কাঁচের ফুলদানী দিয়ে স্ত্রীর মাথায় সজোরে আঘাত করলেন। ক্যাথের মা অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। ক্যাথ ছিল ডিউটিতে। পাশের ঘর থেকে ক্যারল ছুটে এসে মায়ের মুখে চোখে জল দিতে থাকে। ক্যারলের মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন মাটিতে। হৈ চৈ শুনে সেমিডিটাচড্ হাউস-এর প্রতিবেশী ছুটে এসেছেন। অ্যামবুলেন্স এসে ক্যাস্যুয়ালটি বিভাগে. নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওনাকে। হেড ইঞ্জিওরির জন্য প্রায় দু'সপ্তাহ হাসপাতালে ছিলেন মিসেস পারকার। এরপর অনেক ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ, সোসাল ওয়ারকার, সলিসিটার ও প্রতিবেশীদের উপদেশে মিঃপারকারকে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হয়। যদিও ঠিক ডিভোর্স নয় তবে

মিঃ এবং মিসেস পারকার আলাদা হয়ে গেলেন কয়েক বছর আগে। বেশ কয়েক বছর মিঃ পারকারের কোন খোঁজ খবরও পাওয়া গেল না। চাকরী অনেকদিন আগেই চলে গেছে।

ক্যাথরিনের মা অ্যান পারকার দুই কন্যাকে ভালভাবে মানুষ করার জন্য ও তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যই স্বামীকে পরিত্যাগ করেছেন। ক্যাথরিন ডার্বিতে নারসিং ট্রেনিং শেষ করে চেস্টারফিল্ড-এ স্টাফনার্স এর পদে চাকরী করছে। ইতিমধ্যে ক্যারলও একটা সেলুনে হেয়ার ড্রেসারের কাজ করছে। অ্যান মাঝে মাঝে সুপার মার্কেটে পার্ট টাইম সেলস্ কাউন্টারে কাজ করেন। অ্যান নম্র স্বভাবের মহিলা। অ্যানের রুচিবোধ খুব পরিচ্ছন্ন। তাছাড়া তিনি বেশ ধর্মপরায়ণ। মাঝে মাঝেই ক্যাথলিক চার্চ-এ কিছু কিছু ভলানটারী কাজ করে থাকেন। সামাজিক অনেক অনুষ্ঠানে অ্যানকে দেখা যায়। অ্যানের দৃষ্টিভঙ্গি বেশ উদার। নানান ধরণের বই পড়তে ভালবাসেন। সর্বোপরি তিনি সুধীসমাজের মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালবাসেন। মদ্যপ স্বামীর জন্য অ্যানের দুঃখের চেয়ে লজ্জাই বেশী। স্বামীর জন্য প্রতিবেশীদের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতেন না তিনি।

ক্যাথরিনও তার মায়ের অনেক গুণ পেয়েছে। ক্যাথের চিন্তাভাবনা-গুলোও ওর বয়সী মেয়েদের তুলনায় বেশ স্বতন্ত্র। এদেশের যুবতী মেয়েদের মধ্যে যৌবনের যে চঞ্চলতা দেখা যায় ক্যাথের মধ্যে তা খুবই সীমিত। এদেশের ষোড়শীদের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস, আতিশয্য ও উন্মাদনা থাকে ক্যাথের মধ্যে তা ছিল না বললেই হয়। ঐ বয়সের মেয়েরা বাইরের রঙিন ঝকমকে জীবনের সংস্পর্শে আসে ও জীবনকে নানান ভাবে উপভোগ করার চেষ্টা করে, ক্যাথের মধ্যে কোনদিনই সেই তীব্র আকাঙ্খা ছিল না। মেটেরিয়াল কমফোর্ট বা জৈবিক প্রয়োজনকে ক্যাথ গুরুত্ব দেয়নি তেমন করে। কম বয়সী মেয়েদের মত বারে যাওয়া, ড্রিংক করা, সিগারেট খাওয়া আর ঘনঘন বয়ফ্রেণ্ড বদলানো ইত্যাদি যৌবনচিত আচার আচরণকে ঘৃণার চোখেই দেখতো ক্যাথ। দু'একজন বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে কিছুদিন মেলা-মেশা করেও তাদের সঙ্গে কোন নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেনি। ক্যাথ বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা ভাবনার জন্য বারবারই হতাশ হয়েছে। মনের মত সঙ্গী পায়নি। সবাইকেই মনে হয়েছে খুব স্থুল আর সুপারফিসিয়াল। কারোর মধ্যেই যেন জীবনকে ও জগৎকে দেখার তেমন তীব্র অনুভূতি নেই, নেই

কোন প্রতীক্ষা, নেই কোন প্রত্যয় বা অন্বয়। কারোর মধ্যেই ক্যাথ খুঁজে পায়নি সেই অন্তরদৃষ্টি, দেখতে পায়নি প্রকৃত মানবিক মূল্যবোধ। কারোর মধ্যেই খুঁজে পায়নি কোন নিষ্ঠা, কোন সহানুভূতি। সবাই যেন এক দুরন্ত ডাইনামিক জীবনের দিকে ছুটে চলেছে। হৈ হুল্লোড় করে জীবনকে কাটিয়ে দেওয়ার মধ্যে আছে সাময়িক আনন্দ, ক্ষণকালের তৃপ্তি, কিন্তু জীবনের এই গতি তো অনন্ত কাল ধরে রেসের ঘোড়ার মতো ছুটে বেড়াবে না, এক সময় ক্লান্ত হয়ে যাবে, এমনই ক্লান্ত হবে যে উঠে দাঁড়াবার শক্তি থাকবে না। তার চেয়ে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ধীর পায়ে, অতিক্রম করতে হবে অনেক বাধা, অনেক বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে, অনেক যুক্তি তর্কের মধ্যে দিয়ে। অনেক আবেগ অনুভূতির মধ্যে দিয়ে যে জীবনকে পাওয়া যাবে সে জীবনের শক্তি সহজে ক্ষয় হবে না। যে জীবনে থাকবে না অপ্রয়োজনীয় জৈবিক তাগিদ, যে জীবনে থাকবে না কোন হতাশা আর অবক্ষয়ের সুর, যে জীবনের মধ্যে থাকবে না ভালবাসার চাতুরী। ক্যাথ খুঁজে বেড়াচ্ছে এমন একটা জীবন যেখানে সে পাবে এক নির্ভয় আশ্রয়, অনিশ্চয়তায় সান্ত্বনা, হতাশার প্রেরণা আর অস্থিরতার স্থিতি। তাই তিন বছর আগে ক্যাথ যখন প্রথম দেখলো ডঃ অনুপম রায়চৌধুরীকে, ক্যাথের মনে হয়েছিল ওর মধ্যেই হয়ত সেই আকাঙ্খিত দুর্লভ মুক্তাটি ঝিনুকের মধ্যে লুকিয়ে আছে। আর তখন থেকেই শুরু হল ক্যাথের অন্বেষণ। প্রথম দেখাতেই ক্যাথের মধ্যে একটা তীব্র কৌতূহল হয় মানুষটিকে জানবার জন্য, কিন্তু ক্যাথ ভালবাসায় বিগলিত হয়ে যায়নি। ক্যাথ ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে চেয়েছে অনুপমের মনের গভীরে। নিবিড় অনুরাগের মধ্যে দিয়ে অনুভব করতে চেয়েছে অনুপমের জীবনের সুরটিকে। তারপর একের পর এক আবিষ্কার করেছে অনুপমের অনেক অনুভূতিকে, তার আদর্শকে, তার দর্শনকে আর সর্বোপরি একটা পবিত্র নির্মল কাব্যিক মনকে। যতই সে জানতে পারে ততই সে মুগ্ধ হয়ে যায়। নদীর প্রবাহের মত ক্যাথের হৃদয়ের শুষ্ক প্রান্তরে ভালবাসার একটা প্রবাহ বইতে শুরু করে। ক্যাথের তৃষিত হৃদয় স্নিগ্ধ হয়। ক্যাথের মনের মধ্যে যতই তোলপাড় হোক, ও কিন্তু বুঝতে দিল না অনুপমকে তার মনের কথা। ক্যাথের মনে হয়েছে তার হৃদয়ের ছোট্ট ভাণ্ডারে অনুপমের বিরাট ঐশ্বর্য্যকে হয়ত ধরে রাখতে পারবে না, তাছাড়া অনুপমের মনের গভীরে ক্যাথকে নিয়ে কতটা প্রতিক্রিয়া হয়েছে

তাও সে জানে না। তাই একটা সংশয়ের মধ্যে আন্দোলিত হচ্ছে ক্যাথের অস্থির হৃদয়। মাঝে মাঝে একটা অজানা শঙ্কা তাকে বেশ বিচলিত করছে। ক্যাথের প্রশ্ন—অনুপম কি ভালবাসে তাকে? অনুপমের কি কোন দুর্বলতা আছে তার ওপর?

যে ওয়ার্ডে অনুপমের মানসিক রোগীরা আছে সেই ওয়ার্ডেই স্টাফ নার্সের কাজ করে ক্যাথরিন। সপ্তাহে দুদিন বড় ওয়ার্ড রাউণ্ড হয়, তখন ওয়ার্ড সিসটার ও স্টাফ নার্সকে উপস্থিত থাকতে হয়। এছাড়াও জুনিয়ার ডাক্তার, সাইকোলজিস্ট, সাইকোথেরাপিস্ট, সোসাল ওয়ারকার ও কমিউনিটি-সিসটারও যোগ দেন ওয়ার্ড রাউণ্ডে। গোল করে সকলে চেয়ারে বসে থাকে আর সিসটার প্রথম শুরু করেন রোগীর রিপোর্ট দিতে। অনেক সময় স্টাফ নার্স কোন কোন রোগীর কি-ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করে আর তখন তার কাছ থেকে রোগীর অনেক ব্যক্তিগত কথা জানা যায়। দশটা রোগীর ওয়ার্ড রাউণ্ড তিন ঘণ্টার মধ্যে শেষ করতে হবে। তাই অনেক সময় কি ওয়ার্কারসরা অন্য সময়ে অনুপমের চেম্বারে এসে রোগীদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে আসে। রোগীদের বেশীর ভাগই ভুগছে মানসিক রোগে। অনেকে সুইসাইড করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। অজ্ঞান অবস্থায় জেনারেল মেডিকেল ওয়ার্ডে ভর্তি হলে সেখানেই প্রথমে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে প্রাথমিক চিকিৎসার পর যারা বেঁচে ওঠে তাদের তখন সাইকিয়াট্রিস্ট-এর কাছে পাঠানো হয়। তাই অনুপমকে কখনও কখনও মেডিকেল ওয়ার্ডে গিয়েও পেসেণ্ট দেখতে হয়। রিএ্যাকটিভ ডিপ্রেশন্ ও এণ্ডোজিনাস ডিপ্রেশন্ ছাড়াও ম্যানিক ডিপ্রেশিভ সাইকোসিসেরও অনেক পেসেণ্ট আছে এই ওয়ার্ডে। এই ধরণের রোগীদের খুবই উৎফুল্ল মনে হয় কিন্তু তাদের ভেতরে থাকে চাপা হতাশা। মুখে তাদের কথার ফুলঝুরি ফোটে, তারা ভীষণ এক অস্থিরতার মধ্যে থাকে, ঘুমোয় না, একটা চিন্তা থেকে সহজেই অন্য চিন্তায় ছুটে বেড়ায়, হারিয়ে ফেলে নিজস্ব বিচারবুদ্ধি, কখনও বা উত্তেজনার মধ্যে নিজেকে ভাবে সম্রাট। কিন্তু ভাল করে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে ওদের জীবনে মাঝে মাঝেই ডিপ্রেশনের একটা ধারা আসে। অপর দিকে যারা ডিপ্রেসড্ রোগী তাদের চিত্রটা অন্য রকমের। এইসব রোগীরা সমাজ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেয়, কথা বলায় থাকে অনাসক্তি, নিদ্রাভঙ্গ হয়, অনেক সময় জাগরণে রাত কাটে, আহারে অনীহা থাকে, জীবনে কোন

শখ-আহ্লাদ-এর দিকে ঝোঁক থাকে না, মনোযোগ আনতে পারেনা কোন কাজে, সব সময় এক তীব্র হতাশা মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে সবসময়, জীবনের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে, নিজেকে মনে হয় খুব নিকৃষ্ট, কখনও কখনও এক অপরাধ বোধ মনকে অস্থির করে তোলে আর তখন এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোন অর্থই খুঁজে পায়না তারা।

ম্যালকমের মধ্যে এর প্রত্যেকটি লক্ষণই স্পষ্ট। দুদিন আগে ম্যালকম চল্লিশটা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট খেয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। অজ্ঞান অবস্থায় ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্ত্তি হয়েছিল। প্রাণে বেঁচেছে কিন্তু লিভারটা একটু ড্যামেজ হয়েছে। মাত্র একুশ বছরের ছেলে ম্যালকম। ছেলেবেলা থেকেই বাবা মার স্নেহ থেকে বঞ্চিত। ওর যখন সাতবছর বয়স তখন ওর মা বাড়ী থেকে চলে যান। বাবা সহবাস করতে থাকেন এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে। বিয়ে করেননি, তবে কমন ল, স্ত্রীর মতন থাকেন ভদ্রমহিলা। ম্যালকম কখনই স্নেহ বা সহানুভূতি পায়নি ঐ ভদ্রমহিলার কাছ থেকে। ষোলো বছর বয়সে ম্যালকমকে ঘর ছেড়ে দিতে হয়। স্কুলের পড়াশোনা শেষ করেই রোজগারের তাগিদে চাকরীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে থাকে ম্যালকম। এক কামরার কাউন্সিল ফ্ল্যাটে কোন রকম আশ্রয় জোটে। ডোল থেকে সপ্তাহে সপ্তাহে বেকার ভাতা তোলে। এত কষ্টের মধ্যেও ম্যালকমের মধ্যে ছিল সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকার এক তীব্র আকাঙ্খা। ম্যালকম বাঁচতে চায় কিন্তু সামাজিক, আর্থিক, পারিবারিক সঙ্কট থেকে সে কিছুতেই বার হয়ে আসতে পারছে না। সংগ্রাম করে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে মৃত্যুর পথই শ্রেয় মনে হয়েছিল। ক্যাথরিন ম্যালকমের কিওয়ার্কার ছিল। ও ওর জন্য প্রায়ই অনুপমের চেম্বারে এসে আলোচনা করতো। একমাস ওয়ার্ডে চিকিৎসার পর ম্যালকমকে ডিসচার্জ করে দেওয়া হল! বাড়ী যাওয়ার সময় ম্যালকম এক নতুন জীবনের স্বপ্ন নিয়েই বাড়ী গিয়েছিল। দুসপ্তাহ বাদে আউটডোরে ক্লিনিক এপোয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল। কোন এ্যান্টিডিপ্রেসেনট ড্রাগ দেওয়া হয় নি। ওয়ার্ডে থাকাকালীন অনুপম আর ক্যাথরিনের সঙ্গে বেশ একটা ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল ম্যালকম। এদের দুজনের সহানুভূতি ও চিকিৎসার আন্তরিকতায় বেশ অভিভূত হয়েছিল ম্যালকম। এর ফলে ম্যালকমের ভগ্ন প্রত্যাশা ও ক্ষয়িষ্ণু বিশ্বাস আবার যেন সতেজ হয়ে উঠছিল। ম্যালকম আবার বাঁচতে চেয়েছিল।

১৯৮৬ সালের ২২শে জানুয়ারী। অবিশ্রান্ত তুষারপাতে সমস্ত দেশ যেন সাদা বরফে ঢাকা পড়ে গেছে। বাড়ীর ছাদ, গাছপালা, নদীনালা, মাঠঘাট সবই বরফের নীচে। যে দিকেই চোখ যায় শুধু চোখে পড়ে ময়দার মত শুভ্র স্বচ্ছ তুষারের স্তূপ। কোথাও কোথাও বরফে গাড়ী পর্য্যন্ত ঢেকে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। মেন রাস্তাগুলোতে বরফকাটার মেসিন দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করা হচ্ছে। রাস্তায় ছড়ানো হচ্ছে সল্ট, যা বরফ গলাতে সাহায্য করে। বেলা তখন তিনটে হবে। অনুপম তার চেম্বারে বসে একটা কেস নোট পড়ছিল ও ক্যাথরিন কফি মেকারে কফির আয়োজন করছিল। এমন সময় ফোন বেজে উঠলো। লোকাল থানা থেকে ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টর ডঃ রায়ের সঙ্গে কথা বলতে চান। ফোন ধরে অনুপম বলল—"স্পিকিং" দু তিন মিনিট ফোনে কথা বলার পর রিসিভারটা রেখে দিয়ে অনুপম এক গভীর উৎকণ্ঠায় চেয়ারে বসে পড়লো। কফির কাপ হাতে নিয়ে অনুপমের খুব কাছে দাঁড়িয়ে ক্যাথ জিজ্ঞেস করল—"কি হয়েছে ডঃ রে ?"

ম্যালকমকে পুলিস গ্রেপ্তার করেছে ও বর্তমানে থানার কাসটডিতে আছে। ম্যালকমের বাবা মিঃ টেলরের কমন ল ওয়াইফকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। স্বাভাবিক মৃত্যু নয় সন্দেহ করে পুলিস ম্যালকম ও তার ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে। ম্যালকমের কপালে আঘাতের চিহ্ন ও গালে আঁচড়ের দাগ রয়েছে। ম্যালকম স্তম্ভিত হয়ে গেছে। তার বাক্‌শক্তি বন্ধ হয়ে গেছে। পুলিস বহু জেরা করেও ওর কাছ থেকে একটা কথাও বার করতে পারেনি। পুলিসের ধারণা ম্যালকম মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে। সে পুলিসের চোখে একজন সাসপেকট্। থানায় গিয়ে ম্যালকমকে দেখতে হবে পুলিসের অনুরোধে। ক্যাথরিনও যেতে চাইল অনুপমের সঙ্গে।

সন্ধ্যে ছটা নাগাদ অনুপম ও ক্যাথ থানায় পৌছালো। ডিটেকটিভ ইন্সপেকটর ওদের নিয়ে গেল একটা সেলে, যেখানে মেঝের এক কোণে দুই হাঁটুর ওপর মাথা রেখে পাথরের মূর্তির মত বসে আছে ম্যালকম। কারো দিকে চোখ তুলে তাকালো না। মনে হল বুঝতেও পারেনি যে অনুপম ও ক্যাথরিন ঘরে ঢুকেছে। ম্যালকম নির্বাক, এক অন্য জগতের মধ্যে রয়েছে সে। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে নানানভাবে ম্যালকমকে কথা না বলাতে পারার ব্যর্থতায় যখন অনুপম ও ক্যাথরিন চলে আসতে যাচ্ছিলো, ঠিক সেই মুহূর্তে ম্যালকম

একবার দুজনের দিকে চোখ তুলে তাকালো আর তখনই ক্যাথরিন ওর কাছে গিয়ে ওর মাথায় হাত রেখে বলল—"আমরা তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি ম্যালকম।" ম্যালকম এবার দুহাতে চোখ ঢেকে কেঁদে কেঁদে বলতে শুরু করল—"ইট ইজ টু লেট নাউ।"

অনুপম ম্যালকমের একটা হাত টেনে নিয়ে বলে—"তোমার জীবনের সবে শুরু। অনেক পথ চলা বাকী আছে এখনও, কোনকিছুই লেট নয় এই জীবনে, যে সময় চলে গেছে তাকে ফেরানো যাবেনা ঠিকই, তবে যে সময়ের প্রতীক্ষায় আমরা বসে আছি, তাকে শক্ত হাতে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। সময় চলে যায় দুরন্ত ঘোড়ার ছুটে চলার মত, আর ঘোড়সোয়ারকে তাই শক্ত হাতে লাগাম ধরে রাখতে হবে। লাগাম ধরার মত সময়কেও ধরে রাখতে হবে আমাদের। ম্যালকম তোমাকে আবার বাঁচতে হবে। পথ যতই কণ্টকাকীর্ণ হোক, পদতল ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে, তবু পথ চলতে হবে। আমরা সবাই পথ চলছি এই পৃথিবীতে। এখানে আছে চলার আনন্দ। পথে পথে আসবে অজস্র বাধা, অনেক বিপত্তি, অনেক কষ্ট, অনেক ব্যথা বেদনা আর হতাশা। এদের সঙ্গেই সংগ্রাম করতে হবে আমাদের। আমরা সবাই সেই সংগ্রামের বিপ্লবী। বিপ্লবীদের ক্লান্তির অবসাদে ভেঙে পড়লে চলে না। যা সত্য তা যত কঠিনই হোক না কেন, তাকে স্বীকার করতে হবে, মেনে নিতে হবে। আমাদের কঠিন অন্তরের মধ্যেও একটা মধুরতা আছে, তাকে বিকশিত করতে হবে।"

ম্যালকম এবার দুহাতে তার চোখের জল মুছতে মুছতে শুরু করল করুণ কাহিনী।

"ছেলেবেলা থেকেই না পেয়েছি মায়ের ভালবাসা, না পেয়েছি বাবার স্নেহ। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন মা। আমার কথা ভাবলেনও না। বাবার জীবনে এলো মিসেস টেলর, বা জেনী। জেনীর সঙ্গে বাবার সম্পর্ক গাঢ় হতে থাকলো। ক্রমে ওনারা স্বামী স্ত্রীর মত হয়ে গেলেন। তবে বিয়ে হয়নি। কমন ল ওয়াইফ হয়ে বাড়ীর সব দায়দায়িত্ব নিলো জেনী। আমার প্রতি শুরু হল অবহেলা, আর অনাদর। জেনী ও বাবা সন্ধ্যের পর থেকেই বাইরের ঘরে বসে মদ খাওয়া শুরু করতেন, দুচার জন বন্ধু বান্ধবও আসতো। জুয়ার আড্ডা বসতো ঘরে। নীচে যাওয়ার অনুমতি ছিল না আমার। অনেক দিন আমার খাওয়া জুটত না। জেনী মদ খেয়ে মাতাল

হয়ে থাকতো। ক্ষিদে ও তৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি কতদিন। ঘুমভেঙে গেলে নীচে এসে হয়ত কোনদিন খানিকটা ঠাণ্ডা দুধ খেয়ে ফেলেছি। বছরে একজোড়া জুতো পেতাম। ছিঁড়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত নতুন জামা প্যান্ট পেতাম না। দিনের পর দিন অনেক অত্যাচার অবিচার চলেছে আমার ওপর। এমনি করে ষোলোটা বছর কাটল। তারপর জেনী একদিন বলেই দিল আমাকে যে এখন থেকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, নিজের পথ দেখতে হবে। বাড়ী ছেড়ে বেড়িয়ে পড়লাম পথে। অনেক কষ্টে একটা কাউন্সিল ফ্ল্যাট পেলাম আর সপ্তাহে সপ্তাহে ডোল থেকে বেকার ভাতা তুলে কোন রকম পেট চলত। ইচ্ছে ছিল কলেজে পড়ব। একটা টেকনিক্যাল ট্রেনিং নেবো যাতে একটা ভাল চাকরি পাই। দু-তিন মাসের জন্য ছোটো খাটো কয়েকটা কাজ করেছিলাম। কিন্তু প্রকৃত কোন কাজের সন্ধান পেলাম না। হাজার হাজার বেকারের মত আমার নামটাও সেই খাতায় উঠে গেল। পাঁচবছর বেকার। চাকরি পাওয়ার কোন আশা নেই। মায়ের কোন সন্ধান জানিনা। বাবাও খোঁজ নেন না। জেনীর ভয়ে ও বাড়ীর পাশ দিয়েও হাঁটি না। অনেক বন্ধু বান্ধব বেকারত্বের দুঃখকে এড়াবার জন্য মদ, গাঁজা, ভাং ইত্যাদি ধরেছে। অনেকে শপ লিফটিং থেকে শুরু করে চুরি ডাকাতির মধ্যেও জড়িয়ে পড়েছে। দারিদ্র্যের জন্য কোন গার্ল ফ্রেণ্ডের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সৃষ্টি হয় না। অবসাদ আর হতাশায় মনটা বিষন্ন হতে থাকে। এই ভাবে বাঁচার মধ্যে কোন সার্থকতা নেই। সে জন্যেই বিষ খেয়ে মরতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাকে আবার বাঁচালে। তোমরা আমাকে এক নতুন মন্ত্র দিলে। নতুন করে বাঁচার সাধ জাগল আবার।

ডেনমার্কে একটা চাকরির দরখাস্ত করেছিলাম, সেখানে গিয়ে দেখা করলে চাকরিটা পাওয়া যাবে, এমন আশ্বাস পেয়েছিলাম। তাই একদিন ঠিক করলাম প্লেন ভাড়ার টাকাটা বাবার কাছ থেকে লোন চাইবো। সেই কারণে-গতকাল রাত্রে বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তখন প্রায় দশটা হবে। বাড়ীর বাইরে একটা সাদা ফিয়েট গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। জানি না কার গাড়ী। বাড়ীর সামনের দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল। সিটিংরুমে কাউকে দেখা গেল না। সিটিংরুমের এককোনে একটা টেলিভিশন্ রয়েছে। সোফা সেটের কভারগুলো বেশ ময়লা হয়েছে। পর্দাগুলোতেও ধুলো জমে আছে। এবার আসতে আসতে আমি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলাম।

বেডরুমের দরজাটা একটু ফাঁক ছিল। কানে এল জেনীর সোহাগী কণ্ঠস্বর। দরজার ফাঁক দিয়ে যা প্রত্যক্ষ করলাম তা যেমন আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হল—তেমনি রাগে ও ঘৃণায় আমার দেহের রক্ত প্রবাহ গরম হয়ে উঠল। জেনী আমার অজানা এক পুরুষের সঙ্গে উলঙ্গ অবস্থায় শুয়ে আছে ও হাসি ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে প্রেম আর সোহাগের কথোপোকথন চলছে। ভয়ে, ঘৃণায় আর এক তীব্র অস্বস্তি নিয়ে যখন নীচে নেমে আসতে যাচ্ছিলাম, আমার পায়ের শব্দ শুনে জেনী চীৎকার করে চেঁচিয়ে উঠল—"কে, কে ওখানে?" ততক্ষণে আমি সিটিংরুমের এক কোনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে একটা নাইটি কোনরকমে গায়ে চাপিয়ে জেনী নীচে নেমে এসে খুবই রাগাম্বিত হয়ে বলল, "কেমন করে তোমার এত সাহস হল আমাকে না জানিয়ে এ বাড়ীতে, ঢোকার? কি চাই তোমার?"

আমি বললাম—"আমি ড্যাডীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

চীৎকার করে অসভ্যের মতন জেনী বলল,—"বেড়িয়ে যাও এই মুহূর্তে এ বাড়ী থেকে।"

আমারও জেদ চেপে গেল। আমি বললাম, "ড্যাডীর সঙ্গে দেখা না করে আমি যাবনা।"

আমাদের কলহ শুনে বেগতিক হয়ে জেনীর প্রেমিক পুরুষ সন্তর্পনে বাড়ী থেকে বেড়িয়ে গেলেন। মনে হয় বাইরে অপেক্ষমান ফিয়েট গাড়ীটা ওনারই। এবার জেনী যেন আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো ক্রোধে। আমাকে ভয় দেখাল যে সে এক্ষুনি পুলিশ ডাকবে। আমি তার কথায় কর্ণপাত না করে বললাম "আমি ড্যাডীকে তোমার এই পরপুরুষের সঙ্গলাভের কথা বলব, নিশ্চয়ই বলব।" আমার ক্রোধও বাড়তে থাকে, আমি আরো বললাম, "তোমার চাতুরীতে আমার মা এ বাড়ী ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। গত ১২ বছর ধরে তুমি আমার প্রতিও যথেচ্ছ অত্যাচার আর অবিচার করেছো, আর যে তোমাকে এ বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছে, স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছে, তার সঙ্গে তুমি প্রতারণা করছো, তাকে ঠকাচ্ছো। তুমি নীচ, তুমি অধম, তোমার মত নষ্ট চরিত্রের মেয়ে মানুষ আমি কখনও দেখিনি এর আগে। তোমার জন্য বাবা মাকে ত্যাগ করেছেন, তোমার জন্য আমাকে বাড়ী ছাড়তে হয়েছে, তুমি তোমার চাতুরী, যার হীন চক্রান্তে এ বাড়ীর সবকিছু দখল করে নিয়েছো,

আমি আর তোমার বেয়াদপি সহ্য করবো না। ড্যাডীর সব কিছু আজ জানা দরকার।"

জেনী অগ্নিমূর্তি ধারণ করল। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল "বাসটার্ড, এই মুহূর্তে বেরিয়ে না গেলে পুলিস ডেকে বলব তুমি ডাকাতি করতে এসেছো, আমাকে রেপ করেছো, আমাকে খুন করার ভয় দেখাচ্ছ।"

আমি তবু বেরোলাম না। জানলার কাছে গিয়ে পর্দা সরিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম ফিয়েটের মালিকটি এখনও অপেক্ষা করছেন কিনা। হঠাৎ পেছন থেকে একটা মদের বোতল দিয়ে জেনী সজোরে আমার মাথায় ঘা মারল, ঘুরে দাঁড়াতেই আর একবার আঘাত করল আমার কপালে। মদের বোতলটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। মদে ভিজে গেল আমার জামা কাপড়। আমার মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল। চোখে ঘন অন্ধকার নেমে এল, মনে হল আমি বোধ হয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলছি। সামনে সোফার হাতলে বসে পড়লাম। তারপর মনে হল জেনী লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে পুলিসকে ফোন করতে। নিজেকে কোনরকমে সামলে টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলাম। জেনী বেডরুমের টেলিফোনের কাছে গিয়ে যেই মুহূর্তে রিসিভারটা তুলতে যাবে, আমি ঝাঁপিয়ে জেনীর একটা পা টেনে ধরলাম। জেনী মেঝেতে পড়ে গেল। ফোনটাও টেবিল থেকে পড়ে গেল মাটিতে। আমার রাগ চরমে উঠলো। আমার দুই হাঁটু জেনীর পেটের মধ্যে রেখে দুহাতে ওর গলা টিপে ধরলাম। জেনী প্রথমে টেলিফোনের রিসিভার দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করল, তারপর সে তার নেলপালিস লাগানো দুহাতের নখ দিয়ে আমার মুখে আঁচড় দিতে থাকল। আমি সজোরে জেনীর গলা টিপে ধরলাম। তারপর আস্তে আস্তে জেনীর দুই হাত শিথিল হয়ে গেল। ওর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। মুখটা কালো হয়ে উঠলো। চোখ দুটো বড় বড় আর স্থির হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম জেনী মরে গেছে। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, কোনরকমে উঠে দাঁড়ালাম। আমার হাত পা থর্‌থর্ করে কাঁপছে। হাত দুটো মনে হচ্ছে অবশ হয়ে গেছে। একটা আতঙ্কে সমস্ত দেহ যেন হিম হয়ে যাচ্ছে। আমার সব স্মৃতিভ্রম হচ্ছে। সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেছে। হার্টের স্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমার মধ্যে কোন প্রাণ নেই, কোন শক্তি নেই। সামনের টেবিলে একটা

হুইস্কির বোতল ছিল, ঢকঢক করে খানিকটা গলায় ঢেলে দিলাম। তারপর কিছুক্ষণ খাটের ওপর গিয়ে বসলাম। চোখে পড়ল জেনীর শিথিল দেহখানা মাটিতে লুটিয়ে আছে। এবার নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। ফোনটা টেবিলে তুলে রাখলাম। জেনীর দুটো পা দু হাত দিয়ে ধরে টানতে টানতে বেডরুম থেকে সিঁড়িতে নিয়ে এলাম এবং সেখান থেকে জেনীর হিমশীতল দেহটাকে রান্না ঘরে নিয়ে এলাম। একটা কালো প্লাসটিকের ব্যাগে জেনীর শরীরটাকে কোনরকমে ঢুকিয়ে একটা দড়ি দিয়ে ব্যাগের মুখ বন্ধ করে কোনরকমে বস্তটাকে গ্যারেজে নিয়ে ঢুকলাম। অনেক আজে বাজে জিনিষে ভর্তি এই গ্যারেজটা। সেখানে একটা প্যাকিং বাক্সের মধ্যে কালোবস্তাটা রেখে দিলাম। তারপর ভেতর থেকে সব দরজা বন্ধ করে দিয়ে রান্নাঘরের দরজাটা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে আমার ফ্ল্যাটে ফিরে এলাম। রাত তখন তিনটে বাজে। অদ্ভুত একটা আতঙ্কে আর দুশ্চিন্তায় সমস্ত দেহ কাঁপছে। আরো খানিকটা মদ খেয়ে নিলাম। তবু ঘুম এল না।"

মিঃ টেলর নাইট ডিউটি শেষ করে সকাল ছটা নাগাদ বাড়ীতে এলেন। বাইরের ঘরে ভাঙা কাঁচের বোতল ছড়ানো। মদের গন্ধে ঘর ভরে আছে। ওপরে গিয়েও জেনীর দেখা পেলেন না। জেনীর স্লিপার দুটো একটা বেডরুমে আর একটা সিঁড়িতে পাওয়া গেল। ভয় পেয়ে পুলিকে ফোন করলেন তিনি। দশ মিনিটের মধ্যে পুলিস এসে তন্ন তন্ন করে বাড়ী সার্চ করলেন। পুলিস প্রতিবেশীদের কাছেও খোঁজ খবর নিল। এক ভদ্রলোক বললেন রাত এগারোটা নাগাদ তিনি কুকুরকে নিয়ে একটু খানিকের জন্যে রাস্তায় গিয়েছিলেন, তখন, তিনি দেখতে পান ঐ ফিয়েট গাড়ীটা। গাড়ীর চালক গাড়ী স্টার্ট করলেও বরফে চাকাটা স্লিপ করে যাচ্ছিল। সেইজন্য ঐ ভদ্রলোক গাড়ীর জানলার কাছে এসে ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি গাড়ীটা ঠেলে দিয়ে সাহায্য করবেন কিনা। তিনি তখন গাড়ীর পেছন থেকে গাড়ীটাকে সজোরে ঠেলে দিতেই বরফ এর বাধা অতিক্রম করে গাড়ী চলে গেল। যেহেতু তিনি গাড়ীর পেছনে ছিলেন সেজন্য নাম্বার প্লেটের নম্বরটা তার বেশ মনে ছিল। মিঃ টেলর বললেন ঐ গাড়ীটা জেনীর পুরোনো এক বন্ধুর। পুলিস ফিয়াটের মালিককে খুঁজে বার করলেন। তার মুখেই জানা গেল ম্যালকমের রাত্রে আগমনের কথা।

এবং ম্যালকমের সঙ্গে জেনীর কথা কাটাকাটির খবর। সেমি ডিটাচড্ বাড়ীর প্রতিবেশী জানালেন যে রাত একটা নাগাদ ঝগড়াঝাঁটির আওয়াজ শোনা গেছে। তারপর ওনারা ঘুমিয়ে পড়েন, সেজন্য বলতে পারলেন না তার পরের ঘটনা। পুলিসের অবশ্য এই রহস্যের জাল ছিঁড়তে বিশেষ অসুবিধে হল না। মৃতা জেনীর প্রেমিক নাগরটিকে ছেড়ে দেওয়া হল। ম্যালকমকে পাঠানো হল লিংকন প্রিজিনে। অবশেষে ম্যালকম স্বীকারোক্তি দিয়েছে নিজেকে খুনী বলে।

ঐ ঘটনার পর প্রায় মাসখানেক কেটে গেছে। অনুপম যথারীতি কাজ করে চলেছে। কাজ করতে ভালবাসে অনুপম। অবসর সময়ে বই পড়তে ভালবাসে। ক্যাথরিন অনুপমের ইউনিটেই কাজ করে আর সেইজন্যে অনুপমের রোগীদেরই সে বেশী দেখাশোনা করে। অনুপমের সঙ্গে কাজ করে খুব আনন্দ পায় ও। অনুপম প্রত্যেকটি কেস খুব ভাল করে বিশ্লেষণ করে, ড্রাগথেরাপি করলে ড্রাগের গুণাগুণ সাইড এফেকটস্ ইত্যাদি খুঁটিয়ে ব্যাখ্যা করে। সাইকোথেরাপিতে অনুপমের বিশ্বাস প্রবল। অনুপম বলে সাইকোথেরাপি করতে গেলে রোগীর মনের অনেক গভীরে চলে যেতে হবে। রোগীর সঙ্গে একটা বিশেষ সম্পর্ক রচনা করতে হবে। রোগীর মনে একটা বিশ্বাসের জন্ম দিতে হবে। রোগীর মধ্যে গড়ে তুলতে হবে একটা আস্থা, যার থেকে জন্ম নেবে ডাক্তারের প্রতি শ্রদ্ধা। এই সম্পর্কটা খুবই প্রয়োজনীয়। এর মধ্যে থেকেই রোগীর ব্লকড ইমোশনস্ বা পুঞ্জীভূত আবেগ আর অনুভূতিকে মুক্ত করা যায়। ডাক্তার রোগীকে জোগাবে নতুন যুক্তি, আর সেই নতুন যুক্তি দিয়ে সে তার ভুল ধারনাগুলোকে সংশোধন করতে চেষ্টা করবে। অনুপম এইভাবেই সাইকো অ্যানালিসিস ও সাইকো থেরাপি করে তার রোগীদের ওপর। ক্যাথরিন প্রায়ই অনুপমের কাছে আসে এইসব বোঝার জন্যে।

তখন প্রায় বিকেল পাঁচটা। বাইরে ঘনকালো অন্ধকার। এমন সময় বিষন্ন মুখে ঘরে প্রবেশ করলো ক্যাথরিন। ক্যাথরিনের নীরবতা দেখে অনুপম জিজ্ঞেস করল—"কি হয়েছে ক্যাথ ?"

ক্যাথ বলল—"জেলের সেলের মধ্যে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে ম্যালকম। ম্যালকমের বাবা ওয়ার্ডে এসেছিল কিছুক্ষণ আগে। আমাকে

দেখালেন ম্যালকমের স্যুইসাইড নোট : আমি ফোটো কপি করে রেখেছি সেটা তোমাকে দেখানোর জন্যে।"

কোন কথা না বলে অনুপম ম্যালকমের মৃত্যুর কয়েক মিনিট আগে লেখা তার ছোট চিঠিটা মনে মনে পড়তে লাগল।

চিঠিতে লেখা ছিল,

ডিয়ার ড্যাড,

তুমি আমাকে ক্ষমা না করলে আমার আত্মার শান্তি হবে না। গোলাপ গাছে গোলাপ ফুল ফোটে আর তার নীচে থাকে কাঁটা। প্রস্ফুটিত গোলাপ তার রূপে ও গন্ধে কাঁটার অস্তিত্বই বুঝতে দেয়না। আমার জীবনের গাছে ফুল ফুটলো না, আমি কাঁটা হয়েই রইলাম। এই কাঁটার দংশনে আমি দগ্ধ। জীবনে কখনও স্নেহ ভালবাসা পেলাম না, আমার জীবনে একমাত্র সত্যিকার সহানুভূতি, স্নেহ আর বাঁচবার প্রেরণা পেয়েছি ডঃ অনুপম রায় ও নার্স ক্যাথরিনের কাছে। ওঁদের শ্রদ্ধা জানিও আমার তরফ থেকে। জানি তুমি খুব নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে, আমার একান্ত অনুরোধ সম্ভব হলে বাড়ী থেকে চলে যাওয়া আমার অভিমানী মাকে আবার ফিরিয়ে এনো।...ম্যালকম

চিঠিটা পড়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনুপম। ওর দুই চোখ দিয়ে নেমে এল অশ্রু। কম্পিত কণ্ঠে অনুপম বলে,—"ওর মধ্যে' আমরা বাঁচার মন্ত্র দিয়েছিলাম। আমাদের সঞ্জীবনী প্রেরণায় ওতো আবার বাঁচতেও চেয়েছিল, তবে কেন ও বাঁচল না? কার দোষে ও মরল? কে দায়ী ওর মৃত্যুর জন্য?"

ক্যাথ অভিভূত হয়ে গেছে অনুপমের ভাবাবেগ দেখে। একজন খুনীর জন্যে ওর চোখে জল। কি এক গভীর মমত্ববোধ ওর ভেতরে, কি মহান ওর মনুষ্যত্ববোধ। মানবতার প্রতি কি অসীম শ্রদ্ধা। রোগীর প্রতি তার কি অপরিসীম করুণা। কি উদার দৃষ্টিভঙ্গী এই মানুষটার।

ক্যাথারিন অনুপমের খুব কাছে এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়, ওর একটা হাত অনুপমের বুকের ওপর রেখে বলতে শুরু করে—"অনু তোমার মতন একজন মানুষের সঙ্গে কাজ করে আমি গর্বিত আর নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমার কি সৌভাগ্য এমন একজন সত্যিকার মানুষের এত কাছাকাছি আসতে পেরেছি।"

অনুপম তার হাত দুটি দিয়ে ক্যাথরিনের মুখটা তুলে ধরে নিজের মুখটা ওর মুখের আরো কাছাকাছি নিয়ে এসে বলে—"ক্যাথ, আমি আরো কিছু প্রত্যাশা করি তোমার কাছ থেকে, আরো কিছু দিতে হবে আমাকে, দেবে তো? মনে হচ্ছে এর জন্যেই আমি দীর্ঘদিন তপস্যা করে চলেছি, এর জন্যই পথ চেয়ে বসে আছি।"

ক্যাথ মিষ্টি হাসি হেসে জড়িয়ে ধরল অনুপমকে, বলল, "তোমার হৃদয়ের অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডারে, কিসের অভাব আছে জানি না, তবে তোমার সেই শূন্যতাকে আমাকে দিয়ে পূর্ণ করলে সে হবে আমার পরম তৃপ্তি, আমার প্রতীক্ষার সমাপ্তি আর আমার তপস্যার সিদ্ধি।"

এক সীমাহীন আনন্দে ক্যাথ উচ্ছ্বসিত। ম্যালকমের মৃত্যু ক্যাথরিন আর অনুপমের মধ্যে এনে দিয়েছে এক নিবিড় সম্পর্ক—গড়ে তুলেছে এক ভালবাসার সেতু।

তিন

চেস্টারফিল্ড থেকে মাইল তিনেকের বাইরে ম্যাটলক যাওয়ার পথে ডঃ অনুপম রায়ের বাড়ী। বাড়ীটা চার বেডরুমের ডিটাচড্ হাউস। বাড়ীর সামনে লন ও পেছনে বেশ বড় বাগান। বাগানের চারিদিকে উঁচু কানিফার বাগানটিকে ঘনসবুজ দেওয়ালের বেষ্টনীর মধ্যে রেখেছে। লনের চারিদিকে চাইনারোজ, গোল্ডেন ট্রেসর, ব্ল্যাক প্রিন্স, স্নো হোয়াইট প্রভৃতি নানান জাতের গোলাপের ঝোপ। লনের কিনারাগুলো ড্যাফোডিলস্ ও গ্ল্যাডিওয়ালা দিয়ে ঘেরা। লনের ঘাসগুলো বেশ ছোট ছোট করে কাটা। পেছনের বাগানে বেশ কিছু সাজেলিয়া ও রডোডেনড্রন এর গাছ রয়েছে। লাল থোকা থোকা রডোডেনড্রনগুচ্ছ বাগানটাকে এক অপরূপ সাজে সাজিয়ে রাখে। এছাড়া সামারে ডালিয়া, জিনিয়া, সুইটপি, আফ্রিকান মেরীগোল্ড, টিউলিপ, ও নানান ধরণের সিজিন ফ্লাওয়ারও ফুটে থাকে প্রচুর পরিমাণে। বাগানের এককোণে দুটো আপেল গাছ। খামারে আপেলের ভারে গাছ দুটো ঝুলে পড়ে। বাগানের শেষ প্রান্তে আছে কাঁচের গ্রীন হাউস, তার মধ্যে আছে আঙুর গাছ। গ্যারেজের একটা দেওয়াল বাগানের খানিকটা অংশ বাউণ্ডারী ওয়ালের মত করে রেখেছে। আর সেই ওয়ালে ক্লাইমবিং রোজ সমস্ত দেওয়ালটাকে ঢেকে রেখেছে। ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়েই সান লাউঞ্জ আর সান লাউঞ্জ থেকে পেটিও ডোর দিয়ে সোজা বাগানে চলে যাওয়া যায়। বাগানের মধ্যেখানে কয়েকটা গার্ডেন চেয়ার ও টেবিল পাতা থাকে। টেবিলের মাথার আচ্ছাদনের মত থাকে বিরাট রঙিন ছাতা। বাগানের অপর প্রান্তে একটা পাথরের ভেনাসের মূর্ত্তি ও ছোট্ট একটা ফোয়ারার জল সর্বদাই তার গায়ে গিয়ে পড়ছে। অনুপমের ফুলগাছের খুব শখ, তাই বেশ খানিকটা সময় সে বাগানের পরিচর্যার কাজে ব্যয় করে। সান লাউঞ্জে বেতের চেয়ার টেবিল রয়েছে। সেখানে গ্রীষ্মকালে অনেকটা সময় কেটে যায়। গ্রীষ্মে প্রত্যেকদিন বিকেল বেলা হোস পাইপ নিয়ে গাছে জল দিতে হয়। কখনও কখনও বাগানের ট্যাপের সঙ্গে স্প্রিংলার লাগিয়ে দেয়, এতে চুঁয়ে চুঁয়ে জল পড়ে সব গাছের

গোড়াতে। জুলাই আগষ্ট মাসে প্রায় রাত দশটা পর্য্যন্ত পরিষ্কার দিনের আলো থাকে। আর শীতকালে বেলা তিনটের মধ্যে রাতের অন্ধকার নেমে আসে। শনিবার দিন সকালে লন পরিষ্কার করতে হয় অনুপমকে। সান লাউঞ্জে টবের মধ্যে রয়েছে কয়েকটা জুঁইফুলের গাছ, পাতাবাহার ও জবা গাছ। কৃষ্ণচূড়া গাছ নেই এখানে। রক্তের মত লাল ফুল কৃষ্ণচূড়া শান্তিপুরে অনেক জায়গায় দেখা যায়। কৃষ্ণচূড়ার বদলে কারনেশন আর করবীর বদলে ক্রিসানথিমামও অনুপমকে আনন্দ দেয়। এছাড়া ক্যাথরিনের অতি প্রিয় ফুল কারনেশন। প্রায়ই ক্যাথরিন একগোছা লাল কারনেশন ওর ফুলদানিতে রেখে দেয়। অনুপমের অবশ্য প্রিয় গোলাপ।

এখন জুলাই মাসের মাঝামাঝি। শনি-রবিবার ছুটি। অনুপমকে মাসে একটা উইকেণ্ডে অন কল থাকতে হয়। শনিবার সকালে হাসপাতালে গিয়ে ছোট খাট একটা রাউণ্ড দিয়ে আসতে হয়। অন্য সময় প্রয়োজনে হাসপাতাল থেকে সরাসরি বাড়ীতে ফোন করে বা লংরেঞ্জ ব্লিব করে। এই লংরেঞ্জ ব্লিবগুলো পঞ্চাশ মাইল দূরেও শোনা যায়।

স্থানীয় জেনারেল প্র্যাকটিশনার ডঃ ওয়ার্ড শনিবার অনুপমের সঙ্গে চেস্টারফিল্ড গল্‌ফ ক্লাবে গল্‌ফ খেলতে আসেন। এই গল্‌ফ কোর্সটা খুব বড় নয়, তবে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। কলাপাতার মত সবুজ মাঠ। নরম ভেলভেটের মত ঘাস গলফের হোলের চারিদিকে। এই কোর্সে একসঙ্গে আঠারোটা হোল খেলা যায় না। তাই নটা হোল খেলে আবার নটা হোল প্রথম থেকে খেলা হয়। অনুপম বেশীদিন খেলছে না, তাই ওর হ্যাণ্ডিক্যাপও বেশী। তবে মাঝে মাঝে উডেন ক্লাব দিয়ে সজোরে সুইং করলে বল চলে যায় একশো গজের বাইরে। ডঃ ওয়ার্ড পাকা খেলোয়াড়। মাঝে মাঝে স্পেন ও পর্তুগালে গল্‌ফ কমপিটিশনে যান। তিন ঘণ্টা নরম সবুজ মাঠের মধ্যে হেঁটে বেড়াতে অনুপমের বেশ ভালই লাগে। এছাড়া নিঃসঙ্গ অনুপমের সময় কাটানোর আর কিইবা আছে। গল্‌ফ খেলার শেষে ক্লাব কাফেতে লেমোনেড খেতে খেতে বেশ কিছুক্ষণ-গল্প গুজব হয়। লাঞ্চ টাইমে বাড়ী ফিরে আসে অনুপম।

একা মানুষ, কিন্তু বাড়ীটা বেশ বড়। নীচে বড় লাউঞ্জ, ডাইনিংরুম, কিচেন, বাথরুম ও সানলাউঞ্জ। ওপরে চারটে বেডরুম, বাথরুম, এনস্যুইট সাওয়ার ইত্যাদি। সপ্তাহে একদিন সমস্ত বাড়ীটা হুবার করতে হয়।

বাড়ী ফিরে এসে অনুপম দেখলো পোস্টম্যান এক গাদা চিঠি, খবরের কাগজ ও মেডিকেল জারনাল দিয়ে গেছে। এক কাপ ব্ল্যাক কফি নিয়ে বাইরের ঘরের সোফায় বসল সে। তারপর আস্তে আস্তে চিঠিগুলো দেখতে শুরু করল। ইণ্ডিয়ার চিঠি হলে সেটাই আগে খোলে অনুপম। মায়ের চিঠি। অনুপম তাড়াতাড়ি এরোগ্রামটা খুলে ফেলে। মা লিখেছেন যে সকলে ভাল আছে। তবে পুনঃ করে লিখেছেন, তিনি অনুপমের জন্য পাত্রী দেখছেন। মায়ের পছন্দ করা পাত্রীকে বিয়ে করতে তার আপত্তি আছে কিনা তাও জানতে চেয়েছেন। আরো জানতে চেয়েছেন কি ধরণের মেয়ে তার পছন্দ। দু মাসের মধ্যেই অনুপম যেন ছুটি নিয়ে শান্তিপুর আসতে পারে, সেই ব্যাপারে যেন সে সবকিছু আগে থেকে ঠিকঠিক করে রাখে। মা ইতিমধ্যে দু-তিনটে পাত্রী দেখেছেন। অনুপম এলে ওকে আবার পাত্রী দেখানো হবে এবং এদের মধ্যে কাউকে পছন্দ করলে তখনই বিয়ের ব্যবস্থা করা হবে। বিয়ের পর বউ নিয়ে অনুপম বিলেতে ফিরে আসবে। বিপাশা ইতিমধ্যে বিয়ের কিছু কিছু কেনাকাটাও শুরু করে দিয়েছে। এই বিদেশ বিভূঁই এ তার এমন নিঃসঙ্গ জীবনের কথা ভেবে মা খুবই চিন্তিত। কেউ কেউ হয়ত মায়ের কানে মন্ত্র ঢুকিয়েছে যে ছেলেকে তাড়াতাড়ি দেশে বিয়ে না করালে শেষে মেমের সঙ্গে প্রেম করে বসবে। মায়ের প্রাণ সন্তানের জন্য সবসময় অকারনে অনিষ্ট আশংকার সৃষ্টি করে।

তিন ঘণ্টা ধরে গলফ খেলে বেশ খিদে পেয়ে গেছে অনুপমের। কিচেনে এসে গোটা দু'এক স্কিনলেন সসেজ ফ্রাই করল, কয়েকটা হ্যামস্যানড্উইচ ও এককাপ অক্সটেল স্যুপ নিয়ে বাইরের ঘরে টেলিভিশন দেখতে দেখতে লাঞ্চ শেষ করল। সোফায় লম্বা হয়ে দেহটাকে এলিয়ে রিমোট কণ্ট্রোল দিয়ে টেলিভিশনের একটার পর একটা চ্যানেল চেঞ্জ করতে থাকলো। কোন ভাল প্রোগ্রাম নেই। টিভিটা এবার বন্ধ করে দিল। বেশ ঘুম ঘুম পাচ্ছে। শরীরটা বেশ ক্লান্তও মনে হচ্ছে। শুয়ে শুয়ে অনুপম মায়ের লেখা চিঠিটা আবার একবার পড়ল। মা যে দু' তিনটে মেয়ের কথা লিখেছে, অনুপম কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না ঐ মহিলারা তার পরিচিত কিনা। হঠাৎ একবার মনে হল হয়তো মিলির নাম ঐ তালিকায়। না না মিলি হতে পারে না। মিলিরা বদ্যি, তারা ব্রাহ্মণ। মা অসবর্ণ বিবাহে বিশ্বাসী নন। তাছাড়া মিলির বিয়ে হবে অনেক বড় লোকের ঘরে। অনুপম এখন বিয়ে

করতে চায় না। অনুপম বেশ একটু চিন্তিত হয়ে পড়লো। একটা অজুহাত খুঁজে বার করতে হবে তাকে। সবথেকে ভাল যুক্তি হল বিপাশার বিয়ে হবে আগে, তারপর সে বিয়ে করবে। অনুপম এবার উঠে বসল এবং একটা প্যাড বার করে মাকে চিঠি লিখতে শুরু করল।

তখন বেলা চারটে হবে। হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। কর্ডলেস মোবাইল টেলিফোনটা তার পাশেই ছিল। রিসিভারটা কাঁধ আর ঘাড়ের মধ্যে ধরে, বাঁ হাতে প্যাড ও ডান হাতে পেন দিয়ে চিঠি লিখতে লিখতে অনুপম বলল—"ডঃ রায় স্পিকিং"—অপর প্রান্তে ফোনে ক্যাথরিনের গলা। অনুপম এবার প্যাড ও পেন সামনের কফি টেবিলে রেখে ডানহাতে রিসিভারটা নিয়ে মনযোগ দিল টেলিফোনের কথোপকথনে।

ক্যাথরিন বলল, "আজ সারাদিন ধরেই মনটা বেশ বিচলিত হয়ে আছে কি যেন এক অস্থিরতা আমাকে ঘরে বসে থাকতে দিচ্ছে না। বারবারই মনে হচ্ছে বন্ধ ঘরের বাইরে মুক্ত অঙ্গনে মাতাল হাওয়ায় একটু বেড়িয়ে আসি। মনে হচ্ছে তোমার পাশে বসে তোমার কিছু কথা শুনি।"

অনুপম বলে, "যদি আপত্তি না থাকে চলে এসো আমার বাড়ী, গল্প করা যাবে।"

সত্যি, উইকএণ্ড গুলো যেন কাটতেই চায়না অনুপমের। মাঝে মাঝে যেমন গতানুগতিক মনে হয় তেমনি এক নির্জনতা ও একাত্ববোধ তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে! গল্‌ফ খেলে, বইপড়ে, টি. ভি. দেখে, গান শুনেও অনুপমের নিঃসঙ্গতা কাটেনা। কোথায় যেন এক শূন্যতা, একটা বিষন্ন স্থর নিয়ে আসে। একদিকে পুরনো স্মৃতিকে মন থেকে মুছে ফেলার প্রচেষ্টাজনিত বেদনা আর অন্যদিকে একটা নতুন স্থচনার আকুলতা, এই দুই বিচ্ছিন্ন ভাবনা তাকে বেশ চিন্তিত করে তুলেছে। আজকে আবার তার মায়ের লেখা চিঠির আদেশ নতুন এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। সেইজন্য তার মধ্যে জমা হয় বেশ খানিকটা উদ্বিগ্নতা আর তারই অন্তর্দ্বন্দ্বে সে আজ বেশ বিচলিত।

কিছুক্ষণ বাদেই ফ্রেঞ্চ লেডিস কার বোণোফাইড নিয়ে হাজির হল ক্যাথরিন। ক্যাথরিন এই প্রথম এলো অনুপমের বাড়ী। ক্যাথরিন আসার আগের মুহূর্ত পর্য্যন্ত অনুপম বাড়ীটাকে একটু সাজিয়ে গুজিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিল। বাইরের ঘরে চারিদিকে কাগজপত্র ছড়ানো। কফি

টেবিলে জমা হয়ে আছে বেশ কয়েকটা কাপডিস, কোকের ক্যান, চিঠিপত্র ইত্যাদি। ক্যাথরিন এসে বাইরের ঘরেই বসল। ক্যাথরিনকে কি'ভাবে আতিথেয়তা করবে, তা ভেবে একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ল অনুপম। জিজ্ঞেস করলো, "কি খাবে চা, কফি না কোকোকোলা।"

ক্যাথ বলে, "ধন্যবাদ, কিছুই খাবনা, এইভাবে হঠাৎ এসে তোমাকে বিরক্ত করলাম না তো?"

অনু বলে, "আমার ভীষণ ভাল লাগছে তুমি এসেছো। এমনি করে এলে বলেই যেন আরো বেশী ভাল লাগছে। এই আসার মধ্যে আছে অনাবিল আনন্দ। আমি ডাকলে তুমি আসবে, সেই আসাটা যেন একটা বনের পাখীকে খাঁচায় ধরে রাখার মতন, কিন্তু অজান্তে তুমি এসেছো মুক্ত বিহঙ্গের মত আমার খোলা বাতায়নে, এটা যেন আরো বেশী আনন্দের।"

ক্যাথ বলে, "খাঁচায় বন্দী থাকতেই আমার ভাল লাগবে। আমি আর উড়ে যেতে চাইনা। যে বিভ্রান্ত বলাকা এক অনির্দিষ্টের অস্থিরতায় ছটফট করতে করতে হঠাৎ এক সুন্দর নীড়ের সন্ধান পায়, তার কাছে তখন অসীমতার মুক্ত আনন্দের চেয়ে নীড়ে বসে থাকার নিশ্চিন্ততার তৃপ্তি অনেক বেশী কাম্য।"

ক্যাথ নীড় সাজাবার আতিশয্যে মুখর। ভালবাসার পবিত্র সান্নিধ্যে সে এক অবশ্যম্ভাবিতার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। এক নিবিড় সম্মোহনের সমুদ্রের ডুবুরীর মত মুক্তো খুঁজে বেড়াচ্ছে। অনুপমের মধ্যে একটি জটিল দ্বন্দ্ব তাকে মাঝে মাঝেই খোঁচা দিচ্ছে আর সেইজন্যে সে জীবনের একটা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তের কেন্দ্র বিন্দুতে আসতে পারছে না। তাই আজ তাতে একটু বিমর্ষই দেখাচ্ছে। ক্যাথরিনের অন্তর স্পর্শ করে এই বিমর্ষতা।

ক্যাথ বলে, "আজকে তোমাকে একটু বিষণ্ণ মনে হচ্ছে। তোমার স্বতঃস্ফূর্ততার তেমন ব্যঞ্জনা দেখতে পাচ্ছিনা। তোমার মধ্যে সেই আবেগ দেখতে পাচ্ছিনা কেন?"

অনু বলে, "আমার অনুভূতি আবেগকে ঢেকে রেখেছে বলে।"

ক্যাথ বলে, "তোমার মধ্যে আতিশয্য নেই।"

অনু বলে, "আমার অনুরাগে ঢাকা পড়ে আছে আতিশয্য।"

ক্যাথ বলে, "তোমার মধ্যে ঔৎসুক্য নেই।"

অন্নু বলে, "আমার মধ্যে উৎকণ্ঠা আছে যে।"

ক্যাথ বলে, "তোমার মধ্যে জীবনের কোন প্রতিজ্ঞা নেই।"

অন্নু বলে, "আমার মধ্যে প্রতিষ্ঠা আছে, প্রতিজ্ঞা আছে, প্রত্যয় আছে।"

ক্যাথ বলে, "কিন্তু তোমার মধ্যে আমি দেখতে চাই জীবনের এক বলিষ্ঠ আবেগ, এক দ্বিধাহীন এষণা, আর নিশ্চিন্ত প্রতিষ্ঠা।"

অনুপম এবার একটা সিগারেট ধরাল। সোফায় গাটা আর একটু এলিয়ে দিল। দু' তিনটে টান দেবার পর আবার শুরু করল—"জানো ক্যাথ, আমার বিশ্বাস আন্তরিকতা যেখানে আছে, আতিশয্যের কোন প্রয়োজন নেই সেখানে। আমার প্রকাশ নেই, আমার ব্যঞ্জনা নেই, আমার কোন সোচ্চার আবেগও নেই। আমি যেন একটা বীজ, মাটির নীচে রয়েছি, এখনও অঙ্কুরিত হইনি, হয়ত একটু জল, একটু আলোর স্পর্শ পেলেই বিকশিত হব। আমার এই তৃষিত হৃদয়ে এই জল হবে এক শান্তির জল, এই বাতাস হবে এক সম্মোহনের সমীরণ আর এই আলো জোগাবে ভালোবাসার উত্তাপ। আমার মনে হচ্ছে ক্যাথ তুমি যেন সেই জল, বাতাস আর আলো আনলে আমার ঘরে। তবু একটা বিস্ময় জাগে মনে। উপলব্ধি করতে চাই আমাদের সম্পর্কটাকে আরো নিবিড় ভাবে। মাঝে মাঝে আবেগকে দাবিয়ে রাখে যুক্তি। মাঝে মাঝে মস্তিষ্ক হৃদয়কে শাসন করে।"

ক্যাথরিন জিজ্ঞেস করে, "কিসে তোমার সংশয়? কোথায় তোমার ভয়?"

অনুপম উঠে দাঁড়ায় জানালার ধারে। নীল আকাশের দিকে কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকে। গোধূলির আকাশে একঝাঁক পাখী নীড়ে ফিরে যাচ্ছে। পেঁজা পেঁজা হালকা মেঘ নীল শূন্যতায় ভেসে বেড়াচ্ছে। বসন্তের মাতাল হাওয়া ডালে ডালে পাতায় পাতায় নেচে বেড়াচ্ছে।

ক্যাথ অন্নুর পেছনে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, "মনে তোমার একটা দ্বিধা তোমাকে বেশ অস্থির করে তুলেছে, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে অন্নু।"

অন্নু এবার ঘুরে দাঁড়ায়, ক্যাথের চোখে চোখ রেখে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করে, "ক্যাথ, বলতে পারো, তোমার সঙ্গে আমার মিল আর অমিলের পরিমাপটা কি?"

ক্যাথ বলে "ভয় হয় মাপতে, পাছে অমিলের ভারে পাল্লা নুয়ে পড়ে।"

অনু বলে, "জানো ক্যাথ, তোমার সঙ্গে আমার ধর্মের মিল নেই, বর্ণের মিল নেই, জাতির মিল নেই। তুমি খৃষ্টান, আমি হিন্দু, তুমি সাদা, আমি কালো, তুমি ইংরেজ, আমি ভারতীয়। শুধু তাই নয় তোমাদের সমাজ, সংস্কৃতিও ভিন্ন। তোমাদের পোষাক, খাদ্য, পানীয় সবকিছুই আলাদা। তবু বলতে পার আমাদের মধ্যে মিলটা কোথায়?"

ক্যাথ বলে, "এই অমিলগুলোকে কি তুমি খুব বড় করে ত্যাখো?" এগুলো কি আমাদের সম্পর্কের কোন বাধার কারণ হতে পারে? জানো অনু, আমি কিন্তু ওগুলোকে কোন গুরুত্বই দিইনা। আমি মূল্যায়ন করি আমাদের অন্তরের মিলকে। যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তুমি এই জীবন ও জগৎকে ত্যাখো, আমিও সেই দৃষ্টিতেই দেখি, যে মানবিক মূল্যবোধে তুমি বিশ্বাসী, আমার বিশ্বাসও সেখানে, মানবতার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা, মানবাত্মার অসম্মানের প্রতি তোমার ধিক্কার, অসহায়ের প্রতি তোমার মমত্ব বোধ, তোমার নির্মল জীবন দর্শন ও তোমার আধ্যাত্মিক চেতনা তোমার মধ্যে যেমন নিবিড়ভাবে মিশে আছে, আমার প্রাণেও সেই একই সুর বাজে। শুধু তাই নয় একদিকে তোমার কবিমন যখন একটা অবহেলিত ছোট্ট ডেইজীফুলের সৌন্দর্য্য অভিভূত হয় বা তোমার রোগীর মর্মবেদনা তোমাকে স্পর্শ করে, বিশ্বাস কর অনু, আমিও সমব্যাথী হই তাদের সঙ্গে।

তোমার প্রজ্ঞার কাছে, তোমার মস্তিকের বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা ভাবনার কাছে আমার জ্ঞান হয়ত সীমিত, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে যে নদীর প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে তারই তরঙ্গে তরঙ্গে আমি ভেসে বেড়াতে চাই একটা ছন্দের মতন, তোমার হৃদয়ে যে ফাগুন বাতাস বয়ে চলে, ডালে ডালে পাতায় পাতায় তারই হিল্লোল হতে চাই আমি। তুমি আমার কাছে একটা সূর্য্যের মতন আর আমি চাঁদ। তোমার আলোকে উদ্ভাসিত হতে চাই, চাঁদ যেমন প্রতিফলিত হয় সূর্য্যের আলোতে।"

অনু বলে, "আমার মতন তুমিও ভীষণ আবেগপ্রবণ। তবে সেই আবেগের স্রোতে শুধু ভেসে বেড়ালেই চলেনা। আমার মধ্যেও একটা দ্বন্দ্ব একবার নিয়ে চলে নিসর্গের কল্পনার জগতে যেখানে ছড়িয়ে আছে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, অন্যদিকে টেনে নিয়ে আসে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি যেখানে এক গভীর দুঃখ, বেদনা, হতাশা, রোগ শোক, মৃত্যু, দারিদ্র্য, অসম্মান আর অবিচারের মধ্যে সাধারণ মানুষ সংগ্রাম করে চলেছে দিনের পর

দিন। আমি যেন এক দোলনায় বসে বসে দুলছি। মাঝে মাঝে শূন্যতার মধ্যে দোল খাচ্ছি মনে হচ্ছে চলে যাচ্ছি এক কাল্পনিক জগতে।

আমিও একটা স্থিতি চাই, আমিও একটা প্রতিষ্ঠা চাই। আমার ঘর আছে, কিন্তু ঘরণী নেই। এই মহাজীবনের পূজার জন্যে আমিও আকাঙ্খিত। আমিও প্রতীক্ষা করে আছি সেই পূজারিনীর জন্য যে ফুলবেলপাতা দিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে, প্রদীপ জ্বালিয়ে নৈবেদ্য দেবে এই মহাজীবনের পূজাকে, যার ঘর সাজাবার আতিশয্যে এই বাড়ী হয়ে উঠবে আনন্দের শ্রীনিকেতন, যার মঙ্গল শঙ্খে বেজে উঠবে এক পবিত্র জীবনের মন্ত্র।"

তার পর বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা। ক্যাথ অনুকে জিজ্ঞেস করল যে সে বাড়ীটা ঘুরে ঘুরে দেখতে পারে কিনা। এতে অনুর আপত্তি করার কিছু নেই। ক্যাথ এবার কফি টেবিল জমে থাকা কাপডিসগুলো নিয়ে কিচেনে গেল। কিচেনে গিয়ে দেখলো একগাদা থালাবাসন সিঙ্কে পড়ে আছে। সে ফেয়ারী লিকুইড সোপ দিয়ে সব কাপ ডিস থালাবাসনগুলোকে ধুয়ে মুছে রাখল। সিঙ্কটা পরিষ্কার করল। কুকারের চারিদিকে জমে থাকা তেলগুলো পরিষ্কার করল। এরপর মেঝেটা পরিষ্কার করে দিল। ছোট গোল টেবিলের ক্লথটা বদলে দিল। এর পর সে গেল ওপরে। চতুর্থ বেডরুমটা অনুপম ষ্টাডি রুম করেছে। চারিদিকে নানান বই ছড়ানো। ক্যাথ বইগুলো সযত্নে র‍্যাকে সাজিয়ে রাখল। এবার গেল অন্য একটা ঘরে। সেখানে অনুর একটা ট্রাউজার আর সার্ট আয়রন করার অপেক্ষায় পড়ে আছে। ক্যাথ সেদুটো আয়রন করে রাখল। এবার গেল শোবার ঘরে। বেড লিনেন ও কুইন্ট কভারটা অনেকদিন পালটানো হয়নি। খাটের নীচে ড্রয়ার থেকে পরিষ্কার বেডসিট ও কুইন্টকভার টেনে নিয়ে সুন্দর করে বিছানাটা তৈরী করল। ড্রেসিং টেবিলে ফুলদানিতে রাখা একগোছা গোলাপ শুকিয়ে গেছে। ক্যাথ সেগুলোকে ফেলে দিল। এবার নীচে এসে কফি বানালো ও রয়েল ডালটনের সুন্দর বোন চায়নার কফি কাপে কফি নিয়ে প্রবেশ করল আবার লাউঞ্জে। ঘরে ঢুকতেই অনু বলে উঠল, "এটা কিন্তু খারাপ দেখাচ্ছে, তুমি এসেই কাজ করতে শুরু করে দিয়েছো।"

মিষ্টি হেসে ক্যাথ বলে, "লক্ষ্মীটি, আমার যা ভাল লাগে আমাকে করতে দাও।" ক্যাথ আরো বলে যে সপ্তাহে একদিন সে এসে বাড়ীর টুকিটাকি

কাজ করে দিতে চায় আর তারজন্য একটা ডুপলিকেট চাবির দাবি করল। ক্যাথের আবদারকে উপেক্ষা করতে পারল না অনু। কফি খেতে খেতে ক্যাথ জিজ্ঞেস করলে, মায়ের চিঠিটার সম্পর্কে।

"কার চিঠি ?"

অনু বলল, তার মায়ের চিঠির কথা ; কিন্তু বলতে পারলনা যে তার মা ওর জন্য পাত্রী দেখছেন। অনুর মনে হল ক্যাথ এইকথা শুনলে খুবই আঘাত পাবে। সূচনাতেই এতবড় একটা আঘাত পেলে তাদের সবেমাত্র অঙ্কুরিত ভালবাসার চারাগাছটি আর বিকশিত হবার অবকাশ পাবে না। ক্যাথকে সে কোন দুঃখ দিতে চায়না। ক্যাথ তার জীবনে একটা নতুন প্রেরণা। ক্যাথকে নিয়ে সে এক নতুন স্বর্গের স্বপ্ন দেখেছে। ক্যাথকে সে জীবন সঙ্গিনী করতে চায়। এই সবকথা ভেবে অনু বলল, "বাড়ীর সব খবর ভাল।"

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ অনু বাইরের রেষ্টুরেণ্টে সাপার খাবার প্রস্তাব করলে, ক্যাথ বলল তার চেয়ে চাইনিজ টেক অ্যাওয়ে থেকে কিছু খাবার কিনে বাড়ীতে বসে খেতেই তার ভাল লাগবে। প্রায় মাইল খানেক দূরে একটা চাইনিজ রেষ্টুরেণ্ট আছে। অনু আর ক্যাথ গল্প করতে করতে হাঁটতে শুরু করল তার দিকে।

রাত নটা পর্যন্ত অনু আর ক্যাথ অনেক গল্প করল। ক্যাথ বলল অনেক কথা অনুকে। তার বাবা মায়ের কথা, তার ছোট বোন ক্যারলের কথা। অনুও তাদের রায়চৌধুরী বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শোনালো ক্যাথকে। অনুও বলল তার মায়ের কথা, কিপাশার কথা আর অনিরুদ্ধের কথা। অনু শোনাল তার ছেলেবেলার অনেক কাহিনী। বিশেষ করে অনু যখন ছোটবেলায় গঙ্গার বুকে হাসান-মাঝির নৌকোতে গিয়ে পড়াশোনা করত, নৌকোর চালের মধ্যে শুয়ে থাকত, হাসন মাঝি গঙ্গা থেকে কেমন করে জালফেলে ইলিশ মাছ তুলতো, কেমন করে নৌকোয় মাটির হাঁড়িতে ভাত ফোটাতো আর সবথেকে মুগ্ধ হয়ে যেত যখন কোন কোন রাতে হাসান মাঝি ভাটিয়ালি গাইত। হাসান মাঝির সেই ভাটিয়ালির সুর এখনও তার কানে বাজে। ক্যাথ মুগ্ধ হয়ে শোনে অনুর ছেলেবেলার স্মৃতি বিজরিত মধুর দিনগুলি।

রাত দশটা নাগাদ ক্যাথ নার্সেস হোস্টেলে ফিরে গেল। আগামীকাল রবিবার ক্যাথ আবার আসবে। কালকে ওরা যাবে ম্যাটলকে।

রবিবার দিন সকাল দশটা নাগাদ অনু তার ডাটসন ব্লু-বার্ড গাড়ীটা নিয়ে ক্যাথের হোস্টেলে গেল। সেখান থেকে ক্যাথকে নিয়ে সোজা চেস্টারফিল্ড পেরিয়ে এ-সিক্স ধরে ছুটে চলল ম্যাটলকের দিকে। ম্যাটলককে অনেকে বলে ম্যাটলক বাথ। এই স্থানটি মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরা। দুদিকে পাহাড়, মধ্যে দিয়ে চলেগেছে রাস্তা। একদিকে পাহাড়গুলো সবুজ অরণ্যে ছেয়ে আছে। মাঝে মাঝে কিছু অনাবৃত লালচে পাথর পাহাড়গুলো আরো বেশী সুন্দর করে তুলেছে। রাস্তার খানিকটা নীচ দিয়ে কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে স্রোতোস্বিনী। এটাকেই বলে বাথ। অনেকে এখানে স্নান করে। রাস্তার দুদিকে সুভেনির সপ, ছোট ছোট কাফে, একটা এ্যাকুরিয়াম, দুএকটা ফানসপ ইত্যাদি চোখে পড়ে। অনু আর ক্যাথ গাড়ীটা পার্ক করে বেশ খানিকটা পায়ে হেঁটে একটু নির্জন পরিবেশের দিকে গেল। কুলকুল করে বয়ে যাওয়া নদীর পাশে পাশাপাশি সবুজ ঘাসের ওপর বসল ওরা দুজনে। ঝিরঝির করে হাওয়া বইছে পাস, বীচ আর কনিফারের বনভূমির মধ্যে দিয়ে। চারিদিকে ফুটে আছে নাম না জানা অজস্র বনফুল। বেশ নির্জন এইজায়গা। ক্যাথ আর অনুর মধ্যে ক্রমশই গড়ে উঠছে এক নিবিড় সম্পর্ক। বেশ গরম পড়েছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা আইসক্রীম ভ্যান থেকে অনু দুটো ভ্যানিলা চকবার কিনে আনল। অনু অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে ক্যাথের দিকে। অনুর স্মৃতিপটে মিলির মুখটা ভেসে ওঠে। ক্যাথের মধ্যে মিলির মুখের আদল আছে। ক্যাথের হেয়ার স্টাইলটা অবিকল মিলির মত। চুলগুলো ঘাড়ের কাছ পর্য্যন্ত এসে কার্ল হয়ে গেছে বাইরের দিকে। মিলির মতন ক্যাথের চুলটাও ঘনকালো। হাসলে মিলির গালে একটা টোল পড়ত, ক্যাথের গালে টোল পড়েনা। মিলির চোখের ভাষায় থাকত একটা বিস্ময়, একটা কৌতূহল, একটা জিজ্ঞাসা। ক্যাথের চোখের ভাষায় আছে একটা প্রত্যয়, একটা জিজ্ঞাসা, একটা উত্তর। মিলির মুখে দেখা যায় একটা অভিমান মিশ্রিত আর্জি, ক্যাথের মুখে ফুটে ওঠে একটা চঞ্চলতা। মিলির ঠোঁট দুটোর মধ্যে থাকে একটা ক্লান্তি আর অবসন্নতা। ক্যাথের ঠোঁটে জেগে ওঠে অনুচ্চারিত তৃষ্ণা। মিলির মধ্যে আছে অনুরাগ ক্যাথের মধ্যে অঙ্গীকার। মিলির সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো ঢাকা থাকে তার এ্যারিসটোক্রাসির আবরণে, তাই সে অনেক সময় রহস্তে আবৃতা। ক্যাথ সাবলীল, ওর মধ্যে আছে একটা স্বাচ্ছন্দ্য, সেজন্তে ক্যাথ অনুর

কাছে খুবই স্বচ্ছ। ক্যাথ উন্মুক্ত। অনু মিলির কথা ভুলে যেতে চায়, তবু বার বার মিলির কথা মনে হয়। ক্যাথকে সে জীবনের সঙ্গিনী করতে চলেছে অথচ মিলির কথা ভুলতে পারছে না। মিলির ছায়া আর ক্যাথের কায়া কি অনুর মনের দর্পনে একটা দ্বৈত নারীর কাল্পনিক চিত্রের মত প্রতিবিম্বিত হচ্ছে? অনুপম নিজেকে ধিক্কার দেয়। এতে ক্যাথের ওপর অবিচার হচ্ছে। সে চায়নি ক্যাথকে এক মিথ্যের মায়াজালে ধরে রাখতে। নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। না, মিলির কথা আর যে ভাববে না। মিলিকে মন থেকে মুছে ফেলবে সে। ক্যাথকে আর মিলির সঙ্গে তুলনা করবে না। ক্যাথকে দেখে যাতে মিলির কথা না মনে হয় সেজন্য অনু ক্যাথকে বলে, "ক্যাথ, তোমাকে আমি আমার মনের মত করে গড়তে চাই, তোমাকে নতুন করে সাজাতে চাই।"

ক্যাথ বলে, "অনু তোমার কল্পনায় যে নারীর ছবি এঁকেছো. তেমনি করে সাজাও আমাকে।"

অনু এবার ক্যাথের একটা হাত টেনে নেয় নিজের হাতে। ক্যাথের হাতটা বেশ উষ্ণ। অনু ক্যাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আঙুল দিয়ে কানের পাশ থেকে চুলগুলোকে সরাতে থাকে আর বলে, "ক্যাথ আমি চাই তোমার হেয়ার স্টাইলটা বদলাতে। তুমি যদি চুলগুলোকে পার্ম করো তোমাকে আরো সুন্দর দেখাবে। আর মাঝে মাঝে যদি তোমাকে শাড়ী পরা অবস্থায় দেখতে পাই তাহলে আমার চোখ জুড়াবে।"

ক্যাথ হেসে হেসে বলে—"আমি কি তোমার পুতুল!"

স্যাটলক থেকে যখন অনু আর ক্যাথ বাড়ী ফিরল তখন প্রায় সন্ধ্যে সাতটা। ক্যাথ আরো কিছুক্ষণ গল্প করে চলে গেল।

সোমবার আবার হাসপাতাল; আবার কাজ। সকাল বেলা আউট ডোরে ক্লিনিক আছে। দুপুরে ওয়ার্ডে যেতেই সিসটার জানাল যে গতকাল রাতে উনিশ বছর বয়সের একটি মাত্র সন্তানের মাকে সেকসন করে ভর্তি করা হয়েছে। অনেক সময় কোনো রোগী স্বেচ্ছায় হাসপাতালে ভর্তি হতে আপত্তি করলে এবং সেই রোগী যদি নিজের কাছে বা অপরের কাছে বিপজ্জনক হয়, তখন আইনের মাধ্যমে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এতে অভিভাবক ও ফ্যামিলি ডাক্তারের অনুমতি লাগে। কালরাতে ঐ রোগিনীকে

এই ভাবে ভর্ত্তি করা হয়েছে। অনকল ডাক্তার গতকাল রাতে হেভি ডোজে ঘুমের ওষুধ দিয়ে রেখেছে। ভিকির বাবা ও মা দেখা করতে এসেছে অনুপমের সঙ্গে।

সাত আট মাস আগে ভিকির বিয়ে হয় এক জন মেরিন ইঞ্জিনিয়রের সঙ্গে। মাসখানেক হল ভিকির প্রথম পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। ভিকির যখন সন্তান হয় ওর স্বামী তখন সমুদ্রে ভয়েজে ছিল। বাচ্চা হবার দু একদিনের মধ্যেই ভিকি বেশ বিমর্ষ হয়ে পড়ে। বেশিকথা বলতে চায় না। সর্বদাই অন্যমনস্ক ভাব। মুখে কোন হাসি নেই, খেতে চায় না, ঘুম আসে না। সারাদিন কি যেন চিন্তাকরে। সন্তানের প্রতি যেন কোন টান নেই। শিশুর কান্নাতে বিরক্ত হয়ে ওঠে। ক্রন্দনরত শিশুকে ফেলে অন্য ঘরে চলে যায়। কথায় কথায় রেগে যায়। মাঝে মাঝে এমন সব কথাবার্তা বলছে যে অধিকাংশ কথার কোন মানে খুঁজে পাওয়া যায়না। যে বাড়ীতে ওর বিয়ে হয়েছে তারা খুব বড় লোক। ওদের বিজনেস আছে। বিরাট বাড়ী। দুটো ঘোড়া আছে। আস্তাবল আছে। রাইডিং শিখেছে ভিকি। পেছনে বিরাট মাঠ। সেখানে রাইডিং প্র্যাকটিশ করে।

ভিকির নিজের সন্তানের ওপর কোন আকর্ষণ নেই। মনে হচ্ছে সন্তান তার কাম্য নয়। ক্রমশই অস্থির হয়ে যাচ্ছে ভিকি।

সেদিন ছিল রবিবার। প্রায় রাত নটা নাগাদ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ভিকি ক্রন্দনরত সন্তানকে ফেলে। আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া বার করে একলাফে ঘোড়ার পিঠে বসল তারপর রেসের ঘোড়ার মতন ছুটে চলল ফাঁকা মাঠের মধ্যে। ভিকি রাইডিং জানলেও এত জোরে রেসের জকির মত কখনও রাইড করেনি। মনে হচ্ছে এক অসম্ভব উত্তেজনায় পাগলের মত চক্রাকারে মাঠের মধ্যে ছুটে বেড়াচ্ছে। শিশুর কান্না শুনে যখন ভিকির শাশুড়ী ছুটে এলেন তখন জানলা দিয়ে দেখাগেল ভিকিকে দুরন্ত ঘোড়ার পিঠে। ভিকির শ্বশুর ভয় পেয়ে ভিকির বাবা মাকে আনলেন। অনেক কষ্টে ভিকিকে থামানো গেল।

যে রাত্রে ভিকির বাবা ও মা এই বাড়ীতেই থাকলেন। অনেক রাত পর্য্যন্ত ভিকির অস্বাভাবিক আচরণ নিয়ে অনেক আলোচনা হল। তখন প্রায় রাত দুটো হবে। সবাই ঘুমে অচেতন। ঘুম নেই শুধু ভিকির মায়ের চোখে। চিন্তায় ঘুম আসছেনা তার। ভিকির মায়েরও ভিকির জন্মের

কয়েক দিনের মাথায় মেণ্টাল ব্রেকডাউন হয়েছিল, তবে এতটা বাড়াবাড়ি হয়নি। ভিকি তার বাচ্চা নিয়ে শুয়ে আছে যে ঘরে তার পাশের ঘরেই শুয়ে আছেন ভিকির মা ও বাবা। আগেই বলা হয়েছে যে, ভিকির স্বামী বাড়ীতে নেই, সমুদ্রে ভয়েজে গেছে। মাঝে মাঝে বড় নিঃসঙ্গ লীগে ভিকির। স্বামীর সঙ্গ বেশী পায়না সে। মাঝে মাঝে স্বামীকে নিয়ে অবাস্তর চিন্তা হয়, স্বামীর প্রতি সন্দেহ হয়।

ভিকির চোখে ঘুম নেই। ভিকি খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে বাস্তবের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিঁড়ে যাচ্ছে। হারিয়ে ফেলছে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা। তার নবজাত শিশুটি পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে বেবি কটে। ভিকি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। ঘরের মধ্যে অন্ধকারে পায়চারী করতে লাগল। ঘরে বেবীর জন্য একটা ডিম্ লাইট লাইট জ্বলছে। ভিকি এবার চলে গেল রান্নাঘরে আর সেখান থেকে একটা বিরাট ধারাল ছুরি নিয়ে ফিবে এল ঘরে। আস্তে আস্তে সে বেবীকটের দিকে এগিয়ে গেল। নবজাত শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ, তারপর ছোরাটা ডানহাতে শক্ত করে ধরে বেবীর বুকে সজোরে বসিয়ে দেবার উপক্রম করল। ভিকির মা ভিকির পায়ের শব্দ শুনেই ভিকির অজান্তে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন ও মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাকে জাপটে ধরে ছোরাটা কেড়ে নিলেন। চীৎকার চ্যাঁচামেচিতে বাড়ীর অন্য সকলে উঠে পড়ল আর সে রাত্রেই ভিকিকে সেকসন করে হাসপাতালে সাইকিয়াট্রি ওয়ার্ডে ভর্ত্তি করা হল। ভিকিকে জোরাল ঘুমের ওষুধ দিয়ে রাখা হল। পরের দিন শিশুটিকেও একই হাসপাতালের শিশু বিভাগের নার্সারীতে ভর্ত্তি করা হল। ওয়ার্ড সিসটার বেলা তিনটের সময় কেস কনফারেন্স এর আয়োজন করেছে। সেখানে ভিকির বাবা মা, সাইকোলজিস্ট, সোসাল ওয়ারকার, ফ্যামিলি ডাক্তার প্রভৃতিদের আসতে বলা হয়েছে। সিসটারের দৃঢ় ধারণা সুযোগ পেলে ভিকি তার সন্তানকে হত্যা করবে। ভিকি এখন উন্মাদ। সেইজন্য বেবীকে মায়ের থেকে দূরে নার্সারীতে রাখা হয়েছে। তাছাড়া ভিকি নিজের জীবনকেও শেষ করে দিতে পারে।

তিনটের সময় ওয়ার্ডে কেস কনফারেন্স শুরু হল। সিসটার তার অভিমত ব্যক্ত করল। সিসটারের মত, বেবীকে বাঁচাতে গেলে বেবীকে নার্সারীতে

রাখতে হবে ও ভিকিকে তীব্র ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হবে। মিটিং এ অনেকেই সিসটারের কথা সমর্থন করল।

এবার অনুপম বলল তার অভিমত ও চিকিৎসার পদ্ধতির কথা। অনুপম বলল—ভিকি যে মানসিক রোগে উন্মাদ হয়ে তার সন্তানকে হত্যা করতে গেছে ও নিজের জীবনকে ও বিপন্ন করতে চলেছে তার নাম হল পিউরপেরাল সাইকোসিস ও ডিপ্রেশন্। এই রোগের পেছনে অনেক সময় জেনেটিক ফ্যাকটর কাজ করে। কখনও কখনও হরমোনের সাম্যতা নষ্ট হলেও এরকম উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তবে সবথেকে বড কথা হল রোগীর সঙ্গে তার মায়ের সম্পর্ক, রোগীর মাতৃত্বের প্রতি যোগ্যতা ও দায়িত্ববোধ, রোগীর নারীর ভূমিকা, স্বামীর সঙ্গে তাব সম্পর্ক ও রোগীর ব্যক্তিত্ব—এইগুলো খুবই প্রয়োজনীয়।

এই বোগের চিকিৎসার ব্যাপারে মায়ের দিকটি যেমন প্রয়োজনীয় সন্তানেব দিকটিও সমপরিমানে প্রয়োজনীয়। জন্মের পর মায়েব সঙ্গে সন্তানের একটি আত্মিক বন্ধনের সৃষ্টি হয়, যা শিশুর সুস্থ ভাবে ওঠাব জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এই সম্পর্ক আত্মিক এবং দৈহিক দুইই। সন্তান মায়ের স্তন থেকে দুধপান কবার মধ্যে দিয়ে গডে তোলে এই সম্পর্ক। ক্রমশঃ মায়ের মনে জন্ম নেয় সন্তানের প্রতি তীব্র স্নেহ ভালবাসা। এই সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে শিশুব মনে জেগে ওঠে একটা বিশ্বাস। এই সম্পর্কের অভাব হলে শিশুর মধ্যে বেসিক ট্রাসট-এর অভাব ঘটে আর পরবর্ত্তি কালে তার জিনে মানসিক রোগেব জন্মহতে পারে। সুতরাং শিশুকে মায়ের কাছে থাকতে হবে তার একটা সুস্থ সবল মানসিক পরিনতির জন্য। দ্বিতীয়তঃ, যদিও এই সময় ভিকির মানসিক উন্মাদনাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এ্যান্টি সাইকোটিক ও ঘুমের ওষুধের প্রয়োজন কিন্তু যেহেতু এই সব ওষুধ মায়ের বুকের দুধে কিছু পরিমান নিঃসৃত হয় যা পান করলে শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর হবে, সেই জন্য অতি সামান্য ওষুধ প্রয়োগ করতে চায় অনুপম।

ওয়ার্ড সিসটার আপত্তি তোলে এই চিকিৎসা ব্যবস্থার। সে আবার বলে যে মায়ের কাছে শিশুকে রাখলে ওকে বাঁচান যাবে না। ভিকির মার মনে পড়ে গেল যখন তাঁরও এমন অবস্থা হয়েছিল, ভিকিকে তার মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে আনা হয়েছিল, যেটা যুক্তিসংগত ছিলনা, ফলে পরবর্ত্তী কালে ভিকির সঙ্গে তার মায়ের সম্পর্কে অনেক জটিলতা ছিল। ভিকির মা এর

পুনরাবৃত্তি করতে চাননা। তাই তিনি ডঃ অনুপম রায়চৌধুরীর চিকিৎসা পদ্ধতিকে সমর্থন জানান। অগত্যা সিসটারের অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিশুকে মায়ের কাছে রাখার ব্যবস্থা হল। অনুপম ক্যাথরিনকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিল ভিকিকে দেখাশোনা করার। ভিকিকে একটা কেবিনে রাখা হল আর ক্যাথরিন সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্য্যন্ত থাকবে তার কাছে। রাত্রে নাইট সিসটার রাখা হল। কেবিন একটা বেড ভিকির জন্য, দুটো চেয়ার ও একটা বেবিকট। ক্যাথ সারাদিন ধরে ভিকিকে বোঝাবার চেষ্টা করে কেমন করে শিশুকে আদর করতে হয়, কেমনকরে দুধ খাওয়াতে হয়, শিশু কাঁদলে কেমন করে কান্না থামাতে হয়, কেমনকরে ন্যাপি বদলাতে হয় ইত্যাদি।

দুদিন কেটে গেল তবু সন্তানের প্রতি ভিকির আকর্ষণ আসছে না। অনুপম বলল, এবার একটা বিহেভিয়ার থেরাপি করতে হবে। ভিকির এক আত্মীয়ার দুমাসের একটি সন্তান আছে। অনুরোধ করে তাকে আনা হল ভিকির কেবিনে। ভিকিকে দেখিয়ে দেখিয়ে উনি তাব সন্তানকে স্তনের দুধ খাওয়ালেন, আদর করলেন, কান্না থামালেন। ভিকি গভীর মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করল সেগুলো। তারপর কিছুক্ষণ বাদে ভিকি তার সন্তানকেও স্তনের দুধ খাওয়াতে শুরু করল এবং ক্রমে শিশুর প্রতি তার মাতৃস্নেহ গাঢ় হতে থাকল। তিনদিন বাদেই ভিকি অনুপমকে অনুরোধ করল বাড়ী চলে যাবার জন্য। সাতদিন বাদে ভিকি এল বাচ্চা নিয়ে ক্লিনিকে। ক্যাথরিণের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিষ্ঠা, বিচক্ষণতা ভিকিকে অতি অল্পসময়ের মধ্যেই সুস্থকরে তুলতে সাহায্য করেছে। আরো কিছুদিন বাদে একজন কমিউনিটি নার্স ভিকিকে বাড়ীতে এসে দেখে এল এবং ভিকি সুন্দর জীবন যাপন করছে জানাল। ভিকি তার বাচ্চাকে ছেড়ে এখন একদণ্ড ও থাকতে পারেনা। ভিকি সত্যি সুখী, ভিকির মধ্যে এখন কোন মানসিক রোগের উপসর্গ নেই।

মাস খানেক বাদে হঠাৎ একদিন খবর এল যে ভিকির সন্তানকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ভিকি বাথরুমে স্নান করতে গিয়েছিল। আধঘণ্টা বাদে ফিরে এসে দেখে নিস্পন্দ প্রাণহীন অবস্থায় একমাত্র সন্তান শুয়ে আছে। ভয়ে চীৎকার করে উঠল ভিকি। সঙ্গে সঙ্গে ভিকির শাশুড়ী ছুটে এল। তখন সব শেষ। ভিকির শাশুড়ির বদ্ধ ধারণা ভিকিই তাকে খুন করেছে।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও এ্যামবুলেন্স এল। শুরু হল পুলিশের জেরা। নানান প্রশ্ন। যখন তারা শুনল একমাস আগে ওর মেণ্টাল ব্রেকডাউন হয়েছিল এবং ভিকি তার সন্তানকে খুন করতে গিয়েছিল তখন পুলিশের বদ্ধ ধারণা হল যে মানসিক বিকার গ্রস্ত ভিকিই তার সন্তানকে খুন করেছে। ভিকি কিন্তু নির্দোষ। বর্তমানে ভিকির মধ্যে কোন মানসিক রোগের উপসর্গ নেই। ভিকি মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসত তার সন্তানকে। সন্তানকে ছাড়া একদণ্ড ও থাকতে পারত না। বেবীর জন্য সুন্দর করে ঘর সাজিয়েছে, নানান ধরণের খেলনা কিনেছে, নিজেহাতে উলদিয়ে বুনেছে সোয়েটার, টুপি, মোজা। পুসচেয়ারে বেবীকে নিয়মিত বেড়াতে নিয়ে যেত। একজন আদর্শ মা তার সন্তানের জন্য যা যা করে ভিকির মধ্যে তার একটুও অভাব নেই। ভিকি অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করে তার শাশুড়ীকে ও পুলিসকে যে, সে তার সন্তানকে খুন করেনি, কিন্তু কেউই তার কথা বিশ্বাস করছেনা। একমাস আসে যখন ভিকির সাইকোটিক ব্রেকডাউন হয়েছিল, তখন ভিকির জ্ঞান বুদ্ধি, বিবেক সব লোপ পেয়েছিল তখন সে স্বাভাবিক মস্তিষ্কের মানুষ ছিল না এবং এক মানসিক বিকার তাকে তার সন্তান হত্যার প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু এখন ভিকি সম্পূর্ণ সুস্থ। ওর মধ্যে আদর্শ মায়ের সব গুণগুলোই স্পষ্ট। মাতৃস্নেহের বিগলিত করুণা তার সন্তানকে করে তুলেছে একটি সুন্দর, সবল, সুখী দেবশিশু।

কান্নায় ভেঙে পড়ে ভিকি। নিজেকে ধিক্কার দেয়। এক অসহ্য মর্মবেদনা তার কাতর করে দেয়। সমস্ত শরীর তার কাঁপতে থাকে। চোখের মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। পাদুটো ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং তারপর ভিকি অজ্ঞান হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মৃত সন্তানসহ ভিকিকে মেডিকেল ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিস করোনারকে জানায় এই শিশুর অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা। পোস্টমর্টেম-এর জন্য মৃত শিশুকে পাঠানো হয়। মেডিকেল ওয়ার্ডে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিকির জ্ঞান ফিরে আসে। ডাক্তার বলে শক থেকে ভিকি জ্ঞান হারিয়েছিল। ভয়ের কোন কারণ নেই। তবে ওনারা সাইকিয়াট্রিস্টকে ডেকে পাঠিয়েছেন মেণ্টাল স্টেট একজমিনেশনের জন্য। সেই সময় অনুপমের ডিউটি ছিল না। তাই হাসপাতালের চিফ্ কনসালটিং সাইকিয়াট্রিস্ট ডঃ ক্যারণ এসে দেখলেন ভিকিকে। একঘণ্টা ধরে পরীক্ষা করে তিনি বললেন বর্ত্তমানে তিনি ভিকির মধ্যে কোন মানসিক রোগের উপসর্গ দেখতে পাননি,

তবে সন্তানের মৃত্যুর জন্য একটা বেরিভমেন্ট তার মধ্যে রয়েছে, যো খুবই স্বাভাবিক। তিনি মনে করেন ভিকি নির্দোষ। যেহেতু ভিকি অনুপমের পেসেন্ট তাই তিনি ভিকিকে অনুপমের আনডারে ভর্তি করে দিলেন। পরদিন অনুপম হাসপাতালে আসতেই কানাঘুসো গুজব শুনতে পেল যে ঠিক মতো চিকিৎসা না করার জন্য এবং তাড়াতাড়ি বাড়ী পাঠিয়ে দেবার জন্যই ভিকির রিলাপ্স হয় তখন সে তার সন্তানকে খুন করে। চেম্বারে ঢুকতেই ক্যাথরিণ এসে জানাল যে ওয়ার্ড সিসটার এই সব কথা ছড়াচ্ছে। সিসটার জানে না যে ডঃ ক্যারণ মেডিকেল ওয়ার্ডে ভিকিকে দেখে এসেছেন। কিছুক্ষণ বাদে অনুপম ভিকিকে দেখতে গেল। অনুপমের হাত ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লো ভিকি। ভিকি বলে "বিশ্বাস করো ডাক্তার আমি খুন করিনি, অন্ততঃ তুমি আমাকে বিশ্বাস করো, কেননা কেউ আমাকে বিশ্বাস করছে না। কেমন করে বোঝাবো তোমাদের যে আমার সন্তান ছিল আমার প্রাণ, আমার জীবনের চেয়েও বেশী ভালবাসতাম, ওকে।"

একদিকে সন্তান বিয়োগের মর্মান্তিক যন্ত্রণা অন্যদিকে খুনের মিথ্যে অপবাদ ভিকিকে এক অপরিসীম অন্তর্জ্বালার মধ্যে যেন দগ্ধ করছে।

অনুপম ভিকির খাটের এক কোনে বসে ভিকির একটা হাতধরে বলে, "ভিকি আমি জানি তুমি খুন করোনি আর আমি সকলকে জানাবো তুমি নির্দোষ। আমি নিজে করোনারের সঙ্গে কথা বলব।"

ইতিমধ্যে সিসটার ঘরে ঢোকে ইনজেক্শন্ হাতে। চারশো মিলিগ্রাম খুব কড়া ধরনের ঘুমের ওষুধ ইংজেকশন্ দেবে বলে। খুব হাইডোজ। এছাড়া ওকে তালাবন্ধ রাখবে যাতে অন্য কোন শিশুকে হত্যা করতে না পারে। অনুপম সিসটারকে ইনজেক্শন দিতে দেয়নি, শুধু তাই নয়, বলেছে ঘর যেন কখনও লক-আপ না করা হয়। অনুপমের এই সিদ্ধান্তে সিসটার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। অনুপমের সঙ্গে বেশ বাক্-বিতণ্ডা হয়ে গেল। সিসটার জানাল যে ভিকিকে জেলখানার হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে, কোনো খুনী আসামীকে এই ওয়ার্ডে চিকিৎসা করা যাবে না।

কিছুক্ষণ বাদে করোনার অনুপমকে ফোন করে ভিকির মানসিক অবস্থার বিস্তারিত খবর নিল। বিকেল পাঁচটা নাগাদ করোনার রিপোর্ট পাঠালো যে শিশুরটির মৃত্যুর কারণ "কট্ ডেথ"। এটা স্বাভাবিক কারণ। এখানে হত্যার

কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি। ভিকি সম্পূর্ণ নির্দোষ। এই মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

অনুপম এবার ভিকির স্বামীর সঙ্গে অনেক আলোচনা করল। উপদেশ দিল যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভিকি যেন আবার মা হতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে আর অন্ততঃ একবছর সে যেন ভিকি কে ছেড়ে ভয়েজে না যায়। সে রাত্রেই ডিসচার্য-করে দিল ভিকিকে অনুপম।

সন্ধ্যে আটটা নাগাদ অনু আর ক্যাথ ডিউটি শেষ করে একটা রেষ্টুরেণ্টে গিয়ে রাতের খাবার খেল।

ক্যাথ বলল, "সত্যি অনু, তোমাকে যতই দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি। তোমার মধ্যে এই দৃঢ়তা, সাহস, সঠিক সিদ্ধান্ত ও তোমার রোগীর প্রতি এক অসীম স্নেহ, মমত্ববোধ তোমাকে আরো মহানকরে তুলবে।"

চার

চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব এক নয়। চরিত্রের মধ্যে থাকে ব্যক্তির দোষগুন, দৃষ্টিভঙ্গী ও আচার আচরণ। ব্যক্তিত্ব হল সমগ্র মানুষটি ও তার অন্তর্দৃষ্টি, তার মানসিক অবস্থা, ব্যবহার ও তার স্বাতন্ত্র্য, যা তাকে অপরের সঙ্গে পৃথক করে দেখাতে পারে। একজন ব্যক্তি কেমন করে সাজে, কোন সঙ্গ পছন্দ করে, কোন বই পডতে ভালবাসে, কি ধরণের গান শুনে আনন্দ পায়, সমাজে কেমন তার প্রতিবেদন, কি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সে জীবন ও জগৎকে দেখে, বিভিন্ন সমস্যায় তাব আচরণ ও জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় তার মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয় তার ব্যক্তিত্বে।

আমাদেব অচেতন মনটি অনেকটা মাটির নীচে রক্ষিত ভল্ট বা সিন্ধুকের মত বা ফ্রয়েডের ভাষায় একটা ভাসমান বরফের পাহাড বা আইসবার্গের মত যার মাত্র সামান্য অংশটুকুই বাইরে থেকে দেখা যায়। এই সিন্দুকে জমা থাকে অনেক স্মৃতি অনেক কল্পনা, অনেক ঘটনা, অনেক চিন্তা ভাবনা যেগুলোকে বেশীর ভাগ সময়েই স্মরণ করা যায় না বা যেগুলি চেতন মনের দর্পনেও প্রতিফলিত হয় না।

অনেক সময় ঐ স্মৃতিগুলো খুবই বিকৃত ও ভয়ঙ্কর হয় যা সুস্থ মনে গ্রহণ যোগ্য হয় না। সেইজন্য সেগুলো চাপা পডে থাকে মনের গহন অন্ধকারে। একটা অন্তর্নিহিত শক্তি এই অপ্রাসঙ্গিক, অসুন্দর, বিকৃত-ভাবনাগুলো অচেতন মনে চাপা দিয়ে রাখে। আমাদের মনে তিনটে বিশেষ প্রয়োজনীয় শক্তি কাজ করে। প্রথমটি হল ইগো-যেটা আমাদের চেতন মনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত এবং জীবন ও জগতের বাস্তবতার সঙ্গে একটা যোগাযোগ রক্ষা করে। ইগোর মধ্যে আছে এক আত্মসর্বস্বতা। কখনও কখনও এই অহং ভাবটা মানুষকে আত্মকেন্দ্রিকতার দিকেও নিয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয় শক্তিটি ইদ—যেটা হল এক বৈদিক প্রাণবিন্দু; যেখান থেকে জন্ম নেয় মানুষের আদি প্রবৃত্তিগুলো। আর তৃতীয় শক্তিটি হল সুপার ইগো—যে আমাদের সুস্থ মনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংলগ্ন আর যার প্রভাবে মানুষের সুকুমার প্রবৃত্তিগুলো জেগে ওঠে, বিচার বুদ্ধি ও বিবেক জাগরিত হয় ও একটা

নৈতিক আদর্শের দিকে আকৃষ্ট করে। এই তিন শক্তির সাম্যতা আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রন করে।

ডঃ অনুপম রায়চৌধুরীর মধ্যে এই তিন শক্তির সাম্যতা সঠিকভাবে কাজ করে আর তাই তার মধ্যে গডে উঠেছে একটা আদর্শ-ব্যক্তিত্ব, যে ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন দেখা যায় তার আচার আচবণে, চিন্তা ভাবনায়, মানুষের প্রতি মমত্ববোধে ও তার ভালবাসায় পবিত্রতায়।

ইগো একটা প্রতিবোধ শক্তির চালক। এই তিন শক্তির অসাম্যতায় ও বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হবাব কাবণে মানসিক রোগ জন্মায়। যে ব্যক্তিত্বের মধ্যে পরিপূর্ণতা আসে, সে তার কর্ম, আবেগ ও অনুভূতিকে জীবনের এক গ্রহণযোগ্য মহত্বের খাতে প্রবাহিত করে, যারা পাবে না তাদের মধ্যেই মানসিক বোগের উপসর্গ দেখা দেয়।

অনুপম সাইকো অ্যানালিসিস ও সাইকো থেরাপির মাধ্যমে মানসিক রোগীর ব্যক্তিত্বের অসম্পূর্ণতার দিকটি উন্মোচন করে অযৌক্তিক ও বিকৃত চিন্তা ভাবনাগুলোকে তাদের মানসপটে তুলে ধরে এবং একটা নিবিড় সম্পর্ক রচনার মধ্যে দিয়ে তাদের সুস্থ জীবনের স্বাদ এনে দেবার চেষ্টা করে। মানুষের ব্যর্থতা, হতাশা ও ক্ষয়িষ্ণুতাকে নবপ্রেরণার উল্লাসে জাগিয়ে তোলে। মানসিক চিকিৎসার এই পদ্ধতিটির নামই সাইকোথেরাপি। আর অনুপম এই থেরাপিতে যেমন বিশ্বাসী তেমনই পারদর্শী।

অনুপম ক্যাথরিনকেও বোঝাবার চেষ্টা করে এসব কথা, ক্যাথও গভীর মনযোগ দিয়ে শোনে। ক্যাথের মধ্যেও সাইকোথেরাপি করার যোগ্যতা এবং প্রবণতা আছে, তাই সে ক্যাথকে অনেক দায়িত্ব দেয়। অনুপমকে আউট ডোরে ক্লিনিক করতে হয়, ডে হসপিটালে রাউণ্ড দিতে হয়, ওয়ার্ডে রোগীর সব দায়িত্ব নিতে হয়, অন্য মেডিকেল ওয়ার্ডে সুইসাইডাল ওভার ডোজ খাওয়া রোগীদেরও দেখতে হয়। এছাড়া ডোমিসিলিয়ারী ভিজিট, জুনিয়র ডাক্তারদের পড়ানো, নার্সদের লেকচার দেওয়া ও জারনাল ক্লাবে কেস দেখানো ইত্যাদি নানান কাজে বেশ ব্যস্ত থাকে অনুপম। অনুপম কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেই ভালবাসে। এতদিন তার নিঃসঙ্গ জীবনের প্রধান বন্ধু ছিল কাজ। এখন অবশ্য ক্যাথরিন তার সেই শূন্যতাকে, নিঃসঙ্গতাকে ও অসহায়তাকে এক নতুন জীবনের প্রবাহে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

ক্যাথরিন তার মাকে ও বোন ক্যারলকে তার সঙ্গে অনুপমের ঘনিষ্ঠতার কথা বলে।

ক্যাথের মা ক্যাথের জন্য খুব চিন্তাকরে, কারণ সে জানে ক্যাথের যা মানসিকতা তার জন্য সে সাধারণ কোন ছেলের প্রতি আকৃষ্ট হবে না; তাই যখন সে শুনল যে ক্যাথের সঙ্গে অনুর এক বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠতে চলেছে, তখন সে খুশীই হল। বুকে টেনে নিয়ে সে বলে "আমি আশীর্বাদ করছি, তুই সুখী হ।"

ক্যারল বলে, "দিদি; আমি কিন্তু অনুপমের সঙ্গে আলাপ করতে চাই"। ক্যারল ক্যাথের চেয়ে প্রায় পাঁচ বছরের ছোট। সবেমাত্র স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েছে। ক্যারলের মধ্যে উচ্ছ্বাস বেশী। বেশ চঞ্চল। সবসময় হাসি খুশী। ক্যারলের মধ্যে একটা স্বাভাবিক যৌবনোচিত উচ্ছলতা আছে, ক্যাথের মত অত চিন্তাশীল নয়। পপসং, রক মিউজিক, বয় ফ্রেণ্ড নিয়ে ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি ক্যারলের জীবনকে একটা সুখের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ক্যারল অল্প অল্প রোজগারও করে, তবে সব উপার্জনই চলে যায় তার হালফ্যাসনী পোষাক ও প্রসাধনের পেছনে।

সেদিন ছিল শুক্রবার। শনি-রবিবার ছুটি অনুপমের। ক্যাথ অনুপমকে সন্ধ্যেবেলা তার নার্সেস হোস্টেলের ফ্ল্যাটে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছে। অনুপম কোনদিন ক্যাথের ফ্ল্যাটে যায় নি। হঠাৎ এই নিমন্ত্রণে ভীষণ খুশী হয়েছে সে, কিন্তু তার কারণটা জানতে পারে না।

পাঁচটায় অনু কাজ শেষ করে চলে যায় টাউন সেণ্টারের মার্কস এণ্ড স্পেনসারে। একটা কিছু উপহার কিনতে চায় ক্যাথের জন্যে। অনেক ভাবে কিন্তু কিছুতেই ঠিক করতে পারে না। অবশেষে পঁচিশ পাউণ্ড দিয়ে একটা সুন্দর গোলাপী সাটিনের লেস বসানো নাইটি কিনে নিল। সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ পৌঁছালো ক্যাথের ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাটটি তিন তলায়। দরজা খুললেই ডাইনিং কাম সিটিং রুম। ডাইনিং হল থেকে কিচেনে যাওয়া যায়। সিটিংরুমের শেষে একটা বেডরুম। দরজা নক করতেই দরজা খুলে দিল একটি মেয়ে যাকে অনু আগে কখনও দেখেনি। মেয়েটি বলল—"ভেতরে আসুন ডঃ অনুপম রায়চৌধুরী। আপনাকে আমি খুব ভাল করে জানি। আপনি একজন ভাল সাইকিয়াট্রিস্ট। আপনি মিউজিক ভালোবাসেন কবিতা ভালবাসেন আর আপনার মনটা গরীবদের জন্য খুব কাতর হয়, তাই না?"

ক্যারল এবার খিলখিল করে হাসতে থাকে ও দিদিকে বলে—"তোমার উনি এসে গেছেন।"

এবার অনুপম বলে—"লেডি, আমিও জানি তোমার অনেক কথা। তুমি মিস ক্যারল পারকার। বয়েস সতেরো। হেয়ার ড্রেসার। পপসং, রক মিউজিক আর ডিসকো ড্যান্সে বিশেষ আগ্রহী। প্রসাধন আর ফ্যাসন ড্রেসে বেশ খরচ হয় আর বয় ফ্রেণ্ডের মোটকবাইকের পেছনে বসে ঘুরে বেড়াতে খুব ভাল লাগে—তাই না।" ক্যারল হার স্বীকার করল, কারণ সে অনুর কথা যত জানে অনু তার কথা আরো বেশী জানে। এবার ক্যারল আর অনু সোফায় বসল মুখোমুখি। আরো কিছু কথাবার্ত্তা হল দুজনের মধ্যে। ক্যাথরিন ছিল পাশের ঘরে, বেডরুমে। আয়নায় নিজের মুখটা একবার দেখে নিল। ঘুরে ঘুরে পোষাকটাও ঠিকঠাক করে নিল। ক্যাথরিন এবার দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল সিটিং রুমে।

অনুপম অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল ক্যাথের দিকে। নির্বাক হয়ে গেছে অনু ক্যাথকে দেখে। এ যেন এক অন্য ক্যাথ। পরণে তার আকাশী নীল রঙের সিল্কের শাড়ী। নীল ব্লাউজ। কানে নীলাবসানো দুল। গলায় নীল পাথরের পেনডেন। কপালে ছোট একটা নীল টিপ। হেয়ার স্টাইলটা পুরো বদলে গেছে। চুলগুলো সুন্দর করে পার্ম করা। অনুপম নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেনা। নীলশাড়ীর সাজে ক্যাথকে অপুর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে। ক্যাথকে স্বপ্নরাজ্যের পরী মনে হচ্ছে। অনুপম মুগ্ধ। বিস্ময়ে হতবাক। শাড়ী পরা, টিপ পরা ক্যাথকে অবিকল বাঙালী তরুণীর মত দেখাচ্ছে। গায়ের রংটা শুধু ধপধপে ফর্সা এই যা। চুল পার্ম করার জন্য মুখের আদলটাও পালটে গেছে।

এবার ক্যাথ, ক্যারল ও অনু বেডরুমে এল। সেখানে একটা ছোট গোল টেবিলে হার্টসেপের একটা কেক রাখা আছে ও কেকের ওপর তেইশটি ক্যানডেল রয়েছে। অনুর বুঝতে অসুবিধে হলনা যে ক্যাথের জন্মদিন আজ। ক্যাথ তেইশে পড়ল। বাইরের ঘরে ও বেডরুমে অজস্র লাল গোলাপ ফুল ফুলদানিতে রাখা হয়েছে। এই জন্মদিনের অতিথি একজনই, ক্যারলকে বাদ দিয়ে। ক্যারল দেশলাই দিয়ে সব মোমবাতি জ্বালিয়ে দিল ও ক্যাথ রেডিও ক্যাসেটে সেতার ও বেহালায় ইমনকল্যান—এর ক্যাসেটটা চালিয়ে দিল। এই জন্মদিনে রবিশংকর জুবিন মেহেতা

যুগল বন্দীর সন্ধ্যাকালীন মধুর রাগ ইমন কল্যান যে শুধু অনুষ্ঠানের মাধুর্য বাড়িয়েছে তা নয়, এই মিউজিকের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় ক্যাথ ও অমুর মধ্যেও একটা বিশেষ ইঙ্গিত এনেছে। অমু আরো অবাক হল রবীন্দ্রনাথের একটা ছবি দেওয়ালে ঝুলছে দেখে। ক্যারল ও অমু এবার "হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ" গান শুরু করল। ক্যাথ ফুঁ দিয়ে মোমবাতি গুলো নিভিয়ে দিল। কেক কাটা হল। আরো কিছুক্ষণ থেকে ক্যারল চলে গেল। আজ রাতে ক্যারল তার বয় ফ্রেণ্ডের সঙ্গে ডিসকো ড্যান্স করতে যাবে।

এর পর ডিনার। ক্যাথ পুরো ইনডিয়ান ডিস রান্না করেছে। পোলাও, চিকেন তন্দুরী, ফিসফ্রাই, ল্যামকারি ও পায়েস। অনেকদিন এসব খাওয়া জোটেনি অমুর।

মুখোমুখি খাবার টেবিলে বসে ওরা দুজনে। ফ্রিজ থেকে বার করা হোয়াইট ওয়াইন ব্লু-নান গ্লাসে ঢালতে ঢালতে ক্যাথ বলল "আজকের জন্মদিনের আইডিয়া ক্যারলের।" অমু জিজ্ঞেস করে "আর তোমার শাড়ী পরা, সাজা, গোলাপ ফুল, রবিঠাকুরের ছবি ও ইমন-কল্যান—এসব কার আইডিয়া?"

ক্যাথ বলে—"শাড়ীপরা ও ইনডিয়ান রান্না মিসেস তালুকদারের কাছে শিখেছি। মিসেস তালুকদার মেডিসিনের এসোসিয়েট স্পেশালিষ্ট ডঃ তালুকদারের স্ত্রী। বেশ মিশুকে ও সোসাল। আমার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব। বাদবাকি আইডিয়াগুলো অবশ্য আমার। আস্তে আস্তে ভারতীয় অনেক জিনিস জানতে চেষ্টা করছি।" অমু বলে—"আজকে যে আমি কতটা আনন্দ পেলাম, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। আমার ভাল লাগা জিনিস গুলো তুমি যেন উজাড় করে ঢেলে দিয়েছো আজ। রবি ঠাকুরের প্রতি আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা, শাস্ত্রীয় সংগীতে আমার অনুরাগ, গোলাপের প্রতি আমার আকর্ষণ, তোমার অপরূপ নীলাম্বরী সাজ এগুলো আমার অন্তরের তৃপ্তি, আর তুমি এদের সমন্বয় ঘটিয়ে আমাকে দিলে এক অকৃত্রিম আনন্দ।"

ক্যাথ ভারতীয় সংস্কৃতি, সংগীত, শিল্প, পোষাক পরিচ্ছদ, সাহিত্য, রান্নাবান্না ইত্যাদির বিষয়ে বেশ আগ্রহী এবং এগুলোকে ধীরে ধীরে বোঝার চেষ্টা করছে। শাড়ী পরতে শিখেছে, বাঙালি রান্না শিখেছে, বাংলা সাহিত্য বিশেষ করে রবি ঠাকুরের অনেক কথা জেনেছে। ভারতীয় শাস্ত্রীয়

সংগীত শুনতে ভালবাসে এবং রাগ রাগিনী ও তাদের আলাপ, গৎ, উত্তরণ, অবতরণ, ঝালা, জবাব, সরগমের বিস্তার ও ঘরাণার কথা জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করে। ক্যাথ খানিকটা পিয়ানো বাজানো শিখেছিল। ওয়েস্টার্ন মিউজিক মোটামুটি বোঝে। বেটোভেনের পাঁচ নম্বর সিমফনি, এগমন্ত, রোমান্স, ফিডেলিও প্রভৃতি কমপোজিশন ক্যাথের খুব প্রিয়। মোজার্টের ক্যাডেনজাস, এলিভিরাও তার অতি প্রিয়। সব থেকে ভাল লাগে চাইকোসকিব রোমিও—জুলিয়েট, স্ট্রসের কেসার ওয়ালজার, ডন উইলিয়ামের ফ্যানটাসিয়া, রাভেল বোলারো ইত্যাদি। ক্যাথ আরো বলে "গভীর রাতে শুয়ে শুয়ে যখন জানালা দিয়ে আকাশের দিকে ও পূর্ণিমার পূর্ণচাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকি তখন বেটোভেনের মুনলাইট সোনাটা শুনতে শুনতে মনে হয় এক স্বপ্নরাজ্যে চলে গেছি। মিউজিক শুনতে শুনতে অনেক সময় ঘুমিয়ে পড়েছি। জানিনা ক্যারলের মত পপ আর রককে কেন ভালবাসতে পারলাম না।"

অনুপম বলে, "ক্যারল এখনও ছোট। ওর মধ্যে এখনও ম্যাচিওরিটি আসেনি।"

অনুপম উপলব্ধি করে, ক্যারলের মধ্যে আছে যৌবনের চঞ্চলতা।

ক্যাথ হল কাইনাটিক এনার্জি, ক্যারল হল ডাইনামিক।

ক্যাথ যেন অঙ্গার, ক্যারল তার শিখা।

ক্যাথের মধ্যে শক্তি আছে, ক্যারলের আছে উত্তাপ।

ক্যাথ যেন হ্রদের জল, স্থির হয়ে থাকে, ক্যারল তরঙ্গের মত উত্তাল।

দুই বোনের মধ্যে কত তফাৎ!

প্রায় দশটা বাজে। প্যাকেট মোড়া উপহারটা অনু এবার ক্যাথের হাতে তুলে দেয়। অনেক কথা, অনেক গল্প, অনেক অনুভবের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল আজকের এমন অসামান্য মধুর সন্ধ্যে!

অনু উঠে দাঁড়ায়। ক্যাথ অনুর খুব কাছে এসে অনুকে বলে "আজকে আশীর্বাদ করবেনা আমার জন্মদিনে?"

অনু তার দুই বাহু দিয়ে ক্যাথকে টেনে নেয় নিজের বুকে। তারপর কানের পাশে দুই হাত রেখে ক্যাথের মুখটা তুলে ধরে। ক্যাথ এক নিবিড় মগ্নতার চোখ বন্ধ করে। এক রাঙা লজ্জায় তার মুখটা গোলাপের মত লাল হয়ে ওঠে। অনু ক্যাথের মুখটা আর একটু কাছে টেনে আনে ও ক্যাথের

তৃষ্ণার্ত ঠোঁটে চুম্বন করে। একটা অস্বাভাবিক অনুভূতি অনুর শরীরের প্রত্যেকটি শিরায় শিরায়, প্রত্যেকটি স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে বইতে থাকে। অনু সজোরে আলিঙ্গন করে ক্যাথকে। ক্যাথ এক পরম বিশ্বাসে অনুর বুকে মাথা রাখে। বেশ একটা নীরবতার মধ্যে এক নিবিড় আনন্দের জাল বুনতে থাকে ওরা। বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে যায়। আকাশে বাঁকা চাঁদ জানালা দিয়ে উঁকি মারে। ভাঙাভাঙা মেঘ ভেসে যায় চাঁদের ওপর দিয়ে। হিমেল হাওয়া বইছে ঝাউবনের মধ্যে দিয়ে। ঘরের মধ্যে দুটি প্রানী আবেগে, আবেশে ও আহ্লাদে হয়ত একটা নীড় সাজাবার স্বপ্ন দেখছে।

অনেক্ষণ নীরবতার পর অনু বলে—"ক্যাথ মনে হচ্ছে এই মূহূর্তটাকে আমি যেন অনন্তকালের মধ্যে ধরে রাখি।"

রাত এগারোটা হল। এবার অনুকে যেতে হবে। ক্যাথ একটা বড খাম এনে অনুর হাতে দিয়ে বলে বাড়ীতে পৌছে তবেই যেন সে খামটা খোলে। অনু বাড়ী এসে স্লিপিং স্যুট পড়ে বিছানায় যায়। বিছানার পাশে থাকা টেবিল লাইটা জ্বালে। ফেদার পিলোতে মাথা রেখে সাটিনের লেপের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ক্যাসেটে সরোদে দরবারী কানাড়াটা লাগিয়ে দেয়। এবার অনু ক্যাথের দেওয়া খামটা খোলে। খামের মধ্যে পোস্টকার্ড সাইজের ক্যাথের একটা কালার ফটো রয়েছে। অনেক্ষণ ফটোটার দিকে তাকিয়ে থাকে অনু। কখন ঘুমিয়ে পড়ে জানেনা।

সোমবার আবার হাসপাতাল, আবার কাজ। এতদিন কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে বেশ ভালই লাগত অনুপমের। ইদানীং সে নিজের জন্যে খানিকটা সময় রাখতে চায়। সময়টা খানিকটা বিশ্রামের, খানিকটা আত্মোপলব্ধির, খানিকটা স্মৃতি রোমন্থনের। ইচ্ছে থাকলেও উপায় হয়না। হাসপাতালে বেশ কয়েকটা খারাপ মানসিক রোগী আছে, তাদের ডিসচার্জ না করে ছুটি নেওয়া যাবে না। সোমবার দিন কাজটা একটু বেশীই থাকে। উইকেণ্ডে যে সমস্ত রোগী ভর্তি হয় সোমবারে তাদের ভাল করে দেখতে হয়।

পঁচিশ বছরের যুবক কেভিন ভর্তি হয়েছে শনিবার দিন। এর আগেও কেভিন দু'তিনবার ভর্তি হয়েছিল। মাঝে মাঝে রিল্যাপস্ হয়। গত বছর শীতের এক বিকেলে নিজের বাগানে উলঙ্গ হয়ে, বাঁ হাতটা বুকের কাছে মুষ্টিবদ্ধ করে রেখে পাথরের স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে ছিল অনেক্ষন। প্রতিবেশীরা ভয় পেয়ে পুলিসকে খবর দেয়। পুলিস এনে জেরা করলে শুধু একটা কথাই কেভিন

বলতে থাকে যে সে ডেভিড। হাসপাতালে ভর্তির পরে পুরনো স্মৃতি স্মরণ করাবার চেষ্টাকরতে করতে অনুপম উদ্ধার করেছিল যে, ছোট বেলায় কেভিন মা-বাবার সঙ্গে ইটালির ফ্লোরেন্সে গিয়েছিল, আর সেখানে সে নিশ্চয়ই গ্যালারী অ্যাকাডেমিয়াতে গিয়েছিল, যেখানে মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর অনবদ্য মহান ভাস্কর্য্য বস্ত্রহীন ডেভিডের মূর্তি রয়েছে আর হঠাৎ তারই স্মৃতি তার মনে উদয় হয় এবং সে তার নিজের সত্বাকে হারিয়ে নিজেকে ডেভিড মনে করে। ডেভিডের এই বস্ত্রহীন স্ট্যাচুর ছোট ছোট মডেল অনেক আর্ট কালেকটরের বাড়ীতেই দেখা যায়। কেভিনের বাবা ছোট বেলায় মারা যায়। মার কাছে মানুষ হয় সে। মায়ের একমাত্র সন্তান ; তাই মা তাকে বিশেষ আদর ও শাসনের মধ্যে রেখেছিল। বছর পাঁচেক আগে মায়ের ক্যানসার হয়। প্রায় তিনবছর বাড়ীতেই বন্দী ছিল সে। শুধু মায়ের সেবা শুশ্রুষা করত। মাকে ছাড়া দ্বিতীয় কোন মানুষের সঙ্গে কোন বন্ধুত্ব হবার সুযোগ হয়নি তার। অবশেষে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে কেভিনের মা মারা গেল। সেই থেকে কেভিন একা থাকে ঐ বাড়ীতে। সপ্তাহে একদিন হোম হেল্প বা সমাজ সেবিকা কেভিনের বাড়ী গিয়ে কিছু সাহায্য করে ও সপ্তাহে তিনদিন মিলস্ অন হুইলস্ রান্নাকরা খাবার বাড়ী বাড়ী পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া কেভিনকে মাসে একদিন লং অ্যাকটিং ডিপো ইঞ্জেকশনের জন্যে হাসপাতালে থাকতে হয়।

সোমবার অনুপম যখন কেভিনকে দেখলো, খুবই অসুস্থ মনে হয়েছিল তার। কেভিন বলেছিল যে, দূর দূরান্তের গ্রহ-নক্ষত্র থেকে তার মস্তিষ্কে ঘনঘন সিগনাল আসছে। তার মনে হচ্ছে তার ব্রেনটা যেন তার মাথা থেকে বেড়িয়ে চলে যাচ্ছে। কানের মধ্যে শুধুই মনে হচ্ছে তার মা যে তাকে ডাকছে। কেভিন যেন এক অন্য জগতের মানুষ। বাস্তবের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। শুধু তাই নয় কেভিন বিশ্বাস করতে চায় না যে সে অসুস্থ।

সোমবার অনুপমের রাত্রের জন্য অন কল রয়েছে। ক্যাথরিনের ছিল নাইট ডিউটি। সন্ধ্যে ছটায় বাড়ীতে এসে সোফায় বসে অনেকক্ষণ অনুপম টি. ভি. দেখল। রাত প্রায় নটা নাগাদ সিস্টার বাড়ীতে ফোন করে জানায় যে কেভিনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কেভিন এবসকন্ডেড। পুলিসকে খবর দেওয়া হয়েছে। পুলিস কেভিনের বাড়ীতে গিয়েও দেখেছে

যে সে সেখানে নেই। স্থানীয় কোনো বারেও সে যায়নি। চারিদিক তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে, কোথাও তাকে পাওয়া গেল না।

পুলিস বলেছে তারা সারারাত ধরে তার সন্ধান করবে ও খোঁজ পেলে ওকে হাসপাতালে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। কেভিনের জন্য বেশ চিন্তিত অনু। ওর কোন সুস্থ বিচার বুদ্ধি নেই। নিজের প্রতি বা অপরের প্রতি সে বিপজ্জনক হতে পারে। যতক্ষণ না ওর একটা খবর আসছে, অনুপম ঘুমোতে পারে না। একটা বই নিয়ে পড়তে শুরু করে। এগারোটা নাগাদ ক্যাথরিন ফোন করে জানায় কেভিনের কোন খবর নেই। ক্যাথ বলে, "তুমি বেশী চিন্তা কোরোনা অনু, এতরাত পর্য্যন্ত জেগেও থেকোনা। ঘুমোতে যাও। কিছু খবর এলে জানাব।"

অনেক খোঁজা খুঁজির পর পুলিশ কেভিনকে উদ্ধার করল এক কবরখানা থেকে। রাত দশটা নাগাদ কোদাল হাতে একজন কেভিনকে দেখতে পায়। কেভিন কোদাল নিয়ে যায় কবর খানায় যেখানে তিন বছর আগে তার মাকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। কেভিন মাটি খুঁড়ে কবরটা বার করে। সেই সময় বেশ বৃষ্টি পড়ছিল আর রাতটাও ছিল বেশ অন্ধকার। কেভিন তার মায়ের কঙ্কালটাকে কবর থেকে বার করে ভিজে মাটির ওপর টেনে তোলে। কেভিনের সমস্ত জামা কাপড় বৃষ্টির জলে ও কাদামাটিতে একাকার হয়ে গেছে। কঙ্কালটাও কাদামাটিতে আবৃত হয়ে গেছে। এবার কেভিন কঙ্কালটা তার কাঁধে তুলে ধরে ও নিজের বাড়ীর দিকে হাঁটতে শুরু করে।

কেভিন সারাদিন ধরে তার মায়ের কথা শুনছিল। ওর মা ওকে অনবরতই বলছিল তাকে বাড়ী নিয়ে যেতে, সেবা করতে। এই কবরখানায় একা একা থাকতে তার ভাল লাগেনা। সেইজন্য কেভিন তার মাকে কবরখানা থেকে বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছিল। কবরখানার গেট পেরোতেই পুলিস কেভিনকে দেখতে পেয়ে হাসপাতালে নিয়ে আসে। কেভিনের মাকে নতুন করে কবরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। রাত তিনটে নাগাদ অনুপমকে হাসপাতালে আসতে হল কেভিনকে ঘুমের ইঞ্জেকশন দেবার জন্য। রাতের নার্সিং স্টাফদের অনুপম বলে কেভিনের অসুখটি হল—স্কিজোফ্রেনিয়া। কাল থেকে হেভীডোজে এ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধ দিতে হবে।

এই রোগে বাস্তবের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাদের চিন্তা

ভাবনায় কোন যুক্তি থাকে না। তাদের সুস্থ বিচার বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। মনের প্রতিরোধ শক্তি কাজ করেনা। জীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ অসংলগ্ন হয়ে পড়ে। সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে যায়। একটা ডিলিশন বা ভ্রান্তিময় এক অন্ধ বিশ্বাসে তারা মেতে ওঠে। তাদের আবেগ ও অনুভূতি বিকৃত হয়। সুখের কথায় তারা কেঁদে ওঠে আর দুঃখের কথায় তাদের হাসি আসে। কেভিনের মধ্যে এই রোগের সমস্ত উপসর্গগুলো খুব প্রকট।

রাত প্রায় কেটে যায়। ভোর পাঁচটা নাগাদ ক্যাথ কফি নিয়ে আসে অনুর জন্যে। বাইরে এখনও অন্ধকার। আর একটু পরেই পূবের আকাশ থেকে একটু একটু করে আলো আসবে। চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়ে অনু। ক্যাথ খুব আলগা করে অনুপমের কপালে চুমু দিল। তারপর গভীর স্নেহে একটা র‍্যাগ তার গায়ে চাপা দিয়ে দেয়।

পাঁচ

আত্মবাদী মানসিকতা যখন অনেক দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয় ও বিকল্প চিন্তাভাবনা দিয়ে তাকে মূল্যায়ন করে তখন এই মানসিক ক্রমবিকাশ অনেকগুলো স্তরের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়—এর নামই এপিজেনেসি। ইগোর ক্রমবিকাশ ঘটে অনেক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে। ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতা আসে এই দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে। আমাদের মধ্যে যে আদি বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও অনিয়ন্ত্রণের দ্বন্দ্ব, কর্মের প্রবণতা ও ব্যর্থতার দ্বন্দ্ব, উন্নাসিকতা ও হীনতাবোধের দ্বন্দ্ব এবং উচ্চাকাঙ্খা ও হতাশার দ্বন্দ্ব থাকে। এগুলো সবই জন্মের থেকে শুরু করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত কাজ করে। বুদ্ধিমান মানুষ তার যুক্তি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সব দ্বন্দ্বের সঠিক মূল্যায়ন করে প্রকৃত উত্তরটি খুঁজে পায়। অনুপমের মানসিকতা এবং আবেগ প্রবল হলেও সে যুক্তিবাদী। জীবনের যে কোন সমস্যাকেই সে তার বুদ্ধি দিয়ে ও যুক্তি দিয়ে সমাধান করতে চায়। তবু আজকে যেন কোথায় একটা দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব তার সিদ্ধান্তের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ক্যাথরিনের সঙ্গে তার যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠছে, তার পরিণতির কথা নিবিড় ভাবে বিশ্লেষণ করতে চায় সে। একটা সুস্থ জীবনযাপনের জন্য চাই বেশ কিছু কমিটমেণ্ট। এই কমিটমেণ্টের বিশেষ বিশেষ দিকগুলো হল দায়িত্ব বোধ, কর্তব্যবোধ, নিষ্ঠা, আনুগত্য ও পারস্পরিক বোঝাপড়া। অনুপম আবার ভাবে যে ক্যাথরিনের সঙ্গে তার জাতের মিল নেই, বর্ণের মিল নেই, ধর্মের মিল নেই, সমাজ-সংস্কৃতিরও মিল নেই, তবু যেখানে যেখানে মিল আছে ক্যাথরিণ তা পরিষ্কার করেই ব্যাখ্যা করেছে। অনুপমও বিশ্বাস করে যে যদি তাদের ভালবাসার সম্পর্কটা সত্যিই ঘনিষ্ঠ হয়, পবিত্র হয়, আদর্শ হয় তাহলে ঐ বাধাগুলো কিছুই নয়। অনুপম ক্যাথকে ভালবাসতে চায় পরিপূর্ণভাবে, তাই মিলিকে ভুলে যেতে চায় সে। এ অবস্থায় মিলির কথা ভাবা অন্যায়, এতে ক্যাথের ওপর অবিচার করা হয়। তাছাড়া ক্যাথও জানে সে যাকে ভালবাসে সে একটা সদ্য প্রস্ফুটিত ফুল, এখনও কোন ভ্রমর তাকে স্পর্শ করেনি। ক্যাথের এতদিনের এইটাই ছিল তপস্যা যে, তার প্রেমিকের হৃদয় স্পর্শ করবে সেই প্রথম। সেজন্যেই সে ডুবুরীর মতন গভীর

সমুদ্র থেকে ঝিনুকের মধ্যে লুকানো মুক্তো পেয়েছে, যাকে সে তার হৃদয়ের সিন্ধুকে সারাজীবন রেখে দেবে। ক্যাথ অনুর নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী হবে। তাকে সে এক দ্বন্দ্বের থেকে মুক্ত করতে চাইছে, তাকে সে নিয়ে আনতে চায় জীবনের একাকীত্ব থেকে স্বাভাবিক কোলাহলের মধ্যে।

অনুপম নিজেকে শক্ত করে। একটা সিদ্ধান্তে আসতে চায়। সে মনে মনে ভাবে ক্যাথরিনকে সে ধীরে ধীর বাংলা ও ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করাবে। তাই সে ক্যাথকে বোঝাবার চেষ্টা করে বাংলা সাহিত্য। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি লেখকদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলে। ভারতীয় রাগ-রাগিনী, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, ভারতীয় শিল্পকলা, চলচ্চিত্র, ইত্যাদির বিষয় একটা সাধারণ ধারণা দেবার চেষ্টা করে। বেদ উপনিষদের কিছু কিছু দার্শনিক চিন্তাবাদের কথাও শোনায়। ক্যাথরিন গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনে এ সব কথা, শুধু তাই নয়, সে সত্যি সত্যিই জানতে চায় এসব।

সেটা ছিল অক্টোবর মাসের একটা দিন। দুর্গাপূজার মহাষ্টমী তিথি। অনুপম ক্যাথকে নিয়ে গিয়েছিল লিভারপুলে দুর্গাঠাকুর দেখাতে। সুদূর কলকাতার কুমোরটুলি থেকে ঠাকুর আসে। অনুষ্ঠানে, ঢাকের আওয়াজ, ধূপ-ধূনো. আরতি, পূজা-ফলমূল—অঞ্জলি ইত্যাদি দেখে ক্যাথ খুব অভিভূত হয়। বাঙালীর মতন শাড়ী পরে, কপালে সিঁদুরের টিপ পরে অঞ্জলি দিয়েছিল সে। শালপাতায় হাত দিয়ে ভোগের খিচুড়িও তৃপ্তি করে খেয়েছিল। এর পরেও অনুপম ক্যাথকে অনেক ভারতীয় সংগীতানুষ্ঠান, নাটক ও চিত্র প্রদর্শনীতে নিয়ে গিয়েছিল।

সময় যেন খুব তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে ডিসেম্বর এসে গেল। সারা দেশ বড়দিনের মহান উৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে। অনুপম এই উৎসবে উৎসর্গ করে তার মন প্রাণ। প্রচুর বড়দিনের গ্রিটিং কার্ড কিনেছে। অনেককে দেবার জন্য নানান উপহারও কিনেছে। বেশির ভাগই সেরী বা ওয়াইন, কিছু কিছু চকোলেটের বাক্স ও কিছু কিছু প্রসাধন সামগ্রী। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে দিতে হবে কার্ড ও উপহার। এছাড়া চেনা পরিচিত লোকজনদেরও কার্ড ও উপহার দিতে হবে।

বড়দিনের সময় ক্যাথরিন দুসপ্তাহের জন্য ছুটি নিয়েছিল। মা ও বোনের সঙ্গে বাড়ীতে খানিকটা সময় কাটাতে চায় সে।

সেদিন ছিল ক্রিশমাস ইভ্। সিস্টার জানালো যে একজন মগুপকে ভর্তি করা হয়েছে। জোনাথন পারকার। রাস্তায় উন্মাদের মতন আচরণ করছিল। অসম্ভব এক অস্থিরতা, নিদ্রাহীনতা, স্মৃতিভ্রম ও হ্যালিউসিনেশন্ ওকে উন্মাদ করে তুলেছিল। যারা ক্রনিক এ্যালকোহলিক, তারা যদি দু-তিন দিন মদ খেতে না পায় তখন তাদের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হতে হয়। জোনাথন প্রায় তিন বছর বাড়ীছাড়া। চাকরী নেই, ঘর নেই। গ্লাসগোতে কোনরকম একটা কাউন্সিল ফ্ল্যাটে থাকতো ও ডোলের পয়সায় খাওয়া জুটতো। কিন্তু মদ কিনতে কিনতে সব পয়সা খরচ হয়ে যায়, এমনকি খাবার পয়সাও থাকেনা। তার মাতলামির সুযোগে কেউ কেউ তার কিছু টাকা পয়সাও চুরি করে নেয়। সেজন্য যখন সে মদের অভাবে উন্মাদের মত হয়ে উঠেছিল, তখন সে ঠিক করল বেলপারে তার স্ত্রী ও দুই কন্যার কাছ থেকে কিছু টাকা যোগাড় করবে। কিন্তু বাড়ী পর্যন্ত পৌছানোর আগেই পুলিসের নজরে পড়ে, হাসপাতালে আসতে হয় জোনাথনকে।

অনুপমের বুঝতে অসুবিধে হয়না যে জোনাথন ক্যাথরিনের বাবা। ভাগ্যিস, ক্যাথ এখন ছুটিতে! ভগবান যা করেন, মঙ্গলই করেন, ক্যাথরিন যে শুধু দুঃখ পেত তা নয়, লজ্জাও পেত। প্রায় দুদিন স্যালাইন বোতলে ওষুধ মিশিয়ে ড্রিপ দিয়ে রাখতে হয়েছিল জোনাথনকে। প্রথম দুদিন তার কোন বোধ ও স্মৃতি ছিল না। অনবরত দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, কোন সচেতনতা ছিল না। মনটা আচ্ছন্ন হয়েছিল বিস্মৃতির জালে। আস্তে আস্তে ভাল হয়ে উঠতে লাগল সে। যারা অতিমাত্রায় মদ্যপান করে ও হঠাৎ দু' একদিন মদ খাওয়া স্থগিত রাখে তাদেরই এই রোগটা পেয়ে বসে, যার নাম ডিলিরিয়াম ট্রেমেনস্। দুদিন বাদে অনুপম যখন তাকে আবার দেখল, তখন সে বেশ সুস্থ। সে স্বেচ্ছায় বাড়ী যেতে চাইল। অনুপম ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে যে অন্ততঃ সাতদিন হাসপাতালে না থাকলে তার আবার এই রোগ হতে পারে। ওয়ার্ড রাউণ্ডের শেষে সে অনুপমের সঙ্গে একা কথা বলতে চাইল। বেলা চারটে নাগাদ অনুপম জোনাথনকে ডেকে পাঠাল তার চেম্বারে। জোনাথন বলল—"ডাক্তার, আমার মেয়ে ক্যাথরিন এই ডিপার্টমেন্টেই কাজ করে, সে নার্স, তুমি তাকে চেনো কি?"

অনু বলে, "একটু একটু"।

জোনাথন এবার বলে, "ও কি ডিউটিতে আছে? আমি চাইনা ও

আমাকে দেখতে পায় এইভাবে। ও বড় মর্মাহত হবে। ওর পক্ষে এটা বড়ই লজ্জার ব্যাপার। ওয়ার্ডে যখন জানাজানি হয়ে যাবে যে আমি ওর বাবা, লজ্জায় ওর মাথা হেঁট হয়ে যাবে। আমার দুর্দশার জন্যে আমিই দায়ী। আমার এই দুর্ভাগ্যকে ওদের স্পর্শ করতে দেবো না। সেজন্যেই আমি চলে যেতে চাই।"

অনু জিজ্ঞেস করে, "কোথায় যাবে?"

জোনাথন বলে, "জানিনা।"

অনু বলে, "আমি তোমাকে সারিয়ে তুলে তোমার স্ত্রী ও দুই কন্যার কাছে ফিরিয়ে দিতে চাই। তোমাকে আবার সংসারে ফিরে যেতে হবে; নতুন করে স্বামী আর পিতার দায়িত্ব নিতে হবে, পারবেনা?"

জোনাথন বলে—"অনেক দেরী হয়ে গেছে ডাক্তার।"

অনু বলে—"না, এখনও সময় আছে। শোন জোনাথন; এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে একটা কমিউনিটি ক্লিনিক আছে। সেখানে সপ্তাহে একদিন করে আমাকে যেতে হয়। যতদিন না তুমি সুস্থ হচ্ছো, ততদিন আমি নিয়মিত সেখানে দেখবো। তোমার স্ত্রী বা কন্যারা কেউ জানতে পারবেনা। এছাড়া ওরই কাছাকাছি একটা কাউন্সিল হাউসে তোমার জন্য একটা ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে দেবো। সপ্তাহে পাঁচ দিন মিলস্ অন হুইলস্—এর রান্না করা খাবার পাবে আর আমার চেনা ডাক্তার, ডঃ ওয়ার্ডের কাছে তুমি তোমার নাম রেজিষ্ট্রি করাবে। তোমার কন্যা এখন ছুটিতে সুতরাং সাতদিন এখানে থেকে তুমি ঐ ফ্ল্যাটে চলে যেও। ওয়ার্ডের কেউ জানবে না তোমার কথা। কথা দিচ্ছি তোমাকে।"

জোনাথন অনুপমের দয়া ও সহানুভূতিতে মুগ্ধ হয়ে বলে—"আমি আর একবার বাঁচবার চেষ্টা করবো।"

এর পর থেকে বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে। জোনাথন মাঝে মাঝে ক্লিনিকে আসে। মদ খাওয়া সম্পূর্ণ ছাড়তে পারেনি এখনও। অনু সেটা জানে ও বোঝে এটা কত শক্ত কাজ। ডাক্তার বলেই বোঝে, সাধারণ মানুষ বুঝতে চায়না। শুধু তাই নয়, জোনাথন অনুর বাড়ীতেও আসে মাঝে মাঝে। অনু কিছু টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করে তাকে। জোনাথন বিন্দুমাত্রও জানে না যে তার প্রথমা কন্যা ক্যাথরিন ডঃ অনুপম রায়ের কত ঘনিষ্ঠ-বান্ধবী।

অনুর মনে একটা জেদ চেপে গেছে, ও জোনাথনকে সুস্থ করে বাড়ীতে পাঠাবে।

সেদিন ছিল ৩১শে ডিসেম্বর। পরের দিনই পয়লা জানুয়ারী। নব-জীবনের, নব প্রেরণায়, নবোল্লাস নিয়ে নতুন বছর শুরু হবে। অনুপম ক্যাথরিণকে আমন্ত্রণ করেছে সান্ধ্য ভোজনে। ক্যাথরিণের প্রিয় ফুল কারনেশন, তাই বাইরের ঘরে চারিদিকে ফুলদানিতে সাজিয়ে রেখেছে রক্তের মত লাল কারনেশনের স্টিক। নিজে হাতে রান্না করেছে মটন বিরিয়ানী ও চিলি চিকেন। ফ্রিজের মধ্যে রাখা আছে মার্টিনী স্পারক্লিং ওয়াইন। রয়েল ডালটনের বোন চায়নার ডিনার সেট সাজানো হয়েছে টেবিলে। টেলিভিশনের ওপর রাখা হয়েছে ক্যাথরিণের রঙিন ফটোটা। একটা ওভাল সোনালী ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছে অনু। ফটোর দিকে তাকালেই মনে হয় ক্যাথের চোখের ভাষায় রয়েছে একটা অনুচ্চারিত আকাঙ্খা, একটা নিবিড় আবেদন। ঠোঁট দুটোর মধ্যে যেন জেগে উঠছে উষ্ণ তৃষ্ণা। মুখের মধ্যে ফুটে উঠছে প্রত্যাশার হাসি। নিটোল মুখমণ্ডল, ঘনকালো পার্মকরা চুলের রাশ ও পালকের মত চোখের পাতা, গালে গোলাপী আভা ও চিবুকে একটা কাল তিল—সত্যই ওকে তিলোত্তমা করে তুলেছে। সোফায় বসে বসে ঐ ফটোটার দিকে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগে অনুর। সারাদিন ধরে ঘর সাজিয়ে রেখেছে অনু। ক্যাথ আসবে আজ সন্ধ্যায়।

সাদা সিল্কের পাঞ্জাবী ও পাজামা পরেছে অনু। পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। এক অস্থিরতায় ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। এ যেন এক প্রতীক্ষার চঞ্চলতা। অনু ঘরের চারদিকটা তাকিয়ে দেখে নেয়। ফুলগুলো একটু ঠিক করে সাজিয়ে রাখে। সোপিস গুলোকে একটু অদল বদল করে। ঘরে ঘরে একটু এয়ার ফ্রেসনার ছড়িয়ে দেয়। ফায়ার প্লেসের সামনে গোট-স্কিনের রাগটা একটু সোজা করে পেতে দেয়। হঠাৎ মনে হয়, ট্রেতে বরফ জমানো হয়নি ড্রিঙ্কসের সঙ্গে লাগতে পারে।

তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে ফ্রিজারে আইস চেম্বারে বরফ জমাতে দেয়। আরো ভাববার চেষ্টা করে, আর কিছু করার আছে কিনা। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, নিজেকে দেখে, চোখে পড়ে পাঞ্জাবীর বোতাম নেই। বোতাম খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সেটাও ভাববার কথা, তবু চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। বেডরুমে গিয়ে বোতাম খুঁজতে খুঁজতে চোখে পড়ে, চাদর পালটানো

হয়নি। টেলিফোনের দিকে চোখ পড়তেই মনে হল আনসারিং মেসিনটা চালু করে দেওয়াই ভাল। বাইরের ফোন এলে, বারবার ফোন ধরতে হবে না।

হঠাৎ মনে পড়ে, সন্ধ্যে বেলা বিসমিল্লা ও বিলায়েতের চৈতি ধুনটা ক্যাথকে শোনাবে, সেজন্য রেকর্ডটা খুঁজে বার করতে হবে। নিচে এসে মনে হল আজকের সন্ধ্যার মধুর লগ্নটাকে ভিডিও ক্যামেরায় তুলে রাখলে মন্দ হয় না। কিন্তু ব্যাটারী চার্জ করা হয়নি। তাছাড়া একটা খালি ভিডিও টেপও খুঁজে বার করতে হবে। এবার আবার রান্নাঘরে গেল সে, রান্নাগুলো মুখে দিয়ে দেখলো নুন দিয়েছে কিনা। হ্যাঁ, নুনটা ঠিক আছে। ঝালটা বেশী মনে হচ্ছে একটু। ফ্রিজ খুলে দেখলো, হোয়াইট ওয়াইন বেশ কয়েকটা আছে, তবে রেড ওয়াইন একটাও নেই। প্রায় সাতটা বাজে। এখন দোকানে গিয়ে কিনে আনারও সময় নেই। বটল্‌ওপেনারটা পাওয়া গেলে ভালো হয়। ডিনার প্লেটের সঙ্গে ম্যাচ করা ন্যাপকিনগুলো পাওয়া যাচ্ছেনা। যাক্‌গে, পেপার ন্যাপকিন দিলেও হবে। ডিনারের পরে ঘরের দু-তিন জায়গায় বাতিদানে মোমবাতি রেখে দিয়েছে; মোমের আলোয় একটা মনোরম স্বপ্নিল পরিবেশ গড়ে তুলবে বলে। দেশলাইটা ঠিক জায়গায় আছে কিনা দেখে নিল। আবার মনে হল বোতামটা খোঁজা হয়নি এখনও।

ওপরে উঠতে যাবে এমন সময় মিউজিকাল কলিং বেল বেজে উঠল। ফিরে এসে দরজা খুলে দিল অনু। একটু হতাশ হল সে। ক্যাথ নয়, দুধওয়ালা পয়সা নিতে এসেছে। আবার ওপরে গিয়ে বোতাম খোঁজা শুরু হল। সোনার বোতাম পাওয়া গেল না, তবে একটা মাত্র প্লাসটিকের বোতাম পাওয়া গেল। আবার কলিং বেল বেজে উঠল। এবারও ক্যাথ নয়, পাশের বাড়ীর ভদ্রলোক বলে গেলেন অনুর গাড়ীর হেড লাইট জ্বলছে, নেভাতে ভুলে গেছে সে। বাইরে গিয়ে হেডলাইট নেভাতে হল অনুকে। শীতের হাওয়ায় অনুর চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গেল, পাঞ্জাবীর বোতামটা লাগানো হয়নি, বুকটা খোলা। ঠিক সেই সময়ই রেনো-ফাইভ নিয়ে হাজির হল ক্যাথরিন। অনু আর ক্যাথ ভেতরে এল।

ক্যাথ বলে—"অনু তোমাকে ভীষণ রোমান্টিক দেখাচ্ছে।" হো হো করে হেসে ওঠে অনু।

ক্যাথ বলে—"সত্যি বলছি এ পোষাকে তোমাকে কখনও দেখিনি।"

ক্যাথরিণের গায়ে চাপানো ছিল একটা কালো লোমের ওভার কোট ও মাথা ঢাকা ছিল একটা সিল্কের স্কার্ফ দিয়ে, তাই অনুপম প্রথমটা বুঝতে পারেনি ও কেমন করে সেজেছে। পেছনে দাঁড়িয়ে ওর ওভার কোটটা খুলতে সাহায্য করল অনু, তারপর সেটা নিয়ে ক্লোকরুমে টাঙিয়ে রাখল। ক্যাথ মাথা থেকে স্কার্ফটা খুলে ফেলল এবার। ক্যাথের পরণে গোলাপী জর্জেটের শাড়ী ও গায়ে গলাবন্ধ থ্রি-কোয়াটার ব্লাউজ। পার্মকরা কালো চুলের রাশিকে খোঁপা করে একটা কালো জালের মধ্যে জড়িয়ে রেখেছে। খোঁপায় গুঁজেছে একটা আধফোটা গোলাপ। গলায় গোলাপী কোরালের মালা ও কানে কোরালের ছুল। পায়ে পিংক ব্যালেরিণা। ক্যাথ বেশ বাঙালীদের মত সাজতে শিখেছে। ক্যাথ একটা শ্যাম্পেনের বোতল অনুকে দিয়ে বলে—"আজ রাত বারোটায় এটা খোলা হবে, যখন পুরোনো বছর শেষ হয়ে নতুন বছরের শুরু হবে, অবশ্য যদি রাত বারোটা পর্য্যন্ত থাকার অনুমতি পাই।" এছাড়াও অনুর জন্যে কিনে এনেছে একটা সুন্দর মিউজিক্যাল সিগার কেস।

অনু এবার লম্বা ক্রিসটাল গ্লাসে স্ট্র দিয়ে নিয়ে আসে ঠাণ্ডা ম্যাংগো পাল্প্। অনু বলে—"এটা তুমি মনে হয় আগে খাওনি।"

ক্যাথ একটু খেয়েই বলে—"চমৎকার।"

ছুজনে সোফায় মুখোমুখি বসে নানান গল্প শুরু করে দিয়েছে। একফাঁকে ওভেনে খাবারগুলো গরম করতে দিল অনু। প্রথম পদ নার্গিস কাবাব ও স্যালাড। ভারতীয় রেস্তোরাঁ থেকে কিনে এনেছে। মেন কোর্সে-মটন-বিরিয়ানি, চিলি চিকেন ও বেগুনী। অনুই রেঁধেছে। প্রায় আটটা বাজে। এবার ডিনারের আয়োজন করা উচিত। কিচেনে গিয়ে বেগুনী ভাজতে হবে। ক্যাথ গভীর আগ্রহে হাসি হাসি মুখে দেখে অনুর গরম তেলে বেগুনী ভাজা। ক্যাথ একটা মুখে দিয়ে বলে—"খুব টেস্টী। দারুণ সুস্বাদু।"

মেনকোর্সের পর এল স্ট্র বেরী গেটো ও ক্রীম। তারপর চিজ্ ও ক্র্যাকার। এছাড়া খেতে খেতে এক বোতল মার্টিনী স্পার্কলিং ওয়াইন প্রায় শেষ হয়ে এল। রাত দশটা নাগাদ অনু ও ক্যাথ কনসারভেটরীতে গিয়ে বসল। ক্যাথ ব্ল্যাক কফি করে নিয়ে এল। অনু এবার নিশ্চিন্তে একটা সিগারেট ধরালো ও বাইরের দিকের পর্দাটা সরিয়ে দিল।

বাইরে খুব শীত পড়েছে, কিন্তু আকাশটা বেশ পরিষ্কার। বেশ বড় চাঁদ উঠেছে। মনে হচ্ছে, এই মধুচন্দ্রিমার অফুরন্ত জ্যোৎস্না যেন বন্যার মত

কাঁচের দরজা দিয়ে কনসারভেটরীতে ঢুকে পড়েছে। পেঁজা পেঁজা মেঘ ভাসতে ভাসতে কখনও বা চাঁদকে ঢেকে ফেলছে আর তখনই সৃষ্টি হচ্ছে আলো-ছায়ার এক মায়াজাল। পুলকিত এই মধুরাত ক্যাথ আর অনুর কাছে যেন রূপকথার স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠছে। বাইরে বিদিশার অন্ধকার বিস্ময়। ভিতরে তন্ময় হয়ে আছে দুটি হৃদয়, মগ্ন ভালবাসার আতিশয্যে।

অনু ঘরের সব আলোগুলো নিভিয়ে দেয়। জ্বেলে দেয় দু একটা মোমবাতি। এবার ক্যাথের অতি প্রিয় বেটোভেনের 'মুনলাইট সোনাটা' চাপিয়ে দেয় রেকর্ড প্লেয়ারে। মিউজিক শুরু হয় 'আন্দান্তে' দিয়ে। ধীরে ধীরে। এক অপরূপ স্বপ্নিল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বাইরে অফুরন্ত জ্যোৎস্না, ঘরে আলোছায়ার লুকোচুরি খেলা। অনু ও ক্যাথ লাউঞ্জে খানিকক্ষণ খুব ধীরে ধীরে বল ড্যান্স করে। কারো মুখে কোন কথা নেই। অনুপম আস্তে আস্তে ক্যাথকে আরো কাছে টেনে আনে। মাঝে মাঝে জ্যোৎস্নার আলোতে ক্যাথের মুখটা অপ্সরীর মত সুন্দর মনে হচ্ছে। মুখের আরো কাছে মুখ নিয়ে আসে অনু। এবার ক্যাথের উষ্ণ নিঃশ্বাসের স্পর্শ পাচ্ছে সে। দুটো হাত দিয়ে ক্যাথকে জড়িয়ে ধরে অজস্র চুম্বন করতে থাকে। ক্যাথ অনুর বুকে মাথা রাখে। অনু তার বাঁ হাতটা ক্যাথের পিঠে রেখে ডান হাত দিয়ে ক্যাথের চুলের মধ্যে বিলি কাটতে থাকে। চারিদিকে এক আলোছায়ার মায়াজাল রাতকে আরো মধুর করে তুলেছে। দুটি পাখি যেন নীড়ে বসে আছে গভীর নিশ্চিন্তে, মনে তাদের নীড় সাজাবার আকাঙ্খা, চোখে তাদের রঙিন স্বপ্ন।

ঘরের মধ্যে গোট-স্কিনের শুভ্র রাগের ওপর বসে থাকে ক্যাথরিণ, তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকে অনুপম। ক্যাথের নরম আঙুলগুলো এবার অনুপমের চুলের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে। ক্যাথ বলে—"আজকের রাতটা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরকাল।"

বাইরের অফুরন্ত জ্যোৎস্না, বেটোভেনের মুন লাইট-পিয়ানো আর অনুপমের আবেগ ও স্পর্শ ক্যাথকে দিয়েছে এক পবিত্র আনন্দ, সুখ আর তৃপ্তি। এ যেন তার অনন্তকালের তপস্যার ফল। এ যেন তার এক নিশ্চিত আশ্রয়। মোমবাতির আলো প্রায় শেষ হয়ে আসে। বেটোভেনের সংগীতও থেমে গেছে। আর পনের মিনিট বাদে পুরনো বছরের সব দীনতা, গ্লানি আর অবসাদকে মুছে দিয়ে নতুন বছর আসবে নতুন প্রাণের হিল্লোল নিয়ে,

যে হিল্লোলে ক্যাথ ও অনু পুলকিত হবে এক নতুন জীবনের নিমন্ত্রণে। বারোটার সময় ক্যাথের আনা শ্যাম্পেন খোলা হল, বোতল থেকে হু হু করে ফেনা বেরোতে শুরু করল। নির্গত হচ্ছে শ্যাম্পেন, ঠিক যেন জমে থাকা উচ্ছ্বাস, আবেগ আর ভালবাসা উপছে পড়ছে ক্যাথ আর অনুর হৃদয় থেকে।

নতুন বছর শুরু হল। বিগবেনে ঘণ্টা বাজল বারোবার। ক্যাথ অনুকে বলে, সে এবার চলে যেতে চায়। অনু ছাড়তে চায়না ক্যাথকে। বুকে আঁকড়ে রাখে। ক্যাথের ঠোঁটে চেপে রাখে তার ঠোঁট। এই রাতটা একা থাকতে চায়না সে। অনুপম ক্যাথকে নিয়ে ওপরে বেডরুমে যায়। ক্যাথের জন্য সে একটি সুন্দর সাদা নাইটি কিনে রেখেছিল। সুন্দর ফুল আঁকা বিছানার চাদর আর লেপের ওয়ার আজকেই পেতেছে অনু। বিছানার পাশে টেবিলে একগোছা লাল কারনেশন্ রাখা হয়েছে। কাল ছুটি। বেশী রাতে ঘুমোলেও ক্ষতি নেই। ইতিমধ্যে ক্যাথরিন পোষাক বদলে সাদা নাইলনের নাইটি পরে ঘরে প্রবেশ করে। বেড লাইটটা জ্বালিয়ে ত্নজনে বিছানার হেড বোর্ডে হেলান দিয়ে বসে পড়ে। এখনও গ্লাসে খানিকটা শ্যাম্পেন রয়েছে। ত্নজনের চোখেই বেশ ঘুম ঘুম আমেজ আসে। অনুপমের মনে একটা দ্বিধা ও সংশয় ঘুরে ঘুরে আসছে। না ভয় নয়, খানিকটা যেন লজ্জা অনুকে দমিয়ে রাখে। কি যেন এক অস্বস্তিবোধ, এক চঞ্চলতা ওকে একটু সঙ্কুচিত করে তুলছে। ক্যাথ কিন্তু খুব সাবলীল, খুব স্বচ্ছন্দ। ওর মধ্যে কোন জড়তা নেই। ও পরম নিশ্চিন্তে এই স্বপ্নের নীড়ে অনুপমের পাশে ঘুমিয়ে পড়তে চায়। অনুপম মিছিমিছিই ভয় পাচ্ছে। ক্যাথকে তো সে জীবনসঙ্গীনি করতে চায়, তবে কেন এই দ্বিধা এই সংশয়, এই ভীরুতা! কোথায় যেন একটা দ্বিধা ওকে সাবলীল হতে দিচ্ছে না। ক্যাথকে আরো কিছু বলতে চায় সে। বেশ কিছুক্ষন নীরবতায় কাটে। তারপর অনু জিজ্ঞেস করে—"ক্যাথ, তুমি কিছু মনে করলে না তো?" মুখ ঘুরিয়ে ক্যাথের মুখের দিকে উত্তরের অপেক্ষায় থেকে বুঝতে পারে যে ক্যাথ ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর সুন্দর পবিত্র মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল ওর মুখে কোন ভয় বা দ্বিধা নেই। ও পরম শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। খানিকটা উদ্বেগ দূর হয় অনুর। ক্যাথের গায়ে হাত রেখে অনুও ঘুমিয়ে পড়ে।

প্রায় রাত তিনটের সময় অনুপমের ঘুম ভেঙে যায়। চেয়ে দেখে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে ক্যাথরিন। ক্যাথের একটা হাত অনুর বুকে। অনু সযত্নে তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে নিচে নেমে আসে। কনসারভেটরীতে এসে একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দেয়। চাঁদ ডুবে গেছে মেঘের অন্ধকারে। ঝির্ঝির্ করে পেঁজা তুলোর মত বরফ পড়ছে বাইরে। অনু একটা সিগারেট ধরায়। এখনও একটা সংশয়ের দোলায় দুলছে। ঠিক অপরাধ বোধ না হলেও এক আবেগজনিত সিদ্ধান্তের জন্যে নিজেকে ছোট মনে হয়। ক্যাথকে রাত্রে না থাকতে বললেই ভাল হত। নানান দ্বন্দ্ব তার মনকে ভারাক্রান্ত করছে। একদিকে একটা প্রেমের পবিত্র অনুভূতি তাকে এক পরমানন্দের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে একটা জৈবিক তৃষ্ণা তার ভালবাসার স্বর্গীয় চেতনার মধুরতাকে বিপন্ন করছে, তাই অনু বিব্রত ও অস্থির। অনু জানে যে সে ব্রহ্মচারী নয়, সে সন্ন্যাসী নয়, সে তান্ত্রিক নয়, এমনকি সে নৈতিক বৈষ্ণব-ও নয়। অনুর ভাবনা চিন্তাগুলো সবকিছু থেকেই বেশ আলাদা। ব্রহ্মচর্য্যের অখণ্ডতায় নিজেকে সমর্পন করেনি সে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের অনেক ভাবনার মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করেছে। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যের চেয়ে সীমিত গার্হস্থ্য তত্ত্বের ওপর তার বেশী বিশ্বাস। ব্রহ্মচর্য্য সংযমবাদে বিশ্বাসী। প্রেম কাম থেকে কামাতীত হয় সেখানে, ভালবাসা দেহ থেকে বিদেহে উত্তরণ করে। কিন্তু অনুর বিশ্বাস গার্হস্থ্যতত্ত্বের জৈবিক ও ব্যবহারিক চাহিদাকে অস্বীকার না করেও মানুষ ব্রহ্মচর্য্যের পরমানন্দের সন্ধান পেতে পারে। ব্রহ্মচর্য্যে বলা হয় যে, যে প্রেম একটি বা দুটিপাত্রে সঞ্চিত থাকে, সে প্রেম কোনদিন মহতী বিশ্বপ্রেম হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু অনুর মধ্যেও এই বিশ্ববোধ প্রবল। অনুর জীবন চেতনায় নারীর প্রেম ছাড়াও তো মনুষ্যত্বের প্রতি মমত্ববোধে ভরপুর। তার ভাবনার মধ্যেও ওঙ্কার সাধনার মঙ্গলময় শঙ্খ বেজে ওঠে। তার আত্মার পরম তৃপ্তি নিসর্গের সৌন্দর্য্যবোধ, পরমেশ্বরের অচিন্তনীয় প্রভাব ও গার্হস্থ্যতত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ।

অপরদিকে অনু যুক্তিবাদী। অনুর প্রেম রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের মতন আস্তিক্যবাদের প্রেম নয়। কৃষ্ণ হল পরম পুরুষ আর রাধা হল পরমা প্রকৃতি। এই দুইএর মিলনে যে প্রেমের জন্ম তা যেমন বিশ্বব্যাপী তেমনি চিরকালের, আর তাদের বিরহও যেন ছড়িয়ে দেয় এক মহানবেদনা ও বিরহ-জ্বালা সারাবিশ্বে। এর মধ্যে আছে আত্মিক ব্রহ্মতত্ত্ব, সেখানে

পার্থিব মানুষ পৌঁছোতে পারে না। এ হল এক মহিমা। অনু চেষ্টা করে তার নিজস্ব যুক্তিবাদের মাধ্যমে আস্তিক্যের সঙ্গে নাস্তিক্যের সমন্বয় ঘটাতে, ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে গার্হস্থ্যতত্ত্বের মিলন ঘটাতে। উপনিষদে আছে, যে, মানুষ নিজেকে ভালবাসে বলেই স্ত্রীকে ভালবাসে। এক আত্মকেন্দ্রিক ভালবাসা থেকেই জন্ম হল এই স্ত্রী প্রেমের। তাই যদি হয়, সে ত' মন্দ হত নয়, আত্মকেন্দ্রিক আত্মপ্রেম যদি সৃষ্টি করে অন্য এক ভালবাসার, তাহলে সেই পরকেন্দ্রিক ভালবাসা তিলেতিলে বিশ্বপ্রেম হয়ে উঠতে পারে। এই জীবন ও জগতের মধ্যেই দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক শুদ্ধতার অন্বেষণ করতে হবে। জীবন থেকে পালিয়ে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। তাই এই ঘর সংসারকেই গার্হস্থ্যাশ্রম করে তুলতে হবে। যেখানে থাকবে এই জগৎ এবং জীবনের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার নিবিড় আকাঙ্খা, যেখানে থাকবে সন্তানদের মধ্যেদিয়ে নিজেকে বিস্তার করার ঐকান্তিক প্রবণতা, যেখানে স্ত্রীর প্রেমকে ছড়িয়ে দিতে হবে বিশ্ববোধের মধ্যে আর অজস্র মানুষের সেবার মধ্যে দিয়ে একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলার কঠিন প্রয়াস।

অনুপম যুক্তিবাদী। তার যুক্তির মধ্যে আধ্যাত্মবাদের চেয়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তাই বেশী সক্রিয়। ফ্রয়েডের মত সেও বিশ্বাস করে যে কামরিপু দেহ-মন-প্রাণকে বলিষ্ঠভাবে আঁকড়ে রেখেছে এবং মানুষ যাকিছু করে তার অন্তরালে থাকে একটা জৈবিক চিন্তা, একটা যৌন-চেতনা। কবির কাব্য সৃষ্টি, শিল্পীর সাধনা, গায়কের সংগীত নিবেদন, দার্শনিকের চিন্তা, পলিটিসিয়ানদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা এমনকি ধর্মচর্চার মধ্যেও এই যৌনচেতনার প্রভাব থাকে। এসব ঘটে অন্তরের অন্তরালে, তাই মানুষ এসব বুঝতে পারেনা। অনুর মধ্যেও এই জৈবিক চেতনা আছে, কিন্তু অনু কখনই তাকে প্রাধান্য দেবেনা তার এই ভালবাসার মায়ার খেলায়। প্রেমের পবিত্র মাধুর্য্যই তার কাছে বেশী আকাঙ্খিত। বিবাহের আগেই ক্যাথরিনের সঙ্গে একশয্যায় রাত্রি যাপনের মধ্যে কোন দোষ নেই, এর মধ্যে কোন অপরাধ বোধ থাকতে পারে না। অনু নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করে, নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে অনুর চোখে ঘুম নেমে আসে আবার। ইজি-চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়ে সে।

ভোর ছটায় ঘুম ভেঙে যায় ক্যাথরিনের। চোখমেলে দেখে অনু তার পাশে নেই। চলে আসে নিচে। অনু ইজি চেয়ারে ঘুমিয়ে আছে। তার

মুখে একটা ক্লান্তি ও উৎকণ্ঠার ভাব জেগে আছে। ক্যাথরিন একটা শাল অনুর গায়ে জড়িয়ে দেয়। ঘুমথেকে জাগায়না তাকে। ক্যাথ ওপরে গিয়ে পোষাক বদল করে। ঘর দোর পরিষ্কার করে তারপর রান্নাঘরে গিয়ে চা তৈরী করে। অনুর কাছে গিয়ে অনুকে ডাকে। ক্যাথ অনুর মাথার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলে—"গুড মরনিং স্যার, হ্যাপি নিউ ইয়ার, সাতটা বাজে, উঠে পড়ো, বেডটি এনেছি।" অনু বেশ গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল। হঠাৎ চমক ভাঙলো। কনসারভেটরীর কাঁচের পেটিওডোর দিয়ে সকালের সোনালী রোদ্দুর এসে পড়েছে তার মুখে। চোখ খোলে সে। চেয়ে দেখে সামনের বাগান সাদা বরফে ঢাকা। সারারাত বরফ পড়েছে। যতদূর চোখ যায় সবই সাদা। সব বাড়ীর ছাদ, গাছ পালা, রাস্তাঘাট অবিরাম তুষার পাতে বরফের সাদা আস্তরণে ঢেকে আছে। সূর্য্যের নরম আলোয় আরো যেন ঝলমল করছে। কি অদ্ভূত দৃশ্য। একদিকে বরফে ঢেকে আছে পৃথিবী অন্যদিকে এক সূর্য্য-ঝলমলে সকাল। হিমেল হাওয়া বইছে। এক ঝাঁক রঙিন পাখী তাদের কলতানে শীতের এই সকালকে বেশ মাতিয়ে তুলেছে। যখন একটু জোরে হাওয়া বইছে তখন ঝাউগাছে জমে-থাকা বরফগুলো টুপটুপ করে মাটিতে পড়ছে।

অনুপম কাল থেকেই সেই বোতাম বিহীন পাঞ্জাবী আর পাজামা পরে আছে। সে ক্যাথকে ধন্যবাদ জানায় বেডটির জন্য। কুঁড়েমির জন্য কোনদিন বেডটি খাওয়া হয় না। একটা অটোমেটিক মরনিং কফি মেকার কিনেও ব্যবহার করা হয়নি এখনও।

অনু জিজ্ঞেস করে—"ঘুম হয়েছে ত ?"

ক্যাথ বলে "ভীষণ ভাল। একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি। তবে সেটা বলব না তোমাকে। পাছে স্বপ্নটা মিথ্যে হয়ে যায়।"

অনু বলে—"আমিও স্বপ্ন দেখেছি, তবে জেগে জেগে। তোমাকে বলতে চাই সেকথা। সত্যি আজকে বলতেই হবে তোমাকে আমার অন্তরের একটা গোপন কথা। তবে এই বদ্ধঘরে সেকথা বলতে চাইনা। বাইরের হিমেল হাওয়ায়, সোনা গলা রোদ্দুরে, ঐ বরফের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে, ঝাউবনের নীচে বলতে চাই আমার প্রাণের একটা গোপন কথা।"

অনু এবার ওপরে গিয়ে ব্রাস করে। ইলেকট্রিক সেভারে সেভ করে, ও সুগন্ধী আফটার সেভ গালে লাগায়। নিচে এসে জুতো পরে ও ওভার কোট

চাপায় গায়ে। ক্যাথরিন ফারের কোটটা গায়ে পরে নেয়। তারপর তারা পেটিও দরজা দিয়ে বাগানের শেষ প্রান্তে ঝাউবনের নিচে গিয়ে দাঁড়ায়। পায়ের নিচে মচ্‌মচ্‌ করছে বরফ। অনুপম দুহাত দিয়ে ক্যাথের মুখটা তুলে ধরে পূবের আকাশের দিকে, যেখান থেকে আশীর্বাদের মতন ঝরে পড়ছে সূর্য্যের আলো আর সে আলোয় ক্যাথের মুখটা ভরে উঠেছে এর অপরূপ মাধুর্য্যে।

অনু বলতে চায়—"ক্যাথ......"

ক্যাথ নেলপালিস লাগানো সুন্দর আঙুলগুলো দিয়ে অনুর মুখ চেপে ধরে বলে—"অন্তরে যার ডাক শুনেছি, বাইরে থেকে তার ডাক শুনতে চাইনা। দোহাই তোমার; ঐ চার অক্ষরের ভালবাসা কথাটা উচ্চারণ না করলেও চলবে। যখন পাই, নেওয়ার আনন্দটা এত বেশী হয় যে কতটা নেবো বুঝতে পারি না। আর যা পাই, তা হারাতে চাইনা। ভয় হয় অনু ঐ চার অক্ষরের কথাটা একবার দিয়ে যদি ফিরিয়ে নাও, তাহলে ঐ হারানোর দুঃখ সইতে পারবনা। তাই অনুচ্চারিত ভালোবাসার মধ্যে কৌতুহল থাকলেও, সংশয় বেশী থাকেনা। তোমার কাছ থেকে যা পেয়েছি, সে আমার কাছে এক মহান ঐশ্বর্য্য, আমার সীমিত সিন্দুকে তার জায়গা হচ্ছে না।"

অনু বলে—"সফলতার মধ্যেই প্রতিজ্ঞার আনন্দ থাকে। তপস্যা বিফল হয় সিদ্ধি না পেলে আর ভালবাসা সার্থক হয় স্বীকৃতি পেলে। ভালবাসা আমার কাছে এক পূজার মত আর ভালবাসার স্বীকৃতিই হবে এ পূজার নৈবেদ্য। আমি আমার ভালবাসার স্বীকৃতি দিতে চাই তোমাকে বিয়ে করে, তোমাকে জীবন সঙ্গিনী করে। আসবে তো আমার ঘরে?"

ক্যাথ এক স্বপ্নিল আবেশে, এক নিবিড় আবেগে ও অনুরাগে অনুকে জড়িয়ে ধরে বলে—"তুমি আমাকে ভালবাস, এতেই আমি ধন্য হয়েছি। ভাবতে পারিনা অনু তুমি এমন করে উজাড় করে সব ঢেলে দেবে আমাকে, ভাবতে পারছিনা যে তুমি স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে আমাকে মহীয়সী করে তুলবে। তোমার এই স্বীকৃতি যেন মহান পূজার নৈবেদ্যর মতন। আজ আমার মনে হচ্ছে যে আমি কত সুখী, আমি কত সুন্দর, আমি কত পবিত্র, যে তুমি আমাকে সুখের এই সরোবরে ভালবাসার এক বিকশিত পদ্মের ওপর প্রতিষ্ঠা করলে। এ যেন আমার কাছে নববর্ষের, নবজীবনের, নব প্রেরণার নবোল্লাস।

এ যেন আমার অনন্তকালের তপস্যার সিদ্ধি লাভ। এ যেন আমার দেহের তৃপ্তি, মনের শান্তি আর আত্মার শুদ্ধি।"

অনু ভাবে, যে সংশয়ের দোলায় সে দুলছিল তা শান্ত হল। যে দ্বন্দ্ব তাকে এক অস্থিরতার জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সেখানে সে কূল পেল আর যে নিঃসঙ্গতা তাকে এক শূন্যতার বেদনায় ভরে রেখেছিল তার সমাপ্তি হল।

অনু আর ক্যাথ বাগান থেকে বেরিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু করে। একটা পায়ে-হাঁটা পথ এঁকে বেঁকে ঢেউ খেলানো উপত্যকার মধ্যে দিয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। শুভ্র তুষারে আজ ঢেকে গেছে সে পথ, ঢেকে গেছে সবুজ প্রান্তর আর নীল বনভূমি। রাস্তার ধারে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বরফের বল ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। কেউবা স্লেজ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অনু ক্যাথের হাত ধরে বরফ মাড়িয়ে হেঁটে চলেছে সেই উপত্যকার মধ্য দিয়ে। সাদা বরফে তাদের পায়ের চিহ্ন রেখে যাচ্ছে এক মিলনের স্বাক্ষর। পথ চলে গেছে অনেক দূরে। আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে অফুরন্ত সোনালী রোদ। অনেক দূরে দিগন্তের সীমারেখায় রামধনু উঠেছে। ক্যাথ আর অনু হেঁটে চলেছে সেই স্বপ্ন রাজ্যের দিকে। রামধনুর তোরণ পেরিয়ে তারা চলে যেতে চায় অনেক দূরে। এই পথ চলা যেন না থামে। ওদের চলতে হবে অনেক পথ, অনেক পথ এখনও বাকী। শীত শেষ হবে, তুষার বিগলিত হবে, হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করবে অন্য দিকে। বসন্ত আসবে ডালে ডালে, পাতায় পাতায় ফুল আর হিল্লোল নিয়ে। পথে পড়ে থাকবে বনফুলের রাশি। ওরা তখনও সেই ফুল বিছানো পথ ধরে হেঁটে চলবে। তারপর আসবে গ্রীষ্ম, আসবে বর্ষা। কখনও বা পথ হয়ে উঠবে কঠিন, রৌদ্রের তাপে। আবার কখনও বা পথ হয়ে উঠবে পিচ্ছিল, বৃষ্টির জলে। তবু পথ চলা থামবে না। যে পথের শুরু হয়েছে আজ, একদিন সে পথ ধরেই চলে যেতে হবে জীবনের শেষ প্রান্তে। পথের দুধারে পড়ে থাকবে কত শুকনো পাতা, কত বনফুল। আঁচল ভরে সংগ্রহ করতে হবে সেগুলো। ঐ সব ফুলপাতা যেন জীবনের পথে পড়ে থাকা টুকরো টুকরো সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ, রাগ-অনুরাগ, ব্যথা-বেদনা, সাধ-আহ্লাদ, সফলতা-ব্যর্থতা—আর অনেক হাসি-কান্না। এদের বাদ দিয়ে জীবন হয় না। তাই সেই জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে সবাইকে।

ছয়

অনুপমের বাবা বলতেন যে ব্রাহ্মণত্ব হল উৎকর্ষের উত্তরণের শ্রেষ্ঠ পথ আর ব্রাহ্মণত্বের থেকেই জন্ম হয় সৃজনশীলতা ও আরো অনেক উন্নত ভাবনা চিন্তার। এ পথ থেকে কখনও সরে যেন না যায় সে। অনুর মা বলেন— অসবর্ণ বিবাহ সুখের হয় না। সে জন্য তিনি এর বিরোধী। তিনি বোঝাতে চান যে, তাঁর এই অমত ও বিরোধীতার অর্থ কিন্তু অসবর্ণের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ বা অশ্রদ্ধা নয়। যেহেতু দুই ভিন্ন বর্ণের মধ্যে অনেক সংস্কৃতির অমিল আছে, অনেক রীতি নীতির তফাৎ আছে, অনেক সূক্ষ্ম অনুভূতির তফাৎ আছে, সেই কারণে-দুটো বিপরীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গীকে এক করা রীতিমত কঠিন কাজ। হয়তো বা অসম্ভব!

কিন্তু হঠাৎ আজকে তার মায়ের চিঠি পেয়ে অনুপম অবাক হয়ে যায়। অনুপম খুব ভয়ে ভয়েই মাকে লিখেছিল ক্যাথরিণের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা। এই ভাবে এত তাড়াতাড়ি উত্তরটা আসবে সে ভাবতেই পারেনি। মা যেন একেবারে বদলে গেছেন। অসবর্ণ নিয়ে যার মধ্যে অত গোঁড়ামি ছিল, আজ তার লেশমাত্রও নেই মায়ের মধ্যে। মা যে এটা সমর্থন করেছেন শুধু তা নয়, বরং যাতে তাড়াতাড়ি বিয়ে করে বৌ নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসে, সেজন্য বিশেষ অনুরোধ করেছেন। আরো লিখেছেন যে বিপাশা এখন বিয়ে করতে চায় না। বিপাশার মধ্যে সেই হাসিখুশি উজ্জ্বল ভাবটাও নেই। এম. এ. পাশ করে বেশ কিছুদিন বসে থেকে সম্প্রতি ধানবাদে একটা কোলিয়ারীর স্কুলে শিক্ষিকার চাকরী নিয়েছে। স্কুলের কাছেই কোয়ার্টার দিয়েছে। মাসে একবার বাড়ী আসে। বিপাশার জন্যও কয়েকটা পাত্র দেখেছিলাম, কিন্তু কাউকেই সে বিয়ে করতে চায় না। বিপাশার জন্য তাঁর খুব চিন্তা হয়। বিপাশার মনের কথা তিনি জানেন না, বিপাশাও মুখ ফুটে কিছু বলে না। রজত মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নেয়।

অনুপমের মা আরো জানান যে মিলিরা সকলে প্রায় বছর দুই হল কলকাতায় তাদের বালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে থাকে। শান্তিপুরের সুন্দর ম্যানসনটা তারা বিক্রী করে দিয়েছে। এক মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী বাড়ীটা কিনে

নিয়েছেন। অনুর মা চিঠিতে এর চেয়ে বেশী কিছু বলতে চান না। পুঃ করে লিখেছেন—সাক্ষাতে সব খবর জানবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে করে শান্তিপুরে ফিরে যাবার জন্য লিখেছেন।

একুশে মার্চ চেস্টার ফিল্ডের হেলানো গীর্জায় ক্যাথরিন পারকারের সঙ্গে অনুপম রায়চৌধুরীর বিয়ের দিন ঠিক হল। ডঃ তালুকদার বরকর্তার ভূমিকা নিলেন। মিসেস তালুকদার না থাকলে এতবড় একটা কাজ থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব হত। ক্যাথলিক মতে বিয়ে হবে। বেলা বারোটার সময় বরপক্ষ বরযাত্রী সমেত উপস্থিত হল ঐ গীর্জায়। বরযাত্রী হিসেবে এলেন, ডঃ ওয়ার্ড ডঃ ক্যারল, সিস্টাররা, অনেক নার্স, জুনিয়ার ডাক্তার ও মিঃ ও মিসেস তালুকদার। বরের তরফ থেকে একটা রোল্‌সরয় গাড়ী ভাড়া করা হয়েছিল। এদেশে বিয়েতে সবাই দামী গাড়ী ভাড়া নেয়। গাড়ীটাকে ফুলের মালা দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। কনেরা একটা সাদা মারসিডিজ গাড়ী এনেছিল। ক্যাথরিনের বাবার সঙ্গে পরিবারের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে অনেকদিন। তাই তার কাকাই বাবার ভূমিকা নিলেন।

বহুদিনের পুরোণো এই হেলান গীর্জা। এটা চেস্টার ফিল্ডের একটা ঐতিহ্য বহন করে আসছে। অনেক ইতিহাসের সাক্ষী এই গীর্জা। গীর্জার ভিতরে প্রশস্ত হল ঘর। দেওয়ালের ওপর দিকে নানান ধরণের রঙিন কাঁচের সার্সি বসানো জানলা। দেওয়ালে ঝুলছে বাইবেলের অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি। মোজেসের হাতে ধরে থাকা দুটো পাথরের লিপি যাতে লেখা আছে দশটা আদেশ। যীশুর শেষ সাপার, নোয়ার নৌকা যাত্রা প্রভৃতি নানান তৈল চিত্র চার্চকে একটা সুন্দর গ্যালারী করে তুলেছে। হলের শেষ প্রান্তে ব্রোঞ্জের সুন্দর সোনালী ক্রসবিদ্ধ যীশুর মূর্তি। তার চারপাশে অজস্র ফুলের তোড়া ও ফুলের নানান ডেকরেশন রাখা হয়েছে। বড় বড় বাতিদানে অজস্র মোমবাতি জ্বলছে। হলের মধ্যখানে লাল কার্পেট পাতা, যেটা প্যাসেজ করা হয়েছে। দুদিকে প্রার্থনার জন্য সারি সারি বেঞ্চপাতা ও সামনে ডেসকে প্রত্যেকের জন্য রাখা আছে একটা করে বাইবেল। কন্যাপক্ষ বাঁদিকের সারিতে ও বরপক্ষ ডানদিকের সারিতে আসন গ্রহণ করল।

যাজক এলেন। একজন মহিলা অরগান বাজাতে শুরু করলেন ও যাজক দুটো তিনটে ধর্মীয় গান বিবাহ উপলক্ষ্যে গাইলেন ও তার সঙ্গে উপস্থিত সকলে

সুর মেলালেন। অরগানের সঙ্গে এই কোরাস যেন প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। গীর্জার দেওয়ালে দেওয়ালে। এবার ক্যাথের কাকা ক্যাথকে ধীরে ধীরে নিয়ে গেলেন যাজকের কাছে। সাদা মখমলের বিয়ের পোষাকে ক্যাথকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল। পেছন থেকে পোষাকের অনেকটা অংশ মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে আসছে। ছোট বোন ক্যারল সেই পোষাকের লুটানো অংশটা একহাতে তুলে ধরে তার পেছনে পেছনে হাঁটছে। স্বচ্ছ সাদা ঘোমটা মুখ ঢেকে রেখেছে কিন্তু তার মধ্যে দিয়েও ক্যাথের রূপের মাধুর্য্য ফুটে উঠছে। মিঃ তালুকদার নিয়ে এলেন অনুপমকে। অনুপমও পরেছে সুন্দর একটা নেভীব্লু ওয়েডিং স্যুট। যাজক এবার উভয়কে বিয়ের মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। তুজনেই শপথ বাক্য পাঠ করল ও পরস্পরকে চুম্বন করল। সেই সময় হাততালিতে ঘর ফেটে পড়লো।

গীর্জায় বিয়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষ হবার পর, বর কনে ও সমস্ত অতিথিরা গেলেন নামকরা ম্যানর হোটেলে। তুই পক্ষের মিলিত আয়োজনে ওয়েডিং পার্টির অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অজস্র শ্যামপেন উজার করে ঢেলে দেওয়া হল। ডিনার শুরু হল বাতাবী লেবু ও প্রণ ককটেল দিয়ে। মেন্থ কোর্সে বিফ স্টেক, রেড সামন, নানান ভেজিটেবিল ও স্যালাড দেওয়া হল। এরপরে এল ট্রাইফুল, গেটো, ফ্রুট স্যালাড ইত্যাদি। এর সঙ্গে রেড ও হোয়াইট ওয়াইন আছে। ডিনারের পরে তুপক্ষের কর্মকর্তারা আশীর্বাদ সূচক ভাষণ দিলেন ও অতিথিদের ধন্যবাদ দিলেন। সবশেষে অনুপম আর ক্যাথরিনও সংক্ষিপ্ত ভাষণে সকলকে ধন্যবাদ জানাল। রাত দশটার ওয়েডিং পার্টি শেষ হল। রাত বারোটা পঞ্চাশ মিনিটে লণ্ডন থেকে সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখে ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজ এ ওরা যাবে হানিমুনে। তাই তাড়াতাড়ি ফুল দিয়ে সাজানো রোল্‌সরয়েসে গিয়ে বসল ওরা তুজনে। গাড়ীর পেছনে একটা কাপড়ের ফেস্টুনে লেখা হল—'জাস্ট ম্যারেড'। (সদ্য বিবাহিত)।

ভোর বেলা ওরা পৌছালো নিসর্গের দেশ সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখে। সেখান থেকে তারা কোচে এসে পৌছাল লুজার্ন এ। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভরপুর লেক লুজার্নের ধারে ক্যাসিনো হোটেলে এপার্টমেণ্ট বুক করা ছিল। মধুযামিনীর জন্যে সাত দিন থাকবে সুইজারল্যাণ্ডে। চারিদিকে পাহাড় আর পাহাড়। শুভ্র তুষারে আবৃত হয়ে আছে পাহাড়ের চূড়া ও ঢাল। পাহাড়ের ঢালে ঢালে সবুজ পাইন, ফার, বার্চ আর কনিফারের স্নিগ্ধ

বনভূমি—আর সমতলের রডোডেনড্রনের বন সাদা সাদা বরফ মেখে এক অপূর্ব সাজে সেজেছে। পাহাড়ের মাথায় আচ্ছাদন দিয়ে রেখেছে নীল আকাশ। ভাঙা ভাঙা মেঘের দল ভেসে বেড়াচ্ছে নীল আস্তরণে। স্নিগ্ধ ও শান্ত হ্রদের জলে পাহাড়ের প্রতিবিম্ব পড়েছে। এই হ্রদটিকে বেষ্টন করে আছে তুষারবৃত পাহাড়, ঠিক যেন মায়ের কোলে শান্তিতে শুয়ে আছে শিশু। এখানে নির্জনতা আছে, এখানে নিশ্চিন্ততা আছে, এখানে আছে প্রকৃতির অকৃপণ সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্যের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে তুলতে কার না ভাল লাগে। অনুপমের তো লাগবেই। তাছাড়া আজকে জীবনের এই মধুর লগ্নে তাদের ভালবাসার সব মাধুর্য্যকে নিঃশেষে পান করতে চায় ওরা। ওরা আজ জীবনের এক রঙিন স্বপ্নে বিভোর, ওরা আজ নতুন নীড় সাজাবার কল্পনায় মগ্ন। অনুপমের মনে আজ কোন ভয় নেই, আজ কোন সংশয় নেই। আজ সে খুশি, আজ সে দ্বিধাহীন, আজ সে নিশ্চিন্ত।

সুইজারল্যাণ্ড প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ। নব-বিবাহিতদের কাছে স্বপ্নের দেশ। ফ্রান্স, জার্মানী ও ইটালীর মত তিনটে প্রসিদ্ধ দেশের মধ্যখানে বলে সুইজারল্যাণ্ডের সঙ্গে রয়েছে এদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। ব্যাংকিং ও টুরিজম এ দেশটাকে খুব বিত্তশালী করে তুলেছে। হনিমুনের জন্য এ দেশটা আদর্শ। লুজার্ন শহরটা বিখ্যাত লুজার্ন লেকের ধারেই অবস্থিত। এই লুজার্নের টানে সারা বছর ধরেই পরিব্রাজকদের ভিড়। শীতকালে অবশ্য লোকজন খুব কম আসে। তাই এই সময়টা বেশ নির্জন থাকে। ক্যাথ ও অনু লুজার্ন হ্রদে বেশ কয়েক ঘণ্টা বোটের মধ্যে কাটালো। বোটের মধ্যেই লাঞ্চ করল। বোট ট্রিপের পর ওরা শহরের মাঝখানে একটা সুন্দর ফোয়ারার নীচে দাঁড়িয়ে অটোমেটিক ক্যামেরায় ছবি তুলল। তারপর ওরা শহরের সুভ্যেনির সপের দিকে গেল। এই জায়গায়টায় অনেক সরু সরু রাস্তা চারিদিকে চলে গেছে। রাস্তার ধারে সারি সারি সুভ্যেনির সপ। ওরা একটা ঘড়ির দোকানে ঢুকলো। সুইজারল্যাণ্ডের এখানেই তৈরী হয় বিখ্যাত কুকু ক্লক। সুন্দর একটা কুকু ক্লক কিনলো তারা। তারপর ফিরে গেল হোটেল ক্যাসিনোতে। ওদের ঘরের সামনে ব্যালকনি। সেখানে বসে বসে পাহাড় পর্বত, আকাশ, মেঘ আর অরণ্যে-ভরা, উজার-করা সৌন্দর্যকে প্রাণ ভরে দেখলো ওরা।

অনু জিজ্ঞেস করে—"আচ্ছা ক্যাথ, তুমি আমার কাছ থেকে কি কি প্রত্যাশা কর বল ত ?"

ক্যাথ বলে, "আমি ছিলাম এক বিভ্রান্ত বলাকা, অসীমের দিকে উড়ে উড়ে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম, তাই যখন দেখতে পেলাম একটা নীড়, তখন অসীমতার আনন্দের চেয়ে নীড়ে বসে থাকার শান্তিটা যেন আরো বড় মনে হল। তোমার কাছে আমার এটাই প্রত্যাশা যে তোমার নিজের হাতে সাজানো এই নীড়ে আমি যেন চিরকাল বসে থাকতে পারি। আমাকে তুমি কখনো ছেড়ে যেয়োনা, আর চিরদিন এমনি করেই ভালোবেসো।"

অনু এবার কৌতুক করে বলে, "নীড়ে বসে বসে ডিমে তা দিতে চাও ?" দুজনে হো হো করে হেসে ওঠে। অনু আবার বলে, "নাকি কোকিলের মত কাকের বাসায় ডিম পেড়ে আসবে ?"

ক্যাথ বলে, "কেন, আমার মধ্যে কি মাতৃত্বের কোন অভাব দেখতে পাচ্ছ ?"

অনু এবার ক্যাথের একটা হাত ধরে বলে, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি যেমন আদর্শ স্ত্রী হবে, ঠিক তেমনি আদর্শ মাও হবে।"

ক্যাথ বলে, "লক্ষ্মীটি, একটা অনুরোধ করবো তোমাকে, প্লিজ, অন্ততঃ দুবছর আমাকে মা হতে দিওনা। এই সময়টা আমি তোমাকে নিবিড় করে, শুধু আমার জন্যে তোমাকে পেতে চাই। আমাদের মধ্যে আর কাউকে আনতে চাইনা।"

অনু বলে, "আচ্ছা রাজি। এবার বলত, তুমি আর কি চাও ?"

ক্যাথ বলে, "আশ্রয়, একটা নিরাপদ আশ্রয়। শান্তি, সহানুভূতি আর ভালবাসা।"

ক্যাথ একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, "আমার চাওয়ার কথাতো শুনলে। এবার তুমি বলতো, আমি তোমাকে কি দিতে পারি অনু ?"

অনু বলে, "স্থিতি, প্রত্যয়, প্রেরণা আর একটা বিশ্বাস।"

ক্যাথ দুহাত দিয়ে অনুপমকে জড়িয়ে ধরে, তার কোমল ঠোঁটে বার বার অনুপমকে চুমু খেয়ে কানের কাছে ফিস ফিস করে বলে, "সব আমি তোমায় দেবো, সব।"

. . .

অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্প করে তারা শুতে যায়। এর আগে অনুপম ক্যাথের

সঙ্গে একদিন একশয্যায় রাত কাটিয়েছে—কিন্তু সে রাতে অনুর মনে ছিল অনেক দ্বিধা, অনেক সংশয়, একটা বিবেকের দংশন। আজকের রাতটা ফুলশয্যার রাত। এই মধুরাতে অনুর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। অনু আগে থেকেই কারনেশন ও গোলাপের অর্ডার দিয়েছিল হোটেলে। তাই সন্ধ্যের সময় ওদের ঘরটা ফুলেফুলে ভরে গেছে। ফুলশয্যার মতনই বিছানা পাতা হয়েছে। আলো নিভে যায়। কোলাহল থেমে যায়। পাশাপাশি শুয়ে থাকে অনু আর ক্যাথ। রাতের আবেশে, নিবিড় আবেগে আজকের ফুলশয্যার এই মধু তিথিতে অনু জড়িয়ে ধরে ক্যাথকে, টেনে নেয় বুকের মধ্যে এক পরম বিশ্বাসে। ক্যাথও আঁকড়ে ধরল অনুপমকে। দুজনের নিঃশ্বাস আর হৃৎস্পন্দ যেন এক হয়ে মিশে গেল।

পরের দিন ঘুম ভাঙলো বেশ দেরীতে। লুজার্নের একটু বাইরে যেখানে খাড়াই পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে আকাশ ছুঁয়ে, আর যার একদিকে রয়েছে গভীর খাদ—সেই পাহাড়ের গা দিয়ে ছোট রাস্তা পাহাড়কে ঘুরে চলে গেছে অনেক দূর। ক্যাথ আর অনু দুজনে দুটো ঘোড়ায় চেপে সেই পথ দিয়ে চলতে শুরু করল। ঘোড়াগুলো হেঁটে হেঁটেই যায়, তবু ওদের মালিক অন্য একটা ঘোড়ায় চেপে ওদের পেছনে পেছনে যেতে লাগল, যাতে ওরা কোন অসুবিধায় না পড়ে। মাঝে মাঝে পাহাড়ী ঝর্ণার জল ছিটকে লাগছে গায়ে। পথটা মাঝে মাঝে বেশ আঁকাবাঁকা উঁচু নিচু। পাহাড়ের চূড়াগুলো তুষারাবৃত হয়ে আছে। তাল-তমালের মত পাইন-ফার্নের বৃক্ষগুলোও খুব বড় বড়। অনেক নিচে দেখা যায় রুপোলী রেখার মত পাহাড়ী নদী। বেশ লাগছে ওদের। এই নির্জন অচিন্তনীয় স্বর্গীয় পরিবেশে মনে হল ওরাই বোধ হয় প্রথম পায়ের স্পর্শ দিল। এই সৌন্দর্য্যের মহিমায়, সব যেন হারিয়ে যায়। মনে হয় এখানেই বুঝি পৃথিবীর সত্যিকারের শান্তি আছে, এটাই বুঝি প্রকৃত ধ্যানের স্থান।

পরের চার-পাঁচ দিন ওরা জেনেভা, বার্ন, ইণ্টারকেন, জুরিক প্রভৃতি জায়গায় ঘুরে বেড়ালো। একদিন ইটালীর সীমান্তে লেক লুগানোতেও বেড়িয়ে এল। পর্বত রেল ও কেব্‌ল্‌কারে এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে ঘুরে বেড়ালো। ক্যাথের স্কি করারও ইচ্ছে ছিল, কিন্তু যে জায়গায় ওরা স্কি করতে গিয়েছিল সেখানে বিরাট বরফের ধ্বসে কয়েকজন নিখোঁজ হওয়ায় আপততঃ স্কি করা বন্ধ আছে।

দেখতে দেখতে সাতদিন কেটে গেল সুইজারল্যাণ্ডে। অবশেষে জুরিখ থেকে বিমানে হিথ্‌রো ফিরে এলো ওরা। লণ্ডন থেকে ট্রেনে চেষ্টারফিল্ড ও স্টেশন থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওরা অনুপমের বাড়ীতে এল। ইতিমধ্যে অনুপম মিসেস তালুকদারকে বাড়ীর চাবি দিয়ে গিয়েছিল উনি ঐদিন অনুপমদের পৌছানোর অনেক আগেই বাড়ীতে এসে বাড়ী গোছগাছ করতে শুরু করলেন। মিসেস তালুকদারের সঙ্গে অনুপমের একটা বিশেষ মধুর সম্পর্ক আছে। সেটা দেওর ও বৌদির সম্পর্ক। অনুপমের নিজের বৌদি নেই, কিন্তু বিদেশে এমন একটা পাতানো বৌদি পাওয়া ভাগ্যের কথা। মিসেস তালুকদার প্রায়ই অনুপমকে বাড়ীতে ডেকে খাওয়ান। অনুপমও মাঝে মাঝে আবদার করে বলে—"বৌদি আজকে আলুপোস্ত ও কলাইয়ের ডাল খেতে চাই, বা দই ইলিশ।"

মিসেস তালুকদার অনুপমের আবদারকে উপেক্ষা করতে পারেন না। মিসেস তালুকদার বধূবরণ করে তুলবেন, এই তাঁর ইচ্ছে। বিয়ের পার্টির পরেইতো ওরা হনিমুন করতে সুইজারল্যাণ্ড চলে গেল, সুতরাং বিয়ের পর আজকেই ওরা গৃহপ্রবেশ করবে। অনুপম বৌদিকে আরো কিছু আয়োজন করতে বলেছিল। সুইজারল্যাণ্ডে থাকাকালীন ক্যাথরিন ট্রাউজার আর স্কার্ট পরেই ঘুবে বেড়িয়েছে, কিন্তু আজ ও শাড়ী পড়েছে, এমনকি মাথায় ঘোমটা দিয়েছে। কপালে লাল সিঁদূরের টিপ।

অনুপম ক্যাথকে আগে থেকেই বলে রেখেছিল যে গাড়ী থেকে নেমে খালি পায়ে তাকে বাড়ীতে ঢুকতে হবে ও বাড়ীর আত্মীয়-বন্ধুরা তাকে বরণ করবে। যথা সময়ে ট্যাক্সি এসে থামল বাড়ীর দোর গোড়ায়, গাড়ী থেকে নামতেই বরণডালা নিয়ে এগিয়ে এল বৌদি। ধান, দূর্ব্বা দিয়ে বরণ করলেন ক্যাথরিনকে, পঞ্চপ্রদীপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আরতি করলেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কয়েকজন বৌ শাঁখ বাজাতে লাগলেন। ক্যাথের মা ও বোনও এসেছেন আজ। ওঁরা অবাক বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন এই বরণ। বৌদি ফুল দিয়ে সাজিয়ে রেখেছেন সুন্দর করে। মাকে ও বোনকে দেখে ক্যাথ জড়িয়ে ধরল ওদের। এবার ক্যাথ বৌদির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। প্রায় কুড়িজন অতিথির সমাবেশ হয়েছে। সবাই খুবই পরিচিত। বৌদি ফুলকপির সিঙ্গাড়া আর ভেজিটেবিল চপ ভাজতে শুরু করলেন। এছাড়া সিমুই-র পায়েস ও রসগোল্লাও তৈরী করে রেখেছেন আগে থেকে। এসব দিয়েই

লাঞ্চের পর্ব শেষ হল। অনুপম অতিথিদের জন্য একটা সন্ধ্যা ভোজেরও আয়োজন করল। স্থানীয় একটা ভারতীয় রেস্তোরাঁয় ফোন করে কুড়িজন লোকের বিশেষ ভোজের অর্ডার দিল। এদেশে এসব সুবিধে আছে। খাবার ও পরিবেশন করার লোক সাতটা নাগাদ আসবে।

লাঞ্চের পর ক্যাথ প্রীতি-উপহারের প্যাকেটগুলো খুলতে শুরু করল। সে, অনু, বৌদি, ক্যারল ও অন্যান্য সকলে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথ থ্যাঙ্ক ইউ কার্ডের ওপরে উপহার দাতাদের নাম লিখে, নিচে নিজের নাম স্বাক্ষর করে, কার্ডগুলো ক্যারলকে দিতে থাকলো ঠিকানা লিখে ডাকে দেওয়ার জন্য। অজস্র উপহার জড়ো হয়েছে ঘরে। কফিমেকার, ভ্যানিটিব্যাগ, অ্যানিভার-সারী ক্লক, বাসন টিসেট, কসমেটিকস, ম্যানিকিওর সেট, পিকনিক সেট, বই, অ্যালবাম, রেকর্ড ও অজস্র ফুলের তোড়া—এছাড়া আরো অনেক কিছু। এবার বৌদির দেওয়া উপহারের বাক্সটা চোখে পড়ল—খুলেই দেখে খুব সুন্দর দু'রঙা একটা বেনারসী শাড়ী, সঙ্গে ব্লাউজ পিস ও চেলী। ক্যাথ শাড়ীটা খুলে দাঁড়িয়ে উঠে সেটার খানিকটা অংশ গায়ে জড়িয়ে বলে—"ভীষণ সুন্দর, তোমার কিন্তু এত দামী জিনিষ কেনা উচিত হয়নি, বৌদি।"

অনুপম বিয়ের আগেই বৌদিকে ক্যাথের জন্য সোনার নেকলেস, দুল ও বালা কিনে রাখার জন্য টাকা দিয়ে গিয়েছিল। লেস্টারে বেলগ্রেড স্ট্রীটে বিপিন জুয়েলার্স থেকে মানানসই অলঙ্কার কিনে রেখেছিল বৌদি। বৌদির রুচিবোধে অনুর অগাধ বিশ্বাস।

সন্ধ্যেবেলা বেনারসী শাড়ী ও ঝলমলে নেকলেস, দুল ও বালা পরে ক্যাথকে সত্যিই অপূর্ব দেখাচ্ছে। এই নব বধূর সাজ সকলকেই মুগ্ধ করল। সান্ধ্য ভোজেও সকলে তৃপ্ত ও আনন্দিত। এবার অনু ও ক্যাথ অতিথিদের অজস্র ধন্যবাদ জানাল। একে একে সবাই চলে গেল। ক্যাথের মা, ক্যারল আর মিঃ ও মিসেস তালুকদার আরো কিছুক্ষন থাকলেন। ক্যাথ সুইজারল্যাণ্ড থেকে কেনা সেই কুকু ক্লকটা, যেটার সঙ্গে চারটে ছোট ছোট পুতুল প্রতি ঘণ্টায় একটা সুন্দর মিউজিকের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নাচে, সেটা উপহার দিল বৌদিকে। অনু ক্যারলকে দিল একগাদা কসমেটিকস্ ও ভ্যানিটি ব্যাগ এবং একটা সুন্দর পোষাক। ক্যারল তো দারুন খুশি! রাত দশটায় সকলে বাড়ী চলে গেল। থাকল শুধু অনু আর ক্যাথ। আজকে থেকে এই বাড়ী পূর্ণ হল দুজনকে নিয়ে আর আজকের রাতটাও যেন শুধু ওদের দুজনের।

সাত

রাত শেষ হলে যেমন দিন আসে, অন্ধকারের পরে যেমন আলো আসে, আমাদের জীবনেও তেমনি আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলা চলছে অহরহ। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা কিংবা সাফল্য ও ব্যর্থতা চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে আসে জীবনে। জীবনটা গোলাপের পাপড়ি বিছানো শয্যা নয়। কখনও কখনও অপ্রত্যাশিত আঘাত আসে জীবনে, যার কোন সান্ত্বনা থাকেনা। কখনও কখনও আকস্মিক শোক এসে মানুষকে করে তোলে মর্মাহত। চোখের জল না ফেললে ভালবাসাকে উপলব্ধি করা যায় না। গভীর বেদনার মধ্যে দিয়েই সত্যিকার জীবন চেতনা মূর্ত হয়। কবির ভাষায় জীবনের সেই গানগুলোই সব থেকে মধুর যেগুলো বেদনার বাণী শোনায়। কিন্তু বেদনার মধ্যে কজনই বা পারে মধুরতার স্বাদ নিতে ?

অনুপম একমাস ছুটি নিয়েছে। কালকে শুতে বেশ রাত হয়েছিল তাই আজকে একটু দেরী করেই ঘুম ভাঙলো। হাসপাতাল যাবার তাড়া নেই। বেশ লাগছে। ক্যাথ ভোরে উঠে নিচে গেছে। ঘর সংসারের অনেক কাজ। সে এখন পুরোদস্তুর গৃহিণী। ওয়াসিং মেসিনে কিছু জামা-কাপড় ঢোকাতে হবে, বাইরে থেকে দুধ তুলতে হবে, কালকের কাপপ্লেটগুলো ডিস ওয়াসারে ঢোকাতে হবে—ইত্যাদি অনেক কাজ জমে আছে সকালে। এবার চা তৈরী করে। একটা ট্রের মধ্যে আজকের আসা চিঠিপত্র ও খবরের কাগজ নিয়ে ওপরে আসে বেডরুমে। অনুপম শুয়েশুয়ে রেডিওতে খবর শোনে। একটার পর একটা চিঠি দেখতে থাকে। হঠাৎ চোখে পরে একটা চিঠি লিখেছে রজত সেন। বহুদিন রজতের সঙ্গে যোগাযোগ নেই অনুর। অথচ রজত ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ছেলেবেলার খেলার সাথী। তাড়াতাড়ি সে চিঠিটা খুলে ফেলে—বেশ কয়েক পাতার চিঠি। চিঠিতে লেখা—

প্রিয় অনু,

কেমন করে শুরু করবো এই চিঠি ! জানিনা, কেনই বা এই চিঠি লেখার দায়িত্ব নিলাম আমি। ভীষণ যন্ত্রনায় ছটফট করছি। নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছে এ কথাগুলো তোকে যতক্ষণ না বলতে পারছি।

বিপাশার সঙ্গে আমার হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বিপাশাকে আমি ভালবাসতাম। বিপাশাও মনে মনে আমাকে ভালবাসতো, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারেনি কোনদিন। আমাদের এই ভালবাসার কথা আমার বা তোদের বাড়ীর আর কেউ জানেনা। মাসিমা যখন বিপাশার জন্যে পাত্র দেখতে শুরু করলেন, বারবারই বিপাশা প্রত্যাখ্যান করতে থাকে, তার পাত্র পছন্দ নয় বলে। একদিন মাসিমা বিপাশার সত্যিকার মনের কথাটা জানতে চাইলেন, আর তখনও বিপাশা মাসিমাকে কিছু বললো না, শুধু বললো যে, সে এখন বিয়ে করতে চায়না, তার জন্যে যেন পাত্র না দেখা হয়।

এর পরে বিপাশা আমাকে জিজ্ঞেস করে যে, সে তার মাকে কি উত্তর দেবে। আমি বুঝতে পারি বিপাশার মনের অবস্থা ও তার উৎকণ্ঠা। আমি বিপাশাকে বিয়ের প্রস্তাব দিই। কিন্তু এমন সময় আমাদের সেন পরিবারে বিনামেঘে বজ্রপাতের মতন একটা দুর্ঘটনা ঘটলো। ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল সেন পরিবারের ঐতিহ্য, যশ, প্রতিপত্তি ও ব্যবসা। আমরা কলকাতার যোধপুর পার্কে একটা পাঁচতলা বাড়ী করেছিলাম। তাতে দশটা ফ্ল্যাট ছিল। প্রতি ফ্ল্যাটের দাম ছিল পাঁচ লাখ করে। বাড়ীটা কমপ্লিট হয়েছিল। সব ফ্ল্যাটগুলোও বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। এই ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে দশলাখ টাকা আমাদের লাভ হয়।

একটি পরিবার—স্বামী, স্ত্রী ও এক সন্তান—ফ্ল্যাটে বসবাস করতেও শুরু করেছিল। এমন সময় শুরু হল প্রচণ্ড বর্ষা। কলকাতা জলে ভেসে গেল। যোধপুর পার্কেও বেশ জল জমে ছিল। হঠাৎ একদিন এক ঘূর্ণিঝড়ে ও প্রবল বৃষ্টিতে পাঁচতলা বাড়ীটা ভেঙে পড়ল। ফ্ল্যাটের তিনজন বাসিন্দা মারা গেল। সেন কনস্ট্রাকশন্ লিমিটেডের অধীনে একজন সাব কনট্রাকটর ঐ বাড়ীটা তৈরী করেছিল। নিশ্চয় তার কাজে ছিল ফাঁকি ও দুর্নীতি। কিন্তু তাকে চেনে কে? মূল অপরাধী পার পেয়ে গেল। দুর্ঘটনার সমস্ত দোষ এসে পড়ল সেন কনস্ট্রাকশনের ওপর। বাবাকে আটক করল পুলিস। থানাতেই বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়। সঙ্গে সঙ্গে ক্যালকাটা হসপিটালের করোনারী কেয়ারে বাবাকে ভর্ত্তি করা হয়। ডাক্তার বলল, ম্যাসিভ করোনারি থ্রম্বোসিস। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই চলতে থাকলো কিছুদিন। বাবা বেঁচে উঠলেন, কিন্তু হারালেন সম্পূর্ণ মনোবল। জামিন পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে মিঃ বসু, বাবার বন্ধু ও নামকরা ব্যবসায়ী, বাবাকে একলাখ টাকার জামিন দিলেন।

বাবা ছাড়া পেলেন, কিন্তু মামলা চলার পর হার হলো আমাদের। কোর্টের রায়—আমাদের পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং অনাদায়ে জেল খাটতে হবে। আমাদের অবস্থা তখন ঠিক পাগলের মত! কি করবো, কোথায় যাবো! অবশেষে শান্তিপুরের বাড়ীটা তিরিশ লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দেওয়া হল ও দশ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স থেকে নেওয়া হল। চল্লিশ লক্ষ টাকা যোগাড় হল, কিন্তু তখনও দশ লক্ষ টাকার দরকার।

মিঃ বসু প্রস্তাব দিলেন যে, যদি আমি ওনার একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করি, তাহলে উনি যৌতুক হিসেবে দশ লক্ষ টাকা দেবেন। মিঃ বাসুর মেয়ে কালো ও মোটা, দাঁত উঁচু, অত্যন্ত ঝগড়াটি প্রকৃতির, বুদ্ধিসুদ্ধিও নেই। কোনরকমে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে। বাবাকে জেলখাটার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আর সেন পরিবারের ঐতিহ্য, যশ ও সুনাম রক্ষার জন্য, বাবার, মার আর মিলির মুখের দিকে তাকিয়ে আমি ঐ বিয়েতে রাজী হয়ে গেলাম। বিপাশার প্রতি এই অবিচারের জন্য আমি যে কি মর্মাহত হয়েছিলাম তা তোকে বোঝাতে পারবনা। বিপাশাকে একান্তে ডেকে যখন সব বললাম, তখন সে অঝোরে কাঁদতে লাগল। তারপর সব শুনে আমাকে ক্ষমা করেছিল। এর কিছুদিন বাদে শুনলাম, বিপাশা ধানবাদে একটা কোলিয়ারী স্কুলে শিক্ষকতার চাকরী নিয়েছে।

ইতিমধ্যে আমরা শান্তিপুরের বাড়ী বিক্রী করে বালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে এসে উঠলাম। বাবার সাধের মারসিডিজ বিক্রি করে দেওয়া হল। মিলি একটা মার্চেন্ট অফিসে চাকরী নিল। এম. এ পাস করার পর ওকে ডি ফিল করতে বলেছিলাম, কিন্তু করল না। মিলির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মিলি একদম সাজেনা। তাঁতের শাড়ী পরে। মাঝে মাঝে বেলুড় মঠে যায়। বিয়ে করবে না, বলে দিয়েছে।

আমার মধ্যে অনবরত একটা বিবেকের দংশন হতে লাগল। একটা ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকের পর বাবাকে জেল খাটতে হবে এটা যে কি বিরাট লজ্জা ও দুশ্চিন্তা তা অন্য কারোকে বোঝানো যাবে না। অন্যদিকে বিপাশার প্রতি-অবিচারের শাস্তি হল আমার বিবেকের দংশন, যার জ্বালায় আমি আজও দগ্ধ। ইতি মধ্যে দশ লাখ টাকা ঋণের জন্য আমি বিভিন্ন ব্যাঙ্কে ছোটাছুটি করছিলাম। পাঁচ লাখ টাকার ঋণ পেলাম আর পাঁচ লাখ টাকা মা'র আর মিলির সমস্ত গয়না বন্ধক রেখে যোগাড় করলাম। বাবাকে

বাঁচাতে হবে আর বিপাশার ওপরও সুবিচার করতে হবে। আমি মরিয়া হয়ে গেলাম।

সেদিন ছিল সোমবার। প্রায় বারোটা নাগাদ অনিরুদ্ধ আমার অফিসে এসে হাজির হল। ওর মুখে একটা উদ্বিগ্ন ভাব দেখে জিজ্ঞেস করলাম—"তোমাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে—কি ব্যাপার?"

অনিরুদ্ধ বলল যে কিছুক্ষণ আগে সে ট্রাঙ্ককল পেয়েছে ধানবাদ থেকে। বিপাশাকে হঠাৎ কোলিয়ারী হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় এবং ডাক্তার বলেছে যে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে। এর বেশী খবর সে জানেনা।

নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বেশ বাড়াবাড়ি হয়েছে এবং এই মুহূর্তে আমাকে কি করতে হবে সেটা ঠিক করে ফেললাম। প্রথমে আমি কলকাতার একজন নামকরা চিকিৎসককে ফোন করে বললাম যে বেলভিউ নার্সিং হোমে একজন রোগী ভর্তি হবে, যার অবস্থা সঠিক জানা যাচ্ছে না। উনি যেন সেই রোগীর চিকিৎসা করেন। এরপর বেলভিউতে একটা বেড বুক করে ফেললাম। বাড়ীতে বাবাকে ফোন করে জানালাম যে এই মুহূর্তে আমাকে ধানবাদ যেতে হবে অনিরুদ্ধের সঙ্গে। সবশেষে শান্তিপুরের স্থানীয় ডাক্তারবাবুকে অনুরোধ করলাম ফোনে অনিরুদ্ধর মাকে খবরটা দিতে যে অনিরুদ্ধ ধানবাদে গেছে। এবার আর কোন সময় নষ্ট না করে আমি অনিরুদ্ধকে নিয়ে আমার অ্যামবাসাডারে রওনা হলাম ধানবাদের পথে। যতটা সম্ভব দ্রুত বেগে জি. টি. রোড ধরে গাড়ী ছুটতে লাগল। মাঝে পানাগড়ের কাছে একবার তেল নিতে হল। তারপর আবার হুহু করে করে ঝড়ের বেগে পৌছলাম ধানবাদের কোলিয়ারী হাসপাতালে।

উঁচু রেলিং দেওয়া একটা বিছানায় বিপাশা শুয়ে আছে। আধখোলা আধবোঁজা দুটি চোখে চারদিকে কিছু দেখার চেষ্টা করছে। অচৈতন্য না হলেও অবচেতন মনে হল। আমাদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, কিন্তু আমাদের চিনতে পারল না। ওর মুখে এক কালিমার চিহ্ন, চোখের কোল বসে গেছে। মাঝে মাঝে মুখটা বিকৃত করছে, মাঝে মাঝে দেহের কোন কোন অংশে খিঁচুনি হচ্ছে। মুখের মধ্যে জমে আছে যন্ত্রণার চিহ্ন। আগের বিপাশাকে যেন চেনাই যায় না! স্যালাইন-ড্রিপ চলছে। বেডের পাশে অক্সিজেন সিলিণ্ডার রয়েছে। আমরা ডাক্তার ও নার্স

-এর সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁরা জানালেন গতকাল ক্লাসে পড়াতে পড়াতে বিপাশার অসম্ভব মাথার যন্ত্রণা শুরু হয় ও প্রায় অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকরা আগে নাকি তাকে কয়েকবার মূর্চ্ছা যেতেও দেখেছিল। প্রথমে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দেওয়া হয় ও কোন উন্নতির লক্ষণ না হওয়ার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

বাড়ীর ঝি বলেছে ইদানীং বিপাশার নাকি প্রায় মাথার যন্ত্রনা হতো ও সে জন্যে ও প্রায় অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট খেতো। তাছাড়া বিপাশা খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও খুব অবেহেলা করত। অনেক দিন রান্না করার সুযোগ হতো না। অনেকদিন খেতোও না। ডাক্তার আমাদের বলেন যে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ক্যাট-স্ক্যান করাতে হবে, কোন ব্রেন টিউমার হয়েছে কিনা দেখার জন্য। প্রথমে ভেবেছিলাম বিপাশা বোধ হয় আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে গাড়ীতেই আসতে পারে কিন্তু বিপাশাকে দেখার পর তা অসম্ভব মনে হল। ডাক্তার বাবু এ্যাম্বুলেন্স ঠিক করে দিলেন ও একজন নার্সকেও সঙ্গে দিয়ে দিলেন। ডাক্তারবাবুও আসতে চেয়ে ছিলেন, কিন্তু ওয়ার্ডে অনেক খারাপ খারাপ রোগী থাকার জন্য আসতে পারলেন না। অনিরুদ্ধ এ্যাম্বুলেন্সে থাকল নার্সের সঙ্গে। আমি ওদের পেছন পেছন গাড়ী নিয়ে আসতে থাকলাম। মেমারর কাছে এসে রাস্তার ধারে এ্যাম্বুলেন্সটা দাঁড়ালো। আমি ও গাড়ী থামিয়ে গেলাম দেখতে কি ব্যাপার।

বিপাশার আবার খিঁচুনি শুরু হয়েছে। মাথাটা অনবরত নাড়াচ্ছে, মুখ দিয়ে লালা পড়ছে। চোখগুলো ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। ডাক্তারবাবু নার্সকে বলে রেখেছিলেন যে এই অবস্থা হলে ভ্যালিয়াম ইনজেকশন্ দিতে। নার্স ভ্যানের মধ্যে ভ্যালিয়াম ইনজেকশন্ দিল ও কয়েক মিনিটের পরে ফিট থেমে গেল। রাত বারোটা নাগাদ বেলভিউতে ভর্তি করা হল বিপাশাকে। বিশেষজ্ঞ এসে দেখলেন ও বললেন এখুনি লামবার পাঞ্চার করতে হবে ও সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড পরীক্ষা করতে হবে। বিপাশার দুই হাঁটু ও ঘাড় বেশ শক্ত হয়ে গেছে। অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। লামবার পাঞ্চার ও ফ্লুইড পরীক্ষার পর বেলভিউ-এর প্যাথোলজিষ্ট বললেন—যে বিপাশার টিউবার-কিউলাস মেনিনজাইটিস হয়েছে এবং খুব এডভান্সড্ স্টেজ। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত পরীক্ষা, এক্সরে, স্ক্যান প্রভৃতি নানান পরীক্ষা করা হল। কলকাতার সব থেকে নাম করা নিউরোলজিস্টকে ডাকা হল। চিকিৎসাও শুরু হল, কিন্তু

বিপাশার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হতে লাগল। ওকে ভেন্টিলেটারে রাখা হল। মাসিমা এলেন। আমি, মাসিমা, অনিরুদ্ধ, মিলি ও প্রাইভেট নার্স সারা রাত সেখানে বসে রইলাম। কিন্তু এত কিছু সত্বেও বিপাশা ভোরের আলো ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেল।

অনুপম আর শেষ করতে পারলনা চিঠিটা। সে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো—"বিপাশা নেই, বিপাশা চলে গেছে, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।"

অনুপমের হঠাৎ কান্না শুনে ক্যাথরিন ছুটে আসে জড়িয়ে ধরে অনুকে। বুদ্ধিমতী মেয়ে সে, বুঝতে পারে চিঠিতে রয়েছে কোনো দুঃসংবাদ। কিছুক্ষন বাদে অনু নিজেকে একটু সামলে বলে বিপাশার মৃত্যুর কথা। বিপাশার মতন একটা নবীন জীবন এইভাবে অকালে শেষ হয়ে যাবে, সেকথা ভাবা যায় না। মর্মাহত হয় অনু। অদ্ভুত এক বিষন্নতা তার সমস্ত শরীর ও মন আচ্ছন্ন করে। চোখের জল পড়তে থাকে টপ্ টপ্ করে। চোখদুটো তার লাল হয়ে যায়। চিঠিটা আবার পড়তে চেষ্টা করে সে। কিন্তু সবই ঝাপসা মনে হয়। রজত আরো লিখেছে যে—বিপাশার বাড়ীর ঝি-র স্বামী টিবি রোগে ভুগছিল। ঝি-এর শরীরেও হয়ত ছিল টিবির জীবানু। রজত লিখেছে—ভাই অনু বিশ্বাস কর, বিপাশার জন্য চিকিৎসার যা কিছু সম্ভব, সবই ব্যবস্থা করেছিলাম কিন্তু তবু তাকে বাঁচাতে পারলাম না। আর সব থেকে অনুশোচনার কথা হল—আমি মিঃ বাসুর কন্যাকে বিয়ে করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলাম ও ভেবেছিলাম ধানবাদে গিয়ে বিপাশাকে আবার ফিরে পাব ও কলকাতায় চিকিৎসার পর ওকে আর ধানবাদে ফিরে যেতে দেবো না।

অনু মনে মনে বিপাশার পুরোনো সব স্মৃতির কথা ভাবতে থাকে। বাবার মৃত্যুর পর বিপাশা বেশ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল। তার পর অনুর বিলেতে চলে যাওয়ার পর সে আরো বেশী মনমরা হয়ে গিয়েছিল। তার পর রজত যখন পরিস্থিতির চাপে তাকে প্রত্যাখ্যান করে তার পর থেকে সে ভীষণ বিমর্ষ ও হতাশাগ্রস্থ হয়ে যায়। জীবনের পিতৃহীনতার শোক, দাদার বিলেতে চলে যাওয়ার জন্য তার নিঃসঙ্গতা আর ব্যর্থ প্রেম তাকে দিনে দিনে

দুর্বিষহ করে তুলে ছিল। মায়ের সামনে তার এই চরম ও নিদারুন হতাশা, শোক ও ব্যর্থতা নিয়তির কাছে হেরে যাওয়াকে কিছুতেই সম্বরণ করতে পারছিল না। তাই ধানবাদে গিয়েছিল নীরবে চোখের জল ফেলতে। তার মানসিক বেদনা ও শরীরিক অবহেলায় তার জীবনের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়েছিল, তার সেই জন্যই সে সহজে আক্রান্ত হয়েছিল ঐ সংক্রামক ব্যাধিতে। এই ভাবে মনের অসুখ থেকেও টিবি হতে পারে।

অনু এবার চিঠির শেষ অংশটুকু পড়বার চেষ্টা করে। চিঠির ওপর তার চোখের জল চিঠির অনেক অক্ষরকে ঝাপসা করে দিয়েছে—অনু, বিশ্বাস কর ভাই, তোদের সকলের প্রতি আমাদের পরিবারের একটা বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আছে, আর তাছাড়া বিপাশা এবং আমি হৃদয় দিয়ে একে অপরকে ভালবেসেছিলাম। ওকে আমি বিয়ে করতাম, সব বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করেও। মিঃ বাসুকেও আমার মনের কথা সব খুলে বলি ও উনি প্রথমে খানিকক্ষন চুপ করে বসে থাকেন। তারপরে আন্তরিক ভাবে আমাকে আশীর্বাদ করেন।

একবার অনুপম বিপাশাকে জিজ্ঞেস করেছিল—"বিপাশা, তোর কোন বয় ফ্রেণ্ড আছে? তুই কাউকে ভালোবাসিস?"

বিপাশা বলেছিল—"দাদা, জানিনা এটার নাম ভালোবাসা কিনা, তবে রজতদার ওপর কেমন যেন দুর্বলতা আছে আমার। ওর মধ্যে তাজা টগবগে প্রাণ আছে গতি আছে,—জীবনটাকে সবসময় একটা গতির ছন্দের মধ্যে চঞ্চল করে রাখে, থামতে দেয় না।"

অনুপম কথাটা শুনে খুব খুশি হয়নি। যদিও রজত অনুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও রজতকে সে খুবই ভালোবাসে। কিন্তু রজতের জীবনধারাটা ওর পছন্দ নয়। ও ড্রিংক করে, নানান পার্টিতে যায়, নাইট ক্লাবে যায়, অনেক মেয়ে বন্ধুও আছে। এসব অবশ্য ওর ব্যবসার জন্যও অনেক সময় করতে হয় আবার আভিজাত্যের চাপে পড়েও। প্রেম ভালোবাসার ব্যাপারে রজত কতটা সিরিয়াস, সেটা অবশ্য অনু জানে না। সে জন্য বিপাশাকে অনু বাধা দেয়নি, কিন্তু প্রেরণাও দেয়নি। রজতের সঙ্গেও এবিষয়ে কোন কথা বলেনি।

অনু আবার রজতের চিঠিটা পড়তে শুরু করে—ভাই অনু, হয়ত এসব কথা তোকে না জানালেও পারতাম কিন্তু বিশ্বাস কর, নিজেকে আমার এত

বেশী অপরাধী মনে হচ্ছে যে যতক্ষন না তুই আমাকে ক্ষমা করবি, আমার এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবনা। বার বার মনে হচ্ছে ওর মৃত্যুর জন্য যেন আমিই দায়ী।

সব শেষে জানাই তোর বিয়েতে আন্তরিক অভিনন্দন। তোকে আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তোদের বিবাহিত জীবন মধুর হোক, সার্থক হোক। আমরা খুবই খুশি হব তুই যদি ক্যাথরিনকে নিয়ে শান্তিপুরে আসিস। ওকে দেখার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব। তাছাড়া আমার একটা বিশেষ অনুরোধ যে, মাসিমার এখন মনের যা অবস্থা, মাসিমা যে রকম শোকাচ্ছন্না, এই অবস্থায় কিছুদিনের জন্য তোর অবশ্যই আসা দরকার। তোর ও ক্যাথরিনের প্রতীক্ষায় রইলাম।

ইতি

রজত॥

দু-তিন ঘণ্টা কেটে যায়। চোখ বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে থাকে অনু। বিপাশার সব স্মৃতি একের পর এক তার মনের গভীরে ভেসে উঠছে। অনেক ছেলেবেলায় একবার গ্রামে দুর্গাপুজো দেখতে গিয়েছিল। অনেকটা পথ হাঁটতে হাঁটতে পাঁচ বছরের বিপাশা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, অনু তখন তিনমাইল রাস্তা ওকে কাঁধে করে নিয়ে হেঁটেছিল। আর একবার মনে আছে, অনু অনিরুদ্ধ ও বিপাশা সার্কাস দেখতে গিয়েছিল—কিন্তু হঠাৎ কেমন করে সার্কাসের তাঁবুতে আগুন লেগে যায়। বিপাশা ও অনিরুদ্ধকে কেমন করে সেই আগুনলাগা তাঁবু থেকে উদ্ধার করেছিল। একবার পূজোর সময় বিপাশার খুব জ্বর হয়েছিল। চার দিন বিছানা থেকে উঠতে পারেনি সে। অনু সর্বক্ষণ বিপাশার সঙ্গে ছিল। মাথায় জলপট্টি দিয়ে হাতপাখা নিয়ে বাতাস করত। এমনি করে অজস্র স্মৃতি অনুর মনে আসতে থাকে। অনিরুদ্ধ ছিল মায়ের বেশি ঘনিষ্ঠ আর বিপাশা ছিল বাবার। তাই বাবার মৃত্যুর পর বিপাশা খুব ভেঙে পড়েছিল। ওর মধ্যে এক বিরাট শূন্যতা এসেছিল। অনু অবশ্য সাধ্যমত ওকে সেই শূন্যতাকে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতো। কিন্তু অনু বিলেত চলে যাবার পর বিপাশার সেই নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতাবোধ বেড়ে গিয়েছিল আরো অনেক। আর সেই অবস্থায় হয়ত বিপাশা রজতের কাছ থেকে সহানুভূতি ও ভালবাসা পেয়ে আবার বাঁচবার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু তার পরে এল আবার আঘাত। ব্যর্থ হল ভালবাসা। পেলনা ভালবাসার স্বীকৃতি,

পেলনা প্রেমের কোনও মূল্য। ভালবাসার সম্পর্ক এত সহজেই যে ভেঙে যেতে পারে, সেটা সে ভাবতেই পারেনি। রজতের কাছে সে কোন দাবীর প্রশ্ন তোলেনি, প্রেমের কোন পুরস্কার চায়নি, শুধু নীরবে মেনে নিয়েছে রজতের আর্তিকে। রজতকে সে বুঝতে দেয়নি যে কতটা মর্মাহত হয়েছে সে। তাই সে নিজেকে সকলের কাছ থেকে আড়াল করে সঙ্গোপনে নীরবে, নিভৃতে চোখের জল ফেলতে চেয়েছিল।

প্রায় বারোটা বাজে। ক্যাথরিন বুঝতে পারে যে এই অবস্থায় অনুকে লাঞ্চের কথা বলা ঠিক নয়। অনেকক্ষণ অনুর পাশে বসে থাকে সে। অনুর মাথা ও কপালে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। ক্যাথ বলে—"চলো আজকে আমরা চার্চ যাই বিপাশার আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করে আসি।"

বাইরে কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। দিনের আলো বেশ কমে এসেছে। ঝির্ ঝির্ করে একটানা বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। আকাশের দিকে তাকিয়ে আকাশটাকে ভীষণ বিমর্ষ মনে হচ্ছে অনুর। শ্রাবণের ধারার মত বৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে হারানোর তীব্র বেদনায় প্রকৃতি কাঁদছে। অনু আর ক্যাথ কনসারভেটরীতে বেতের চেয়ারে এসে বসলো। প্রকৃতির এই কান্নার সঙ্গে অনুর হৃদয়ও বুঝি এক গভীর শোকে ও বেদনায় ভিজে যাচ্ছে। অনুর মনের মধ্যেও যেন একটা মৃত্যুর হিমশীতল অনুভব আসছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে তার হৃদয়ের গভীরে একটা ঘূর্নিঝড়ের হাহাকার তাকে এক মহাশূন্যতার দিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অনু এবার তার জীবন চেতনার দার্শনিক চিন্তা দিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। অনু নিজেকে প্রশ্ন করে মৃত্যু কি একটা পূর্ব নির্দ্ধারিত ঘটনা? না কি মানুষের জ্ঞান-গরিমার বাইরে অব্যক্ত ও অবশ্যম্ভাবী একটি মানবীয় সত্য। এর উত্তর কেউ জানে কি? অনুর তা জানা নেই। আস্তিক্যবাদের সেই 'তিনি'র অন্বেষন করতে চায় অনু, যার মধ্যে আছে এক মহানন্দের গান, যার মধ্যে আছে এক মহাসৌন্দর্য্যের ধ্যান, যার মধ্যে আছে এক মহাশান্তির দীপ্তি। যে বিশ্বকর্মা মানবদেহের জন্ম দেন, তিনিই যোগান আহার আর যে মহিমাময় তিনি মানুষকে শোক ও বেদনা দেবেন, তিনিই দেবেন সহণশীলতা, তিনিই দেবেন সান্ত্বনা আর তিনিই দেবেন সেই শক্তি, যার সাহায্যে মানুষ এই পার্থিব শোক, দুঃখ ও বেদনা থেকে মুক্তি পেতে পারে।

অনুপম রবীন্দ্রনাথের গীতবিতানের একটা ব্রহ্মসংগীত ক্যাথকে পড়ে শোনায় ও ইংরাজীতে তার ব্যাখ্যা করতে থাকে। —এই কথাগুলো অনুপমের কাছে যেন এক মহাজীবনের মন্ত্র। এর মধ্যে থেকেই মানুষ খুঁজে পাবে তার জীবন-দেবতাকে।

অনু পড়তে শুরু করে,

অন্তর মম বিকশিত করো,
অন্তরতর হে ॥
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো,
সুন্দর করো হে ॥

অনু সবসময় নিজেকে বিকশিত করতে চায়, নিজেকে সুন্দর করতে চায়, নিজেকে নির্মল করতে চায়। শুধু তাই নয়, যারা অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে আছে, যারা সংস্কারের সংক্রামক ব্যধিতে ভুগছে, যারা অহঙ্কারের মিনারে বসে আছে আর হীনমন্যতার চোরাবালিতে ডুবে যাচ্ছে, তাদের উদ্দেশেও অনু বলে "তোমরা বিকশিত হও।"

বিকেলের দিকে অনু ও ক্যাথ চার্চে গিয়ে অনেকক্ষন বসে থাকে ও ভিকারের কাছে গিয়ে সান্ত্বনাবানী শোনে। রাতে ওরা ঠিক করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দু-তিন সপ্তাহের জন্যে কলকাতা ও শান্তিপুর যাবে। দুদিন বাদেই এরোফ্লোটে দুটো রিটার্ন টিকিট পাওয়া গেল। অনু প্রথমে একাই যেতে চেয়েছিল, কিন্তু ক্যাথ ও যেতে চাইল ওর সঙ্গে। আর ক্যাথকে না নিয়ে যাওয়ার কোন যুক্তিও অনু খুঁজে পেল না। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে ক্যাথকে নিয়ে ভারতে একেবারে ফিরে যায় সে। মাও খুব খুশি হবেন তাতে। ক্যাথ অবশ্য ভারতের সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশে কতটা মানিয়ে নিতে পারবে, সেকথা জানে না।

হিথ্‌রো থেকে বুধবার বেলা এগারোটার সময় প্লেন ছাড়ল। প্রায় চার ঘণ্টা বাদে মস্কো পৌঁছালো। এরোফ্লোটে যাবার সব থেকে বড় অসুবিধে হল মস্কোতে প্রায় আট ঘণ্টা বসে থাকতে হয়। বৃহস্পতিবার বেলা তিনটের সময় দমদমে নামলো এরোফ্লোট। কাষ্টমস্ চেকিং। এরপর বাইরে এসে অনু ও ক্যাথ দেখতে পেল রজতকে, অনিরুদ্ধকে, মাকে ও আরো কিছু আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে। অনুর চোখ চারিদিকে একবার দেখে নিল। মিলি

আসেনি। মাকে দেখে জড়িয়ে ধরলো অনু আর মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তারপর ক্যাথরিনের সঙ্গে মায়ের ও সকলের পরিচয় করিয়ে দিল অনু। রজতের অ্যামবাসাডরে রজত, অনিরুদ্ধ, ক্যাথ, মা আর অনু সোজা শান্তিপুর চলে গেল। পেছনের সিটে বসে ক্যাথ মাকে জড়িয়ে ধরে অনেক সান্ত্বনা দিতে থাকল। অনুর মা ইংরাজী বলতে না-পারলেও মোটামুটি বুঝতে পারেন। পরিবেশটাকে হালকা করার জন্য বিপাশার কথা কেউ আর তুলতে চাইল না।

রজত বলল, "ক্যাথরিন, তোমাকে পেয়ে আমাদের ভীষণ আনন্দ হচ্ছে, কতদিন থাকবে ?"

ক্যাথ বলে, "অনুর মুখে তোমার কথা শুনে শুনে তোমাকে আমার একদম অচেনা মনে হচ্ছে না। তোমার কি পেশা, কি নেশা, কি ভালবাস সবই আমি জানি।" একটুক্ষন চুপ করে ক্যাথ আবার জিজ্ঞেস করে— "আচ্ছা, মিলি এলনা কেন ?"

রজত বলে, "মার্চেণ্ট অফিসতো, তাই ছুটি পাওয়া মুস্কিল"।

ক্যাথ এবার অনিরুদ্ধকে উদ্দেশ্য করে বলে, "আমি জানি, তোমার স্কুটার কিনতে না পারার দুঃখটা এখনও ভুলতে পারছনা, তাই না ?"

অনিরুদ্ধ অবাক হয়ে বলে, "দাদা তুমি বৌদিকে সেকথাটাও বলেছো ?"

ক্যাথ বলে, "তুমি এখন বড় হয়ে গেছ, এখন তোমার একটা স্কুটার থাকতে পারে। আমি তোমাকে একটা স্কুটার কিনে দেবো।"

ক্যাথ এবার মাকে উদ্দেশ্য করে বলে—"তোমার কাছে আমাকে অনেক রান্না শিখতে হবে—যেমন—শুকতো, আলুপোস্তো, মাছের ঝাল ইত্যাদি। ওগুলো অনুর খুব প্রিয়, কিন্তু ওসব আমি ত' রান্না করতে জানিনা।"

রজত বলে, "মেমসাহেব বৌ তোকে শুকতো রেঁধে খাওয়াবে, বেশ-আবদার।" এবার সকলে হেসে ওঠে। অনু ছাড়া। অনু চুপ করে বসে থাকে গাড়ীর সামনের সিটে। রজত গাড়ী চালাচ্ছে। খানিক্ষণ গাড়ী চালানোর পর রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানের পাশে গাড়ী থামায়। মাটির ভাঁড়ে চা এনে ক্যাথরিনকে দেয়।

ক্যাথ বলে, "ভেরী একসাইটিং।"

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ ওরা অনুপমদের শান্তিপুরের বাড়ীতে এসে পৌছালো। সবাই জানে অনু মেম বিয়ে করেছে। তাই পাড়া-প্রতিবেশী

অনেকে জড়ো হয়েছিল ওদের বাড়ীর সামনে—মেমসাহেব কনেবৌ দেখবে বলে। গাড়ীটা বাড়ীর কাছে আসতেই হুমড়ি খেয়ে পড়লো সেই জনতা গাড়ীর ওপর। কোন রকমে গাড়ী থেকে নামলো সকলে। অনেকে বলল —"দাদাবাবু প্রণাম হই", কেউ বলে "অনুদা কেমন আছেন", কেউ বলে "বাবা অনু ভাল আছ ত", কেউ বলে "খুব সুন্দরী বউ হয়েছে", ইত্যাদি। ভিড় কমলে তারা বাড়ীতে প্রবেশ করলো।

সারা সন্ধ্যা অনু মা আর অনিরুদ্ধর সঙ্গে গল্প করল। বাড়ীর ঝি সকলকে চা দিয়ে গেল। অনু আর রজত চলে গেল ছাদে। একটা মাদুর পেতে দুহাত মাথার নিচে রেখে শুয়ে থাকলো অনু। ছাদের পাঁচিলের কাছে গিয়ে একটা সিগারেট ধরালো রজত ও জিজ্ঞেস করল—"খাবি অনু একটা সিগারেট ?"

অনু বলে, "বহুদিন খাইনি তোর সিগারেট, দে একটা।"

রজত অনুর কাছে এসে ওকে একটা সিগারেট দেয়।

অনু দেখে বলে—"আরে, এত ডানহিল নয়, এতো দেশী উইলস ফিলটার দেখছি।"

রজত বলে—"হ্যাঁ ভাই, বিদেশী সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।"

অনু বলে, "বোস আমার কাছে।"

রজত এসে বসে অনুর পাশে। রজত দেখে অনুর চোখে জল। রজতের চোখেও জল টলমল করছে। অনু রজতের একটা হাত নিজের হাতে চেপে ধরে থাকে কিছুক্ষন। তারপর বলে, "তোর চিঠি পড়েই বুঝতে পেরেছি তুই কত ভালবাসতিস বিপাশাকে। আজকে তোর এই চোখের জলই তার সাক্ষী। পরম দুর্ভাগ্য যে বিপাশাকে আমরা হারিয়েছি, কিন্তু এরজন্য তোর কোনও দোষ নেই। এরজন্য তোর নিজেকে অপরাধী মনে করার কোনও কারণ নেই। বরং আমারই নিজেকে ছোট মনে হচ্ছে যে আমি তোকে খানিকটা ভুল বুঝেছিলাম। তুই বিপাশাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্যে যা করেছিস, তার কোন তুলনা হয়না। অতি আপনজনও এতখানি করতে পারেনা। আমার গর্ব হচ্ছে, আমাদের পরিবারের এমন একজন বন্ধু আছে ভেবে। ক্ষমার কথা বলে আমাকে লজ্জা দিস না। আমাকে ছোট করিস না। তুই কথা দে রজত যে আমাদের এই বন্ধুত্ব যেন আরো ঘনিষ্ঠ হয়, একে আমরা যেন কখনও নষ্ট না করি। তুই কথা দে, আমাদের

উভয়ের বিপদে আপদে, ও দুঃখ-শোকে আমরা সমব্যথী হব। আমাদের আনন্দের দিনে আমরা সেটা সমান ভাগে ভাগ করে নেবো।"

রজত বলে, "কথা দিলাম। এখন যেন আমার খুব হালকা মনে হচ্ছে।"

অনু বলে, "পাঁকের মধ্যেই পঙ্কজ ফোটে, জল পেলে মরুভূমিতেও ফসল ফলে। আমাদের মনকেও বিকশিত করলে সব গ্লানি দূর হয়ে যায়, মনটা পবিত্র হয়, নির্মল হয়।"

রজত বলে, "আমি সব ছেড়ে দিয়েছি অনু। পার্টিতে যাওয়া, নাইট ক্লাবে যাওয়া, ড্রিঙ্ক করা সব। বিশেষ করে যখন কথা দিয়েছিলাম বিপাশাকে বিয়ে করবো বলে।"

অনেক রাত পর্যন্ত দুই বাল্যবন্ধুর মধ্যে অনেক মান-অভিমান ও সেন্টিমেণ্টাল কথাবার্তা হল। রজত আজ রাতে এ বাড়ীতে থাকবে। রাত দশটার সময় অনুর মা খাওয়ার টেবিলে অনু, ক্যাথ, রজত ও অনিরুদ্ধকে খাবার পরিবেশন করতে লাগলেন। খাওয়ার টেবিলে অনেক গল্প হল। খেতে খেতে অল্পক্ষনের জন্য লোড্ শেডিংও হয়ে গেল।

অনিরুদ্ধ বলে, "এখানে এসব প্রায়ই দেখতে পাবে বৌদি।"

মোমবাতির আলোয় নৈশ ভোজ শেষ হল। অনুর মা ছাড়া সকলেই ছাদে গেল। ওপরে তারায় ভরা আকাশ। গোল থালার মত চাঁদ উঠেছে। ছাদের চারদিকে নারকেল গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে বসন্তের হাওয়া বইছে। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ও মাঝে মাঝে মশার ভন্ ভন্ শব্দ কানের মধ্যে এক বিচিত্র সংগীতের সৃষ্টি করছে। অনেক দূরে আবছা আবছা গঙ্গাকে দেখা যাচ্ছে। বাড়ীর আশেপাশে অজস্র কৃষ্ণচূড়ার গাছে গাছে রক্তের মত থোকা থোকা ফুল ফুটে আছে। সকাল হলেই চোখে পড়বে ওগুলো। বাগানের গন্ধরাজ, হাসনাহানা ও যুঁই ফুলের মিষ্টি গন্ধ আসছে বাতাসের সঙ্গে। মশার অত্যাচারে ছাদের ওপর এই নৈশ-বৈঠককে ভাঙতে হল। মশারীর মধ্যে শুতে হল ক্যাথ আর অনুকে। এটাও একটা নতুন অভিজ্ঞতা ক্যাথের।

সকালবেলা সকলে ওঠার আগেই ক্যাথরিন বেডটি করে মাকে, অনিরুদ্ধকে আর অনুকে দিয়ে এলো। অনিরুদ্ধ এবং তার মা অভিভূত হল ক্যাথের এই আন্তরিকতায়। শুধু তাই নয়, ধীরে ধীরে অনেক ধরণের কাজ শিখে নিলো ক্যাথ ও কয়েকদিনের মধ্যেই সে অনিরুদ্ধ এবং তার মায়ের মন

জয় করে ফেললো। ঘরদোর পরিষ্কার, বিছানা করা এমনকি রান্নার কাজেও সক্রিয়ভাবে অংশ নিলো ক্যাথ। তুপুরবেলা চারজনে মিলে খাটে বসে ব্রিজ খেলতে শুরু করে দিল মাঝে মাঝে। বাইরে ঘরে ভাঙা পিয়ানোটার ঝুল ঝেড়ে বাজাতে শুরু করলো পিয়ানো। বিপাশার মৃত্যুর সঙ্গে এবাড়ীতে যে একটা বিষন্নতা নেমে এসেছে, কাজের মধ্য দিয়ে, খেলার মধ্য দিয়ে, গল্পের মধ্য দিয়ে, হাসির মধ্য দিয়ে সে তাকে মুছে দিতে চাইলো। সন্ধ্যেবেলা শাঁখ বাজানোটাও শিখে ফেললো।

সেদিন অনু গেল কলকাতায় রজতের বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে। সেদিন ছিল রবিবার। সকাল সকাল বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। অনু একাই গেল। ক্যাথ থাকলো বাড়ীতে। ক্যাথ হয়ত একটা ফরমাল নিমন্ত্রনের জন্য অপেক্ষা করছে।

রজতদের এই ফ্লাটে তিনটে বেড রুম, লাউঞ্জ ও ডাইনিং রুম আছে। ইতিমধ্যে রজতেব মার একটা স্ট্রোক হয়ে একদিকটা অসাড় হয়ে গেছে। কথাবার্তা বেশ জড়িয়ে এসেছে। বুঝতে বেশ অসুবিধে হয়। অনু ওর মার ঘরে গিয়েই বসল। রজতের বাবাও এলেন অনুর সঙ্গে দেখা করতে। বিপাশার কথা আলোচনা হল অনেক্ষণ ধরে। তারপর অনুর মেমসাহেব বৌ নিয়েই অনেক আলোচনা হল। মাসিমাকে দেখে খুব কষ্ট হচ্ছিল অনুর। যে মানুষটার হাসিতে একদিন আনন্দের ঝর্ণা করতো, পান খাওয়া ঠোঁট তুটো যার সর্বদাই লাল হয়ে থাকতো, যার সম্ভাষণে সর্বদাই মিষ্টি কথার অনুরণন বাজতো, আজ সে মানুষটা যেন নির্বাক হয়ে গেছে। মেশোমশাইও, যিনি কাজ বলতে পাগল ছিলেন, যিনি সারাদিন নানা জায়গায় ছোটাছুটি করে, জীবনটাকে কর্মমুখর করে তুলেছিলেন—তিনিও আজ স্তব্ধ হয়ে গেছেন। রজতেরও যৌবনচিত উদ্দামতা থেমে গেছে। আর সবথেকে অবাক হল অনু মিলির পরিবর্তন দেখে। একটা সাদা তাঁতের শাড়ী পরে ঘরে ঢুকলো মিলি। মিলির মুখে প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই। নেই কোন সাজগোজ। তবে মিলির মুখের সেই সৌন্দর্য্যটা তেমনই আছে। অনুর মনে পড়ে একদিন সেই বর্ষার দিনে মিলিকে বলেছিল—"তুমি খুব সুন্দর মিলি, তোমার সাজার দরকার হয় না।" আজকে বিনা সাজে মিলিকে দেখে সেকথা সত্যি বলে প্রমাণিত হল। মাসিমা ও মেশোমশাইয়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করে অনু

মিলির ঘরে গেল। মিলির ঘরে সাধারণ একটা খাটপাতা। একদিকে একটা পড়ার টেবিল ও অন্যদিকে একটা সাধারণ ড্রেসিং টেবিল।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর মিলি বললো—"আমার ধারণা ছিল যে সাইকিয়াট্রিস্টরা অপরের মনের কথা বেশী ভাল করে বুঝতে পারে।"

অনু বলে—"তোমার ধারণা মিথ্যে নয়, মিলি।"

মিলি এবার একটু উত্তেজিত হয়েই জিজ্ঞেস করে—"তাহলে বিলেত যাবার আগে তোমার মধ্যে কোন ইঙ্গিত ছিলনা কেন অনুদা? কেন ছিলনা তোমার মধ্যে কোন প্রকাশ? কেন আমাকে জানাতে পারলে না তোমার মনের কথা?"

অনু উত্তর দেয়—"পাছে সে ইঙ্গিতে তোমার কোন ক্ষতি হয়, সেজন্য ঐ আবেগ ও উচ্ছ্বাসের আগুনকে আমি আমার সংযমের ছাই চাপা দিয়ে রেখেছিলাম।"

মিলি বলে—"অনুদা, তোমার মনের আগুন ছাই চাপা পড়ে আছে, বা নিভে গেছে হয়ত, কিন্তু আমার মনে যে আগুন জ্বালিয়ে গেছ তুমি, সে এখনও দাউদাউ করে জ্বলছে। সেই আগুনে আমি পুড়ে মরছি আজও। তোমাকে বোঝাতে পারবনা এই অব্যক্ত যন্ত্রণার কথা।"

অনু বলে—মিলি, কোথায় যেন একটা বিরাট ভুল হয়ে গেছে। বিলেত যাবার আগে আমার মনের মধ্যে একটা আবেগ ও যুক্তির দ্বন্দ্ব চলছিল। অনেক চিন্তাভাবনার পর যুক্তিরই জয় হল। ব্যাপারটা আর একটু পরিস্কার করে তোমাকে বলতে চাই।

সেন পরিবারের সঙ্গে রায়চৌধুরী পরিবারের অনেক কিছুর ব্যাপারে অনেক তফাৎ আছে। যে আভিজাত্যের চরম ভোগ ও উৎকর্ষের মধ্যে তুমি মানুষ হয়েছো জীবনের সেই ঐশ্বর্য্যকে ত্যাগ করে তুমি রায় পরিবারের সাধারন গার্হস্থ্য জীবনে এসে সুখী হতে পারতেনা। তাছাড়া তোমার বাবা-মার ইচ্ছে ছিল যে তাঁদের একমাত্র দুলালীকে তারা বিয়ে দিতে চান সেন পরিবারের চেয়ে আরো বড় ঘরে। এই খবর শোনার পর তোমাকে নিয়ে কিছু স্বপ্ন দেখাটা যেন সেন পরিবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার মত। সেই সাহস আমার ছিল না। আর সেই প্রতিশ্রুতি ও তোমার কাছে পেতাম কিনা ভেবে দেখিনি।

অনু আর একটা প্রশ্ন আসতো আমার মায়ের গোঁড়ামী থেকে। কিন্তু সেন পরিবারের দম্ভ ও অহঙ্কার বা রায় পরিবারের গোঁড়ামী সত্যিকার বাধার কারণ হতনা। আমার আসল সংশয়টা ছিল—আমি যে জীবন চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও যে জীবন দর্শনে বিশ্বাসী তুমি যদি সেই একই পথের পথিক না হতে পার, তাহলে জীবনের সমস্ত অর্থটাই মুল্যহীন হয়ে যাবে। তোমাকে সেইভাবে বোঝার বা জানার আগেই আমাকে বিলেত চলে যেতে হল। আর তোমাকে সত্যি সুখী করতে পারব কিনা তাতেও আমার মধ্যে সন্দেহ ছিল। অবশেষে একটা আবেগ ও অভিমান মিশ্রিত প্রশ্ন জেগেছিল যে তুমি কেন এগিয়ে এলেনা আগে, তুমি কেন উৎসর্গ করলে না তোমার নৈবেদ্য আমার ভালবাসার পূজায়।"

মিলি নীরব হয়ে থাকে। মিলির দুচোখে টলমল করছে বিরহ-অশ্রু। মিলির ঠোঁট কাঁপতে থাকে। মুখের ভাষা স্তব্ধ হয়ে গেছে। দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে ওর বক্ষ তরঙ্গের মত ফুলে ফুলে উঠছে। এবার আর নিজেকে সংবরণ করতে পারল না সে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। তার পুঞ্জীভূত অভিমান নিঃসৃত হল কান্নার মধ্যে।

অনু মিলির চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলে—"আজকে আমার নিজেকে ভীষণ অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। তোমার এই কৃচ্ছসাধন, তোমার এই ত্যাগ আর তোমার এই ব্রহ্মচারিনীর জীবন যাত্রা দেখে আমি চরম আঘাত পেলাম ঠিকই, কিন্তু একটা উত্তরও পেলাম সে তোমার মধ্যে নিজেকে পরিবর্তন করার সহজাত প্রবৃত্তির ও ক্ষমতার অভাব ছিলনা।" খানিক্ষন সব চুপচাপ। তারপর অনু আরো বলে—"এ ভাবে সন্ন্যাসিনী হয়ে জীবনটাকে ভাসিয়ে দিতে দেবো না আমি।"

মিলি বলে—"একটা পাত্র খুঁজে বিয়ে দিতে চাও ত?"

অনু বলে—"ঠিক তাই। ভালবাসা যেন এক মহান পূজা। সেই পূজায় ঘটের মধ্যে যে জল ভরে রাখবে, সেটা হব আমি আর পূজার জন্য যে ফলমূল ও ভোগ বাঁধবে সেটা নৈবেদ্য দেবো তোমার বিবাহিত জীবনের উদ্দেশে। ঘটের জল তোলা থাকবে চিরকাল আর ভোগের ফল মুল নিত্য ব্যবহার করবে। পারবে মিলি তোমার ভালবাসাকে ত্যাগের মহিমায় পবিত্র করে তুলতে?"

মিলি বলে—"তা হয়না অনুদা, একটা ফুল দিয়ে দুটো দেবতাকে পূজা করা যায় না। অন্তত আমি পারিনা। আমার মনটা সেই আধ্যাত্মিক স্তরে এখনও পৌঁছতে পারেনি। আমি রক্তে মাংসে গড়া মানুষ। আমার সাধ-আহ্লাদগুলো বাস্তবকে নিয়েই গড়ে উঠেছিল। একটা মনকে কিছুতেই দু-ভাগ করা যায় না। মনটা যেন একটা আয়নার মত। সেখানে নিজের একটাই প্রতিবিম্ব দেখতে পাই। হয়ত আয়নার মাঝখানে একটা দাগ কেটে তাকে পৃথক করতে পার, কিন্তু একদিকের একটা ছোট আঘাতে পুরো আয়নাটা ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে।"

অনু মিলির আর একটু কাছে যায় ও বলে—"আমার এই ভুলের জন্য আমাকে কি এইভাবেই শাস্তি দিতে চাও মিলি। তুমি এইভাবে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলার মধ্যে কি পাচ্ছ বলো? তুমি কি চাও মিলি অনুতাপে দগ্ধ হই সারাজীবন? এই অনুশোচনা যে কত বেশি বেদনাদায়ক তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। সত্যি বলছি মিলি, তুমি আমাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করো। তুমি জান, আমি বিবাহিত।"

মিলি এবার একটু সহজ হবার চেষ্টা করে। মনে মনে লজ্জাবোধ করে ও বলে—"অনুদা, বিশ্বাস কর, আমি প্রাণপণে প্রার্থনা করেছি যাতে তুমি সুখী হও, তোমার বিবাহিত জীবন সুন্দর হয়। তুমি আমার জন্য একটুও ভেবোনা। একদিন তুমি যে পথের সন্ধান দিয়েছিলে, আমি সেইপথই অনুসরণ করার চেষ্টা করি। তুমি যেন এক পরশপাথর অনুদা, তোমার সান্নিধ্যে এসে আমিও এক নতুন দৃষ্টিতে দেখতে পেলাম এই পৃথিবীকে। তোমার মত আমারও মন কাঁদে অসহায় মানুষের দারিদ্র ও দুর্দশা দেখে, তোমার মত আমার মনেও প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে ওঠে—মানবাত্মার অপমানে, তোমার মত আমিও প্রত্যক্ষ করতে পারি প্রকৃতির সৌন্দর্যকে আর তোমার মত আমিও খুঁজে বেড়াই মহিমাময়ী জগতধাত্রীকে, যাঁর আশীর্বাদে নিজেকে বিকশিত করতে পারি, নিজেকে সুন্দর করতে, নিজেকে পবিত্র করতে পারি। তুমি যা দিয়েছো এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে। শুধু আমার অনুশোচনা যে জীবন ও জগতের এই মাধুর্য্যকে তোমার পাশে থেকে উপলব্ধি করতে পারব না। সেইজন্যইত বেলুড় মঠে গঙ্গার ধারে নির্জনে বসে শুনতে পাই সেই মহানন্দের গান। সেইজন্যই যাই রামকৃষ্ণমিশনে স্বেচ্ছায় কিছু সেবামূলক কাজ করতে। বন্যাত্রাণে সাহায্য করতে যাই, বস্তিতে বস্তিতে

নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য নৈশ স্কুলে পড়াই। আর অবসর সময় নানান বই পড়ি। বিশ্বাস কর অনুদা, আমি বেশ আছি।"

অনু এবার বলে—"মিলি, আজকে আমার নিজেকে সত্যিই গর্বিত মনে হচ্ছে যে, অন্তত একজন মনপ্রাণ দিয়ে আমাকে বোঝবার চেষ্টা করেছে আমার দর্শনকে সত্য মূল্য দিয়েছে। তবু বলছি মিলি যে, গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে দিয়েও এই মহান ব্রতকে পালন করা যায়। তুমি ভেবে দেখো মিলি।"

অনেকটা সময় কেটে গেছে। অনু উঠে পড়ে ও বলে—"এখন আসি।"

মিলি অনুর একটা হাত ধরে বলে, "অনুদা, যে কদিন শান্তিপুরে আছো, কথা দাও যে তুমি মাঝে মাঝে এসে দেখা করবে? তুমি আমার অফিসেও আসতে পার।" মিলি অনুকে অফিসের ঠিকানা ও ফোন নম্বর দেয়। মিলি আরো স্মরণ করিয়ে দেয় যে সামনের রবিবার মিলির বাবা-মা, অনু-ক্যাথ, অনিরুদ্ধ ও অনুর মাকে এবাড়ী আসার জন্য নিমন্ত্রণ করেছে।

অনিরুদ্ধ তার মেমসাহেব বৌদিকে পেয়ে একদিকে যেমন খুশির আনন্দে নিজেকে মশগুল করে তুলেছে, অন্যদিকে বেশ গর্ববোধও করছে। ইতিমধ্যে বন্ধু-বান্ধব ও অফিসের লোকদের বলা হয়ে গেছে তার বৌদির কথা ও বৌদির নানা গুণের কথা। ওর ইচ্ছে বৌদিকে নিয়ে সকলকে দেখিয়ে আনে। সেদিন সোমবার। অনুপম একাই গেল কলকাতায় মেডিকেল কলেজে পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে। বৌদি আসার জন্য বেশ কয়েকদিন ছুটি নিয়েছে অনিরুদ্ধ। সকালে জলখাবার খেয়ে অনিরুদ্ধ ক্যাথকে বলে—"বৌদি চলো আজকে তোমাকে শান্তিপুর গ্রামটা দেখিয়ে আনি।" অনিরুদ্ধ তার র‍্যালে সাইকেলের পেছনে ক্যাথকে বসিয়ে শান্তিপুর প্রদক্ষিণ করতে বেরোলো। সরু পিচঢালা রাস্তা পেরিয়ে একটু বনবাদাড় পেরিয়ে একটা ছোটখাট রাজবাড়ীর কাছে এল, যেটা এখন একটা ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। অনিরুদ্ধ ঐ ভগ্ন প্রাসাদটা দেখিয়ে বলে, কয়েক পুরুষ আগে এটা ছিল তাদের বাড়ী। এবার মেঠো পথ পেরিয়ে কাজলদিঘীর পাশ দিয়ে চলে যায় ওদের স্কুলের কাছে। এই স্কুলেই অনু ও অনিরুদ্ধ পড়াশোনা করেছে। এবার ওরা পিচরাস্তা ধরে চলে আসে একটা বিরাট ম্যানসনের সামনে। বাড়ীটার চারিদিকে পাঁচিল দেওয়া। বিরাট লোহার গেট। মধ্য দিয়ে কাঁকর-বিছানো রাস্তা, ফুলের বাগান। অনিরুদ্ধ বলে—"এটা একদিন রজতদাদের বাড়ি ছিল।"

সাইকেলের পেছনে বসে ক্যাথ বেশ মজা পাচ্ছে, আরো মজা লাগছে গ্রামের ছেলে মেয়েরা, এমনকি বয়স্ক লোক ও মেয়েরাও রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পড়ে ওদের দেখছে। এবার ওরা একটা বন পেরিয়ে হাজির হল গঙ্গার ধারে। একদিকে আম, জাম, কাঁঠাল গাছের সারি। মাঝে মাঝে কলা গাছের বাগান। কলার কাঁদিতে নুয়ে পড়েছে গাছগুলো। নদীর অপর প্রান্তে তাল, নারকেল ও বাঁশবন। গেরুয়া জলে ভরা গঙ্গা কুলকুল করে বয়ে চলেছে। এখন ভাঁটার সময়। তাই অনেকটা কাদা পেরিয়ে তবে জল। গঙ্গার পাড়গুলো কোথাও কোথাও বেশ ভাঙা। জায়গাটা বেশ সুন্দর ও নির্জন। গঙ্গার বুকে বেশ কয়েকটা মাছধরা নৌকো ভাসছে। একটা নৌকো পাড়ের কাছেই নোঙর করেছে। ঐ নৌকোটা হাসান মাঝির। ছেলেবেলা থেকেই হাসান মাঝিকে ওরা দেখছে। এখন তার অনেক বয়স হয়ে গেছে। কয়েক বছর আগে বেচারার স্ত্রী হঠাৎ কলেরায় মারা যায়। নদীর পাড়ে ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘরে থাকে হাসান মাঝি। নদীতে মাছ ধরে সারাদিন। সময় পেলে নৌকোর মধ্যেই ভাত ফুটিয়ে খায়। ছেলেবেলায় হাসান মাঝির নৌকোতে দিনের পর দিন কেটে যেত অনুপমের। সেখানে সে বই নিয়ে পড়াশোনা করত। হাসান মাঝির সঙ্গে গল্প করত। হাসান মাঝির সঙ্গে ভীষণ একটা হৃদ্যতা হয়ে গেছে অনুপমের। অনু ওকে বলত "হাসান ভাই", হাসান অনুকে বলত "দাদাবাবু"।

পাড় থেকে গঙ্গাটা বেশ নিচে। অনিরুদ্ধ চেঁচিয়ে ডাক দিল "হাসান ভাই, দেখো কে এসেছে!"

হাসান মাঝি না দেখেই বলে—"কে, ছোটবাবু নাকি, কি খবর গো?"

অনিরুদ্ধ বলে— 'আসতে পারি নৌকায়?"

"কাদা আছে, সাবধানে এস"—হাসান বলে।

সাইকেলটা পারে রেখে ক্যাথ ও অনিরুদ্ধ এবার অনেকটা কাদা ভেঙে নৌকোয় যায়। ক্যাথ জুতো জোড়া হাতে নেয়। হাসান এবার নৌকোর চালা থেকে বেড়িয়ে আসে।

অনিরুদ্ধ বলে—"দাদাবাবুর বৌ, বিলেত থেকে এসেছে।"

"পেন্নাম হই", বলে হাসান মাঝি ক্যাথরিনের পা স্পর্শ করে। সকলে এবার নৌকোর মধ্যে উঠে বসে। একঘটি জল দিয়ে হাসান ক্যাথের পায়ের

কাদা মাখা ধুইয়ে দেয়। বেশ কিছুক্ষন গল্প করে ওরা। সূর্য্য প্রায় মাথার ওপরে। প্রচণ্ড রোদের তাপ। গরমটা ভালই পড়েছে। ওরা চাটাইয়ের চালের নিচে গিয়ে বসে। হাসান মাঝি এবার দুজনকে দুটো বড় বড় ডাব কেটে দেয় তৃষ্ণা মেটানোর জন্য। ক্যাথ ভীষণ মজা পাচ্ছে এই নতুন পরিবেশে। একটু পরেই জোয়ার এল। নৌকোর নোঙর খুলে নেওয়া হল। নৌকো ভাসতে শুরু করল গঙ্গার গেরুয়া জলে। মাঝ গঙ্গায় গিয়ে জাল ফেলল হাসান মাঝি। আজকে কোন ইলিশ মাছ আসছেনা জালে, তবে বেশ কিছু গলদা চিংড়ি ধরেছে হাসান মাঝি। প্রায় একঘণ্টা নৌকো বিহার শেষ করে ওরা ফিরে আসে। হাসান মাঝি ক্যাথকে উপহার দেয় এক গামলা চিংড়ি মাছ। ওরা আবার চলতে শুরু করল। মাঝে মাঝে পুকুর। কচুরি পানায় ভরে আছে। মাঝে মাঝে শালুক ফুল উঁকি মারছে তার মধ্যে থেকে। চারিদিকে মানকচুর বন, কোথাও বা শিয়ালকাঁটা বা আঁশশেওড়ার ঝোপ। একটা পুকুরে পানিফল হয়ে আছে অনেক। অনিরুদ্ধ কয়েকটা পানিফল তুলে ক্যাথকে খেতে দেয়। আর একটু এগোতেই সারি সারি আম গাছ। সেখানে অজস্র আমের বকুল ঝুলছে। ছেলে বেলায় এই কচি কচি বকুলগুলো খেতে বেশ ভাল লাগত। ওরা সাইকেল নিয়ে চলে যায় মেঠো পথ দিয়ে আরো কিছু দূর—। বাতাবীলেবু, তাল, জামরুল আর করমচার সবুজ বনভূমি থেকে ওরা এসে পড়ে এক উন্মুক্ত প্রান্তরে। এই বিস্তীর্ণ মাঠে অজস্র কাশফুল ফুটে থাকে শরৎকালে আর সেই কাশের বন যখন হাওয়ায় দোলে তখন মনে হয় যেন ফেনা ফেনা ঢেউ উঠেছে সাগরে। এই কাশবনের মধ্যে দিয়ে ছেলেবেলায় অনিরুদ্ধ আর অনুপম কতই না ছোটাছুটি করেছে।

গ্রামের এই প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখে ক্যাথরিন মুগ্ধ হয়ে যায়। মনে মনে ক্যাথ ভাবে যে এখানকার প্রকৃতির মধ্যেও যেমন আছে মাধুর্য্য, এখানকার গ্রাম্য সাধারণ মানুষদের মধ্যেও আছে তেমনি অকৃত্রিম সরলতা। ক্যাথ মুগ্ধ হয়ে দেখে এই সৌন্দর্য্য, নিবিড় ভাবে অনুভব করে এদের সারল্য।

অনুর মায়ের ইচ্ছে ছিল যে শান্তিপুরে একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ক্যাথের কপালে সিঁদুর দেয় আর গ্রামের কিছু চেনা পরিচিত গণ্যমান্য লোকদের নিমন্ত্রণ করে। ইতিমধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-সমাজে নানান তর্ক বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে অনুর অসবর্ণ বিবাহ নিয়ে। শুধু তাই নয়, গো মাংস খাওয়া অ-হিন্দু ঐ বিদেশিনীকে নিয়েও অনেক সমালোচনা শুরু হয়েছে। মায়ের প্রত্যাশামতো

ঐ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করতে কেউই রাজী হল না। নানা রকমের ধর্মীয় আইন কানুন দেখিয়ে ও গীতা উপনিষদের নানান উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চাইল যে এই বিবাহকে সমর্থন করলে তাদের ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হবে। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ পঞ্চাশ বছর ধরে রায়চৌধুরী বাড়ীতে নানান ধর্মীয় ও শুভ অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করে এসেছেন, তারাও নানান কৌশলে এড়িয়ে গেলেন এই অনুষ্ঠানকে। সদানন্দ মুখোপাধ্যায় বহুদিন এই গ্রামে শিক্ষকতা করেছেন, কয়েক বছর হল অবসর গ্রহণ করেছেন। মেধাবী ও বিনয়ী ছাত্র হিসাবে উনি খুবই ভালবাসতেন অনুপমকে। ব্রাহ্মণ সমাজের এই সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে তিনি অনুর মাকে বললেন যে তিনিই ঐ অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করবেন। কথাটা জানাজানি হয়ে গেল। সদানন্দবাবু মনুষ্যত্বে বিশ্বাসী, ধর্মের কুসংস্কারে নয়। তাঁর উদার নীতি ও মানবতার পরম মূল্যবোধ ছোটবেলা থেকেই অনুপমকে প্রভাবিত করেছে। তিনি সমাজচ্যুতির ভয় করেন না। তাই কুণ্ঠাহীনভাবে তিনি ঐ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ক্যাথ ও অনুকে আশীর্বাদ করলেন। ঐ অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণরা কেউ এলেন না। তার বদলে গ্রাম শুদ্ধ গরীব লোকদের প্রীতি ভোজে খাওয়ানো হল। ক্যাথ সেই ভোজসভায় গরীব মানুষদের পাতে নিজ হাতে পরিবেশন করেছে। এই যুগে এখনও এই ধর্মীয় কুসংস্কারের কথা ভেবে ক্যাথ মর্মাহত হল।

রবিবার রায় পরিবারের সকলে নিমন্ত্রিত হল সেন পরিবারে। ক্যাথরিনের সঙ্গে পরিচয় হল মিলির আর তার মা-বাবার। সন্ধ্যাবেলা ডিনারের আয়োজন করা হয়েছে। মিলির মা স্ট্রোকের পর বাঁ দিকটা অসাড় হয়ে যাবার জন্য বিছানাতেই শুয়ে থাকেন। অনুর মা বৈধব্যের জন্য নিরামিষ আহার করেন, তাই তিনি আর ডিনার টেবিলে বসলেন না। তিনি মিলির মার কাছেই বসে রইলেন। বাকি সকলে ডিনার টেবিলে বসলেন নৈশভোজে। সেন পরিবারে এতদিন ঠাকুর বা বাবুর্চীরাই রান্নাবান্না করত। আজকে মিলি রান্না করেছে নিজ হাতে। ফ্রায়েড রাইস, মটন দো পিঁয়াজী ছাড়াও ইলিশ মাছের ঝাল রেঁধেছে মিলি। মিলি জানে অনুর প্রিয় এগুলো। কিন্তু ভাবেনি, ক্যাথ ইলিশ মাছ খেতে পারবে। রজত, অনিরুদ্ধ, রজতের বাবা ও ক্যাথ নানান কথা বার্তায় ও হাসি ঠাট্টায় এই নৈশ ভোজকে বেশ জমিয়ে রেখেছিল। অনু আর মিলি কিন্তু খুবই কম কথাবার্তা বলছিল।

ক্যাথ লক্ষ্য করে যে অনু ও মিলি মাঝে মাঝেই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে, ওদের বিহ্বল দৃষ্টির মধ্যে একটা যেন বিস্ময় ও অব্যক্ত ভাষা রয়েছে ; ওরা যেন স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারছে না। ওদের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্থিরতা রয়েছে, যা শুধু ক্যাথের চোখেই ধরা পড়ে।

খাওয়ার পরে ক্যাথ মিলির সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হবার জন্যে মিলির ঘরে যায়। মিলির পড়ার টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে বসে। মিলি বসে বিছানায়।

"আমি তোমার কথা অনেক শুনেছি অনুর কাছে" ক্যাথ বলে।

মিলি জিজ্ঞেস করে—"কি কথা শুনছো আমার ?"

ক্যাথ বলে—"তুমি সুন্দরী, শিক্ষিতা, রুচিশীলা। তুমি পিয়ানো বাজাও, গান ভালবাসো, সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেছো……"

"আর কি শুনেছো ?" মিলি কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

"তুমি এ্যাকমপ্লিস্ট, তোমার মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুন্দর অনুভূতি আছে ; আভিজাত্যের কৃত্রিম আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখলেও তোমার মনটা খুব মানব-দরদী" ক্যাথ বলে যেতে থাকে।

মিলি ওকে থামিয়ে দেয় আর বলে—"অনুদা ভীষণ বাড়িয়ে বলেছে আমার সম্বন্ধে, একেবারে বিশ্বাস কোরোনা ওসব কথা। তুমি একটু বসো এখানে আমি কফি নিয়ে আসি।"

মিলি চলে যায় কফি আনতে। ক্যাথ টেবিলে রাখা বইগুলো একটার পর একটা দেখতে থাকে। হঠাৎ একটা বই থেকে খসে পড়লো অনুপমের একটা ফটো ও গোটা তিনেক পিকচার পোস্টকার্ড। এই পোস্টকার্ডগুলো অনু বিভিন্ন সময়ে মিলিকে পাঠিয়েছিল ও প্রত্যেকটা পোস্টকার্ডেই কয়েক লাইন করে লেখা ছিল। প্রথম পোস্টকার্ডটা বিলেতে পৌছানোর পরই লেখা। তাতে লেখা ছিল—"প্রথমেই একটা বিস্ময় জাগে এই দেশটাকে দেখে। খানিকটা সংশয় ও খানিকটা উচ্ছ্বাস নিয়ে অজানাকে জানবার চেষ্টা করছি আর অচেনাকে চেনবার।"

দ্বিতীয় কার্ডে লেখা ছিল—"এক বছর কেটে গেল, যদিও অনেক কিছু জানা হয়েছে তবু ঢের জানার বাকী আছে। সব থেকে ভাল লাগে যখন অবিরাম তুষারপাত হয় আর জানলা দিয়ে দেখি। মনে হয় আমি যেন এক স্বপ্নের দেশে আছি।"

তৃতীয় কার্ডে লেখা আছে—"এখানে আধুনিকতার প্রাচুর্য আছে, প্রাকৃতিক মাধুর্য আছে, কিন্তু তবু ভুলতে পারিনা শান্তিপুরের গঙ্গা, কাশবন আর চেনাচেনা মুখগুলোকে। বিশেষ করে মনে হয় কি যেন একটা ফেলে এসেছি সেখানে কোথায় যেন একটা ঋণ রেখে এসেছি।"

ক্যাথ ফটোটা আর একবার দেখলো ও পোস্টকার্ডগুলোও ফটোটা আবার বই এব মধ্যে রেখে দিল, মিলি ঘরে আসার আগেই। কফি নিয়ে মিলি ঘরে প্রবেশ করে।

ক্যাথ জিজ্ঞেস করে—"আচ্ছা মিলি, তুমি কেন বিয়ে করছ না?"

মিলি বলে—"আমাকে যে কেউ বিয়ে করতে চাইছে না।"

ক্যাথ বলে—"এটা হেঁয়ালীর কথা। আচ্ছা মিলি, তুমি কাউকে ভালবাসো?"

মিলি বলে—"কেন ভালবাসা কি অন্যায়? ভালবাসার মধ্যে কি কোন পাপ থাকে?"

ক্যাথ আবার বলে—"তাহলে যাকে ভালবাসো, তাকে বিয়ে করছনা কেন?"

মিলি উত্তর দেয়—"বিয়ের মধ্যেই কি ভালবাসার পূর্ণতা আসে? ভালবাসার সার্থকতা কি বিয়ে? যে আস্তিক্যবাদ ভালবাসাকে দেহ থেকে বিদেহে উত্তরণ করে, তার মতন পবিত্র ভালবাসা কি আর কোথাও আছে?"

ক্যাথ প্রশ্ন করে—"তোমার প্রেমের সাধনা কি কেবলই আধ্যাত্মিক? এর মধ্যে কি কোন জৈবিক সম্পর্ক নেই?"

মিলি বলে—"অন্তত এখন নেই। জৈবিক কারণে ভালবাসার এই মাধুর্য নষ্ট করতে চাইনা।"

ক্যাথ বলে—"কে সেই মহান পুরুষ?"

মিলির উত্তর—"তিনি এক পরশ পাথর, তাঁর ছোঁয়া পেয়ে আমি ভালবাসাকে এমনি করে দেখতে শিখেছি।"

ক্যাথ মনে মনে ভাবে মিলির কাছ থেকে সে সঠিক উত্তরটা পাবে না, অন্ততঃ এই মুহূর্তে নয়। প্রদীপ জ্বলতে জ্বলতে মাঝে মাঝে নিভে যায় ও ও হঠাৎ প্রদীপের বুক জ্বলতে থাকে। এতদিন আঁচলে প্রদীপ ঢেকে সন্ধ্যাবাতি দেবার জন্যে ক্যাথ যেন যাচ্ছিল ভালবাসার মন্দিরে, হঠাৎ আজকেই এই সন্ধ্যায় মুহূর্তের জন্যে এক দমকা হাওয়ায় ক্যাথের প্রদীপখানির বুক জ্বলতে

শুরু করেছে কেন, ক্যাথ তা বুঝতে পারে না। ক্যাথের কৌতূহল বেড়েই চলে সেই পরশপাথরটাকে জানাবার জন্য যার পরশে মিলি এক মহান ত্যাগের মধ্যে দিয়ে এক পবিত্র প্রেমের পূজা করে চলেছে।

অনুপম চায়না যে, সে নিজেকে এক দ্বন্দ্বের মধ্যে আবার জড়িয়ে ফেলে। কান বন্ধ করে রাখলেও অন্তরের মধ্যে একটা হারানো সুর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনুপম নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করে, কিন্তু মিলির এই কৃচ্ছ্রসাধন, ত্যাগ ও ব্রহ্মচারিণীর জীবনযাপন দেখে তার অন্তর গুমরে কেঁদে ওঠে। নিজেকে ধিক্কার দেয় সে। মিলির এই চরম ব্যর্থতার জন্য সে নিজে:কই দায়ী করে। একটা অপরাধবোধ তাকে অহরহ আঘাত হানছে। কিন্তু ক্যাথরিনও ত' নির্দোষ, নিষ্পাপ। মিলির কথা চিন্তা করা এখন অন্যায়। ক্যাথরিনের প্রতি এটা অবিচার। ক্যাথরিনের ভালবাসাকে সে স্বীকৃতি দিয়েছে, তাকে মর্যাদা দিয়েছে। তাকে সে প্রতারণা করতে পারবে না।

কয়েকদিন ধরে খুব বৃষ্টি শুরু হল। সূর্য্যের চিহ্ন দেখা গেল না। আকাশ ঘনকালো মেঘে ছেয়ে আছে। মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের ঝলকানি আর ঘূর্নী ঝড়ে পৃথিবী যেন মাতাল হয়ে উঠেছে। বান ডেকেছে গঙ্গায়। মাঠ ঘাট নদী নালা, পুকুর ডোবা উপছে পড়ছে বৃষ্টির জলে। রাস্তা ঘাট কর্দমাক্ত। পাখীরা নীড়ে চুপটি করে বসে আছে। মাঝে মাঝে দু একটা দাঁড়কাক ডানা ঝাড়ছে। পুকুরের পারে ব্যাঙের 'ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর' গান ধরে। টুপটাপ করে জলে পড়ছে। গঙ্গার পার কানায় কানায় হয়ে আছে বানের জলে। ঝড়ে অনেক চালা বাড়ী পড়ে গেছে। গঙ্গার পার অনেক জায়গায় ভেঙে গেছে। বেশ কিছু বড় বড় গাছ-ও ঝড়ের তাণ্ডবে মাটিতে লটিয়ে পড়েছে। তারপর আস্তে আস্তে প্রকৃতি শান্তি হল। হাসান মাঝির নৌকো ভেসে গেছে বন্যায়। হাসান মাঝিকে দু একদিন পাওয়া গেল না। প্রায় তিন মাইল দূরে গঙ্গার ধারে একটা ভেঙে পড়া গাছে একটা নৌকো আটকা পরে। নৌকোর মধ্যে থেকে মৃত অবস্থায় এক মুসলমান মাঝিকে পুলিস উদ্ধার করে কিন্তু এখনও সনাক্ত করতে পারেনি। মৃত দেহকে মর্গে রাখা হয়েছে। আশে পাশের গ্রামে থানায় থানায় পুলিস খবর পাঠায়। শান্তিপুরের দারোগা বাবু জানতেন যে হাসান মাঝিকে দু একদিন পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই তিনি অনুপমকে খবরটা দেন ও বলেন হয়ত ঐ মৃতব্যক্তিটি

হাসান মাঝি ও হতে পারে। অনুপমকে আরো বলে যে মুসলমানের মরা বলে কেউ ছুঁতে চাচ্ছে না। সে জন্য হিন্দু সংকার সমিতিকে খবর দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ প্রশ্ন কয়েছে যে হিন্দু সংকার সমিতি মুসলমানের মরা কবর দেবে কিনা।

অনুপম অনিরুদ্ধকে বলে "আমার ধারনা যে ওটা হাসান ভাইয়ের মৃত দেহ। মানুষ মরে গেলেও যদি জাতের প্রশ্ন ওঠে, সে সমাজ কতখানি ক্ষয়িষ্ণু, তা ভেবে দেখ।" সাইকেল নিয়ে অনুপম অনিরুদ্ধকে পেছনে বসিয়ে মৃত ব্যক্তিকে সনাক্ত করতে চলে যায়।

মর্গে গিয়ে অনুপম দেখে যে মৃতব্যক্তি ওদের প্রিয় হাসান ভাই। হাসানের বেশ বয়স হয়েছিল ও ইদানিং তার একটু হার্টের অসুখও ধরে ছিল। বন্যার জলে ভেসে গিয়েছিল হাসান নৌকা নিয়ে। ঐ দুর্জয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে হয়ত অনেক লড়াই করতে গিয়ে বেচারা হার্টফেল করে মারা গেছে। অনুপম ও অনিরুদ্ধ নিজেদের হাতে হাসানের মৃত দেহ মর্গ থেকে বার করে আনে ও স্থানীয় মোল্লার খোঁজ করে, যথার্থ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হাসানকে কবর দেয়। হাসানের চালা ঘরটা যে আধ কাঠা জমির ওপর ছিল সেটা অনুর বাবা ওকে দান করেছিলেন। কয়েক বছর আগে অনু তার স্টাইপেণ্ডের থেকে পাঁচশো টাকা দিয়েছিল হাসানকে ঐ চালাঘরটা তৈরী করার জন্য। হাসানের এক ভাইপোকেও খবর দেওয়া হয়েছিল। ইচ্ছে করলে হাসানের নৌকোটি ও চালা ঘরটি ওর ভাইপোও পেতে পারে। অনুপমের তাই ইচ্ছা!

প্রমথ কয়েকদিন যে উৎসাহ, আনন্দ ও উদ্দীপনা নিয়ে ক্যাথরিন শান্তিপুর আর কলকাতার সবকিছুকে উপভোগ করছিল, হঠাৎ সেই উৎসাহে যেন খানিকটা ভাঁটা পড়েছে তার। এতদিন প্রাণ ভরে সে শান্তিপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও কল্লোলিনী কলকাতার চঞ্চলতাকে উপভোগ করছিল কিন্তু কিসের যেন একটা অস্বস্তি তাকে বেশ অস্থির করে তুলেছে। বারবার তার মনে প্রশ্ন জাগে—"মিলি কেন বিয়ে করছে না।" মিলি সুন্দরী, শিক্ষিতা, এ্যাকমপ্লিস্ট ও সম্ভ্রান্ত বংশের একমাত্র মেয়ে। মিলির মত মেয়ের বেশ ভাল ঘরেই বিয়ে হওয়া উচিৎ। ক্যাথ আরও ভাববার চেষ্টাকরে যে অনুপমের সঙ্গে মিলির কি কোন সম্পর্ক আছে, পারিবারিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছাড়া।

ক্যাথ নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে যে সে মিছেই সন্দেহ করছে। অনুপম যে প্রকৃতির মানুষ ও ওর মধ্যে যে সত্যনিষ্ঠা সে দেখেছে, তাতে অনুপমের বিগত জীবনে কিছু ঘটে থাকলে নিশ্চয় তাকে বলতো।

খগেন মণ্ডল এ গ্রামে বহুদিন আছে। ছুতোর মিস্ত্রির কাজ করে। তিনটি মেয়ে। কোন রকমে সংসার চলে। খগেনের বৌ বাড়ীতে সে মুড়ি বিক্রি করছে। বড় মেয়ে কমলা মাঝে মাঝে রায়বাড়ীতে এসে কিছু কাপড় চোপড় কেচে দিয়ে যায় ও তারজন্য কিছু পারিশ্রমিকও পায়। সেই কমলা এখন আঠারোতে পড়েছে। আজ কমলার বিয়ে। পাত্র ভাল। হাওড়াতে রেলে কাজ করে। কমলার রংটা একটু কালো হলেও গড়ন ও মুখশ্রী খুব সুন্দর, সেই জন্যই পাত্র পক্ষের বেশ পছন্দ হয়েছে। তবে কিছু পন দাবী করেছে বর পক্ষ। দু হাজার টাকা নগদ, ঘড়ি, বোতাম, মেয়ের পাঁচ ভরি সোনা, খাট বিছানা ইত্যাদি। ভাল ঘরে মেয়ের বিয়ে হচ্ছে বলে খগেন মণ্ডল রাজী হয়েছে পন দিতে। রাত বারোটায় লগ্ন। সাধ্য মত বিয়ের যোগাড় করেছে খগেন মণ্ডল। দু হাজার টাকা আগাম দিয়েছে আশীর্বাদে। বেশ কিছু লোকজনদেরও নিমন্ত্রণ করে ছিল সে। হাজার হোক প্রথম মেয়ের বিয়ে।

রাত তখন প্রায় দশটা হবে। পাড়ার দু চার জন ছেলে অনুপমকে বাড়ীতে এসে খবর দেয় যে কমলার বিয়ে ভেঙে গেছে। কমলার বাবা বরকে সোনার বোতাম ও ঘড়ি দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু যোগাড় করতে পারেনি বলে বরকর্ত্তা ছেলের বাবা বিয়ে না দিয়ে ছেলেকে ফেরৎ নিয়ে যেতে চায়, তাছাড়া বরযাত্রী এসেছে প্রায় চল্লিশ জন যেটা কমলার বাবা আশা করেনি, ও তাদের ঠিকমত খাওয়ানোর ব্যবস্থাও সে করতে পারেনি। অনুপম সঙ্গে সঙ্গে একটা চটি পড়ে হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে খগেন মণ্ডলের বাড়ীতে গিয়ে পৌছায়। বরের বাবা চিৎকার করছে ও শাসাচ্ছে যে লগ্নের আগে বোতাম ও ঘড়ি না পেলে বিয়ে হবে না। খগেন মণ্ডল হাতজোড় করে বরের বাবার কাছে ক্ষমা চাইছে ও প্রতিজ্ঞা করে বলছে যে কিছুদিনের মধ্যেই সে ঘড়ি ও বোতাম দিয়ে দেবে। কমলা ওর মায়ের বুকে মাথা রেখে কাঁদছে ও ওর মা ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। এই অবস্থায় অনুপম গিয়ে হাজির হয় ও ব্যাপারটা মন দিয়ে শোনে। বরের বাবাকে ও বরযাত্রীদের

শান্ত হতে বলে ও বরকে ডেকে নিজের হাতের সোনার ওমেগা ঘড়ি ও পাঞ্জাবী থেকে খুলে সোনার বোতাম বরকে দেয় ও বলে—"এবার খুসীতো ?"

বরের মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে ও বলে "আমাকে ক্ষমা করুন আপনি। এগুলো ফিরিয়ে নিন, আমি এগুলো ছাড়াই কমলাকে বিয়ে করবো।"

অনুপম এবার বরকে বুকে টেকে নেয় ও আলিঙ্গন করে বলে—"এতে তোমার কোন দোষ নেই ভাই। এ হল আমাদের সমাজের দোষ। আমাদের সমাজ আজ বড রুগ্ন ও ক্ষয়িষ্ণু। তুমি এই ঘডি ও বোতাম গ্রহণ করো। আমি তোমার বড় দাদার মত। তোমাকে এটা উপহার দিচ্ছি।" সব বিবাদেব সমাপ্তি হল। আবার শাঁখ বেজে উঠল। উলু ধ্বনিতে ছাদনাতলা মুখর হয়ে উঠলো। কমলা অনুপমের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল ও বলল—"দাদা আমাকে আশীর্বাদ করুন।" অনুপমের আসতে দেরী হচ্ছে ক্যাথরিন ও অনিরুদ্ধ ও এসে হাজির হয়েছে এখানে। ক্যাথরিনকে দেখে সবাই খুব খুসী। খগেন মণ্ডল করজোড়ে ওদের অনুরোধ করে যে ওরা যেন দাঁড়িয়ে থেকে বিয়েটা দিয়ে যায় ও প্রীতিভোজ খেয়ে যায়। গ্রামের মধ্যে এইভাবে হিন্দুমতে একটা বিয়ে দেখে ক্যাথ বেশ আনন্দিত হল। মাটিতে বসে কলাপাতায় হাত দিয়ে বিয়ের ভোজ খেতেও তার খুব ভাল লেগেছে। অনুপম হয়ত ঐ ঘটনাটাকে এত সহজে মেনে নিত না, কিন্তু গরীবের একটা নিরীহ মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে লগ্ন ভ্রষ্ট হবার ভয় থেকে বাঁচাবার জন্যেই বরপক্ষের অমানুষিক নোংরামিকে মেনে নিয়ে ছিল।

যখন সন্ধ্যে হয়, আকাশের আলো বেশ কমে আসে, অনু ও তার মা ভেতরের বারান্দায় একটা মাদুর পেতে বসে থাকে। চোখ পরে সামনে বাগানের তুলসীতলায়। এমনি সময় রোজ বিপাশা সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে দিত তুলসী তলায় তার পর ঘরে এসে ঠাকুর প্রণাম করে তিনবার শাঁখ বাজাতো। বিপাশার শঙ্খধ্বনি শুনেই অনু বুঝতে পারত কটা বেজেছে। মশার ভন ভন শুরু হয়ে যেতো। মাঝে মাঝে গালে দু চার বার চাপড় মেরে মশা মারতে হত। বিপাশা সেই সময় আসত অনুর পড়ার ঘরে। জানলা দরজা বন্ধ করে মশামারার ফ্লিট ছড়িয়ে দিতো ও একটা ধুনুচী জ্বালিয়ে দিত। কিছুক্ষণ বাদেই চা নিয়ে হাজির হত বিপাশা ও জিজ্ঞেস করত তার জল খাবারটা সেখানে নিয়ে আসবে কিনা। অনিরুদ্ধ ফুটবল খেলে গায়ে,

হাত-পায়ে, জামা কাপড়ে কাদা মেখে সন্ধ্যা বেলা বাড়ী ঢুকতো। বিপাশা রোজই বলতো—"ছাখ্ রোজ রোজ তোর এই নোংরা কাপড় জামা কাচতে পারবনা।" বিপাশা বলতো ঠিকই যে, কাচবে না, কিন্তু রোজই সে ওগুলো কাচতো।

অনিরুদ্ধ বলতো—"দিদি সত্যি বলছি, রোববার দিন তোকে একটা সিনেমা দেখাবো।" দাদা, ছোট ভাই ও মায়ের সব দিকেই নজর ছিল বিপাশার।

অনুপম এবার তার মাকে জিজ্ঞেস করে যে বিপাশার সঙ্গে রজতের কোন সম্পর্কের কথা তিনি জানতেন কিনা।

মা বলেন—"মায়ের মনকে ফাঁকি দেওয়া যায় না, কিছুটা সন্দেহ করলেও সরাসরি কখনও জিজ্ঞেস করিনি বিপাশাকে। আমার ও খুব চিন্তা হত বিপাশাকে নিয়ে, কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা ছিল যে বিপাশা ছেলেমানুষের মত কোন কাজ করবে না। বিপাশা আমাকে এসব আলোচনা করার কোন সুযোগই দেয়নি। ভাল ভাল পাত্রের সন্ধানও পেয়েছিলাম, কিন্তু বিপাশা যখন তাদের প্রত্যাখ্যান করল, তখন ওর সঙ্গে আমার বাকবিতণ্ডা হয়েছিল। ক্রমে মনে হলো যে ও আমাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে ও বাড়ীর বাইরে কোন চাকরীর জন্য উতলা হয়ে পড়েছে। বিশ্বাস কর্ অনু, ও যদি বলত যে ও রজতকে বিয়ে করতে চায়, আমি কিছুতেই আপত্তি করতাম না। তুই যখন ক্যাথরিনকে বিয়ে করার কথা লিখলি আমি আমার মন থেকে তোকে সম্মতি দিয়েছি। জানিস কেন? আমি বুঝতে পেরেছি অনু যে, সন্তানদের, সুখ ও আত্মতৃপ্তি, আমার ধর্ম্মীয় গোঁড়ামীর চেয়ে আমার কাছে অনেক বেশী মূল্যবান। তাইতো তোকে সমর্থন করেছি আর বিপাশাকেও করতাম।"

অনু বলে, "জানি মা, তুমি আমাদের কত ভালবাসো। আরো জানি যে আমাদের এই অবাধ্যতাকেও তুমি কেমন করে ক্ষমা করেছো।"

মা বলেন, "তোদের এই অবাধ্যতা আমার কাছে শিশুর আবদারের মত মনে হয় আর এই আবদারকে প্রশ্রয় দেয় মনের একটা কোমল দুর্বলতা —যার নাম মাতৃস্নেহ; এটা ছাড়া তোদের কিইবা দিতে পারি আমি বল্?"

অন্ধকার হয়ে আসে। অনেক দূর থেকে মৃদু শাঁখের শব্দ ভেসে আসে, বিপাশার মতন কোন মেয়ে হয়ত শাঁখ বাজাচ্ছে, তুলসীতলায় প্রদীপ দিচ্ছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকে যেন এক বিষণ্ণ সুর মিশে আছে। জোনাকির আলো-অন্ধকারের খেলা চলছে এই আঁধারে। দিনের কোলাহল সাঁঝের ক্লান্তিতে মিশে যাচ্ছে। পাখীরা ফিরে চলেছে নীড়ে। অনুপম একা একা গঙ্গার ধারে যায়। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকে। এখনও হাসান মাঝির নৌকোটা জলে ভাসছে। ভাটিয়ালীর আবছা গান ভেসে আসছে দূর থেকে। অনুপমের স্মৃতির তেপান্তরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—হাসান ভাই এর সেই পরিচিত গান—"আল্লা মেঘ দে, পানি দে।" বেশ কিছুক্ষণ চুপকরে বসে থাকে সে নির্জন গঙ্গার ধারে।

শান্তিপুরে ও কলকাতায় অনু ও ক্যাথের বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। আর কয়েকটা দিন বাকি আছে বিলেতে ফিরতে। অনুপম একদিন কলকাতায় গেল একটা বিশেষ কাজে ও কাজের পর সে গেল মিলিদের বাড়ী। বিলেতে ফিরে যাবার আগে অনু চাইছে মিলিকে গার্হস্থ্য জীবনে অনুপ্রাণিত করে যেতে। মিলি বিয়ে করলে অনুপমের অনেক সংশয়, অনেক অপরাধ-বোধ কেটে যাবে ও অনুপম সত্যিই খুসী হবে। বেলা তিনটের সময় মিলির অফিসে ফোন করে অনুপম বলে যে সে আসছে। মিলিও অফিস থেকে তাড়া-তাড়ি বাড়ী ফিরে আসে। রজত বা রজতের বাবা কেউই ছিল না সে সময় বাড়ীতে। সেজন্য অনু ও মিলি বেশ নিশ্চিন্তে খানিকটা আলোচনা করার সুযোগ পেল। সেই দিনই ক্যাথরিন অনিরুদ্ধকে নিয়ে কলকাতায় কিছু কেনাকাটা করতে গিয়েছিল। নিউ মার্কেটে ঘোরাঘুরি করতে করতে রজতের সঙ্গে ওদের দেখা হয়। রজত ক্যাথরিনের জন্য একটা উপহার কিনতে মিউমার্কেটে গিয়েছিল। শপিং এর পর রজত ওর গাড়ী করে ক্যাথ ও অনিরুদ্ধকে ওদের বাড়ীতে নিয়ে যায় ও সেখানে অনুপমকে দেখে ক্যাথ বেশ অবাক হয়ে যায়। অনু ক্যাথকে না জানিয়েই এখানে এসেছে। মিলিও একটু অপ্রস্তুত হয়। ক্যাথের মনে নানা প্রশ্ন জাগে। নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ভাবে কতইত কারণ থাকতে পারে এখানে আসার। অনুও দীর্ঘদিনের পারিবারিক বন্ধু এখানে তাছাড়া মাসিমাকে হয়ত দেখতেও আসতে পারে তার অসুস্থতার জন্য। অথবা রজত অনুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আরতো দিনকয়েকের মধ্যেই চলে যেতে হবে বিলেতে, তাই হয়ত দেখা করতে

এসেছে। এছাড়া মিলির সঙ্গেও যদি দেখা করতে আসে অনু, সেখানে দোষের কি হল। অনুপমের মত সৎপ্রকৃতির মানুষের প্রতি অযথা সন্দেহ করে তাকে ছোট করতে চায়না ক্যাথ। ক্যাথের মানসিকতায় অনুপম এক পরমপুরুষ। অনুপমের সম্বন্ধে অযথা, অপ্রয়োজনীয় ও সন্দেহ মূলক ধারণার জন্য ক্যাথ নিজেকে ধিক্কার দেয়। তার দৃঢ় ধারণা যে অনুপম তাকে ভালবাসে ও তাকে সে কখনও প্রতারণা করবে না।

একদিন একদিন করে একমাস কেটে গেল শান্তিপুরে। অবশেষে বিদায়ের দিনটাও এসে গেল। দমদম থেকে সন্ধ্যাবেলা এরোপ্লেন ছাড়বে মস্কো হয়ে ভোর বেলা পৌঁছাবে হিথরোতে। অনুপমের মা, অনিরুদ্ধ, রজত, মিলি ও আরো অনেকে দমদমে এল ওদের বিদায় জানাতে। অনুপমকে জড়িয়ে ধরে বেশ কিছুক্ষণ কাঁদতে থাকলেন অনুর মা। মিলি অতি কষ্টে চোখের জল আটকে রেখেছিল। প্রথমবার অনু যখন বিলেতে এসেছিল, মিলির মুখে কত হাসি ছিল ও আবদার করে বলেছিল তাকে কার্ড পাঠাতে। আজকে মিলি যেমনি নিস্তব্ধ, তেমনি আক্ষেপে অস্থির আর অনুচ্চারিত এক অভিমানে বিহ্বল। মিলির আজকে কোন অধিকার নেই অনুপমের কাছে কিছু চাইবার। অনুপম ওর মাকে বলে যে রজত মিলি ও অনিরুদ্ধের জন্যে পাত্র পাত্রী খুঁজতে।

অনু অনিরুদ্ধকে বলে—"তুই ভাই একটা বিয়ে করে সুন্দরী বাঙালী বউ ঘরে নিয়ে আয়। মার এখন একটা বৌ এর ভীষণ প্রয়োজন।"

ক্যাথ মিলির কাছে যায় ও মিলির দুটো হাত ধরে বলে—"মিলি তুমি বিয়ে কর। দেখবে, অনেক শান্তি পাচ্ছ। তোমার বিয়েতে আমরা নিশ্চয় আসবো।"

মিলির চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে। ক্যাথ মিলির গালে চুম্বন করে। প্লেনের দিকে সবাই এগিয়ে চলেছে।

সময় আর বেশী নেই।

অনু মিলির কাছে আসে ও বলে—"মিলি, আমি যা বলে গেলাম মনে থাকবেতো? তা না হলে তোমার এই চোখের জলে আমরা কেউই সুখী হব না।"

মিলি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে অনুকে ও বলে—"আমাকে ক্ষমা করো অনুদা।"

আট

বিবাহিত জীবন ও সহবাসের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। যদিও সহবাস পাশ্চাত্যের অনেক দেশেই স্বীকৃত, তবু এই সহবাসকে ঠিক বিবাহের বিকল্প বলা যায় না। বিবাহিত জীবনে দাম্পত্যের বন্ধন যতটা দৃঢ় হয়, সহবাসের মধ্যে দিয়ে হয়ত হয় না। বিদেশে সহবাসিনীকে 'কমন ল' স্ত্রী বলে আখ্যা দিলেও, প্রকৃত বিবাহিত স্ত্রীর মর্যাদা কতটা পাওয়া যায়, সে বিষয়ে অনেকের ভিন্নমত আছে। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর রাশিয়া পরিবার প্রথাকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই সহবাস এক বিকট রূপ নিয়েছে, আর তার থেকে অনিবার্য পরিণতি ঘটেছে বিবাহবিচ্ছেদে ও অনেক ক্ষেত্রে জন্ম নিয়েছে মানসিক রোগের। ইসরাইল-এ (Kibbutz) কিবাজ প্রথায় অনেক মানুষের অনেক সন্তানেরা একসঙ্গে বড় হয়ে ওঠার সুযোগ পায় কমিউনিটিতে, তবে তাদের সঙ্গে পিতামাতার একটা সংযোগ থাকে। মুসলমান সমাজে বহু বিবাহ প্রথা স্বীকৃত। কোন কোন ক্ষেত্রে একজন মুসলমানকে দশ বারেরও বেশী বিয়ে করতে দেখা গেছে। হিন্দুদের বাল্যবিবাহের মধ্যেও অনেক অসুবিধে আছে। শুনেছি বার্ণার্ড শ, নাকি বলেছেন—বিবাহ যেন এক আইন সঙ্গত বেশ্যাবৃত্তির মতন। বিবাহের বিষয়ে কিন্তু অনুপম এসব নানান দেশের নানান বিবাহ-রীতি বা নানা মুনির নানা মতে বিশ্বাসী নয়। অনুপমের বিশ্বাস, বিবাহের মধ্যদিয়েই জৈবিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক তৃপ্তি পাওয়া সম্ভব। সেইজন্যই সে ক্যাথকে বিয়ে করে জীবনের এই তিনটি মূল্যবান সত্যকে স্বীকৃত দিয়েছে। স্ত্রীরা বেশীর ভাগই তাদের স্বামীদের ক্ষমতাকে, তাদের প্রজ্ঞাকে ও তাদের গুণাগুণকে আরো বিকশিত করতে চায় ও নিজেদের এক আন্তরিক স্ত্রীর ভূমিকায় সমর্পণ করে যাতে স্বামীদের মধ্যে জাগ্রত হয় একটা মহান আত্মমর্য্যাদা, একটা বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় ও প্রকৃত আত্মনির্ভরশীলতা। অনুপম আরো বিশ্বাস করে যে বিবাহের পর অনেক বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে, কিছু ত্যাগের মধ্যে দিয়ে ও খানিকটা মানিয়ে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে বিবাহ জীবনের একটা দৃঢ়ভিত প্রতিষ্ঠা করা যায় আর তাই জন্যই সে জীবনের কোন কিছুই গোপন রাখতে চায়না ক্যাথের কাছে। বিয়ের

পরেই এই বোঝাপড়াটা হওয়া উচিৎ, কিন্তু যেহেতু অনু আর ক্যাথকে একমাস ভারতে কাটাতে হল, সেজন্য সে সুযোগ তারা পায় নি। তাই অনুপম নতুন উৎসাহ নিয়ে বোঝাপড়ার এই খেলায় নেমেছে এবার। জীবনের এই খেলা অনেকটা সাপ-লুডোর মত। যেখানে একজন অপর হৃদয়ের মিল খুঁজে পায়, তখনই সুখের সিঁড়ি বেয়ে অনেক ওপরে উঠে যায় আর যদি অমিল হলে সাপের মুখে পড়ে নিচের দিকে তলিয়ে যেতে হয়। সব খেলাতেই হারজিৎ আছে। জীবনের খেলাতেও তার ব্যতিক্রম নেই। ক্যাথরিন যে অন্বেষণের মধ্য দিয়ে অনুপমকে পেয়েছে, তার গভীর বিশ্বাস যে সে যেন এক ঝিনুকের মুক্তোর মতন যাকে এর আগে আর কোনও ডুবুরী দেখতে পায়নি, অথবা সে যেন এক সদ্য প্রস্ফুটিত ফুল, যাকে ভ্রমর এখনও স্পর্শ করেনি। ক্যাথরিন বড় পারফেকসনিস্ট। তার ভালবাসার সাধনায় সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছে যে, অনুপমের হৃদয়কে সেই প্রথম স্পর্শ করেছে। তার কাছে ভাল-বাসার হৃদয়টা এক ঘড়া জলের মতন। কানায় কানায় ভরা সেই ঘড়াকে ঘরে তুলতে চায় সে। যে ঘড়ার জলে অতীতে কারো তৃষ্ণা মিটেছে, সে রকম ব্যবহৃত ঘড়ার জলে সে তৃপ্ত নয়। অনুপম ভাবে, কাউকে দিতে গিয়েতো যেন দেওয়া হয়নি। তাই, তার যা কিছু সঞ্চয় সে উজাড় করেই দিয়েছে ক্যাথরিনকে। অনুপম তাই স্ত্রীর মর্য্যাদা দিয়ে ক্যাথকে দাম্পত্য সুখের দৃঢ় বন্ধনে ধরে রাখতে চাইছে, সহবাসিনী করে নয়।

ছুটি প্রায় শেষ হল। এবার আবার কাজে ফিরে যেতে হবে। অনেকদিন ছুটির পর কাজের সেই গতিকে ফিরিয়ে আনতে বেশ সময় লাগে। তাছাড়া, সদ্য বিবাহের পর নবজীবনের একটা আকর্ষণ ত আছেই। তাই, পাঁচটা বাজলেই অনুপম বাড়ী ফিরে আসে।

সেদিন ছিল শুক্রবার। পাঁচটার সময় হাসপাতালের কাজ শেষ করে অনুপম ক্যাথকে নিয়ে বাড়ী যেতে যাচ্ছিল, কিন্তু ক্যাথকে ভীষণ চিন্তিত দেখে অনু তার চিন্তার কারণ জানতে চাইল। ক্যাথ বলে—সে তার মায়ের টেলিফোন পেয়ে জানতে পারে যে ক্যারলের একটা ছোটখাট আঘাতের জন্য ওকে ক্যাসুয়ালটীতে নিয়ে গেছে ও সম্ভব হলে ক্যাথ যেন একবার বাড়ী আসে আজ রাতে। ব্যাপারটা বিশেষ বোঝা গেল না, তাই অনু বলল যে সেও ক্যাথের সঙ্গে ওদের বাড়ী যেতে চায়। পাঁচটার সময় ক্যাথ ও অনু গাড়ী নিয়ে চলে যায় বেলপাড়ে ক্যারলদের বাড়ী।

মিসেস পারকার এখন একাই থাকেন এই বাড়ীতে। কয়েক মাস হল ক্যারল কাউনসিলের একটা ফ্ল্যাটে তার বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গেই থাকত। ক্যারলের মধ্যে এখনও ছেলেমানুষী ভাব কাটেনি। ম্যাচুউরিটি বা পরিপূর্ণতা তার মধ্যে এখনও আসেনি। যৌবনের এক উত্তাল তরঙ্গে ভেসে বেড়াচ্ছিল সে। এক উদ্দামতার মধ্যে ছুটে যাচ্ছিল সে। শিশু সুলভ চপলতা আর যৌবনের চঞ্চলতা তাকে রূঢ় বাস্তবের কাছে আসতে দেয়নি। বাড়ন্ত দেহের তৃষ্ণা যৌবনের উত্তাপে ছটফট করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসতে চেয়েছে তার ছেলে বন্ধু হ্যারিকে। আবেগপ্রবণ হলেও সংসার পাততে চেয়েছে হ্যারিকে নিয়ে। কিন্তু হঠাৎ জানতে পারে সে যে, হ্যারি বিবাহিত ও ওর একটা ছেলেও আছে। ঐ স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছেনা বলে তাকে ছেড়ে ক্যারলের সঙ্গে থাকতে চায়। তাছাড়া, হ্যারি বেকার ও চাকরী করার কোন চেষ্টা করছে না। কানা ঘুষো শুনতে পাচ্ছে যে সে নাকি গাঁজা আফিং ও হেরোইন-ও ধরেছে ও এবং দু-একবার পুলিসের থপ্পরেও পড়েছে। ক্যারল যখন জানতে পারল যে সে প্রতারিত হয়েছে ও হ্যারি একটা বিবাহিত লম্পট, তখন তার ক্রোধ ওঠে চরমে ও একটা ছাতা দিয়ে ক্রমাগত মারতে থাকে তাকে। হ্যারি পালিয়ে যায় বাড়ী ছেড়ে। ক্যারলের মাথার ঠিক থাকে না, সে ঘরের নানান জিনিষ ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে একটু শান্ত হয়ে সে ওর আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। রাগের মাথায় সে জামাকাপড় ছিঁড়তে শুরু করে আবার। সে এবার নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য করে। ক্যারলের বুক স্ফীত হয়ে উঠেছে, তার স্তন দুটোর মধ্যে মাতৃত্বের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তলপেটটাও বেশ বড় হয়ে উঠেছে। ক্যারল বুঝতে পারে যে, সে মা হতে চলেছে। লজ্জায় ও ঘৃণায় নিজেকে ধিক্কার দিতে শুরু করে ও প্রাণপণে গালিও দিতে থাকে হ্যারিকে। তারপর সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। বিছানায় গিয়ে শোয় ও মনে মনে ভাবে যে এই ব্যর্থ ও কলঙ্কিত জীবনটাকে শেষ করে দেওয়াই ভাল। হাতের কাছে একটা অ্যাসপিরিনের বোতল থেকে গোটা দশেক ট্যাবলেট খেয়ে ফেলে ও একটা ছুরি দিয়ে দু হাতের কব্জিতে একাধিক-বার আঘাত করতে থাকে। দু হাতের কব্জি ক্ষতবিক্ষত হয় ছুরির আঘাতে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে থাকে। ক্যারলের চিৎকার ও চেঁচামেচি ও কান্না শুনে পাশের ঘরের একটি মেয়ে ছুটে আসে ও ক্যারলকে ঐ অবস্থায় দেখে অ্যাম্বুলেন্স ডাকে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে

ক্যারল বেঁচে যায়। তা না হলে রক্তপাতেই ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে যেতে যেতে হয়ত প্রাণ হারাতো।

ক্যাথ ও অনু যখন ক্যারলের মার বাড়ী পৌছালো, তখন ক্যারলকে ওর মা হাসপাতাল থেকে বাড়ী এনেছে।

ক্যারল শুয়ে আছে একটা ঘরে। সে যেন মূক ও বধির হয়ে গেছে। কারোর সঙ্গে কোন কথা বলছে না।

অনুপম এবার ক্যারলের পাশে এসে বসে ও তার কপালে হাত রেখে বলে—"তোমাকে আমি সাহায্য করতে চাই ক্যারল। তোমার তো জীবনের সবে শুরু, এই সুন্দর জীবনটাকে এখানেই তবে কেন শেষ করে দেবে? তাছাড়া তুমি মা হতে চলেছো; মাতৃত্বের মর্যাদা দিতে হবে তোমাকে। তোমার গর্ভে যে সন্তান এসেছে, তার প্রতিও তোমার কর্তব্য আছে। তারো তো এই পৃথিবীতে জন্মাবার একটা অধিকার আছে। তুমি কি তাকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চাও? এদেশে কত মা তো **single parent family** হয়ে আছে। তারাও এ সমাজে স্বীকৃত। এখানে লজ্জা বা কলঙ্কের কোন প্রশ্ন আসে না। তাছাড়া তুমি আবার বিয়ে করে ঘর সংসার পাততে পারবে। আর তুমি যদি তোমার সন্তানকে না চাও তাহলে তো টারমিনেশন-এর একটা পথ খোলা আছে। ক্যারল, তুমি শান্ত হও; আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই!

ক্যারল এবার অনুর একটা হাত ধরে কাঁদতে শুরু করে ও বলে—"আমাকে দেখে আপনার ঘৃণা হচ্ছে না?"

অনু বলে—"ঘৃণা কেন হবে ক্যারল। তোমার ওপর আমার সহানুভূতি হচ্ছে।"

ক্যারল বলে—"আমি আমার সন্তানকে নিয়েই বেঁচে থাকতে চাই।"

অনু বলে—"আজ থেকে তুমি আর ছেলেমানুষটি নও, আজ থেকে তুমি মা। তোমার এই সন্তানের প্রতি মাতৃত্ববোধের জন্য তোমার সব গ্লানি দূর যাবে। তোমার সুন্দর হৃদয়টা যেন পাঁকের মধ্যে পদ্মফুলের মতন। তাকে এবার বিকশিত করতে হবে। তোমাকে সেই মন্ত্রে দীক্ষা নিতে হবে যে—অন্তর মম, বিকশিত কর। দেখবে, তুমি কেমন শান্তি পাবে ঐ মন্ত্রের জোরে।"

কয়েক মাস কেটে গেছে। ক্যাথ ও অনু পুরোদমে কাজ করতে শুরু করেছে। অনুর যেমন সকাল নটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত কাজ করতে হয়,

ক্যাথের ডিউটি কিন্তু সব দিন এক রকম নয়। কখনও সকালে, কখনও বিকেলে কখনও-বা নাইট ডিউটি দিতে হয়। বিকেলের ডিউটিতে বাড়ী ফিরতে রাত দশটা বেজে যায় আর সকালের ডিউটির জন্য সকাল ছটায় বাড়ী থেকে চলে যেতে হয়। রাত্রের ডিউটিতে সন্ধ্যা আটটা থেকে পরের দিন সকাল আটটা পর্য্যন্ত থাকতে হয় হাসপাতালে। ক্যাথের এই ধরণের ডিউটির জন্য ক্যাথ ও অনুর মধ্যে অনেক সময়ই দেখা হয় না। বিকেলবেলা বাড়ী ফিরে অনু যখন দেখে ক্যাথ বাড়িতে নেই, ডিউটিতে হাসপাতালে আছে, তখন খুব খারাপ লাগে অনুর। সব থেকে খারাপ লাগে ক্যাথের নাইট ডিউটি থাকলে। একা একা অনুর সময়ই কাটতে চায় না। অনু ভীষণ মিস করে ক্যাথকে। আবার আসে সেই নির্জনতা। বিষণ্ণতায় মন ভরে যায়। একা থাকলেই অনুর মনে পড়ে বিপাশার কথা আর নীরবে চোখের জল ফেলে সে। তাছাড়া না ভাববার চেষ্টা করলেও কেমন করে যে তার স্মৃতির জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয় মিলির মুখটা, মনের তেপান্তরে প্রতিধ্বনিত হয় মিলির কথাগুলো। অনু ভাবে, এই নিঃসঙ্গতাই এই সব স্মৃতিচারণের কারণ। তাই অনু মনে মনে ঠিক করে যে সে ক্যাথরিনকে আর হাসপাতালে কাজ করতে দেবে না। ক্যাথ বাড়ীতেই থাকবে সারাদিন। বাড়ীর সাধারণ স্ত্রীরা যেভাবে থাকে. ক্যাথও থাকবে তেমনি। তাছাড়া তাদের সন্তান হলে ক্যাথের চাকরীর প্রশ্নই আসবে না। অনু মনে মনে ঠিক করে যে শনিবার ক্যাথকে বুঝিয়ে বলবে তার চাকরী ছেড়ে দেওয়ার কথাটা।

শনিবার একটু দেরী করেই ঘুম ভাঙে অনুপমের। তাছাড়া বেশ কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকতে ভাল লাগে তার। হাসপাতালে যাবার তাড়া নেই। তাই অলসতার বিলাসিতায় খানিকটা সময় দেওয়া যায়। শুয়ে শুয়ে রেডিওয়-খবর ও গান শুনতে শুনতে আবার হয়ত একটু তন্দ্রা আসে, কিন্তু তন্দ্রা কেটে যায় ক্যাথ যখন বেড্-টি এনে, গায়ের লেপটা টেনে সরিয়ে দেয়।

চা খাওয়ার পর নিচের সান লাউঞ্জে বসে ওরা দুজনে। টাইমস পত্রিকায় চোখ বোলাতে বোলাতে অনু বলে—"তুমি যখন হাসপাতালে থাক আর আমি যখন বাড়ীতে থাকি, আমার ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হয়। তোমার অনুপস্থিতিটা ভীষণ ভাবে অনুভব করি, ক্যাথ। তোমার সঙ্গে মনে হয় আরো অনেকটা সময় বসে গল্প করি। সত্যি বলছি ক্যাথ, একা একা থাকতে মোটেই ভাল লাগে না।" অনু এবার চেয়ারটা ক্যাথের কাছে টেনে নিয়ে

আসে ও ওর একটা হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলে—"তোমাকে আর চাকরী করতে হবে না ক্যাথ। তুমি চাকরীটা ছেড়ে দাও।"

কথাটা শুনে ক্যাথ প্রায় একটু চমকেই উঠেছিল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ক্যাথ বলে—"কিন্তু চাকরীটা ছেড়ে দিলে, সারাদিন আমিই বা বসে বসে কি করব অনু? আমারও ত তখন নিঃসঙ্গ মনে হবে। তাছাড়া কাজের মধ্যেও তো একটা আনন্দ আছে, সেটা থেকে কেন তুমি আমাকে বঞ্চিত করতো চাইছো। জানি, তোমাকে বিয়ে করে অর্থের জন্যে চাকরী করার দরকার নেই, তবু......"

কথাটা শেষ হতে না দিয়েই অনু শুরু করে—"তোমাকে আমি আদর্শ গৃহবধূ হিসেবে পেতে চাই। যারা গৃহবধূ, তারা তো সারাদিন ঘরের মধ্যেই থাকে। ঘরই যে তাদের সব থেকে আকাঙ্ক্ষিত আশ্রম। সারাদিন ঘর সাজাবার আতিশয্যে তারা মগ্ন হয়ে থাকে, সারাদিন ঘরকন্নার কাজে নিজেদের এমন ভাবে নিমজ্জিত করে রাখে যে অলসতা তাদের স্পর্শও করতে পারে না, তাই নিঃসঙ্গও হয় না। আর সারাদিন প্রতীক্ষার পর যখন তারা গৃহস্বামীকে পায় সন্ধ্যেবেলা, তখন উজার করে দেয় তাদের সেবা আর আনুগত্য আর ভালবাসা। এর মধ্যে সত্যিই আছে এক অকৃত্রিম আনন্দ।"

অনুর এই অনুরোধকে উপেক্ষা করতে পারে না ক্যাথ, কিন্তু তার অবদমিত সত্তায় একটা অনিচ্ছার সুর লুকিয়ে থাকে।

অবশেষে ক্যাথ গৃহবধুর সাজেই সংসার নামক রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হল। মাস দুয়েক পর চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে সে আস্তে আস্তে নিজেকে সংসারের নানান কাজে নিয়োজিত করল। সকালবেলা বেড টি করা, হাসপাতাল যাবার আগে অনুকে ব্রেকফাস্ট দেওয়া ও এমনকি অনুকে কোট-টাই ইত্যাদি হাতের কাছে এনে দেওয়া ক্যাথের নিয়মিত কাজ হল সকালে। শুধু তাই নয়, অনু বেরিয়ে যাবার মুখে তার ঠোঁটে একটা ছোট্ট চুমু দিয়ে 'বাই বাই' বলতে ভুল হয় না কখনও ক্যাথের। অনু হাসপাতালে চলে গেলে ক্যাথ সমস্ত বাড়ীটা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে। তারপর সে ওয়াসিং মেসিনে ময়লা জামাকাপড় কাচতে দেয় ও ড্রয়ারে শুকিয়ে নেয়। সময় মতো সব জামাকাপড়গুলো আবার ইস্ত্রিও করে। এর পর সিঙ্কে জমে-থাকা বাসনগুলো ঢুকিয়ে দেয় ডিস ওয়াসারে ও ধোয়ার পর কাপড় দিয়ে মুছে সেগুলো র‍্যাকে সাজিয়ে

রাখে। এর পর ক্যাথের কাজ হল সান লাউঞ্জ ও বিভিন্ন ঘরে যে সমস্ত গাছ আছে টবে, সেগুলোতে জল দেওয়া। এসব করতে করতে প্রায় বারোটা বেজে যায়। খুব সামান্য লাঞ্চ খায় সে। একটু স্যুপ ও দু একটা স্যানড্যুইচ ও বড়জোর একটা ইয়গট-ই হল তার লাঞ্চ। দুপুরের দিকে টিভিতে ডালাস বা করোনেশন ষ্ট্রীট দেখেও খানিকটা সময় কাটে। খবরের কাগজে একটু চোখ বোলাবার চেষ্টা করে কিন্তু বেশী আনন্দ পায় উমেনস উইকলী ধরণের ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতে আর সেটাতেও যখন অরুচি ধরে, আরগসের ক্যাটালগ দেখতে শুরু করে। মাঝে মাঝে গাড়ীটা নিয়ে চলে যায় শপিং সেণ্টারে। উইনডো শপিং করতেও বেশ ভাল লাগে তার। মার্ক এ্যাণ্ড স্পেন্সার, লিটিল উড বা উলওয়ার্থে গেলে বেশ খানিকটা সময় কেটে যায়। সপ্তাহে একদিন হেয়ার ড্রেসিং সেলুনে যেতে হয় পার্ম করা চুলগুলো সেট করাতে। ফেরার পথে সেন্সবেরী বা আসদা স্যুপার মার্কেট থেকে ফ্রোজেন ফুডের প্যাকেট, ফ্রোজেন চিকেন, ল্যাম চপ, মারজারিণ, স্যালাড, টমেটো কেচাপ, স্যালাড ক্রীম ব্রেড, বাটার, কর্ণফ্লেক্স, আইসক্রীম, লেমোনেড, ওয়াইন ও কাঁচা সব্জি ইত্যাদি কিনে ট্রলীতে করে নিয়ে যায় কার পার্কে ও গাড়ীর পেছনে ভর্তি করে বাড়ী ফেরে। প্রায় সাড়ে তিনটে বাজে। হঠাৎ মনে হল একবার ব্যাঙ্কে যাবার দরকার ছিল, কিন্তু ব্যাঙ্ক এতক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। ভ্যানিটী ব্যাগটা খুলে একবার দেখে নিল যে barclays VISA কার্ডটা আছে কিনা সঙ্গে। হ্যাঁ, আছে, আর তাই সে ব্যাঙ্কের সামনে দু' মিনিট গাড়ী দাঁড় করিয়ে ব্যাঙ্কের দেওয়ালে লাগানো ক্যাশ পয়েন্ট থেকে থেকে কিছু টাকা তুলে নিল। এই ভিসা কার্ডের দৌলতে রাত দিন যে কোন সময়ই টাকা তোলা যায়। বাড়ী আসতে আসতে প্রায় চারটে হল। অমু ফিরবে প্রায় ছটা নাগাদ। চা-র ব্যবস্থা করতে হবে। এই অর্থে সন্ধ্যেবেলার 'টি' মানে হল 'সাপার'। শরীরটা একটু ম্যাজ ম্যাজ করছে ক্যাথের। শপিং সেণ্টারে দোকানে দোকানে ঘুরে বেশ ক্লান্ত লাগছে ওর। গাড়ীর বুট্স্ থেকে জিনিষগুলো বার করে রান্নাঘরে নামিয়ে রাখে সেগুলো। তারপর লাউঞ্জের সোফায় ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দেয়। বেশ ঘুম ঘুম পাচ্ছে তার, কিন্তু ঘুমোলে চলবে না। একটুখানি বিশ্রাম করে রান্নাঘরে যায় সে। ওভেনে ল্যাম ক্যাসোরোল বসিয়ে দেয়। এছাড়া ওভেন চিপস, ব্রকলি ও বিনস অমু এলে সেদ্ধ করে নিলেই হবে। এর সঙ্গে দু' কাপ অক্সটেল স্যুপ। ক্যাথের

এবার মনে হল যে কিছু ফুল কিনতে সে ভুলে গেছে। যাইহোক কালকে কিনলেও হবে।

প্রথম কয়েকদিন এই সব কাজের মধ্যে বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল, কিন্তু এখন মাঝে মাঝে এই গতানুগতিক দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে খুব একঘেয়ে মনে হয়। যেন নিয়মের রাজত্বে সে বাস করছে। সব কিছুই যেন তার অপেক্ষায় বসে আছে। সংসারটা যেন এক কয়লা-চালিত রেলগাড়ীর ইঞ্জিনের মতন। নিয়মিত কয়লার যোগান না দিলে গাড়ী থেমে যাবে। দৈনন্দিন সংসারের এই কাজগুলো না করলে সংসার ইঞ্জিনটি থেমে যাবে।

কাজের মধ্যে দিয়ে সময় কাটলেও, কথার মধ্যে দিয়ে সময় কাটে না। সারাদিন কথা বলার লোক নেই। বোবা হয়ে কাটাতে হয় সারাদিন। ক্যাথ পিয়ানোতে তিনটে গ্রেড পাস করেছে, কিন্তু বেশ কিছুদিন পিয়ানোর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। অনুর অনুরোধে ক্যাথ আবার পিয়ানো শেখা শুরু করেছে। সপ্তাহে একদিন সে দুপুরে পিয়ানো শিখতে যায় ও একদিন স্থানীয় চার্চ-এ যায় কিছু ভলানটারী চ্যারিটেবিল কাজ করতে। এতে খানিকটা সময় কাটে। মাঝে মাঝে সকালে কফি Morning-এর আসর বসে তার বাড়ীতে। এদেশে গৃহবধুদের জন্য কফি মরনিং মানে মহিলা-মহলের আসর। স্বামীরা অফিস চলে গেলে, ছেলেমেয়েরা স্কুলে চলে গেলে, গৃহবধুদের মধ্যে গল্পগুজব করার সভা বসে চক্রাকারে এক একজনের বাড়ীতে। এই সভায় শাড়ী-গয়না, স্বামীদের পদোন্নতি, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা এমনকি কখনও কখনও পরনিন্দা-পরচর্চাও আলোচিত হয়। ক্যাথ অবশ্য এই ধরণের সভা বিশেষ পছন্দ করে না। ক্যাথ মাঝে মাঝেই পাবলিক লাইব্রেরীতে যায় ও বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটায় সেখানে। ভাল না লাগলে লেসার সেণ্টারে চলে যায়। কোনদিন হয়ত সাঁতারে যায় বা সোলারিয়ামে ষ্টিমবাথ নিতে যায়। সন্ধ্যাবেলা অনু বাড়ী ফিরলে ক্যাথ হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। ছটার সময় অনু বাড়ীতে এসে টেলিভিশনের সামনে বসে পবে বিবিসির বিশ্বসংবাদ শোনার জন্যে। অনু নিজেই দুকাপ কফি করে ক্যাথকে ডাকে সংবাদ শোনার জন্য। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ সাপার খেতে হয় ও রাত্রে বেডটাইম স্ন্যাক্স ও মিল্ক চকলেট বা বোর্ণভিটা ধরণের কিছু পানীয় খায় ওরা। শুতে শুতে প্রায় বারোটা হয়। ক্যাথ ও অনু নানান ধরণের গল্প করে ও প্রত্যেক দিনই ওরা কিছু না কিছু মিউজিকাল রেকর্ড শুনতে ভালবাসে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে

শুনে বেডরুমের পোর্টেবল টিভিতে কখনও কখনও বেশি রাতের হরর্ ছবি দেখে ওরা। ঘুম এসে গেলে রিমোট কনট্রোলে টিভি বন্ধ করে দেয়।

বেশ কয়েক মাস কেটে যায়। দিনের বেলায় নানান কাজের মধ্য দিয়ে সময় কেটে গেলেও কোথায় যেন এক নিঃসঙ্গতা-ক্যাথকে অতৃপ্ত করে রাখে। কোথায় যেন একটা শূন্যতা কিছুতেই পূর্ণ হয় না। সারাদিন একা থাকার বেদনাটা অনু কিছুতেই বুঝতে পারে না, হয়ত বুঝতেও চায় না। এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থেকেও পরিপূর্ণ শান্তি যেন ঠিক ক্যাথ পাচ্ছে না। তার এই অব্যক্ত বেদনাকে মুখ ফুটে কিছুতেই বলতে পারে না সে অনুকে। তার মনে জমা হতে থাকে এক পুঞ্জীভূত অভিমান, জন্ম হয় খানিকটা হতাশার।

ডারবিসায়ারের চেস্টারফিল্ড শহর এক সময় রোমানদের দুর্গের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে জেম্স ব্রিগুলে একটা খাল কেটে এই শহরের সঙ্গে ট্রেন্ট নদীর যোগাযোগ ঘটান। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই শহরের চারদিকে বেশ কিছু কয়লা খনি ও লোহার খনির কাজ শুরু হয়। আঠারোশো চল্লিশ সালে এখানে রেল চলাচল সুরু হয়। শহরের মাঝখানে বিরাট ক্যানভাসের তাঁবুর নিচে রয়েছে খোলা বাজার। আর একটু এগুলেই চার্চওয়ে দিয়ে চলে যাওয়া যায় তেরোশো সালে নির্মিত সেণ্টমেরী ও অল-সেণ্টস্ প্যারিস চার্চ যার চূড়াটা বেশ বাঁকা হয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে থাকে। আর একটু দূরে গেলে দেখা যাবে সেই বৈপ্লবিক বাড়ীটি, যেখানে ১৬৮৮ সালে বিপ্লবীরা দ্বিতীয় জেম্সকে ক্ষমতাচ্যুত করে উইলিয়াম ও মেরীকে সিংহাসনে, বসাতে চেয়েছিল। চেস্টারফিল্ড থেকে সেফিল্ড-এর দূরত্ব মাত্র বারো মাইল, ডারবীর দূরত্ব তিরিশ মাইল ও লণ্ডনের দূরত্ব প্রায় একশো পঞ্চাশ মাইল। ওয়ালটন হসপিটালটা মাইল তিনেক দূরে ওয়ালটনে অবস্থিত। রয়েল ইনফারমারীটা অবশ্য শহরের মধ্যেই। ক্যাথরিণের বাবা এক সময় কয়লার খনিতে কাজ করতেন। দীর্ঘদিন কয়লার গুঁড়ো ফুসফুসে জমা হতে হতে নিউমোকোনিয়সিম রোগে আক্রান্ত হন ও ডাক্তারের পরামর্শে সেই চাকরীটা ছেড়ে দেন। ছুটীর দিনে অনু ক্যাথকে নিয়ে চেষ্টার-ফিল্ডের আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে, বিশেষ করে ঐতিহাসিক স্থানগুলো দেখতে খুবই আগ্রহী। ক্যাথ এই প্যারিস চার্চে আসে মাঝে মাঝে সমাজ-সেবামূলক কাজ করার জন্যে। এই চার্চেই ওদের বিয়ে হয়েছিল।

সেদিন ছিল সোমবার। দুপুরবেলা ক্যাথ লাইব্রেরীতে গিয়েছিল। পড়ার ঘরের এক কোনায় বসে বসে তলস্তয়ের আনাকারিনিনার ইংরাজীতে অনুবাদ করা উপন্যাসখানা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছিল। পড়তে পড়তে কোথায় যেন আনাকারিনিনা সঙ্গে ক্যাথ নিজের একটা মিল খুঁজে পায়। রূপবতী, গুণবতী আনাকারিনিনার নিজের রূপ ও গুণের জন্যে কখনও সমাদৃত হতো না, সম্মানিত হতো সে সমাজের একজন প্রতিষ্ঠিত ও প্রসিদ্ধ ধনী ব্যক্তির স্ত্রী বলে। এটা অবশ্য তার নিজস্ব ধারণা ছিল। ক্যাথের মাঝে মাঝে মনে হয় যে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডঃ অনুপম রায়চৌধুরীর স্ত্রী বলেই, হাসপাতালে বা সভা-সমিতিতে তার খুব খাতির হয়। নানান বড় বড় মহল থেকে তার ডাক আসে। সে যদি ক্যাথরিণ পারকার হয়েই থাকতো, তাহলে এই সমাজের লোকজনদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকত না। পরমুহূর্তে সে ভাবে স্বামীর গর্বে সেও গর্বিত। এতেও তার আনন্দ হবার কথা।

ক্যাথকে দেখতে পেয়ে একজন ইংরেজ যুবক খুব কাছে এসে একটা চেয়ারে। ক্যাথের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে—"হ্যালো—ক্যাথরিণ, কেমন আছো ?"

ক্যাথ এবার মুখ তুলে দেখে যুবকটির দিকে। বেশ প্রাণবন্ত চেহারা, পেছনে ওলটানো চুল, ছোট্ট একটু গোঁফ, উৎকৃষ্ট পোষাক পরা, এমনকি টাই এর সঙ্গে টাই ক্লিপটাও বাঁধা।

ক্যাথ প্রথমটায় বিস্মিত হয়, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সহজ করে নিয়ে বলে—"মাইক তুমি এখানে ?"

যুবকটির নাম মাইক বুচার। ডারবীতে নিশান মটরগাড়ী কোম্পানীর সেলসম্যান। এক সময় ক্যাথরিণের বয়ফ্রেণ্ড ছিল। তাকে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয় কাজের জন্য। কোম্পানীর কাছ থেকে ভাল গাড়ী পেয়েছে অফিসের কাজের জন্য। এছাড়া ভ্রমণভাতা ভালই পায়। মাইক-এর মধ্যে একটা গতি ছিল, একটা প্রাণ ছিল। জীবনটাকে ভোগের মধ্য দিয়ে পেতে চাইত। জীবনে পার্থিব সুখ-সুবিধাগুলোকেই সে বেশী গুরুত্ব দিত। তারমধ্যে বুদ্ধিজীবি মানসিকতার খানিকটা অভাব ছিল। মদ্যপান করতো খুব বেশী। দিনে চল্লিশটা সিগারেট খেতো। আইন অমান্য করে গাড়ী চালাতে চালাতে গতি তুলতো নব্বই মাইল ঘণ্টায়। মদ খেয়ে গাড়ী চালাতেও কুণ্ঠা বোধ করত না। নিয়মিত রেসের মাঠে যেতো ডারবীতে। মাইকের আগে গোটা

চারেক মেয়ে বন্ধু ছিল। কিন্তু এত কিছু সত্বেও যে ক্যাথরিণকে ভালবাসত। ক্যাথরিণ কিন্তু ওর জীবনের এই গতিময় দিকটা দেখে ভয় পেতো। তাছাড়া বুদ্ধিদীপ্ত-ভাবনা চিন্তার অভাবে স্থুলতার জন্যে ক্যাথ ওর অন্তরের ভিতরে ঢুকতে পারেনি। মাঝে মাঝে আকৃষ্ট হয়েছে। ওর ভয়হীন উদ্দামতা দেখে। কিন্তু ক্যাথ ওকে কখনও ভালবাসতে পারেনি।

মাইক এবার বলে—"চেষ্টারফিল্ডে কিছু গাড়ী বিক্রি কবতে এসেছিলাম। ভাল কমিশন পাব।" মাইক-এর চোখ পড়ে ক্যাথের আঙ্গুলের ওয়েডিং রিং-এর ওপর। খুব উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলে—"কনগ্র্যাচুলেশন্। তুমি এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করবে ভাবতেই পারিনি।"

ক্যাথ বলে—"হ্যাঁ, জীবনে একটা স্থিতি চাই। তোমার মতন অনির্দিষ্টের পিছনে ছুটে বেডানোর মধ্যে রোমাঞ্চ থাকলেও, সেখানে জীবনে কোন নিরাপত্তা ও স্থিতি নেই।"

মাইক বলে—"শুনে আনন্দ হল যে, তুমি যা চাইছিলে, তা পেয়েছো।"

ক্যাথ বলে—"তুমিতো জানবার কোন দিন চেষ্টা করোনি, আমি কি চাই, আমার কিসে তৃপ্তি, কিসে আমার আনন্দ।"

মাইক জবাব দেয়—"তুমি আমাকে পরিত্যাগ করার পর আমি সেটা বুঝেছিলাম।"

ক্যাথ জিজ্ঞেস করে—"বল তো বেশীর ভাগ মেয়ে বিয়ের আগে তাদের প্রেমিকের কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করে?"

মাইক বলে—"তুমি কি প্রত্যাশা করেছিলে আমার কাছে?"

ক্যাথ বলে—"যাক সেকথা। আজকে এসব কথা আলোচনা করে কারো কোন লাভ হবে না।"

মাইক জবাব দেয়—"লাভ না হোক লোকসান তো হবে না। অন্ততঃ আমার ভুলটা কোথায় সেটাও জানতে পারলে খানিকটা সান্ত্বনা পাব। ক্যাথ, লাইব্রেরীতে এসব আলোচনা করা ঠিক নয়। তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে বাইরে কোন ক্যাফেটোরিয়াকে বসে কফি খেতে খেতে তোমার নতুন জীবনের কথা শুনতে চাই।"

ক্যাথ আপত্তি করে না। তাই দুজনে লাইব্রেরী থেকে বেড়িয়ে একটা কফি হাউসে যায় ও আবার আলোচনা শুরু করে।

ক্যাথ চলে—"তোমার মধ্যে পরিপূর্ণতার অভাব ছিল। দায়িত্ববোধ

তোমার মধ্যে ছিল না। তোমার মধ্যে জীবনে উচ্ছ্বাস ছিল কিন্তু হিসাব ছিল না। তোমার মধ্যে ঝঙ্কার ছিল, কিন্তু লয় ছিল না। তুমি আমাকে প্রেম দিতে চেয়েছিলে, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিতে পারনি। তুমি আমার মধ্যে বিশ্বাস জাগাতে পারনি। জীবনের চঞ্চলতায় উচ্ছসিত হয়ে ওঠা আমার আকাঙ্খিত নয়, অন্তরের রসে সিক্ত হওয়াই আমার কাম্য। তাই তোমার পথ থেকে সরে এসেছি।"

মাইক বলে—"জান, আমি ডারবীতে দুঘরের ফ্ল্যাট কিনেছি। কোম্পানীর কাছ থেকে মাইক্রো গাড়ী পেয়েছি। আমার রোজগারও বেড়েছে। আমার বিশ্বাস, আমি তোমাকে সুখী করতে পারতাম।" মাইক এবার বলে "প্লিজ ক্যাথ, তোমার স্বামীর কথা একটু বলো। আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে। কি নাম, কি পেশা, কোথায় থাকে? আমি জানি তুমি কেন বলতে চাইছ না তোমার স্বামীর পরিচয়। বিশ্বাস করো, আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে ছুঁয়ে যে তোমার স্বামীকে আমি কখনও বলব না আমাদের পুরোণো সম্পর্কের কথা।"

ক্যাথ জিজ্ঞেস করে—"বর্তমানে তোমার গার্লফ্রেণ্ড আছে নিশ্চয়।"

মাইক বলে —"না"।

ক্যাথ বলে—"কেন?"

মাইক—"আজও তোমাকে ভুলতে পারিনা, তাই।"

ক্যাথ—"আচ্ছা বলতো—চেষ্টায়ফিল্ডে এ তোমার কি কাজ?"

মাইক বলে—"আমরা নিশান গাড়ীর এজেন্ট। আমাদের ডারবী ও চেস্টারফিল্ডে সেলস্ ডিপার্টমেন্ট আছে। চেস্টারফিল্ডে অনেক সময় বড় ও দামী গাড়ী থাকেনা। তাই চেস্টারফিল্ড-এ কেউ যদি বড় গাড়ী কিনতে চায়, যেটা সেখানকার দোকানে আপাততঃ নেই, তখন আমরা ডারবী থেকে গাড়ী আনিয়ে দি। যেহেতু পুরোনো গাড়ীটা বিক্রি করে তবেই নতুন গাড়ী কিনতে হয়, সেজন্য আমরা **Part-exchange** করার আগে পুরোণো গাড়ীটা দেখতে আসি।"

ক্যাথ বলে—"কতজন খদ্দের পেলে এখানে?"

মাইক বলে—"নিশান লরেল এয়ারকন্‌ডিশন্‌ড্ গাড়ীর জন্য তিনজন নাম লিখিয়েছে—। তিনজনই বেশ প্রতিষ্ঠিত লোক। মিঃ অটার—ব্যবসায়ী, মিঃ কেলী—সার্জন ও ডঃ রয়—সাইকিয়াট্রিস্ট্।"

ক্যাথ চমকে ওঠে—Dr. Roy এর নামটা শুনে, কিন্তু চুপ করে থাকে। কিছু বুঝতে দেয়না মাইককে।

মাইক বলে—"আজ সন্ধ্যে ছটার সময় যেতে হবে ডঃ রায়ের বাড়ী, ওনার ডাটসন ব্লু বার্ডটা দেখতে।"

ক্যাথ বলে—"এবার উঠি, আমার কাজ আছে।"

মাইক—"কিন্তু তুমি বললে না তোমার স্বামীর কথা।"

ক্যাথ—"তুমি সত্যি বলছ তো যে আমার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় হলে তুমি আমাদের পুরোণো সম্পর্কের কথা বলবে না?"

মাইক—"প্রতিজ্ঞা করছি।"

ক্যাথ—"পরে বলব, কথা দিচ্ছি। কিন্তু এখন নয়।"

মাইকের মনের মধ্যে একটা গভীর কৌতুহল রেখে চলে গেল ক্যাথ।

সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরে টিভিতে সংবাদ শুনতে শুনতে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে অনু ক্যাথকে বলে—"তোমাকে বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমি ব্লু বার্ড গাড়ীটা বিক্রি করে একটা নিশান লরেল গাড়ীর অর্ডার দিয়েছি। সেজন্য আজ একজন সেলসম্যান গাড়ীটা দেখতে আসবে।"

ক্যাথ বলে—"কিন্তু কি দরকার ছিল শুধু শুধু লরেল কেনার। ব্লু বার্ডতো খুবই ভাল গাড়ী। আমার মনে হয় তুমি লোকটাকে বলে দিও যে তুমি এখন গাড়ী কিনবে না।"

ওদের কথা শেষ হতে না হতেই কলিং বেল বাজলো। ক্যাথ বুঝতে পারে নিশ্চয় মাইক এসেছে। ক্যাথ মাইক কে দেখা দেবে না বলে ওপরে চলে গেল। অনু দরজা খুলতেই মাইক তার ভিজিটিং কার্ডটা অনুকে দেখায়।

অনু বলে—"ভেতরে এস।" মাইক লরেলের একটা পুস্তিকা অনুকে দেখাতে শুরু করে।

অনু জিজ্ঞেস করে—"এক কাপ কফি চলবে?"

মাইক বলে—"মন্দ হয় না।"

অনু সিঁড়ির কাছে গিয়ে একটু জোর গলায় বলে—"ক্যাথ, দুকাপ কফি দিয়ে যাবে প্লিজ?"

ওপর থেকে ক্যাথ বলে—"সরি অনু, আমি স্নানে ঢুকেছি দেরী হবে।"

অগত্যা অনু নিজেই রান্নাঘরে গিয়ে কফি বানাতে শুরু করে। মাইকের কানে ক্যাথ নামটা খটকা লাগে। আর আরো অবাক হয় যখন দেখতে পায়

ক্যাথের একটা ফটো রয়েছে টেলিভিশনের ওপর। মাইকের বুঝতে অসুবিধে হয়না, যে ক্যাথরিন একসময় তার প্রেমিকা ছিল, আজকে সে ডঃ অনুপম রায়ের স্ত্রী। কফি নিয়ে ফিরে আসে অনু। অনু গাড়ীটা কিনতে রাজী হয়। কিছুক্ষণ বাদে ক্যাথ নিচে এল ও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। ভাবলো, মাইককে সে ফাঁকি দিয়েছে। কেননা ততক্ষণে মাইক চলে গেছে।

সেদিন ছিল শুক্রবার। প্রায় সন্ধ্যা সাতটা হবে। বাইরে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। অনুপম সোফায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। ক্যাথ রান্নাঘরে ছুরি দিয়ে আলু কাটছিল। এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠলো। এই সময় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দুধওয়ালা দুধের দাম নিতে আসে অথবা স্থানীয় সান্ধ্য সংবাদ পত্র বিলি করতে আসে। ক্যাথ গিয়ে দরজা খোলে। আবছা আলোয় দেখতে পায় মধ্য বয়সী এক শীর্ণকায় মানুষকে। মুখভর্ত্তি বড় বড় দাড়ি ও বড় বড় রুক্ষ চুল। চোখ দুটো তার গর্তে যেন বসে গেছে। পরণে ছেঁড়া কোট ও প্যাণ্ট। মুহূর্তের জন্য ক্যাথের সঙ্গে সেই অবাঞ্ছিত, অপরিচিত মানুষটির দৃষ্টি বিনিময় হয় ও সঙ্গে সঙ্গে সেই আগন্তুক ভয়ে ছুটে পালিয়ে যায়। ক্যাথও ভয় পেয়ে যায় ও চিৎকার করে অনুকে ডাকে। অনু ছুটে আসে। ক্যাথ ভয়ে কাঁপছে, অনুকে বলে—"বার্গলার, পুলিসে খবর দাও।"

ইতিমধ্যে লোকটা বাড়ী ছেড়ে অনেকটা দূরে চলে গেছে। অনুপম লোকটাকে ধরার জন্যে হনহন করে হেঁটে যায় রাস্তার দিকে। তারপর প্রায় একশো গজ হাঁটার পর লোকটাকে ধরে ফেলে। অনু চিনতে পারে যে লোকটা জোনাথন পারকার, ক্যাথরিনের বাবা। জোনাথন প্রথমের দিকে অনুর ক্লিনিকে দেখাতে আসত মাঝে মাঝে তার অ্যালকোহল-জনিত মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে অনুর বাড়ীতেও আসত দেখা করতে। অনু প্রত্যেক সময়ই জোনাথনকে অর্থ সাহায্য করত। ইদানিং বহুদিন সে আসেনি। অনু যে কাউনসিল ফ্ল্যাট ঠিক করে দিয়েছিল, সেখানেও এখন সে থাকেনা। বর্তমানে সে লেসটারে একটা কাউনসিল ফ্ল্যাটে থাকে। অনুকে সে অনুরোধ করেছিল যে তার কথা ক্যাথ ও তার মাকে না জানাতে। অনু অর্থ সাহায্য করে, চিকিৎসা করে, জোনাথনকে ভাল করে তোলার চেষ্টা করেছিল ও ভেবেছিল একদিন জোনাথনকে ফিরিয়ে আনবে তার স্ত্রীর কাছে। আজকে জোনাথন চিনতে পেরেছে তার মেয়ে ক্যাথরিনকে, কিন্তু ক্যাথরিন চিনতে পারেনি তার বাবাকে। জোনাথনের বর্তমান দাড়ি গোঁফ ভর্তি শীর্ণকায়

মুখটা দেখে ওকে জোনাথন বলে চেনাই। যায়না ক্যাথের কি দোষ। বিশেষ করে অন্ধকারে।

অনু বলে জোনাথনকে—"তোমার মেয়ে ক্যাথরিনকে আমি বিয়ে করেছি। তুমি চল আমার সঙ্গে বাড়ীতে ক্যাথের সঙ্গে দেখা করতে ও আমাদের আশীর্বাদ করতে। হাজার হোক তুমি ক্যাথের বাবা।"

জোনাথন বলে—"ডাক্তার, আমি যে আজ কত খুশী, যে ক্যাথ তোমার স্ত্রী, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। তোমাকে আমি মন প্রাণ দিয়ে আশীর্বাদ করছি, তোমরা সুখী হও। ক্যাথ বড় ভাবপ্রবণ, তার আদর্শ ও চিন্তাভাবনা অনেক মেয়েদের চেয়ে পৃথক। আমি তার অযোগ্য, অপদার্থ, ঘৃণিত পিতা। কিন্তু তবু আমি বাবা, ওর সত্যিকারের মঙ্গল কামনা করি। তাই ওকে আমার পরিচয় দিতে চাইনা। আমার এই অবস্থা দেখে ও ভীষণ লজ্জা পাবে। নিজেকে ছোট মনে হবে ওর। ও সুখে আছে এতেই আমার আনন্দ, এতেই আমার শান্তি। ডাক্তার তুমি ওকে আমার কথা বোলোনা।"

অনু কথা দেয় যে, সে ক্যাথকে জোনাথনের কথা বলবেনা। অনু পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে জোনাথনকে দিতে চায়, কিন্তু এই প্রথম সে প্রত্যাখান করল টাকা নিতে। অনু বুঝতে পারে জোনাথনের বিবেকের দংশনটা। তাই জোর করে না।

জোনাথন বলে—"ডাক্তার, তুমি মহৎ ব্যক্তি, তোমার কাছে আমি যা পেয়েছি তার ঋণ ইহজীবনে শোধ হবে না। শুধু একটা অনুরোধ করবো যে, আমার মৃত্যুর পর তোমাকে যদি কেউ খবর দেয় তাহলে তুমি দয়া করে যদি আমার কবরের ব্যবস্থাটা করো, তাহলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।"

অনু বাড়ী ফিরে এলে ক্যাথ জিজ্ঞেস করে লোকটার কথা। অনু বলে যে লোকটা তার বহু দিনের পুরোণো রোগী। মাঝে মাঝে দেখা করে যায়।

সেদিন ছিল বুধবার। দুপুর দুটো হবে। ক্যাথ বসে বসে উল বুনছিল। অনুপমের জন্যে একটা সোয়েটার বুনতে শুরু করেছে। অনুপমকে এখনও জানায়নি। পুরোটা হয়ে গেলে অনুকে অবাক করবে, মনে মনে সেরকমই একটা ইচ্ছা। হঠাৎ বাইরে ঘণ্টা বেজে উঠলো। ক্যাথ দরজা খুলেই দেখে, মাইক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। সে জিজ্ঞেস করে—"মিসেস রায়, ভেতরে আসতে পারি?"

ক্যাথ বলে—"উনি বাড়ীতে নেই।"

মাইক—"তা আমি জানি।"

ক্যাথ—"তাহলে আগমনের হেতু ?"

মাইক—"সেদিন যখন এসেছিলাম, তুমি কেন সামনে এলেনা ? কেন ডঃ রায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে না ? আমিতো তোমাকে কথা দিয়েছিলাম যে আমাদের পুরোনো সম্পর্কের কথা কিছু বলবো না। তুমি শুধু বলতে পারতে যে আমরা পরস্পরকে চিনি মাত্র। এতে 'অনেক সহজ হতে পারতে ক্যাথ।"

ক্যাথ—"ভেতরে এস। উনি কিন্তু পাঁচটার সময় ফিরবেন। গাড়ীটা এনেছো ?"

মাইক—হ্যাঁ, মেটালিক গ্রে লরেল সেলুনকারটা নিয়ে এসেছি আর ব্লু-বার্ডটা নিয়ে যাব।"

ক্যাথ—"চার বেডরুমের বিরাট বাড়ী, বাগান, দামী গাড়ী, কনসালট্যাণ্ট স্বামী দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে ?"

মাইক—"এসব জিনিষের প্রতি তোমার এত মোহ আমি জানতাম না। কত দিনে বিয়ে হয়েছে ?"

ক্যাথ—"ঠিক একবছর তিনমাস সাতদিন।"

মাইক—"সত্যি তুমি খুব হিসেবী, বিয়ের ব্যাপারেও, আর জীবনের ব্যাপারেও।"

ক্যাথ বলে—আজ্ঞে না, মশাই, এসব বাড়ী, গাড়ী, দৌলত পেয়েছি ফাউ হিসেবে। এসবের জন্যে আমি বিয়ে করিনি।"

মাইক—"তাহলে কিসের জন্য বিয়ে করেছো ? কি সেই মূল্যবান উপহার ?"

ক্যাথ বলে—"আমি একটা ঘর পেয়েছি, একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেয়েছি। স্বীকৃতি পেয়েছি জীবনের মূল্যবোধের। সিদ্ধি লাভ করেছি আমার সাধনার। প্রদীপ জ্বালাতে পেয়েছি আমার আরাধনার। আমি অমুর কাছ থেকে স্নেহ, ভালবাসা শ্রদ্ধা সব কিছুই পেয়েছি। ওর সংস্পর্শে এসে জীবন ও জগতকে এক নতুন আলোয় দেখতে শিখেছি। অমুর মধ্যে কোন কুসংস্কার নেই, জাতি, ধর্ম ও বর্ণ-নিয়ে ওর মধ্যে কোন গোঁড়ামি নেই। হিন্দু ধর্মের প্রতি ওর যতটা শ্রদ্ধা, চার্চ অফ ইংলণ্ডের ওপর ও ততখানি শ্রদ্ধা।

অনু আমাকে বাংলা ভাষা শেখাতে শুরু করেছে। ভারতীয় সংস্কৃতি, সংগীত ও সাহিত্য নিয়ে রোজ আমাকে কিছু না কিছু শোনায়। আমরা সানলাউঞ্জের বেতের চেয়ারে বসে এসব আলোচনা করি। মুগ্ধ হয়ে শুনি ওর কথা। শুধু ডাক্তার হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে ও তার চেয়েও বড়। অনু আমাকে ভালবাসে। বসন্তের বিকালে হিমেল বাতাসে যখন ঝরা ফুলের পাপড়িগুলো পড়ে থাকে বাগানের স্নিগ্ধ ঘাসে, তখন রডডেনড্রন গাছের নিচে বসে অনু কিট্‌স, শেলী, বাইরণ, ইলিয়ট, ওয়েন, ডিলান টমাস আর টেগোরের কবিতা পড়ে শোনায়। ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেয় কবিতার অর্থ আর আমি সত্যিই খুঁজে পাই এক বিচিত্র স্বাদ। মাঝে মাঝে যখন কোন ঐতিহাসিক স্থানে বেড়াতে যায়, তখন সেই পুরোনো ইতিহাস এমন করে তুলে ধরে যে মনে হয় আমি যেন সেই অতীতে ফিরে গেছি। এক একদিন গভীররাতে বেটোভেনের মুনলাইট সোনাটার সঙ্গে আমরা যখন লাউঞ্জে বল ড্যান্স করি আর অফুরন্ত নরম জ্যোৎস্নার আলোয় ঘরের মধ্যে এক আলো-আঁধারের খেলা চলে, তখন অনুকে দেখে মনে হয়, অত আবেগ প্রবণ রোমাণ্টিক মানুষ বোধ হয় আর হয়না। একবার আমার যখন খুব জ্বর হয়েছিল আর অসম্ভব মাথার যন্ত্রনায় ছটপট করছিলাম, সারারাত অনু আমার কপালে জলপটি দিয়ে কী নিদ্রাহীন রাত কাটিয়েছে। অনুর উষ্ণ হাতের স্পর্শ আমাকে দিয়েছিল একটা নিবিড়শান্তি, এক গভীর প্রত্যয়। পুরুষ মানুষ এমন সেবা করতে পারে, আমি জানতাম না। মাইক, এইসবই আমার কাছে বড় পাওয়া। এর বেশী আর আমি কিছু চাইনা। আমি সুখী, আমি খুশী, আমি তৃপ্ত।"

মাইক মুগ্ধ হয়ে শোনা ক্যাথের কথা।

মাইক বলে—"তোমাকে যখন পেয়েছিলাম, পাওয়ার আনন্দটা কত বড় তা বুঝতে পারিনি, কিন্তু তোমাকে হারানোর পর হারাণোর দুঃখটা যে কত গভীর তা বুঝতে পেরেছি।"

পুরোনো মান-অভিমান, পুরোনো ঘটনার বিশ্লেষণ ও কিছু কিছু রাগ-অনুরাগের মধ্যে দিয়ে তিন-চার ঘণ্টা কেমন করে যে কেটে গেল, ওরা বুঝতেই পারেনি। সন্ধ্যে ছটা নাগাদ অনুপম বাড়ী এল। সারে পাঁচটা নাগাদ মাইকের গাড়ী নিয়ে আসবার কথা ছিল। তাই অনুপম মাইককে বলে যে

দেরী করে আসার জন্য সে দুঃখিত। তার পর বলে, "ক্যাথ মাইককে কফি দিয়েছো ?"

অনু জানতে পারেনা যে, মাইক দুপুর দুটো থেকে এখানে বসে আছে। ক্যাথ কোন কথা না বলে কফি আনতে চলে যায়। গাড়ী নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা হয়। বিশেষ করে গাড়ীর হরস্ পাওয়ার, এয়ার কণ্ডিশনিং, মাইলেজ, ষ্টিরিও সিসটেম, রাস্ট প্রুফিং ও সারভিসিং সংক্রান্ত নানান বিষয় নিয়ে বেশ খানিকক্ষন আলোচনার পর অনুপম চেকবুক বার করে চেক লিখে দিল মাইককে। কথায় কথায় ক্যাথ মাইককে জিজ্ঞেস করে "আচ্ছা রোনো ফাইভটা বদলে ছোট লেডিস গাড়ীর কিছু ব্যবস্থা হয় না ?"

মাইক বলে—"মাইক্রা, খুব ভাল গাড়ী। যদিও ঠিক লেডিস কার নয়, কিন্তু ছোট ও নির্ভরযোগ্য বলে মেয়েদের পক্ষে বেশ কাজের গাড়ী হবে।"

ক্যাথ্ বলে—"না এখন থাক।"

মাইক বলে—"নো অবলিগেসন, ফ্রি ড্রাইভ-এর ব্যবস্থা আছে। আপনাকে গ্যারেজে আসতে হবে না। আমিই একদিন একটা মাইক্রা এনে আপনাকে দেখিয়ে যাব।"

অনুপম ভাবছে—মাইক ব্যবসার খাতিরেই আর একটা গাড়ী বিক্রি করবার চেষ্টা করছে, কিন্তু মাইক যে এ বাড়ীতে আর একদিন আসার একটা সুযোগ করার চেষ্টা করছে, তা সে বুঝবে কেমন করে।

অনু বলে—"আমার আপত্তি নেই।"

দশ

যে আত্ম-উপলব্ধি সম্যকরূপে পরমেশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে আর যে মানসচেতনা তাকে অনিত্য থেকে নিত্য অস্তিত্বের দিকে নিয়ে যায় তার নামই তো সন্ন্যাস। এই সন্ন্যাসের জন্যে দরকার হয়না গেরুয়া বসনের, দরকার হয় না গৃহত্যাগের, দরকার হয় না জটাজুটের। এ হল এক অন্তরের অনুভব। এর স্পর্শেই জেগে ওঠে আমাদের তেজ বা স্বরূপ। এর সাধনাতেই আমরা পাই মানসিক তেজস্বিতা দৈহিক সামর্থ, প্রাণশক্তি। অনুপম সারাজীবন ধরেই খুঁজে বেড়ায়—সেই তাঁকে যিনি উজার করে ঢেলে দিয়েছেন অনুপমকে তাঁর করুণা। গার্হস্থ্য তত্ত্বে বিশ্বাসী হলেও এই সন্ন্যাস-চেতনা অনেকের মধ্যেই থাকে না। সৃষ্টির আনন্দে সে বিশ্বাসী, তাই ব্রহ্মচর্যের ইন্দ্রিয় চেতনার মুক্তি তার কাম্য নয়, কিন্তু ইন্দ্রিয় সংযমে তার নিষ্ঠার অভাব নেই। জীবনের সব হতাশা, বেদনা আর ব্যর্থতাকে তাই সে সহজে অতিক্রম করতে পারে। জীবনে সে তার দায়ীত্ববোধকে, কর্তব্যবোধকে আর সহনশীলতাকে সজোরে আঁকড়ে ধরে থাকে। অনেক সময় অযাচিত কর্তব্য ঘাড়ে এসে চাপে, কিন্তু মানবিক কারণে তাকে উপেক্ষা করতে পারে না। সেইজন্য বারবারই ছুটে যায় সে মানুষের বিপদে আপদে। সাহায্য করতে চায় দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে, সাহায্য করতে চায় মানসিক রোগগ্রস্ত লোকেদের।

দেখতে দেখতে একটা বছর কেমন করে কেটে গেলো। আর একটা বড়দিন প্রায় এসে গেল। প্রায় দেড় বছর হয়ে গেল অনু আর ক্যাথের বিয়ে। এটা হবে তাদের দ্বিতীয় বড়দিন বিয়ের পর। এক শনিবার খবর এল যে ক্যাথের ছোট বোন ক্যারল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। মেটারনিটি হাসপাতালে। ক্যারলের বাচ্চা হবে। ইদানিং ক্যারল তার মার সঙ্গে আর থাকে না। ক্যারলের বয়সের প্রায় দ্বিগুন এক বিপত্নীক লরী ড্রাইভারের সঙ্গে থাকে। লোকটির নাম—মরিস। প্রায় পাঁচ বছর আগে মরিসের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। প্রায় দিনই তাকে লরী নিয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে আর

এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটে বেড়াতে হয়। মাসের মধ্যে হয়ত দশদিন বাড়ীতে থাকে। একটা ছেলে ও একটা মেয়েও আছে। ছেলেমেয়েরা মায়ের সঙ্গে থাকে। ছেলের বয়স প্রায় আঠারো। নাম জন। ডিভোর্সের পর মরিস একা থাকতো একটা ছোট ফ্ল্যাট নিয়ে। বৌ-এর সঙ্গে না হলেও ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মাঝে মাঝে যোগাযোগ ছিল। যে ফ্ল্যাটে ক্যারল থাকে সেই ফ্ল্যাটেরই ক্যারলের পরিচিতা একটি মেয়ের কাকা হল মরিস। ক্যারলের বন্ধু সুশানের কাছে মাঝে মাঝে আসত ওর ভবঘুরে কাকা। সেই সূত্রেই ক্যারলের সঙ্গে তার আলাপ ও পরে ঘনিষ্ঠতা। অল্পবয়সী প্রেমিকের বিশ্বাস ভঙ্গের তিক্ত অভিজ্ঞতাই হয়ত মধ্যবয়সী মরিসকে ক্যারল গ্রহণ করেছে জীবনে আর একটু বেশী নিরাপত্তার জন্য। মরিসের স্নেহ, ভালবাসাতে সে কিছুটা আস্থা ফিরে পেয়েছে। যেদিন থেকে তার গর্ভে সন্তান এসেছে, তারপর থেকেই ক্যারলের যৌবনের সেই উদ্দামতা যেন বেশ খানিকটা কমে গেছে। ক্যারল সন্তান চায়, সংসার চায়। সিঙ্গল্ পেরেণ্ট, সংসারেই থাকতে চায়, তবে মরিসের সাহায্য সহানুভূতিকেও উপেক্ষা করতে পারে না সে। অন্তত সঙ্গ চাই একজনের। জৈবিক প্রয়োজনও তো আছে।

অবশেষে ক্যারলের একটি পুত্র সন্তান হল। প্রায় তিন চার দিন হাসপাতালে থেকে ক্যারল বাড়ী চলে গেল। সমাজ-সেবক, স্বাস্থ্য-পরিদর্শক এবং গৃহ-সহায়তার নিয়মিত ব্যবস্থা করা হল। তাছাড়া ক্যারলের মা প্রায়ই ক্যারলকে অনেক সাহায্য করে আসেন। তাছাড়া মরিস এখন প্রায় এক মাস মতন ক্যারলের সঙ্গে থাকবে। কম আয়জনিত ভাতা, শিশুভাতা, সিঙ্গল্ পেরেণ্ট্ ভাতা, বিনে পয়সায় দুধ ও ওষুধ ইত্যাদি পাবে সে। সুতরাং মোটামুটি চলে যাবে।

শনিবার অনু ও ক্যাথ ক্যারলকে দেখতে গেল ওর কাউনসিল ফ্লাটে। ক্যাথ অনেক কিছু উপহার কিনলো ক্যারলের নবজাত পুত্রের জন্য। মনে মনে খুব দুঃখ পেল ক্যাথ যে ঐ নির্দোষ শিশুটা জন্মের পর তার বাবাকে দেখলো না, বাবাকে জানলনা। ক্যাথ বেবীকট, বেবী বাউনসার, স্টেরিলাইজার, পুসচেয়ার, নরম তুলোর টেডিবেয়ার ও অনেক ধরণের বেবীফুড নিয়ে এল ঐ শিশুর জন্যে। পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটির সঙ্গে বসার ঘরটা যৌথভাবে ব্যবহার করতে পারে। ছোট একটা রান্নাঘর আর খাওয়ার জায়গা আছে। কুকার ও ছোট একটা ফ্রিজ আছে। ওয়াসিং মেসিন নেই। কাপড় কাচার জন্য

কমন লণ্ড্রীতে যেতে হয়। এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ক্যারল। তবে বাচ্চা নিয়ে এখন সেখানে যাওয়া একটু মুসকিল হবে। ঘরে একটা বিছানা আর একটা আলমারী আছে। কোন রকমে চলে যায়। তবে এবার তার নবজাত পুত্রের জিনিষপত্রে ঘর ভরে যাবে। ক্যাথ ও অমু বসার ঘরেই বসল। ক্যারল বেশী খুসী। একদিনে ক্যারলের বয়স মনে হল বেশ বেড়ে গেছে। সতেরো বছর আগে যে মেয়েটা মায়ের বুকের দুধ খাওয়া ছেড়েছে আজ সে নিজের সন্তানকেই এক পরম আনন্দে ও তৃপ্তিতে বুকের দুধ দিচ্ছে। ক্যারলের মাতৃসুলভ ব্যবহার দেখে ক্যাথ যেমন আনন্দ পেল তেমনি তার মনে এক প্রশ্ন এল যে সেও তো মা হতে পারে, সেও তো তার মাতৃত্বের গর্ব করতে পারে। তবে কেন সে অপেক্ষা করছে।

মরিসের সঙ্গেও আলাপ হল তাদের। মরিস প্রায় চল্লিশ ছুঁতে চলেছে। খেটে-খাওয়া মানুষের শরীরের যেমন একটা পেটা গড়ন হয়, মরিসের চেহারাতেও তার ছাপ আছে। লোকটা সিগারেটটা একটু বেশী খায়। ছাইদানিতে অন্তত গোটা কুড়ি পোড়া সিগারেটের টুকরো জমে আছে। ক্যাথ একবার বলতে গিয়েও বলতে পারল না যে এই বন্ধ ঘরে অতিরিক্ত ধূমপানে শিশুর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। লোকটার নিজেরই সেটা বোঝা উচিত। অন্যথায় মরিসকে দেখে মনে হল সে ক্যারল ও তার পুত্র সন্তানের প্রতি অত্যন্ত দরদী। মরিসই আগে চা করে এনে দিল ওদের। তারপর তার নানা অভিজ্ঞতার কথা বলতে শুরু করল। লণ্ডন থেকে স্কটল্যাণ্ডের এ্যাবারডিন পর্য্যন্ত লরী ভর্তি মাল বোঝাই করে মাসে কয়েকবারই পাড়ি দিতে হয়। এ্যাবারডিনে গিয়ে দু চার দিন হোটেলে থাকে। তারপর ফিরে আসে বেলপারে। মরিসের মত আরো কয়েকজন লরী ড্রাইভারও ঐ ধরণের যাতায়াত করে ও একই হোটেলে থাকে। কয়েকজনের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্বও হয়ে গেছে। হোটেলে থাকাকালীন বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে বেশ আড্ডা জমে, প্রচুর মদও খাওয়া হয়। গাড়ী চালানোর সময়তো আর মদ খাওয়া চলে না, তাই যে কদিন হোটেলে থাকে বেশ ফুর্তি করে নেয় সকলে। এই টুকু আনন্দ ছাড়া লরী ড্রাইভারদের জীবনে আর কিইবা আনন্দ আছে। তাছাড়া বিবাহ-বিচ্ছেদের নিঃসঙ্গতাকে কাটানোর জন্যওতো কিছু একটা দরকার!

বড়দিনের দু সপ্তাহ প্রায় বাকী আছে এখনও। সমস্ত দেশ ঐ মহা উৎসবটির জন্য দিন গুনছে। ক্রিশমাস বৃক্ষ ঘরে এনে অনেকেই তাকে

নানানভাবে সাজাতে শুরু করে দিয়েছে। শপিং সেণ্টারের দোকানগুলো সবাই যেন নতুন নতুন সাজে সেজেছে। অভিনন্দন পত্র কেনা, লেখা ও পোস্ট করা শুরু হয়ে গেছে। দোকানে দোকানে অজস্র মানুষের ভীড়। নানান ধরণের উপহার সামগ্রী কিনতে ব্যস্ত। ক্রিশমাস ইভে ক্যাথের সঙ্গে একবার গীর্জায় যেতে হবে অনুকে। রাত্রে ক্যাথের মা, ক্যারল তার বাচ্চাসহ ও মরিস আসবে ক্রিশমাস ডিনারে অনুর বাড়ীতে। ছোটখাট একটা পারিবারিক পুর্ণমিলন অনুষ্ঠানের মতই হবে। ক্যাথকে তাই একটা নৈশ ভোজের আয়োজন করতে হবে।

দেখতে দেখতে ক্রিশমাস এসে গেল। সন্ধ্যাবেলা ক্যাথের মা, ক্যারল ও তার ছেলে এবং মরিস সবাই এসে জড়ো হল অনুপমের বাড়ীতে। লাউঞ্জের এককোণে ক্রিশমাস গাছ রাখা হয়েছে। ছোট ছোট বাল্ব দিয়ে গাছটাকে আলোকিত করা হয়েছে। গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে রাংতার তৈরী নানান ধরণের চাঁদমালা, তারকা ও ফুল। গাছের তলায় রাখা হয়েছে সব ক্রিশমাসের উপহারগুলো। ঘরের একটা দেওয়ালে সাজিয়ে রাখা হয়েছে অজস্র অভিনন্দন পত্র। সন্ধ্যাবেলা ক্রফট্ অরিজিনাল শেরীর বোতল খুললো অনুপম। উৎসবে ও শুভ অনুষ্ঠানে শেরী পান এদেশে খুব প্রচলিত। সন্ধ্যা আটটা নাগাদ ডিনার শুরু হল। রেকর্ড প্লেয়ারে চালিয়ে দেওয়া হল "জিঙ্গেল বেল জিঙ্গেল বেল" ও নানান ক্যারল সংগীত। সকলের মাথায় লাল, নীল, হলুদ রঙের কাগজের ক্রিশমাস পার্টির টুপি। অনেক আতসবাজি ফাটানো হল। কোল্ড ফ্রুট, রোস্ট টার্কী, নানান ভেজিটেবিল ও ক্রিশমাস পুডিং—ক্রিশমাস ডিনারের বিশেষ খাদ্য। খাওয়ার টেবিলে বসে নানান গল্প হল। তারপর এগারোটা নাগাদ সকলে বাড়ী চলে গেল।

বক্সিং ডে-তে ক্রিশমাসে পাওয়া উপহারের প্যাকেট খুলতে খুলতেই লাঞ্চের সময় এসে গেল। সন্ধ্যাবেলা ক্যাথ ও অনু একটা ভারতীয় রেস্তোঁরায় ডিনার খেতে গেল। ক্রিশমাস থেকে নববর্ষ পর্য্যন্ত অনু ছুটি নিয়েছিল। ছুটিতে খানিকটা বিশ্রাম করবে বলেই ঠিক করেছিল।

সেদিন ছিল বুধবার। সকাল দশটা নাগাদ ফোন বেজে উঠলো। ক্যাথ ফোনের রিসিভার তুলে বুঝলো ওটা অনুর ফোন। তাই অনুকে দিয়ে ক্যাথ ওপরে চলে গেল। লেসটার রয়েল ইনফারমারী থেকে মেডিকেল ওয়ার্ডের সিসটার অনুপমের সঙ্গে কথা বলতে চায়। সিসটার জানায় যে জোনাথন

পারকার নামে এক ব্যক্তি ইনটেনসিভ্ কেয়ার ইউনিটে ভর্ত্তি হয়েছে। অবস্থা সংকট জনক। যখন ভর্ত্তি হয়, খানিকটা জ্ঞান ছিল ও অনুপমের ফোন নম্বরটা কোন রকমে বলতে পেরেছিল। তারপর রক্তবমি শুরু হয় ও সংজ্ঞা হারায়। যে ফ্লাটে থাকতো জোনাথন, তার পাশের ফ্লাটের প্রতিবেশী লক্ষ্য করে যে, সারাদিন দুধের বোতল বাইরে পড়ে আছে। তাই জোনাথনের দরজায় দু একবার শব্দ করে তাকে জানিয়ে দিতে গিয়েছিল যে, দুধ তোলা হয়নি এখনও। কিন্তু দরজা বন্ধ থাকায় ও কোন উত্তর না পাওয়ায় প্রতিবেশী পুলিসকে ফোন করে। পুলিস এসে দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে। জোনাথনের সমস্ত দেহ হলুদ বর্ণের হয়ে আছে—ন্যাবা বা ডাক্তারীর ভাষায় জনডিস হয়েছে তার। প্রায় অচৈতন্য হয়ে পরে আছে বিছানায়। মুখভর্ত্তি দাড়িগোঁফ। গাল বসে গেছে। চোখ দুটো হলুদ বর্ণ ও নিমীলিত হয়ে আছে। শীর্ণকায় চেহারা, কিন্তু পা দুটো ফোলা ফোলা ও পেটটাও বেশ স্ফীত হয়ে উঠেছে। পেটের চামড়াটা টানটান হয়ে আছে। শিরা ও ধমনীগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মুখের কোনা দিয়ে রক্তবমি গড়িয়ে পড়ছে। পেটে জল জমেছে জোনাথনের। অনেকবার কথা বললে কোনরকম হ্যাঁ বা না বলে উত্তর দিচ্ছে। ইসারায় কোন রকমে ক্যালেণ্ডারে লেখা একটা নাম ও ফোন নম্বর দেখিয়ে দেয়। নামটা অনুপমের। ঘরের ভিতরটা খুবই নোংরা। বিছানার চাদর ও কম্বলগুলো বেশ কয়েকমাস কাচা হয়নি। ঘরের মেঝেতে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা খালি লাগার ও বিয়ারের ক্যান পড়ে আছে। বেশ কয়েকটা মদের বোতল ও ভদকার বোতলও পড়ে আছে। দু একটা পাঁউরুটি শুকিয়ে কাঠ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। খোলা একটা জ্যামের শিশিতে ছাতা ধরে গেছে। এই ঘরে জোনাথন ছাড়া আর একটা প্রাণীকেও দেখা গেল। সেটা হল একটা কেঁদো বিড়াল। মনের আনন্দে শুকনো পাঁউরুটি ও বোতল থেকে পড়ে যাওয়া দুধ মাটি থেকে চেটে চেটে খাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এ্যাম্বুলেনস্ এসে জোনাথনকে ইনটেনসিভ কেয়ারে ভর্ত্তি করল। হাসপাতালে বেশ কয়েকবার রক্ত বমি করেছে সে, তারপর ক্রমশ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ডাক্তার বলেছে দীর্ঘ দিন অধিক মাত্রায় মদ্য পানের জন্য ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে জোনাথনের সিরোসিস অফ লিভার হয়েছে এবং জনডিস হওয়া, পেটে জল জমা ও রক্ত বমি করা এ রোগের অন্তিম উপসর্গ। রক্ত দেওয়া হচ্ছে, অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে ও ভেনটিলেটারে রাখা হয়েছে জোনাথনকে। এত কিছু সত্ত্বেও

উন্নতির কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না বরং ধীরে ধীরে হেপাটিক কোমার মধ্যে দিয়ে অবধারিত, নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাঁচবার আশা নেই। ভেনটিলেটারের সাহায্যে ফুসফুস দুটো ওঠানামা করছে। ভেনটিলেটর বন্ধ করে দিলেই সবশেষ হয়ে যাবে। অনুপমকে ফোন করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে আসবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। অনুপম ছাড়া কোন নিকট আত্মীয় স্বজনের কোন নাম বা ঠিকানা পাওয়া যায়নি।

অনুপম ক্যাথকে নিয়ে গাড়ী করে ক্যাথের মায়ের কাছে যায় ও সেখান থেকে ক্যারল ও তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে তার নতুন লরেল নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যায় লেসটারের দিকে। এতক্ষণ অনুপম কাউকে কিছু বলোন। গাড়ী চালাতে চালাতে অনুপম জোনাথনের কাহিনী বলতে শুরু করল ও তার বতমান সঙ্কট জনক অবস্থার কথাটাও—বললো। ক্যাথ ও ক্যারল কান্নায় ভেঙে পড়লো কিন্তু মিসেস পারকার পাথরের মূর্ত্তির মতন স্তব্ধ হয়ে পেছনের আসনে বসে রইল। বেলা দুটো নাগাদ সকলে হাসপাতালের ইনটের্নসিভ্ কেয়ার্ ইউনিটে হাজির হল। জোনাথনের শ্বাস উঠেছে তখন। জোনাথন গভীর নিদ্রার মধ্যে দিয়ে এক হিমশীতল মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। আজকে তার কোন লজ্জা নেই, আজকে তার কোন দুঃখ নেই, আজকে তার কোন আক্ষেপ নেই। আজ সে মুক্ত। এই পৃথিবার সব সাধ-আহ্লাদ, সুখ-দুঃখ, অভাব-অনটন, ঘৃণা আর গ্লানি নিয়ে সে যাত্রা হয়েছে মৃত্যুর কল্পলোকের। আজকে আর কেউ তাকে তিরস্কার করতে পারবে না।

ক্যাথ ও ক্যারল, মৃত্যু পথযাত্রী বাবার বুকে মাথা রেখে কাঁদতে শুরু করল। মিসেস পারকার জোনাথনের দুটো পা দুহাতে ধরে তার কপালে স্পর্শ করল। অনুপম ক্যারলের নবজাত পুত্রটিকে নিজের কোলের মধ্যে আঁকড়ে রাখল। তারপর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল। জোনাথন পারকার পৃথিবীর সব মায়া ত্যাগ করে চলে গেল পরলোকে এক নিঃসীম শান্তির সন্ধানে। মিসেস পারকারের নীরবে ঝরে যাওয়া চোখের জলে জলে জোনাথনের পা দুটো সিক্ত হয়ে গেল ও মিসেস পারকার মনে মনে বলল—"আমায় ক্ষমা কর তুমি। তোমার আত্মার শান্তি কামনা করি।"

এগার

নাটক যেমন শুরু হয় প্রথম দৃশ্য থেকে ও শেষ হয় যবনিকাতে, পুস্তক শুরু হয় সূচনা দিয়ে, শেষ হয় পরিশেষে, তেমনি জীবনের সুরু হয় জন্ম দিয়ে আর শেষ হয় মৃত্যুতে। কিন্তু মৃত্যুর পরও কিছু পড়ে থাকে। মৃত্যু রেখে দিয়ে যায় এক স্মৃতির বেদনা, অনুচ্চারিত এক অনুতাপ আর হারাণোর আক্ষেপ। যে চলে যায়, সে পায় পরমাত্মার অখণ্ড শান্তি, যারা পড়ে থাকে তাদের শোকাতুর মনে জমা হয় এক বিপুল শূন্যতা ও বিয়োগ-যন্ত্রনা। বিশেষ করে প্রিয়জনের মৃত্যু অনিবার্য্যভাবেই নিয়ে আসে গভীর শোকের ছায়া। ক্যাথের মনে এই ছায়া যেন বেশী অন্ধকার, বেশী ঘনীভূত। ক্যাথ মর্মাহত তার বাবার মৃত্যুতে। নিজেকে তার ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছে যে বাবাকে সে সেদিন চিনতে পারেনি আর চোর বলে সন্দেহ করেছে। ক্যাথের মনে এক তীব্র অস্থিরতা তাকে বারবারই এক অপরাধবোধের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ক্যাথ স্তম্ভিত হয়ে গেছে। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে সে, গলার মধ্যে একটা চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, যন্ত্রণাবিদ্ধ হৃদয়টা মনে হচ্ছে ক্রমশ এক অসীম শূন্যতায় ভরে যাচ্ছে। সমস্ত দেহে যেন কোন জোর নেই, মনে হচ্ছে, এই বুঝি সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। তার হাত পা কাঁপছে। তার স্মৃতির পর্দায় কেবলই তার বাবার সেই শীর্ণ মুখটা ভাসছে। মনে হচ্ছে, এ জগতের সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। এক এক সময় তার অবচেতন মনের প্রান্তরে মনে হচ্ছে তার বাবা মেঘের মধ্যে দিয়ে কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে আর সে কাঁদতে কাঁদতে ডাকছে—"বাবা ফিরে এসো।"

অনুপম ক্যাথকে সান্ত্বনা দেয়। অনুপম জানে ক্যাথের চোখের জলে তার এই অপরাধবোধ আস্তে আস্তে মুছে যাবে। এই দুঃখ ও বিয়োগব্যথা এক এক সময় কয়েক মাস পর্যন্ত থাকে।

কবরস্থানে কালো পোষাক পরে সকলে উপস্থিত হল জোনাথনকে কবর দেবার শোক অনুষ্ঠানে। অনুপম আরো তিনজন লোকের সঙ্গে কফিন বহন করে আনল। তারপর সেই কফিনকে নামিয়ে দেওয়া হল মাটির নিচে।

ভিকার মন্ত্রপাঠ করলেন। সকলে ছড়িয়ে দিল ফুল আর একমুঠো মাটি কবরের ওপর। জোনাথন বেঁচে থাকতেই মিসেস পারকার নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছিলেন আর জোনাথনের মৃত্যুর পর সেই বাইরের নিঃসঙ্গতা যেন সমস্ত অন্তর জুড়ে এক বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি করল। পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবন শেষ হল। আমাদের দেশের বৈধব্য যেভাবে কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে, থান পরিধানের মধ্য দিয়ে সিঁদুর মুছে দেওয়ার মধ্য দিয়ে আর শাঁখাভাঙার মর্মান্তিক দৃশ্যের মধ্য শুরু হয়, এদেশের সামাজিক আইনকানুনগুলো এধরণের নয়। আমাদের দেশে বৈধব্যের মধ্যে একটা ত্যাগের মহিমা আছে, এদের দেশেও সেই অন্তরের পবিত্রতার অভাব নেই, অন্ততঃ মিসেস পারকারের মত সদ্য-বিধবার জীবনে।

কিছুদিন বাদে অনুপম ফিউনারাল ডিনারেরও আয়োজন করেছিল।

জোনাথনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা দিল। ক্যাথ বেশ স্তিমিত ও বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। ক্যাথের সেই প্রাণবন্ত স্বভাবটা যেন কেমন বদলে গেছে। ক্যাথের সে হাসিখুসী ভাবটা যেন বেশি চোখে পড়েনা। ক্যাথ নিজেকে কেমন যেন গুটিয়ে নিচ্ছে, শামুক যেমন খোলসের মধ্যে ঢুকে যায়।

কিছুদিন আগেও ক্যাথ সংসারের নানান কাজের মধ্যে ডুবে থাকতো কিন্তু ইদানিং সেইসব কাজ করতে তার বিশেষ ইচ্ছা করেনা। অল্প কাজ করলেই ক্লান্ত বোধ করে। কোন কিছুতে ঠিক মতন মন দিতে পারে না। ঘুম আসেনা সহজে, মাঝে মাঝে ঘুমভেঙে যায় রাতে। জীবনের প্রতি একটা অনীহা ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগে না তার। তাই প্রায় দুপুরেই সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে। কোনদিন লাইব্রেরীতে যায়, কোনদিন লেসার সেণ্টারে যায়, কোনদিন বা পার্কে গিয়ে চুপ করে বসে থাকে। সেদিন হঠাৎ পার্কে মাইকের সঙ্গে দেখা। ঘণ্টা দুয়েক কোন কাজ নেই। সময়টা সে কেমন কাটাবে ঠিক করতে না পেরে পার্কে গিয়ে একটা বেঞ্চে বসে থাকে। হঠাৎ দেখতে পায় কিছুদূরে একটা বেঞ্চে ক্যাথরিন বসে আছে। মাইক উঠেপড়ে সেখান থেকে ও ক্যাথরিনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে—"ক্যাথ, তুমি এসময়ে এখানে?"

ক্যাথ বলে, "মনটা বিশেষ ভাল নেই। বাবা মারা গেছেন কিছুদিন আগে।"

মাইক ওকে সান্ত্বনা দেয়। ক্যাথের চোখে জল। মাইক পকেট থেকে তার রুমালটা বার করে ক্যাথকে দেয়। ক্যাথ রুমাল দিয়ে চোখ মোছে।

ক্যাথের মনে পড়ে, প্রথম যখন সে চেষ্টার ফিল্ডে কাজ করতে আসে তখন মাইকের সঙ্গে তার একটা প্রণয়ঘটিত সম্পর্ক ছিল আর একদিন এই পার্কে বসেও অনেকটা সময় কাটিয়ে ছিল। সারাদিন বাড়ীতে একা একা বসে থাকা কতটা যে কষ্টকর, অনুপম কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায়না। অনুর বিশ্বাস যে, গৃহবধূরা বাইরে কাজ করেনা, এবং ঘরে বসে থাকতে তাদের কোন কষ্ট হয় না। তবে ক্যাথ কেন এই অভ্যেসটা গড়ে তুলতে পারছে না। ক্যাথ অনুর সঙ্গে কোন তর্কের মধ্যে যেতে চায় না। অনুপম অনেকদিন বাড়ীতে ফোন করে পায়না ক্যাথকে। পাবেই-বা কেমন করে, ক্যাথ প্রায়ই দুপুরে বাড়ী থাকে না। একদিকে পিতৃ-বিয়োগের শোক, অন্যদিকে নিঃসঙ্গতার বেদনা ক্যাথকে ভীষণ অস্থির করে তুলেছিল। সেইজন্য মাইকের সঙ্গ ক্ষণিকের জন্যে ক্যাথের মনে আনে খানিকটা শান্তি। এমনি করে একদিন নয়, দুদিন নয়, প্রায়ই ক্যাথ আর মাইকের সাক্ষাৎ হয়। তাদের পুরোনো সম্পর্কের হারানো এক সুর আবার যেন, ক্যাথের মনের তানপুরাতে ঝঙ্কার তোলে। ক্যাথ নিজেকে সংযত করে রাখলেও মাইকের নিফল প্রেমের বেদনায় মাঝে মাঝে বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। মাইক ক্যাথের মনে পুরোনো প্রেমের ছাই চাপা আগুনে স্মৃতির বাতাস দিয়ে তাকে আবার জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। মাইক ক্যাথকে বোঝাতে চায় যে, যে মাইককে ক্যাথ জানতো, আজ সে এক অন্য প্রকৃতির মানুষ। সেও জীবনে স্থিতি চায়, সংসার চায়, স্ত্রী চায়।

বেশ কিছুদিন বাদে অনুপম ক্যাথরিনকে একদিন বলেই ফেললো—"ক্যাথ, তুমি রোজ রোজ দুপুরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও, সেটা আমার ভাল লাগেনা। ফোন করে যখন তোমাকে পাইনা, খুব খারাপ লাগে তখন। কোথায় যাও তুমি রোজ রোজ?"

কথাটা শুনে প্রথমে ক্যাথের একটু রাগ হয়, পরে সেটা অভিমানের রূপ নেয়। ক্যাথের মনে এবার একটা সংশয়ও জাগে। সে ভাবে, অনু তাকে সন্দেহ করছে নাকি? শুধু তাই নয়, ক্যাথের মনে হয় অনু যেন ক্রমশই তাকে ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী করে ফেলছে। তাকে চাকরী থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হল, এখন বাইরে যাবারও অবাধ স্বাধীনতা তার নেই। এই বদ্ধ ঘরে বন্দিনী হয়ে থাকা যে বড়ো যন্ত্রণা! ক্যাথ হাঁপিয়ে

ওঠে। তাই মাইকের সঙ্গে ক্ষণিকের সাক্ষাতে সে পায় খানিকটা স্বস্তি। হাঁপানি রুগীর অক্সিজেনের জন্য যেমন আকুলতা, ক্যাথেরও মাইকের সঙ্গে ক্ষণিকের মিলনটাও তেমনি। ক্যাথ বড় অভিমানিণী, তার চরিত্র অন্তর্মুখী তার প্রকৃতি চাপা। সে প্রতিবাদ করতে জানে না। অনুর ব্যক্তিত্বের কাছে সে খুবই ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। তাই অনুর কোন আদর্শকে সে উপেক্ষা করতে পারে না। নিজের সব কষ্টকে, ব্যথাকে, হতাশাকে সে অনুর কাছে মেলে ধরেনা। নীরবে মেনে নেয় সব, অনুরোধ ও আদেশকে। ক্যাথ বাইরে যাওয়া বন্ধ করে। ঘরের মধ্যে আবার নানান কাজ নিয়ে সময় কাটাবার চেষ্টা করে।

মাইক ক্যাথকে ফোন করে বাড়ীতে ও প্রায়ই তাকে বাইরে এসে তার সঙ্গে দেখা করতে বলে। ক্যাথ রাজী হয় না। মাইকের অনুরোধকে উপেক্ষা করে। মাইক আঘাত পায় কিন্তু তার মনে ক্যাথের সঙ্গে পুনর্মিলনের একটা স্বপ্ন নতুন করে জেগে উঠছে। সে বদ্ধপরিকর, সে ক্যাথকে বোঝাবে, তার মধ্যে আমূল পরিবর্তন এসেছে। মাইক চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তাই ঠিক করে ক্যাথকে একদিন সাক্ষাতে তার মনের কথা বলবে। মাইক জানে যে ফোন করে আসতে চাইলে, ক্যাথ তাকে উপেক্ষা করবে। তাই একদিন না জানিয়েই দুপুরবেলা এসে হাজির হল ক্যাথের বাড়ী। ক্যাথ মাইককে দেখে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ক্যাথ অনেকবার মাইককে চলে যেতে বলা সত্ত্বেও মাইক যেতে চাইল না।

ক্যাথ বলে—"মাইক, তুমি জান, আমি বিবাহিত। তুমি জান যে আমরা কত সুখী। তুমি জান যে আমি অনুপমকে কত ভালবাসি, কত শ্রদ্ধা করি। তোমাকে হাত জোড় করে বলছি, তুমি চলে যাও। তুমি পুরাণো ভালবাসার স্মৃতিচারণ করে আমাকে দুর্বল করার চেষ্টা কোরো না। আমাদের সম্পর্ক বহু দিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। তুমি তখন তার কোন মূল্য দাওনি। তুমি আমাকে বোঝবার চেষ্টা করোনি। এখন তার জন্য অনুশোচনা করে কোন লাভ নেই। তুমি যদি সত্যি আমাকে ভালবাস, তাহলে তুমি আমার এই সুখী জীবনকে নষ্ট কোরোনা। প্লিজ তুমি, আমার সঙ্গে আর দেখা কোরোনা। তুমি চলে যাও।"

মাইকের মুখে বেশ একটা হতাশার ভাব লক্ষ্য করে ক্যাথ। মাইকের কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ। সে তার ছলছল দুটো চোখ দিয়ে ক্যাথের চোখের পানে চেয়ে থাকে।

বলে—"ভালবাসা যদি অপরাধ হয়ে থাকে, তাহলে আমি নিশ্চয় অপরাধী আর এই অপরাধের জন্য কি শাস্তি তুমি আমাকে দিতে চাও দাও, আমি মাথা পেতে তা গ্রহণ করবো।"

ক্যাথ মাইকের কাছে এসে ওর একটা হাত নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলে—"জান মাইক, ভালবাসাটা একটা ফুলের মতন যার সৌন্দর্যও আছে, সুগন্ধও আছে। ভালবাসা যখন মিলনে পরিণতি পায়, তখন সেটা হয় ফুলের সুগন্ধের মতন, ফুল যতদিন সতেজ থাকে, ততদিনই তার মিষ্টি গন্ধ থাকে। ফুলটা শুকিয়ে গেলে তার গন্ধটাও উবে যায়; কিন্তু শুকনো পাপড়িগুলো হারিয়ে যায়না। এই ভালবাসার পাপড়িগুলোর মধ্যে তখনও কিন্তু সৌন্দর্য থাকে, আর তাকে সযত্নে স্মৃতির পাতার ভাঁজে ভাঁজে অনন্তকাল ধরে রাখা যায়—আর তার নামই বিরহ। বিরহের মধ্যে দিয়েই ভালবাসা হয় সার্থক। কেন তুমি পারবে না সেই বিরহের মধ্যে দিয়ে তোমার ভালবাসাকে পবিত্র করে তুলতে।"

মাইকের চোখে জল এসে জমা হয়। ক্যাথ আঙুল দিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলে—"ছিঃ, পুরুষমানুষের কাঁদতে নেই।"

মাইক বলে—"আমাকে ক্ষমা করো ক্যাথ। আমার মধ্যে যে কি একটা ঘটতে চলেছে, আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। আমি কেন, নিজেকে সংযত করতে পারছি না।"

মাইকের আবেগ ও বিহ্বলতা ধীরে ধীরে শান্ত হয়। ক্যাথকে 'গুডনাইট' বলে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। ক্যাথ মাইকের অশ্রুসিক্ত গালে একটা চুম্বন দিয়ে বিদায় জানায়।

ক্যাথ এখন আর বাড়ী থেকে বেশী বার হয় না। সারাদিন বাড়ীর কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু কাজের মধ্যে কোন উৎসাহ পায়না, পায়না, কোন আনন্দ। একটা গতানুগতিক জীবনে সে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। আজকে অনুপমের পড়ার ঘরটা ভাল করে গুছিয়ে রাখতে চায় ক্যাথ। আলমারীতে বইগুলো এলোমেলো হয়ে আছে। মনে হয়, অল্প অল্প ধুলোও জমেছে বই-গুলোতে। ডাক্তারী বই ছাড়াও নানান ধরণের সাহিত্য, দর্শন, কলা, বিজ্ঞান, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতির নামী দামী বই-এ আলমারীটা ঠাসা। নিচের তাকে সারিসারি বত্রিশ খণ্ডের এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-ও রয়েছে তার সংগ্রহে। একটা ফুলঝাড়া দিয়ে বইগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে হঠাৎ একটা

বই-এর ভিতর থেকে একটা পোস্টকার্ড সাইজের ফটো বেড়িয়ে পড়ল। ফটোটা তুলে ভাল করে চোখের সামনে ধরে রাখলো কিছুক্ষণ ক্যাথ, তারপর ছবির পেছন দিকটাও একবার দেখে নিল। ছবিটা মিলির। আর যে বইটার ভেতর থেকে ছবিটা বেরোলো সেটা টি, এস ইলিয়টের একটা কবিতার বই। বই-এর দ্বিতীয় পাতায় লেখা আছে ইংরাজীতে মল্লিকা সেন। হঠাৎ এক দমকা হওয়ায় নিভে যাওয়া প্রদীপের মত তার অন্তরের প্রদীপটিও যেন ক্ষণিকের জন্য নিভে গেল। ছবিটা নিয়ে এবার সে ঘর থেকে বেড়িয়ে এসে শোবার ঘরে গেল ও ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো। নিজেকে আয়নায় অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করলো। মিলির হেয়ার স্টাইলটা অবিকল বিয়ের আগে ক্যাথের হেয়ার স্টাইলের মত। ঘনকালো চুলের রাশ কাঁধ পর্য্যন্ত এসে বাইরের দিকে কুঁচকে গেছে। ক্যাথের মনে পরে যায় বিয়ের আগে অনুপম একদিন তাকে ঐ হেয়ার স্টাইলটা বদলে চুলগুলো পার্ম করতে বলেছিল। ক্যাথের মুখের আদলের সঙ্গে পার্মকরা চুল বেশ মানানসই হয়, কিন্তু অনু কি ক্যাথের মধ্যে যাতে মিলিকে স্মরণ করতে না হয়, সেজন্যই ক্যাথকে পার্ম করতে বলেছিল ?

ক্যাথের এখন একটা দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, মিলি যখন অনুকে ফটো দিয়েছে তখন ওদের মধ্যে নিশ্চয় একটা সম্পর্ক ছিল। ক্যাথের মনে নানান প্রশ্ন জাগে। যদি ওদের মধ্যে ভালবাসারই সম্পর্ক থাকে, তাহলে ওরা পরস্পরকে বিয়ে করেনি কেন? ক্যাথ এই রহস্য উদ্ধার করার জন্য ভীষণ অস্থির হয়ে পড়ে। সে আবার পড়ার ঘরে যায় ও সমস্ত বইগুলোর পাতা উল্টে উল্টে দেখতে থাকে, যে আর কোন কিছুর সূত্র পাওয়া যায় কিনা। অবশেষে একটা ডাইরী পাওয়া গেল। ডাইরীটা লেখা শুরু হয়েছিল ১৯৭৯ সালে। বেশীর ভাগটাই বাংলায় লেখা। মাঝে মাঝে ইংরাজীতেও অল্প কিছু কথা লেখা। বেশ মোটা ডায়েরীটা। ডঃ অনুপম রায়ের ব্যক্তিগত ডাইরী। একটার পর একটা পাতা উলটিয়ে দেখতে থাকে ক্যাথ। বাংলাগুলো সে পড়তে পারেনা, কিন্তু ইংরাজীর অংশগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ে। প্রথমের দিকে বিলেতে আসার বর্ণনা, প্লেনের কথা, বিলেতে এসে নানান অভিজ্ঞতার কথা লেখা রয়েছে। মাঝে মাঝে শান্তিপুরে ফেলে আসা দিনগুলোর কথাও লিখেছে অনু। ইংরাজী অংশে দু'এক জায়গায় মিলির কথাও রয়েছে। বিশেষ করে মিলিকে নিয়ে তার মধ্যে যে একটা অনুরাগের

সুর জেগেছিল এই ডাইরীর পাতায় পাতায় তার স্বাক্ষর আছে। এ যেন এক অনুচ্চারিত ভালবাসার স্বরলিপি, কেউ যেন নীরবে, নিভৃতে, সঙ্গোপনে হৃদয়ের নির্যাস দিয়ে লিখে রেখেছে। এ যেন এক স্মৃতির বেদনা ছড়িয়ে আছে পাতায় পাতায়। এ যেন এক অব্যক্ত যন্ত্রণা বোবা কান্নার মত তার হৃদয়ের আকাশে হাহাকার তুলেছে বারবার। তবু এই অস্থির যন্ত্রণার মধ্যে, এই অব্যক্ত আক্ষেপের মধ্যে অনুপম খুঁজে পেয়েছে একটা সান্ত্বনা, যেটা হল তার এক ভালবাসা জনিত আধ্যাত্মিক চেতনা।

ক্যাথ বারবার পড়ে ডাইরীর অংশগুলো। কৌতুহল ঘনীভূত হয় তার। সে খুব উদগ্রীব হয়ে ওঠে ডাইরীতে বাংলা লেখাগুলোর কথা জানতে। মনে মনে ভাবে মিসেস তালুকদারের কাছে গিয়ে ডাইরীটা পড়িয়ে আনে, কিন্তু পরক্ষনেই মনে হয় সেটা ঠিক হবে না। অনুপমের ব্যক্তিগত জীবনের কথা কারো জানার অধিকার নেই, তাছাড়া সবার মধ্যে জানা জানি হয়ে যাবে সেই সব কথা, সেটা ক্যাথের কাছেই লজ্জাকর হবে। অনুপমের চরিত্রের ঐ মাধুর্য্যকে সে কিছুতেই নষ্ট হতে দেবে না। ঐ ডাইরী থেকে সে যতটুকু জেনেছে, সেটাই যথেষ্ট। সে অন্ততঃ এইটুকু বুঝতে পেরেছে যে অনুপম মিলিকে ভালবাসে আর মিলিও ভালবাসে অনুপমকে? তার এইটাই প্রশ্ন, তবে মিলি বিয়ে করেনি কেন অনুপমকে। ক্যাথ ভাবে, তার সেই স্বপ্ন আজ বিফল হয়েছে। সে এমন একজনকে ভালবাসতে চেয়েছিল যে তার আগে অন্য কোন নারীর প্রেমের স্পর্শ পায়নি।

কিন্তু সেও অনুপমের প্রেমের থেকে বঞ্চিতা হয়নি। অনুপম তো তাকে উজাড় করেই সবকিছুই দিয়েছে। অনুপমের সত্বার ভিতরে মিলি যেন প্রেমের প্রকৃতি আর এই নিত্য সংসারে ক্যাথরিন সেই প্রেমের প্রতিষ্ঠা। ক্যাথরিনের রূপ, আছে, মাধুর্য আছে, মন আছে। ক্যাথরিন অনুপমের মানস চেতনায় উর্বশী। নারীর সৌন্দর্যের প্রতীক উর্বশী। উর্বশী দেবতাদের অমৃত পানের সঙ্গিনী, তবে দেহের নয়, আত্মিক মাধুর্যের, স্বর্গীয় সৌন্দর্যের। ক্যাথরিন এই মর্তলোকের উর্বশী, অনুপমের জীবনে মাধুর্যের অমৃত, কল্যানময়ী অর্ধাঙ্গিনী।

অনুপমের মানসলোকে প্রেমের অর্থ দেহ ও বিদেহের মিলনের সার্থক পরিণতি, যেখানে স্বর্গীয় সুখের মাধুর্যও আছে আবার নিত্য সংসারের পার্থিব জীবন তৃষ্ণাও আছে। ক্যাথরিন কিন্তু প্রেম ভালবাসাকে এইভাবে আধ্যাত্মিক চিন্তার মধ্যে দিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারে না। বাস্তবের নিগূঢ়

সত্যকেই সে বেশী স্পর্শ করে। তাই অনুপমের জীবনে মিলির প্রভাব তার কাছে উদারনীতির চেয়ে ঈর্ষাভাবেরই উদ্রেক করে বেশী। এই ঈর্ষা ক্রমশঃ ঘনীভূত হয় অবদমিত সত্তার ভিতরে এক সময় নানান সন্দেহজনিত চিন্তা-ভাবনার জন্ম হয়। নিজের বিবেক বিপন্ন হয়। নিজের বিশ্বাস বিবর্ণ হয়। আর তখন এই ঈর্ষাপরায়ণতা রূপান্তরিত হয় প্যাথোলজিকাল জেলাসিতে (Pathosical Jelousy)। ক্যাথরিনও যেন সেই পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তার আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লেগেছে। তার স্বপ্নের আয়নাতে যেন একটা চির খেয়ে গেছে। তার জীবনের বিশ্লেষণে কোথায় যেন একটা ভুল হয়েছে, সেটা সঠিকভাবে সে যাচাই করতে পারছে না, আর তাই একটা তীব্র অস্থিরতায় সে ছটফট করছে। তার মনের মধ্যে একটা ঘুর্নী ঝড় বয়ে চলেছে, যে ঝড়ে সে হয়ত উড়ে যাবে এক অনির্দিষ্টের দিকে, ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে সে। মনের মধ্যে এই যন্ত্রণাকে কিছুতেই চেপে রাখা যায় না। ক্যাথ ভাবে আজকেই সে অনুপমকে পরিষ্কার করে জিজ্ঞেস করবে, মিলির সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক।

প্রায় বিকাল পাঁচটা বাজে। আর একটু বাদেই অনুপম বাড়ী ফিরবে। ক্যাথের উত্তেজনা যেন ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। আজ সন্ধ্যাবেলাতেই এক কালবৈশাখীর ঝড় উঠবে। তার মনে জমে থাকা সন্দেহ, ভয় ঈর্ষা, আর হতাশার শুকনো পাতাগুলো এই ঝড়েই উড়িয়ে দিতে চায় সে। মনে মনে ঠিক করে কিভাবে শুরু করবে সে। ঘরের মধ্যে দ্রুত পায়চারী করে সে। এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত হেঁটে বেড়ায়। জানালার দিকে তাকিয়ে থাকে অনুপম আসছে কিনা দেখার জন্যে। আজকেই অনুপমের দেরী হচ্ছে। ক্যাথের অশান্তি আরো তীব্র হয়। ড্রিঙ্ক ক্যাবিনেটের সামনে যায় ও একটা গ্লাসে খানিকটা কনিয়াক ব্র্যাণ্ডী ঢেলে নেয় ও এক নিশ্বাসে পান করে ফেলে। ছটা প্রায় বাজে, অনুপম এখনও আসছে না। ক্যাথ চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষন বসে থাকে। তারপর হঠাৎ ঠিক করে সে সে তার মায়ের কাছে যাবে। এক অযাচিত হতাশার হাত থেকে সে একটু মুক্তি পেতে চায়। একটা কলম দিয়ে সে লেটার প্যাডে লিখতে শুরু করল একটা ছোট চিঠি—

"অনু, বিশেষ কারনে, মায়ের কাছে যাচ্ছি। এই সময় শোকার্তা মাকে খানিকটা সঙ্গ দেওয়া নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না। আশাকরি আমাকে ভুল বুঝবে না।"

ক্যাথ্ তার মনের আসল দ্বন্দ্বের কথা কিছু উল্লেখ করলো না। মায়ের কাছে যাওয়াটা নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয়, কিন্তু আজকের এইভাবে চলে যাওয়ার পেছনে যেটা একটা অজুহাত ছাড়া কিছু নয়। ক্যাথ চিঠিটা কফি টেবিলে রেখে চলে গেল তার মায়ের কাছে বেলপা:র।

অনু একটু দেরী করেই বাড়ী ফিরল। অনু বাড়ী ফিরল একটা আনন্দ মুখর উত্তেজনা নিয়ে। একটা সুখের স্বপ্ন দেখতে দেখতে। মনে মনে চিন্তা করল সে যে বাড়ীতে গিয়েই দেখতে পাবে চারি দিকে ছড়ানো আছে গোলাপ ফুলের স্তবক। গোলাপী শাড়ি পরে সুন্দরভাবে সেজে প্রতীক্ষা করছে ক্যাথ। আজ নিশ্চয়ই একটা বিশেষ ডিনারের ব্যবস্থা করেছে সে। নিশ্চয় একটা স্যাম্পেনের বোতলও কিনে এনেছে ক্যাথ। বাড়ী ঢুকতে ঢুকতে হয়ত শুনতে পাবে ক্যাথ পিয়ানোয় একটা মধুর সংগীত বাজাচ্ছে। দরজা খুলতেই হয়ত ক্যাথ তাকে একটু চুমু দিয়ে বলবে—"হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ"; কারণ আজ অনুর জন্মদিন। বিয়ের পর এটা দ্বিতীয় জন্মদিন। প্রথম জন্মদিন ক্যাথ খুব ঘটা করে করেছিল। আজ হয়ত রাতে আবার বেটোভেনের 'মুনলাইট সোনাটা' বেজে উঠবে। অফুরন্ত জ্যোৎস্নার আলো ঘরের মধ্যে এক মায়াজাল বুনতে আর সেই আলো অন্ধকারে লুকোচুরি খেলার মধ্যে অনু ও ক্যাথ মগ্ন হয়ে যাবে বলড্যান্স করতে করতে।

অনু কলিং বেল বাজালো, কিন্তু কেউ দরজা খুললো না। অনু পকেট থেকে ডুপলিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলে লাউঞ্জে এল। বাড়ীতে কোন গোলাপের স্তবক নেই, বাড়ীতে কোন পিয়ানোর অনুরনণ নেই, বাড়ীতে ক্যাথরিনও নেই। অনুর চোখে পড়ে ক্যাথের লেখা ছোট চিরকুটটা। বেশ কয়েকবার পড়ে সেটা। কিছুতেই বুঝতে পারেনা যে তার জন্ম দিনকে এইভাবে উপেক্ষা করে ক্যাথ তার মার কাছে চলে গেল কেন? একদিন পরে যেতে পারত। অনুপমকে আগে থেকে বলে যেতে পারত। অনুপম নিশ্চয় বাধা দিতনা। অনুর প্রতি ক্যাথের এই আচরণকে ভালবাসার প্রতি অশ্রদ্ধা বলেই মনে হল তার। এক তীব্র অভিমানে অনুপমের চোখে জল এসে যাওয়ার উপক্রম হল। অনুপম লাউঞ্জে সোফার ওপর চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল। এক নিঃসঙ্গতার বেদনায় ও এক তীব্র অভিমানে অনুমনের জন্ম-দিনটা এক শোক দিবসের মতো মনে হলো।

অসময়ে, হঠাৎ ক্যাথকে দেখে মিসেস পারকার অবাক হয়ে গেলেন। উনি ভীষণ উদ্বিগ্ন হয় জিজ্ঞেস করলেন—"সব খবর ভালতো ?"

ক্যাথ বলে—"হ্যাঁ মা।"

ক্যাথের মুখে একটা দুশ্চিন্তার ও অশান্তির ভাব দেখে ক্যাথের মা বলেন—"কি হয়েছে তোর মা ? সত্যি করে বল আমাকে। আমার কাছে কিছু গোপন করিস না। আমার মন বলছে তোর কিছু একটা হয়েছে ?" ক্যাথ এবার নিজের আবেগ সংবরণ করতে পারে না। সে তার মাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। মুখে কিছু বলতে পারে না। মা জিজ্ঞেস করেন—"অনুর সঙ্গে কোন ঝগড়া বিবাদ কিছু হয়েছে ?"

ক্যাথ বলে—"না, মা, সে ঝগড়া করার মানুষ নয়। সে আমাকে অঢেল সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি যেন রাজপুরীতে এক বন্দিনী রাজকন্যা। আমার প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেছে মা। মুক্তির জন্য আমার মনটা ছটফট করছে।"

মা বলেন—"এটা একটা সাময়িক কষ্ট, এই বোধ আস্তে আস্তে কেটে যাবে বিশেষ করে তুমি যখন সন্তানের জননী হবে। মেয়ের জীবনে সহনশীলতা একটা অতি প্রয়োজনীয় সম্পদ।"

ক্যাথ বলে—"এছাড়া, বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার সব সুখশান্তি মনে হচ্ছে উধাও হয়ে গেছে। আমার নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হয়, নিজেকে দোষী মনে হয় বাবার মৃত্যুর জন্যে।"

মা বলেন—"আমি ত' তোকে জানি মা, তোর মধ্যে কোনো দোষ নেই, কোন পাপ নেই, কোন অন্যায় নেই।"

ক্যাথ বলে—"তবু আমি কেন যন্ত্রনা পাচ্ছি মা।"

মা বলেন—"তোর চোখের জলে সব গ্লানি ধুয়ে যাবে। তোকে শুধু অপেক্ষা করতে হবে।" মা এবার ক্যাথের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলেন—"আচ্ছা বল তো', আজকে কেন তুই এলি আমার কাছে ! আজকে অনুর জন্মদিন। বেচারা নিঃসঙ্গ হয়ে থাকবে !"

ক্যাথ যেন আকাশ থেকে পড়লো। কয়েকদিন ধরে এক তীব্র মানসিক দুশ্চিন্তা ও দ্বন্দ্বে সে অনুর জন্মদিনের কথা ভুলেই গিয়েছিল। এখন চমক ভাঙলো তার। খুব খারাপ লাগছে। ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছে। লজ্জা ও সঙ্কোচে মাথা হেঁট হয়ে আসছে।

মা বলেন—"ক্যাথ, তুই এখুনি বাড়ী চলে যা। একটা ফোন করে ক্ষমা চেয়ে নে অনুর কাছে।"

ক্যাথ বাড়ীতে ফোন করে, কিন্তু অনু ফোন ধরেনা। জবাবী যন্ত্রে একটা বার্তা রেখেছে অনু যে, সে আজ বাড়ী নেই, কালকে সে ফোনের উত্তর দেবে। ক্যাথ ঐ বার্তা শুনে কোন কিছু বার্তা না রেখেই রিসিভারটা রেখে দেয়। ক্যাথের ধারণা, অভিমান করে অনু নিশ্চয় বন্ধুবান্ধব কারো বাড়ীতে সন্ধ্যাটা কাটাবার জন্যে বেরিয়েছে। এরপর রাত দশটা এগারোটার সময়ও ফোনে অনুকে পাওয়া গেল না। ক্যাথ শুতে গেল, কিন্তু ঘুম এল না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনাগত এক আশঙ্কা তাকে ভীষণ বিচলিত করে তুললো। রাত বারোটার সময় আবার ফোন করল সে, কিন্তু একই কথার পুনরাবৃত্তি শুনলো আবার।

কয়েকবার ক্যাথের চিরকুটটা পড়ে অনু, তারপর নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে নানান ভাবনার মধ্যে দিয়ে। ওপরে শোওয়ার ঘরে গিয়ে পোষাক বদল করে ও একটা ড্রেসিং গাউন গায়ে চাপিয়ে, পড়ার ঘরে যায়। পড়ার টেবিলের ওপর চোখের সামনে রয়েছে টি, এস ইলিয়টের কবিতার বইটা ও অনুর ডাইরীটা। অনু প্রায় ভুলেই গিয়েছিল ডাইরীটার কথা। মনে পড়ে তার কবিতার বইটার কথা। একদিন মিলিদের বাড়ী থেকে বইটা এনেছিল পড়বার জন্যে। বেশী দিনের কথা নয়। বিলেতে আসার কিছুদিন আগেই বইটা সে এনেছিল, কিন্তু পড়া হয়ে ওঠেনি তার। বিলেতে আসার সময় কিছু ডাক্তারী বই সঙ্গে করে এনেছিল অনুপম। হয়ত ঐ বই এর সঙ্গেই ভুল করে চলে এসেছিল কবিতার বইটা। অনুপম বইটা তুলে কয়েকটা পাতা ওলটাতেই মিলির ফটোটা বই থেকে টেবিলের ওপর পড়লো। অনুপম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে মিলির ফটোটা তুলে দেখতে লাগলো। সে বইটা পড়ার জন্যে এনেছিল ঠিকই, কিন্তু কখনও পড়ার সুযোগ হয়নি, এমন কি বিলেতে এসে বইটা যে কোথায় লুকিয়ে ছিল, সে জানতে পারেনি। সুতরাং মিলির ফটোটা সে এর আগে কখনও দেখেনি। সে বুঝতেও পারে না যে মিলি গোপনে তার অজান্তে একটা স্মৃতির চিহ্ন রেখে দেবার জন্য ফটোটা রেখেছিল কিনা। বিলেতে আসার আগে হয়ত মিলি ফটোটা দিয়ে তার অনুচ্চারিত অব্যক্ত ভালবাসাকে অনুপমের কাছে ব্যক্ত করতে চেয়েছিল ও অনুপমের কাছ থেকে একটা উত্তরের জন্য এক অস্থির প্রতীক্ষায় দিন গুনছিল। অনুপমের কাছ

থেকে কোন সাড়া না পেয়ে সে ধরেই নিয়েছিল যে অনুপম হয়ত মনস্থির করতে পারেনি সেই উত্তরটি দেবার জন্য অথবা মিলি ভেবে ছিল বিলেত থেকে হয়ত সে একদিন পাবে এক ভালবাসার রাঙা চিঠির নিমন্ত্রণ। ফটোর মধ্য দিয়ে মিলির ভালবাসার নিবেদন তাই অনুর হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারল না; কেননা, সেই ফটো দীর্ঘ ছ'বছর ধরে বই-এর রাশির মধ্যে এক অন্ধকার পাতার মাঝে নীরবে নিভৃতে যেন এক ফসিল হয়ে গেছে। অনু এবার ডাইরীটা খুলে দেখে। একটার পর একটা পাতা ওলটাতে থাকে। এই পাতা ওল্‌টানোর সঙ্গে সঙ্গে অনুর মনটা চলে যায় পুরানো স্মৃতির পাতায়। ধীরে ধীরে মনে আসে অনেক ঘটনা, অনেক সংলাপ, অনেক অভিমান-মিশ্রিত আবেগের মুহূর্ত, যা তার আর মিলির মধ্যে বিনিময় হয়েছিল একদিন। অনু বইটা, ডাইরীটা ও মিলির ফটো নিয়ে লাউঞ্জে নেমে এল। বুঝতে পারল যে, আজ এই গুপ্তধনকে উদ্ধার করেছে ক্যাথরিন ও তারই জন্য সে হয়ত মর্মাহত হয়েছে, হয়ত ভুল বুঝেছে অনুপমকে। হয়ত ভাবছে, অনুপম তাকে প্রতারণা করেছে, গোপন করেছে অনেক ইতিহাসকে। সে হয়ত এক মিথ্যা ভালবাসার নৌকায় টলমল করছে। যে কোন মুহূর্তেই হয়ত এই নৌকা ডুবে যেতে পারে।

অনুপম ভাবে, ক্যাথরিন ডাইরী ও ফটোর বিষয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করতে পারত। ফটোর ব্যাপারে অনুপম যে কতটা নির্দোষ সেটা জানার দরকার ছিল তার। ডাইরীতে মাঝে মাঝে মিলিকে কেন্দ্র করে কিছু আবেগ ও অনুভূতির কথা লেখা আছে, ক্যাথরিন তার সেই পুরোনো স্মৃতির জের টানতে চাইছে কেন? অনুপমের সঙ্গে ক্যাথরিনের যে একটা দৃঢ় মানসিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তা এত সহজেই আশঙ্কিত হবে কেন? ক্যাথ কেন তাদের এই সার্থক প্রেম ও দাম্পত্য জীবনকে শিথিল করবার চেষ্টা করছে? কেন তার মনে এই সংশয়? কেন সে বিবর্ণ করে তুলছে তার বিশ্বাসকে? অনুপম মর্মাহত হয় ক্যাথরিনের আচরণে। অন্তর তার জন্মদিনে ক্যাথের এই তীব্র আঘাতকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছেনা। সে ভাবে, এতদিনে ক্যাথ যদি তাকে চিনতে না পেরে থাকে, তাহলে ফটো সংক্রান্ত ব্যাপারে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার কোন যৌক্তিকতা নেই। অনুপম ভাবে, বিয়ের আগে ক্যাথেরও দুজন পুরুষ বন্ধু ছিল। ক্যাথ নিজেই তাকে সে কথা বলেছে। অনুপম কিন্তু তার অতীত জীবনের কথা জানতে ইচ্ছুক নয়।

এদেশের মেয়েদের বিয়ের আগে একাধিক পুরুষ বন্ধু থাকে, এমনকি ডেটিং ও করে বিয়ের আগে। এদেশের সামাজিক নিয়ম ও কালচারের মধ্যেই পড়ে এই আচরণ। যাদের পুরুষ বন্ধু থাকেনা তাদেরই বরং লোকে সন্দেহের চোখ দেখে—কোন পুরুষ বন্ধু নেই? নিশ্চয় কোন দোষ বা অভাব আছে তার। এটাইতো এই সমাজের সাধারণ নিয়ম। তবে ক্যাথ কেন মেনে নিতে পারছে না তার জীবনে মিলির প্রভাবকে। অনুপম বেশ ব্যথিত। ভীষণ হতাশ মনে হচ্ছে তাকে। নিজে একটু নিরিবিলিতে থাকতে চায় এখন। তাই টেলিফোনের জবাবী যন্ত্রে বার্তা রেখে দিয়েছে, যাতে বারবার নিজেকে উঠতে না হয়। তবু তার মনে হচ্ছে, ক্যাথ হয়তো তার মায়ের বাড়ী থেকে ফোন করবে, জন্মদিনের অভিনন্দন জানাবে। তাই সে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফোনের চাবি ঘুরিয়ে শোনে যে ক্যাথ কোন অভিনন্দন বা খবর রেখেছে কিনা। না, কেউ তাকে কোন অভিনন্দন পাঠায় নি। অন্তত আর কেউ না হোক, ক্যাথের কাছ থেকে এইটুকু সে আশা করে ছিল। আরো নিরাশ হল অনুপম। তার জন্মদিনে গোলাপের স্তবকও এলোনা, খোলা হল না স্যাম্পেন। জ্যোৎস্নারাতে 'মুনলাইট সোনাটা'ও বাজলো না। এক নিবিড় বিরহের বেদনায় বিফল হল অনুপমের আকাঙ্খিত জন্মদিনটা।

অনুপম সোফায় শুয়ে শুয়ে ডাইরীটা শুরু করল। অনেক পুরোনো স্মৃতির রোমন্থন করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সে বুঝতে পারেনি। ক্যাথরিনের রাত কেটেছে নিদ্রাহীন এক অস্থিরতার মধ্যে। ভোর হতেই সে চলে আসে অনুপমের বাড়ীতে। ঘণ্টা না বাজিয়েই সন্তর্পনে নিজের চাবি দিয়ে দরজা খুলল ও লাউঞ্জে গিয়ে দেখলো অনুপম সোফায় ঘুমিয়ে আছে। ওর বুকের ওপর রয়েছে খোলা ডাইরীটা। পাশে পড়ে আছে মিলির ফটোটা। ঘরে লাইট জ্বলছে। অনুপম আলো নেভাতেও ভুলে গেছে। অনুপমের রাত্রে কোন খাবারও জোটেনি বলে মনে হয় ক্যাথের। ক্যাথ বাড়ী এসেছিল অনেক আশা নিয়ে। ভেবেছিল, কালকে তার ঐভাবে চলে আসার জন্য সে ক্ষমা চাইবে অনুপমের কাছে। কিন্তু যখন দেখলো সে যে অনুপমের বুকের ওপর খোলা সেই ডাইরীটা আর তার পাশে পড়ে আছে মিলির ফটো, তখন তার অনুরাগ পরিণত হল রাগে। এক তীব্র অসন্তোষ ও ঘৃণায় যখন বাড়ী থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছিল ও কফি-টেবিলে পায়ের ধাক্কা লেগে কাপডিসটা মাটিতে পড়ে যায় আর সেই শব্দে অনুপমের ঘুম ভেঙে

যায়। ক্যাথ পালাতে পারেনা। জানালার ধারে গিয়ে জানালার পর্দাটা সরিয়ে দেয়। আকাশের পূব কোন থেকে সকালের নরম আলো এসে ঘর আলোয় ভরিয়ে দিল। কিন্তু ক্যাথ নিয়ে এসেছে এক অন্ধকারের ছায়া, এক অবসাদের স্থর, এক বিচ্ছেদের বেদনা।

অনুপম বুঝতে পারে যে, সে রাত্রে সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। আস্তে আস্তে সে উঠে বসে সোফায় এবং ডাইরীটা বন্ধ করে রাখে।

মিলির ফটোটা সে আবার কবিতার বইটার মধ্যে ঢুকিয়ে ওপর চলে যায়। কারো মুখে কোন কথা নেই। এক নিবিড় স্তব্ধতায় ঘর থমথম করছে। কিছুক্ষণ বাদে নিচে নেমে আসে অনুপম। ক্যাথ পাথরের মূর্তির মতন বসে থাকে সোফায়। অনুপমই প্রথম নীরবতা ভাঙলো—বলে—"কি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে?"

ক্যাথ কোন উত্তর দেয়না। চুপকরে বসে থাকে। সকাল আটটা বাজে। বাইরে কে যেন ঘণ্টা বাজালো। অনুপম দরজা খুলে দিতেই মাইককে দেখা গেল। অনুপমই মাইককে ডেকে পাঠিয়েছিল তার নতুন গাড়ী লরেল কিছু কিছু অস্থবিধার স্থষ্টি করছিল বলে।

যেহেতু সকাল নটার মধ্যে অনুপমকে হাসপাতালে যেতে হবে, তাই আটটার সময় মাইককে আসতে বলেছে অনুপম। মাইক ভিতরে এসে বসে। ক্যাথ অনুপমের বলার অপেক্ষা না রেখেই তিনকাপ কফি নিয়ে আসে।

কফির পেয়ালায় চুমুকদিয়ে মাইক বলে—"ডাঃ রয়, আপনার নতুন গাড়ীতে কি কি অস্থবিধা হচ্ছে?"

অনুপম একটা সিগারেট ধরায় ও দেশলাই-এর কাঠিটা ছাইদানিতে ফেলতে ফেলতে বলে—"গাড়ীটা ভাল চলছেনা। চলছিল ভালই, তবে মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে স্টার্ট নিতেও অস্থবিধা হচ্ছে। বেশ সমস্যা হয়ে পড়েছে। আমি ঠিক ওর ওপর ভরসা করতে পারছিনা।"

মাইক বলে—"কিন্তু অত সুন্দর গাড়ীর কোন দোষ থাকার কথা নয়।"

অনুপম বলে—"গাড়ীটাও অনেকটা মানুষের মত, তাইনা? সৌন্দর্য্যের আড়ালেও অনেক দোষ লুকিয়ে থাকে।"

মাইক বলে—"ঠিক বলেছেন, ডাঃ রয়। কিন্তু আপনি কি চান?"

অনুপম বলে—"গাড়ীটা বদলে নিতে চাই।"

ক্যাথরিনের মনে হল গাড়ী সম্পর্কিত সব কথাগুলোই অনুপমের প্রতীকী। এর মধ্যে একটা যেন ইঙ্গিত আছে। এর মধ্যে যেন একটা ব্যঙ্গ আছে। এ যেন অনুপমের তার প্রতি ঠেসমারা বিদ্রূপ। এ যেন অনুপমের মনের কথা। গাড়ীর মতন হয়ত তাকেও বদলে নিতে চায় সে।

অনুপম ওপরে চলে যায় পোষাক বদল করতে।

এই ফাঁকে ক্যাথ মাইককে বলে—"কথাগুলোর মানে কিছু বুঝলে ?"

মাইক বলে—"না।"

মাইককে ক্যাথ বলে—"আমার মনে হয় অনুপম আমাদের সম্পর্কের কথা কিছু জানে।"

মাইক চলে যায়। অনুপম হাসপাতালে যাবার তোড়জোড় করে। অনুপমের সঙ্গে ক্যাথের কোন কথাই হল না। রাত্রে নিশ্চয়ই একটা বোঝাপড়া হবে।

চেস্টারফিল্ড থেকে ডারবী ফিরে যাওয়ার পথে গাড়ীতে ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিল মাইক অনুপমের দ্বৈত ব্যাঞ্জক কথাগুলো। বেশ অন্যমনস্ক হয়েই গাড়ী চালাচ্ছিল সে। হঠাৎ একটা ট্রাফিক লাইটের সামনে একটা গাড়ীর পিছনে সে সজোরে ধাক্কা মারে ও বেশ ভালরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুটো গাড়ী। তার বাঁ পায়ের নিচের দিকে হাড় দুটো ভেঙে যায়। ডারবীর রয়েল ইনফারমারীর ক্যাস্যুয়ালটি বিভাগে ভর্ত্তি হয় সে। তবে দিন সাতেকের মাথায় বাড়ি চলে যায় পায়ে প্লাসটার লাগিয়ে। বাড়ী ফিরে সে ক্যাথকে জানায় সেকথা।

অনুপম ও ক্যাথরিন নিজেদের পারস্পরিক ভুল ধারনাগুলো সংশোধন করতে চায়, কিন্তু কেউই স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেনা এই সংশোধনের আলোচনায়। নিজের ব্যক্তিত্বকে কেউই নোয়াতে চায়না। ফলে তাদের মধ্যে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকেই যায় ও তাদের দাম্পত্যজীবন বিড়ম্বিত হয়। কথা বলা শুরু হলেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা কেউ বলে না। ক্যাথ ভাবে তাদের ভালবাসায় ফাটল ধরেছে। কোথায় যেন একটা বিরোধের প্রাচীর গড়ে উঠছে তাদের দুজনের মধ্যে।

সেদিন ছিল বুধবার। অনুপম দুপুরে বাড়ী এল কিছু স্লাইড্ নেবার জন্য। অনুপমকে একটা বক্তৃতা দিতে হবে ও একটা কেস দেখাতে হবে। ঐ রোগীর ওপর সে ইতিমধ্যে কিছু স্লাইড্ তুলেছে, যেগুলো সে প্রজেক্টরে

দেখাবে তার বক্তৃতার সময়। বাড়ী এসে অনুপম ক্যাথকে দেখতে পেল না। গাড়ীটা আজকেও ঝামেলা করেছে। মাইক বলেছিল সাতদিনের মধ্যে গাড়ীটা বদলে দেবে। মিশান গ্যারেজে ফোন করতে তারা জানাল ঐ ব্যাপারে মাইকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। মাইকের ফোন নম্বরটাও ছিল অনুপমের।

অনুপম ফোন করে মাইককে তার ফ্ল্যাটে। মাইকের একপায়ে প্লাসটার। আর তাই সে তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোন ধরতে পারে না। মাইকের দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ক্যাথরিন এসেছিল মাইককে দেখতে। যখন ফোন বেজে উঠলো, তখন ক্যাথরিন গিয়ে ফোনটা ধরল। ফোনের অপর প্রান্তে অনুপমের গলা। ফোনে ক্যাথ ও অনু পরস্পরের কণ্ঠস্বরকে চিনে ফেলে। ইতিমধ্যে অনুরও কিছু সন্দেহ হয়েছিল মাইককে নিয়ে। কেননা, কয়েকদিন বাড়ীতে সে ছাইদানে কতকগুলো পোড়া সিগারেটের টুকরো লক্ষ্য করেছে, যেগুলো তার ব্রাণ্ডের সিগারেট নয়। অনুপম ভাবে তাহলে মাইকই ক্যাথের একজন পুরাণো পুরুষ বন্ধু, যার সঙ্গে সে আবার নতুন করে সম্পর্ক পাতানোর চেষ্টা করছে। অনুপমের আরো সন্দেহ হয় যে ক্যাথরিন তার জন্মদিনে তার মায়ের কাছে গিয়েছিল না মাইকের কাছে গিয়েছিল। অনুপম একবার ভাবে যে সে তার মাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করবে যে ক্যাথরিন সেদিন সেখানে ছিল কিনা। কিন্তু কাজটা ভাল হবে না ভাবল অনুপম। যদি ক্যাথ ওর মার ধারণা হবে যে তাদের মধ্যে মনোমালিন্য চলছে। মা নিশ্চয় খুব চিন্তিত হবেন। আকাশে ঝড় ওঠার আগে বাতাসে একটা ইঙ্গিত নিয়ে আসে। আজ রাতে যে এ বাড়ীতে একটা ঝড় উঠবে, তার ইঙ্গিত বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বার

কখনও কখনও কোন চিন্তা, ভাবনা, আবেগ, অনুভূতি, কোন প্রেরণা বা কোন অভিপ্রায় অনবরত মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় ও সেই বোধগুলো মস্তিষ্কের মধ্যে এমনভাবে আবিষ্ট হয়ে যায় যে সেগুলোকে কিছুতেই তাড়ানো যায় না। তারা বারবার নিয়ে আসে এক তাড়না যার মধ্যে অনেক সময় থাকে অনেক অশুভ ইঙ্গিত। মানুষ হয়ত বুঝতে পারে যে সেটা স্বাভাবিক চিন্তা নয়, কিন্তু তবু মানুষ মন থেকে সেই অস্বাভাবিক অভিপ্রায়কে বিতাড়িত করতে পারে না। তার ফলে মানুষ আতঙ্কিত হয়, চিন্তিত হয় ও অবশেষে স্নায়ু বিকার-গ্রস্ত হয়ে পড়ে। মনের মধ্যে এই প্রথাগত ঘুরে সরে আসা তাড়নাকেই বলে 'অব্‌সেশন্‌'। যাদের মানসিক ভারসাম্য একেবারেই নষ্ট হয়ে যায় ও বাস্তবের সঙ্গে কোন সংযোগ রক্ষা করার ক্ষমতা থাকে না, তারা এই ধরণের চিন্তা ভাবনা, ধারণা ও অভিপ্রায়কে নিজস্ব মনে করে ও তাতে কোনও অস্বাভাবিকতা, বা অশুভ ইঙ্গিত লক্ষ্য করেনা। তাদের মধ্যে তখন জন্ম নেয়, জীবন ও জগতের প্রতি এক ভ্রান্ত বিশ্বাস। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসই হল 'ডিলিউসন'। ক্যাথরিনের মধ্যে কতকগুলো চিন্তা এখন অবসেশনের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার মনের মধ্যে অনেক প্রশ্নের জটিল দ্বন্দ্বের ঢেউ উঠেছে। অনুপম কি সত্যি মিলিকে ভালবাসে? মিলি কি সত্যি অনুপমকে ভালবাসে? মাইক সত্যিই তার জন্যে প্রতীক্ষা করছে? মাইক কি সত্যিই নিজেকে সংশোধন করেছে? মাইক কি বুঝতে পেরেছে যে, তার জীবনে ক্যাথের প্রয়োজনীয়তাটা কত বড় ছিল? অনুপম—মিলি—মাইক—এই তিনটে নাম, এই তিনটে প্রতীক বারবার ক্যাথের মনের মধ্যেও মস্তিষ্কের মধ্যে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে আসছে। ক্যাথ বুঝতে পারে যে সে অবসেশনে ভুগছে ও হয়ত নিজেকে সংযত না করলে নিউরোটিক হয়ে পড়বে।

অনুপম মাঝে মাঝে ভাবে সে ক্যাথকে ডাইরী ও মিলির ফটোর সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবে তার নির্দোষ আচরনের কথা, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবে—যে নিজের স্ত্রীর কাছে নির্দোষ প্রমাণের এই প্রবণতা খুবই বেদনার।

সে যদি তার স্ত্রীর মধ্যে একটা বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে না পেরে থাকে, তাহলে সে ব্যর্থ। অনুপম সত্যান্বেষী, আর তাই সে এই সত্যকে স্বাভাবিক নিয়মেই উদ্ভাসিত করতে চায়, যুক্তি বা প্রমাণের মধ্য দিয়ে নয়। তাই সে ভাবে, ক্যাথের অন্তর বিকশিত হবে প্রকৃতির নিয়মে, তার অন্তরের সত্য মূল্যবোধে, বাইরের মিথ্যে তাড়নায় নয়।

ক্যাথরিন ভাবে, অনুপম নিশ্চয় সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে মাইকের সঙ্গে তার মেলামেশাকে। পুরাণো প্রেমের একটু নির্যাস থাকলেও ক্যাথ মনে প্রাণে অনুপমকেই ভালবাসে। ক্যাথ ভাবে তার প্রতি অনুর বিশ্বাস বিপন্ন হয়ে থাকলে, সে অনুর কাছে কিছুতেই প্রমাণ করতে যাবেনা যে সে দ্বিচারিণী কিনা। অনুপম যদি তাকে চিনে না থাকে, তাহলে সে ব্যর্থ।

অনুপম আর ক্যাথরিন উভয়েই তাদের নিজস্ব ধারণাকে আঁকড়ে ধরে থাকে। সুতরাং তাদের মধ্যে এই ভুল বোঝাবুঝির কোন মীমাংসাও হয় না।

ক্যাথরিন অনুর জন্য একটা সোয়েটার বুনতে শুরু করেছিল। কিন্তু হঠাৎ তার নজরে পড়লো যে একটা উলের গোলা কম পড়ে গেছে। তাই সেদিন দুপুরে একটা গোলা উল কিনতে মার্কেটে গিয়েছিল। অনেক দোকান ঘুরে কোথাও সেই রঙের উল পাওয়া গেল না। সমস্ত দুপুরটাই কেটে গেল দোকানে দোকানে। সেই দিনই দুপুরে অনুপমের ফ্লু মতন হয়েছিল বলে বাড়ী চলে আসে। বাড়ীতে এসে ক্যাথরিনকে দেখতে না পেয়ে বেশ রেগে যায় মনে মনে। বেশ মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল। গায়ে বেশ জ্বর ও রয়েছে। শীত শীত করছে। ভাল লাগছে না কিছু। সারা গা-হাত-পা ম্যাজ ম্যাজ করছে। গায়ে একটা চাদর দিয়ে সোফার ওপর টান টান শুয়ে পড়লো সে। চোখ বন্ধ করে থাকলে একটু ভাল লাগে। মাথার মধ্যে বেশ দপদপ করছে। মনটাও বেশ অশান্ত হয়ে আছে তার। এক কাপ কফি করে খাওয়ার মতনও ইচ্ছা নেই। অবশেষে ক্যাথরিন বাড়ী ফিরে আসে উল না কিনেই। অনুপম চুপ করে থাকে। কিভাবে শুরু করবে, বুঝতে পারছে না। অনুপম হয়ত ভেবেছে যে ক্যাথরিন মাইকের কাছে গিয়েছিল। সেইজন্য তার মধ্যে পুঞ্জীভূত রাগকে সে অবজ্ঞার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করলো। ক্যাথরিন যখন জিজ্ঞেস করল কখন সে ফিরেছে বা সে চা না কফি খাবে, তার কোন কথারই উত্তর দিল না। ক্যাথরিন এক কাপ কফি করে অনুপমের সামনে কফি

টেবিলে রেখে গেল। তারপর সে ওপরে গিয়ে পোষাক বদল করে, গায়ে একটা ড্রেসিং গাউন পরে রান্নাঘরে ঢুকলো। ক্যাথ মনে মনে চিন্তা করতে লাগল। সে ভেবে পেল না অনুপম কেন কথা বলল না তার সঙ্গে। ক্যাথরিন আজকে খুব ভাল রান্না করল। ভারতীয় রান্নার বই দেখে দেখে মটন বিরিয়ানী ও গারলিক চিকেন রান্না করল। ক্যাথ জানে এগুলো অনুপমের প্রিয় খাদ্য। ওদের মধ্যে সাময়িক মনমালিন্যকে মিটিয়ে ফেলার এ যেন খানিকটা প্রয়াস। খাবার টেবিলে খাবার সাজিয়ে অনুপমকে ডাকলো সে। অনুপম প্রায় নিদ্রাচ্ছন্ন। কিন্তু তার মাথার যন্ত্রণাটা যেন আরও বেড়েছে এখন। গা বমি বমি করছে। খাওয়ার কোন ইচ্ছাই তার নেই। তবু খাবার টেবিলে গিয়ে বসল, কিন্তু মাত্র দু' চামচ বিরিয়ানী মুখে দিয়েই উঠে পড়ল সে। কোন কথা বলল না। ক্যাথকে জানালোও না যে তার শরীর খারাপ আর সেইজন্য সে খেতে পারল না। এবার ক্যাথের ভুল বোঝার পালা। ক্যাথ ভাবল যে, তার এই আন্তরিকতাকে অপমান করল অনুপম।

দিন সাতেক পরে শুক্রবার সন্ধ্যায় শেফিল্ডে রয়েল শেক্স্পেয়ার কোম্পানীর 'ম্যাকবেথ' নাটক দেখার জন্য অনেকদিন আগেই টিকিট কেটে রেখেছিল অনুপম। সকালবেলা হাসপাতাল যাবার আগে একটা ক্যাথকে দিয়ে অনুপম বলল যে বিকেলের দিকে শেফিল্ডে একটা মিটিং সেরে সে থিয়েটারে সোজা চলে যাবে ও ক্যাথ যেন একাই চলে যায় সেখানে। থিয়েটারের পরে ওরা ডিনার খেতে যাবে কোন রেস্তোঁরায়।

প্রায় পনেরো মিনিট আগেই অনুপম থিয়েটার হলের কাছে পৌঁছাল। ক্যাথের তখনও দেখা নেই। অনুপম হলের সামনে দাঁড়িয়ে উদগ্রীব হয়ে ক্যাথের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলো। যখন মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী আছে, তখনও ক্যাথ এলনা, খুবই অস্বস্তি বোধ হচ্ছে তার। একটা সিগারেট ধরায় সে। পুরো ছটা বাজে। ক্যাথ এলনা। অনুপম আধখানা সিগারেট মাটিতে ফেলে দিয়ে পা দিয়ে চেপে তার আগুনটা নিভিয়ে দিল, কিন্তু যে অভিমানের আগুন তার হৃদয়ে জ্বলছে তাকে সে নেভাতে পারল না কিছুতেই। অনুপম অডিটোরিয়ামের ভেতর ঢুকে যায়। ঘর অন্ধকার হয়। স্টেজে প্রবেশ করে তিনজন ডাইনী। নাটক শুরু হয়।

ক্যাথরিন উপযুক্ত সময় নিয়েই বেরিয়ে ছিল নিজের রেনো গাড়ীটাতে। কিন্তু বেশ কিছুদূর যাবার পর তার গাড়ীটা খারাপ হয়ে যায়। সুতরাং রাস্তায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। অটোমোবাইল এসোসিয়েশনকে খবর দেয় সে কিন্তু গাড়ী সারাতে ওরা এল অনেক দেরীতে। অগত্যা ক্যাথ বাড়ী ফিরে আসে। এবারও অনুর ধারণা হল যে ক্যাথ ইচ্ছে করেই থিয়েটার হলে যায়নি। গাড়ী খারাপের ব্যাপারটা একটা অজুহাত।

অনুপম একটা কথাই বলল ক্যাথকে যে—"এইভাবে সংসার করার কোন দরকার আছে কি?"

ক্যাথ কোনও উত্তর দেয় না। তার মধ্যে একটা দুশ্চিন্তার ঝড় ওঠে। সে ভাবে, অনু কি সংসারের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেল! অনু কি সংসার চায় না? তাদের সম্পর্কে কি ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে? তাদের মধ্যে কি কোন বাধার প্রাচীর গড়ে উঠছে? এটা কি কোন বিচ্ছেদের ইঙ্গিত? ক্যাথ বেশ বিমর্ষ হয়ে পড়ে। ক্যাথ ভাবে, কালকে সে এই বিবাদ মিটিয়ে ফেলবে।

পরের দিন কলকাতা থেকে অনিরুদ্ধ ট্রাঙ্ককল করে অনুকে জানায় যে তাদের মা খুব অসুস্থ। হঠাৎ অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছেন। খুব সম্ভবতঃ গল স্টোনের ব্যথা। অস্ত্রোপচার করতে হবে। অস্ত্রোপচারের কথায় অনুর মা ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন। ভেবেছেন, এ্যানাসথেসিয়া হয়ত করতে পারবেন না। অপারেশনের টেবিলেই শেষ হয়ে যাবেন। তাই তিনি অবশ্যই অনুকে দেখতে চান। অনুপমও ভীষণ চিন্তিত হয়। তাই পরের দিনই শান্তিপুর যাবার ব্যবস্থা করে। একটা টিকিটও জোগাড় হয়ে যায়। মায়ের অসুখ বলে ছুটীও পেয়ে যায় দু'সপ্তাহের। ক্যাথকে বলে অনু যে, মায়ের অসুখের জন্য তাকে কলকাতা যেতে হচ্ছে। ক্যাথের মনে খানিকটা সন্দেহের ঢেউ ওঠে। মায়ের অসুখ হয়ত সত্যি কিন্তু সেই অজুহাতে অনুপম ক্যাথ-এর কাছ থেকে কিছুটা দূরে চলে যাচ্ছে কিনা বুঝতে পারে না। সবথেকে বেশী দুশ্চিন্তা হল যে অনুপম মিলির আকর্ষণে কলকাতা যাচ্ছে কিনা। মিলির সঙ্গে এবার নতুন করে কোন পুরাণো বন্ধনকে দৃঢ় করে তুলতে যাচ্ছে কিনা! ক্যাথের দুশ্চিন্তা বাড়তে থাকে। সে খুব বিমর্ষ হয়ে পড়ে। কাল রাতে সে ভেবেছিল আজকে সে তাদের সব বিবাদ মিটিয়ে ফেলবে। তাদের ক্রমশঃ বেড়ে ওঠা কলহের অবসান হবে। ভুল বোঝাবুঝির

একটা মীমাংসা হবে। কিন্তু মায়ের অসুখের সংবাদে অনুপম এত বেশী বিচলিত হল যে, ক্যাথ ঐসব প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার কোন সময় ও সুযোগও পেলনা। তার আরও খারাপ লাগলো যে অনুপম তাকে কলকাতায় নিয়ে যাবার কথা একবারও ভাবল না। সুতরাং ক্যাথের মনের দুঃখ ও অভিমান এক চরম অবসাদের মধ্যে দিয়ে বয়ে যেতে থাকলো। ক্যাথ বুঝতে পারেনা তার এই যন্ত্রণার শেষ কোথায়। বুঝতে পারেনা তাদের এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের পরিণতি কি !

অনুপম একাই কলকাতা গেল দু'সপ্তাহের জন্য। ক্যাথরিনও যেতে চেয়েছিল কিন্তু মুখ ফুটে বলার সাহস পায়নি। ক্যাথরিনও ও বাড়ীর বৌ, তারও তো একটা কর্তব্য আছে, দায়িত্ব আছে। বিপদে তার শাশুড়ী ও দেওরের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর। তবে কেন সে বঞ্চিত হল এই থেকে। এটাও যেন ক্যাথের কাছে এক অবমাননা। ক্যাথ আর একবার আঘাত পায়। অনুপম চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বাড়ী যেন এক বিষাদপুরীতে পরিণত হল। ক্যাথের মধ্যে নিবিড় হয়ে উঠলো একাকিত্ববোধ। হতাশার অন্ধকার ঘনিয়ে এল তার সাজানো সংসারে। তার রঙিন স্বপ্নগুলো যেন বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। সে ক্রমশই যেন তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। অন্ধকারের মধ্যে হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছে এক আশ্রয়কে, কিছুতেই যেন তার ছোঁয়া পাচ্ছে না। যেদিকেই হাত বাড়ায় সেদিকেই শুধু শূন্যতা যেন বিষন্ন অন্ধকারে রহস্যের মায়াজাল পেতে রেখেছে।

সবেমাত্র একটা দিন গেছে। এই দু'সপ্তাহ যেন ক্যাথের কাছে দু যুগ মনে হচ্ছে। সময় কিছুতেই কাটতে চায়না তার। না কাটুক, তবু সে মাইকের কাছে যাবে না। মনে মনে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছে। মাইককে তাদের জীবনের মধ্যে টেনে অযথা অশান্তি ডেকে আনবেনা সে। মাইক ডাকলেও সে শুনবে না। পাছে মাইক ফোন করে, সেজন্য সে ফোনে সর্বদাই জবাবী যন্ত্রটা চালু রেখে দেয়। মাঝে মাঝে প্লেব্যাক করে শোনে কেউ ফোন করেছিল কিনা।

ক্যাথ জানে যে একপায়ে প্লাসটার নিয়ে মাইক বেশ অসুবিধার মধ্যেই পড়ে আছে। একজন বন্ধু হিসেবেও ওকে একটু সাহায্য করে আসার মত সাহস পাচ্ছে না ক্যাথ। তবু দিন কাটেনা। অনুপমের জন্য বিরহ বেদনা,

তাদের অযথা কলহ-বিবাদের জন্য আক্ষেপ, বাবার মৃত্যুর শোক-যন্ত্রণা মাইকের জন্য এক করুণাবোধ ইত্যাদি চক্রাকারে তার মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার মনের বল ভেঙে যাচ্ছে। সে দুর্বল হয়ে পড়ছে। কোন কিছুতেই মনকে ক্লান্ত করতে পারছে না। কোন কিছুতেই কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না। খেতে ভাল লাগছেনা, টি ভি দেখতে ভাল লাগছে না। ভাল লাগছে শুধু বসে বসে কাঁদতে আর চোখের জলে নিজেকে সিক্ত করে দিতে। চোখে ক্লান্তি নামে কিন্তু ঘুম আসেনা। দরজায় দুধওয়ালা, খবরের কাগজের ছেলে বা মিটার রিডিং এর কোন লোক কড়া নাড়লে, ছুটে গিয়ে ক্যাথ দরজা খোলে। ভাবে হয়ত, তার বাবা এলে আর তাকে তাড়িয়ে দেবেনা সে। তার মৃত বাবার সেই শীর্ণ মুখটা অহরহ তার মনের পর্দার উঁকি দিচ্ছে। ক্যাথ কখনও শব্দ করে কেঁদে ওঠে, কখনও বা নিভৃতে চোখের জল ফেলে। ক্যাথ সহ্য করতে পারেনা এই যন্ত্রণা। ব্র্যাণ্ডী ও হুইস্কী খেতে শুরু করে। সারাদিন ধরে দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার হুইস্কী খেতে থাকে সে। এবার সিগারেট খাওয়াও ধরে। দিনের মধ্যে ত্রিশ-চল্লিশটা সিগারেট খায় সে। রান্নাবান্না করার কোন আসক্তি নেই। কোন রকমে স্যানডুইচ খেয়ে কাটিয়ে দেয়। মদ খেতে খেতে যখন নেশার ঘোর আসে, তখনও অকারণে হাসতে হাসতে, কখনও বা কাঁদতে কাঁদতে নিজের মনেই বলে—"আমাকে কেউ বুঝলো না, আমাকে কেউ জানলনা।"

প্রায় সাতদিন কেটে যায়। মদ নিয়ে পড়ে থাকে ক্যাথ। নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে চাইছে সে। ফোন করে করে উত্তর না পেয়ে মাইক চিন্তিত হয়ে পড়ে ও একদিন একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে আসে ক্যাথের বাড়ী। ক্যাথ অবাক হয়।

মদের নেশায় জড়ানো কণ্ঠস্বরে ক্যাথ বলে, "তুমি চলে যাও মাইক, অনুপম হয়ত দেখে ফেলবে।" ক্যাথের এই দৈহিক ও মানসিক অবস্থা দেখে মাইক আশ্চর্য হয়ে যায়। ক্যাথের মুখটা শুকিয়ে গেছে, চোখের তলায় কালি পড়েছে, চুলগুলো এলোমেলো ও রুক্ষ হয়ে আছে। গায়ের ড্রেসিং-গাউনটা বেশ ময়লা হয়ে আছে। হাতে তার মদের গ্লাস। কাঁপাকাঁপা হাতে গ্লাসটাকে গালের ঘসতে ঘসতে ক্যাথ বলে, "প্লিজ মাইক, তুমি চলে যাও, তুমি এসোনা আর এখানে।"

মাইক বেশ উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করে—"কি হয়েছে তোমার ক্যাথ? তোমার এই দুর্দশার কারণ কি? মনে হচ্ছে, তুমি খুব আঘাত পেয়েছো।"

ক্যাথ গ্লাসে একবার চুমুকদিয়ে জড়ানো স্বরে বলে—"ঠিক বলেছো মাইক, আঘাত পেয়েছি আমি, ওবে দেহে নয়, মনে।"

মাইক বুঝতে পারে যে, অনুপমের সঙ্গে ক্যাথের নিশ্চয় খুব বিবাদ হয়েছে আর তারই জের চলছে ক্যাথের মদ্যপানের ভিতর দিয়ে। মাইক যখন জানতে পারল যে, অনুপম কলকাতা গেছে, তখন মাইক বারবার ক্যাথকে তার ফ্লাটে গিয়ে থাকবার জন্য পেড়াপিড়ি করতে থাকে। মাইক বুঝতে পারে যে, ক্যাথ একা একা এ বাড়ীতে থাকলে কোন একটা অঘটন ঘটতে পারে। যে মাত্রায় যে মদ খাওয়া শুরু করেছে, তার পরিণতির কথা ভেবে চিন্তিত হয় মাইক। নিজের প্রতি প্রচণ্ড অবহেলা, অনাহার, অনিদ্রা, ও অনিয়ম যেন তাকে এ কয়েক দিনের নিঃশেষ করে দিয়েছে। ক্যাথ এই ভাবে একা একা এখানে থাকলে অনেক বিপদেরই আশঙ্কা আছে। মদের ঘোরে জলন্ত সিগারেটের টুকরোগুলো যদি ঠিকমত ছাইদানে না ফেলে শোফায় বা কার্পেটে ফেলে, তাহলে একটা লঙ্কাকাণ্ড হতে পারে। কিন্তু ক্যাথ কোন কথা শুনতে চায় না। অবশেষে এক রকম জোর করেই মাইক ক্যাথকে তার নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে যায়, কিন্তু কয়েক ঘণ্টা বাদেই ক্যাথ আবার বাড়ি ফিরে আসে।

এমনি করে সাত দিন কেটে যায়। অনুপম কলকাতা থেকে ফোন করেছিল ক্যাথকে, কিন্তু ক্যাথ ফোনের জবাবী যন্ত্র চালু রাখার জন্য অনুপম তার সঙ্গে কথা বলতে পারেনি। ফোনে খবর দিয়ে রেখেছে যে, তার ফিরতে বেশ কয়েক সপ্তাহ দেরী হতে পারে। মায়ের অপারেশন হয়েছে ও তার শরীরটার ভাল নয়। ক্যাথ আরো যেন ভেঙ্গে পড়ল। আবার নতুন এক চিন্তা, তার মাথায় ঢুকলো—হয়ত মিলির জন্যেই ও আসতে পারছে না। মিলিকে নিয়ে যেন এক সন্দেহের জাল বুনেই চলেছিল সে। এক সন্দেহ ও দুশ্চিন্তা সর্বদাই তাকে যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। এই নিঃসঙ্গতার সঙ্গে হতাশার বেদনা তাকে ভীষণ ভাবে দমিয়ে নিচ্ছে। এই অস্থিরতা তাকে এক দণ্ডও শান্তি দিতে পারছে না। সে ভাবে, কলকাতায় ফোন করবে। মিলিকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করবে যে, অনুপমের সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক।

বিকেল পাঁচটা হবে তখন ক্যাথ কলকাতায় মিলিদের বাড়ীতে ফোন

করে। কলকাতায় তখন প্রায় রাত সাড়ে দশটা। ফোন বেজে উঠলেই মিলিই ফোন ধরে। ক্যাথ প্রথমে অনুর মায়ের কথা জিজ্ঞেস করে ও পরে অনুর কথা জানতে চায়। অনুর শরীর খারাপ, সে শুনেছে, কি হয়েছে তার সে জানতে চায়। মিলি জানায়, অনুর মা এখনও হাসপাতালে রয়েছেন। পিত্তস্থলীতে অস্ত্রোপ্রচারের পর বেশ কিছু ঝামেলা দেখা দেয় ও সেজন্য বেশ কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হবে। অনুপমেরও বেশ জ্বর হয়েছে। ডাক্তারের ধারণা এটা টাইফয়েড জ্বর। বেশ কিছুদিনের ধাক্কা। সম্পূর্ণ বিশ্রাম, ভাল সেবা-যত্ন, ঔষুধ-পথ্য পেলে ভয়ের কোন কারণ নেই। অনিরুদ্ধ হাসপাতালে মাকে নিয়েই বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অনেক দিনের পুরানো ঝি লক্ষ্মীই দাদাবাবুর দেখাশোনা করছে। দুধ বার্লি ইত্যাদি তৈরী করে দিচ্ছে। এই অবস্থায় মিলি কি চুপ করে বসে থাকতে পারে! তাই সে প্রায়ই সকালের ট্রেনে শান্তিপুর চলে যায় ও রাত্রে বাড়ী ফেরে। সেদিন অনুপমের জ্বরটাও অত্যন্ত বেড়েছিল। তার সঙ্গে অসহ্য মাথার যন্ত্রণা। জ্বরের ঘোরে চোখ খুলতেই পারছিল না। মিলি অনুপমের মাথায় জলপটি লাগিয়ে দিচ্ছিল ও পাখার বাতাস করে দিচ্ছিল। অনুর কপাল সে তার পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে টিপে দিচ্ছিল। অনুপম জ্বরের ঘোরে অসাড় হয়ে শুয়েছিল। অন্যদিন সাতটার মধ্যেই অনিরুদ্ধ বাড়ী ফিরে আসে ও তখন মিলি শেষ ট্রেন ধরে কলকাতা চলে যায়। কিন্তু সেদিন অনিরুদ্ধর না আসার জন্য মিলি অনুকে একা ফেলে যেতে পারল না। কলকাতা যাবার শেষ ট্রেনটা চলে গেল। অনুপম জ্বরের ঘোরে এতই অসুস্থ যে, সে মিলিকে বলতেও পারল না চলে যেতে। তারপর ঝড় এল। বৃষ্টি নামলো মুষল ধারে। মাঝে মাঝে মেঘের গর্জন ও বিদ্যুতের ঝলক অনুপমকে বেশ ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলছে। মিলি উঠে গিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীর সব জানালাগুলো বন্ধ করে দিল। এর সঙ্গে বিদ্যুৎ-ও চলে গেলো। মিলি একটা লণ্ঠন জ্বালালো। রাত দশটা বেজে গেল অনিরুদ্ধ এখনও ফিরল না। অনুর ভীষণ চিন্তা হল ওর মায়ের জন্য। মার আবার কোন খারাপ উপসর্গ দেখা দিল কিনা বুঝতে পারে না অনুপম। ভীষণ উদ্বিগ্ন সে। এখানে কোনও ফোনও নেই যে, ফোন করে খবর নেবে। খারাপ কোন খবর থাকলে সাধারণতঃ ডাক্তার বাবুর বাড়ীতেই খবরটা আসে। তাছাড়া মিলির বাবা-মাও নিশ্চয় খুব চিন্তা করছেন মিলির জন্য। অন্যদিন দশটার মধ্যে মিলি

বাড়ী চলে যায়। অনুপমের উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই। খুব লজ্জা করছে তার। তার অসুখের জন্যই মিলিকে এইভাবে আটকে পড়তে হল। রাত বারোটার সময় কুলকুল করে ঘামতে শুরু করল অনুপম। জ্বর ছাড়ছে তার। মাথার ব্যথাটাও বেশ কমে এসেছে। বাইরে বৃষ্টিটাও কমে এসেছে। মিলি একটা শুকনো তোয়ালে দিয়ে অনুর গা, হাতপা মুছিয়ে দিল। একটা পরিষ্কার পাঞ্জাবী এনে দিল। অনু ভিজে জামাটা খুলে ফেলে পাঞ্জাবীটা পরে নিল। এখন অনেকটা ভাল বোধ করছে অনু।

অনু বলে, "মিলি, সত্যি, তোমার সেবার কথা আমি কখনও ভুলবো না। তুমি আমাকে ভীষণ ঋণী করে দিলে। আমাকে এতদূরে এসে এইভাবে সেবা করার কোন প্রয়োজন ছিল না।"

মিলি বলল, "এইটুকু সেবার মধ্যে আমার যে কত আনন্দ, কত তৃপ্তি, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। কিন্তু আমি ধন্য হতাম, যদি জানতাম যে আমার ভালবাসাতেও তুমি ঋণী হয়ে আছ।"

অনু বলে, "ভালবাসা তো এমন নয় যে, একজন শুধু দিয়েই যায় আর একজন শুধু তা গ্রহণ করে। ভালবাসা হল এক বিনিময়ের লুকোচুরি খেলার মতন, দুজনেই দুজনকে দেয় অনেককিছু, কেউ সঙ্গোপনে তা দেয়, কেউবা অজান্তে লুকিয়ে রাখে তাকে।"

মিলি উঠে দাঁড়ায় ও দু'একপা এগিয়ে যায় জানলার দিকে।

অনু মিলির হাত ধরে তাকে কাছে টেনে আনে ও বলে—"সত্যি-মিলি, ভেবে দেখো তো আজ মানুষ কতই-না কি করছে, চাঁদে মানুষ পা ফেলেছে, সমুদ্রের তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ বানিয়েছে, আরো কত বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড হচ্ছে, কিন্তু একজন মানুষ অন্য এক মানুষের অন্তরকে কিছুতেই জানতে পারেনা। আর এই অজানা রহস্যের ভিতরই থেকে যায় এক অব্যক্ত বেদনা, এক না-বলার আক্ষেপ, এক না-পাওয়ার ব্যর্থতা।"

মিলি চুপ করে থাকে। মনে মনে ভাবে সে যে, অনেক সময় হারিয়ে যাওয়া অনেক জিনিষ আবার পাওয়া যায়, কিন্তু সে যা হারিয়েছে, আর পাওয়া যাবে না। তাই এই হারানোর আক্ষেপকে সে আর মর্মান্তিক করে তুলতে চাইছে না। যাকে সে মেনে নিয়েছে, তার জন্য সে অনুশোচনার কোনো ইঙ্গিত অনুকে দিতে চায়না। অনুর মনে আর নতুন কোনো দ্বন্দ্বের

ঢেউ তুলতে চায় না। অনুকে সে ভালবাসে, তাই অনু যাতে সুখে থাকতে পারে, সে দিকেই তার লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। অনুকে সে দুর্বল হতে দেবে না। নিজের অন্তরের বেদনা যত গভীরই হোক, তাকে সংযত করে রাখবে সে। অনুর সামনে সে চোখের জল ফেলবে না। অনুর কাছে সে করুণার পাত্রও হতে চায় না। আজ রাতে অনুর কাছে না এলেই হয়ত ভাল হত। সে এসেছে শুধুমাত্র ভালবাসার টানে নয়, খানিকটা মানবিক কারণেও। অসহায় একটা মানুষ খুব জ্বরে একা একা পড়ে আছে, সেবার তাগিদেই সে এসেছে। এটাই তার বড় সান্ত্বনা।

রাত প্রায় দুটো হবে। অনিরুদ্ধ বাড়ী ফিরল না। নিশ্চয় শেষ ট্রেনটা ধরতে পারেনি। অথবা অনুর মায়ের কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে। নানান চিন্তা অনুর মাথায় ঘুরতে লাগলো। এরপর বেশ কিছুক্ষন দুজনেই নীরব রইল। অনুর চোখে আস্তে আস্তে নেমে এল ঘুমের আমেজ। কিছুক্ষন বাদেই অনু ঘুমিয়ে পড়লো। মিলি অনুর গায়ে একটা চাদর ছড়িয়ে দিল ও মশারীটা খাটের ব্যাটস থেকে নিচে নামিয়ে বিছানার চারদিকে গুঁজে দিল। ঘরের বাইরেই খানিকটা বারান্দা। সেখানে একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিল মিলি। কিছুক্ষন বাদে মিলিও ঘুমিয়ে পড়ল। সকালবেলায় জানলা দিয়ে একঝাঁক সোনালী রোদ মিলির মুখে এসে পড়তে, মিলির ঘুম ভেঙে গেল। বৃষ্টি থেমে গেছে। সবুজ ঘাস, গাছের পাতা সব ভিজে ভিজে। যেন আরো বেশী সতেজ হয়ে উঠেছে। আনাচে-কানাচে চড়ুই আর শালিকের কিচির-মিচির শুরু হয়ে গেছে। মিলি ঘরের পর্দাগুলো টেনে সরিয়ে দিতেই সকালের নরম আলোয় ঘরটা ভরে গেল। অনুপম তখনও ঘুমোচ্ছে। মিলি দু'কাপ চা করে এনে অনুকে ডাকলো। অনুর মাথায় ও কপালে হাত রেখে দেখলো জ্বর ছেড়েছে কিনা। মিলির স্নিগ্ধ হাতের পরশে অনুর ঘুম ভাঙল। আজকে অনুকে বেশ সুস্থ মনে হচ্ছে। মাথার যন্ত্রণাটা প্রায় নেই বললেই হয়। শরীরটা যেন হালকা মনে হচ্ছে। উঠে বসল অনু, তারপর স্নানঘরের দিকে এগিয়ে গেল। মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছে। এমন সময় অনুদের ডাক্তারবাবুর চাকর এসে খবর দিল যে গতকাল রাতে অনুর মার অবস্থাটা একটু খারাপ থাকায়, অনিরুদ্ধ বাড়ী ফিরতে পারেনি। হাসপাতালেই তাকে থাকতে হয়েছে। অনু মিলিকে বলল যে, সে সকালেই কলকাতায় যাবে। মিলির অনুরোধে অনু কলকাতায় গিয়ে মিলিদের বাড়ীতে কিছুদিন থাকতে

রাজী হল। মিলি বলেছে, যতদিন না অনুর জ্বর ভাল হচ্ছে, ততদিন তাকে মিলির কাছেই থাকতে হবে। অগত্যা একটা ট্যাক্সি নিয়ে মিলি ও অনু কলকাতায় চলে গেল। প্রথমে তারা মিলিদের বাড়ীতেই উঠল ও কিছু বাদেই রজতের সঙ্গে অনু হাসপাতালে তার মাকে দেখতে গেল।

পিত্তস্থলীতে অস্ত্রোপচারের পর অনুর মায়ের শীত করে খুব জ্বর আসতে শুরু করে। ডাক্তার বলেছে সংক্রমণ হয়েছে। স্যালাইন ড্রিপ ও অ্যানটি-বায়োটিক চলছে। অবস্থা আস্তে আস্তে ভাল হচ্ছে। এখন ভয়ের বিশেষ কারণ নেই। মনে হয় কয়েকদিনের মধ্যেই ভাল হয়ে উঠবেন তিনি। অনুকে দেখে তিনি যেমন খুসী হলেন, তেমনি নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। মনে অনেকটা সাহস এল তার। অনু মাকে জানাতে চাইল না যে সেও অসুস্থ ও ডাক্তার টাইফয়েড সন্দেহ করেছে। অনু শুধু বলল যে, তার সামান্য জ্বর হয়েছে, হয়ত ইনফ্লুয়েঞ্জা হতে পারে।

প্রায় তিন চারদিন পরে অনুর মাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল। এই তিন চারদিন অনু মিলিদের বাড়ীতেই ছিল। মিলির ঐকান্তিক সেবা ও যত্নে অনু বেশ সুস্থ হয়ে উঠল। অনুর মার সঙ্গে অনুও ফিরে গেল শান্তিপুরে।

প্রায় তিন সপ্তাহ কেটে গেল। অনুর মা মোটামুটি আরোগ্যলাভ করেছেন। মাঝে মাঝে একটু পেটে টান ধরে। তেল ঘি খাওয়া বন্ধ। সবকিছু সিদ্ধ খেতে হবে বেশ কিছু দিন। চলাফেরা করতে একটু কষ্ট হলেও, সংসারের সব কাজই আবার করতে শুরু করেছেন তিনি। বসে থাকার মানুষ নন। ইতিমধ্যে অনুও সেরে উঠেছে। তিনসপ্তাহ একটানা জ্বরের পর বেশ কিছুদিন হল আর জ্বর আসেনি। শরীরটা দুর্বল হয়ে পড়েছে তার। বেশ ওজন কমে গেছে। মুখচোখও বসে গেছে। অনু ইতিমধ্যে চেস্টারফিল্ডে ওয়াল্টন হসপিটালের অধ্যক্ষের কাছে আরো দুমাসের ছুটির জন্য দরখাস্ত পাঠিয়েছে। অনুর মায়ের ইচ্ছা অনু ছুটিতে থাকতে থাকতেই অনিরুদ্ধের বিয়েটা দিয়ে দিতে। ইতিমধ্যে দু'একটা মেয়েও দেখা হয়েছে। মেয়ে পছন্দ হলেই উনি ক্যাথকে চলে আসতে লিখবেন। উনি এবার সংসারের সব দায়-দায়িত্ব ছোট বৌ-এর হাতে তুলে দিয়ে সংসার থেকে খানিকটা বিশ্রাম

চান। মনে মনে একটা অভিমান-মিশ্রিত দুঃখ সর্বদাই তাকে খোঁচা দেয় যে, বড় বৌকে আর এ সংসারে পাওয়া যাবে না। আর পাওয়া গেলেও তাঁর কল্পনায় যে বড় বৌ-এর চিত্র এঁকেছেন, অন্তত তেমনটি আর হবে না। কপালে সিঁদুর, হাতে শাঁখা, মাথায় ঘোমটা টেনে, আঁচলে চাবির গোছা ঝুলিয়ে যে বৌ এসে এ সংসারের সব কিছু আপন করে নিতে পারত, কথায় কথায় মা-মা বলে ডাকতো, পাথরের গ্লাসে সরবৎ এনে দিত, তুলসীতলায় প্রদীপ দিত, সন্ধ্যাবেলা শাঁখ বাজাত—তেমন বৌকে তো আর পাওয়া যাবে না।

তের

বিশ্বাস মনের এক পরম সম্পদ। এই বিশ্বাসকে রাতারাতি অর্জন করা যায় না। ধীরে ধীরে এই বিশ্বাস একদিন হয়ে ওঠে একটি সত্য। বিশ্বাসকে নিয়ে মানুষের এই সত্যমূল্য বোধ নিয়ে আসে এক পরম তৃপ্তি, জীবনে দেয় প্রতিষ্ঠা। জন্মের পর মায়ের সঙ্গে শিশুর যে বন্ধন গড়ে ওঠে, সেই সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই প্রাথমিক বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব গড়ে ওঠে ও সেই শিশু যদি অকৃত্রিমভাবে পায় মায়ের আদর ও আত্মিক ভালবাসা, তবেই সেই শিশুর মনে জন্ম নেয় প্রকৃত বিশ্বাসবোধ। যারা এই ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়, পরবর্তীকালে এই বিশ্বাসও বিপন্ন হয় তাদের জীবনে। এই বিশ্বাস গড়ে ওঠার পরও তাকে সযত্নে লালন পালন করতে হয়। কিন্তু কখনও কখনও এমন সময় আসে যখন মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যায় জীবনের অনেক আঘাতে, বিপন্ন হয়ে পড়ে জীবনের অনেক ব্যর্থতায়, বিষণ্ণ হয়ে ওঠে জীবনের অনেক হতাশায়, কিংবা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় জীবনের স্বাভাবিক আত্মসর্বস্বতা থেকে, আর তখনই সে হারিয়ে ফেলে সেই পরম মূল্যবান বিশ্বাসকে। প্রসন্নতা, মনের আনন্দ সব নষ্ট হয়ে যায়। ধীরে ধীরে বাস্তবের সঙ্গে সংযোগও নষ্ট হয়ে যায়। মানসিকতায় দেখা দেয় এক ভ্রান্ত বিশ্বাস আর সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসই তাকে করে তোলে চিন্তিত। অকারণ সন্দেহের জাল বোনা শুরু হয় মনের ভেতরে। সব কিছুতেই সে তখন সন্দেহ করতে থাকে, আর তার জন্যে অশান্ত হয়ে ওঠে সে। এক তীব্র অস্থিরতা তাকে জীবনের সব মাধুর্য্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মনে হয়, এই পৃথিবীটা কি নোংরা, সবাই যেন তার ক্ষতি করে বেড়াচ্ছে। এই মানসিক বিকৃতির নামই হল প্যারানইয়া আর এই রোগেই আক্রান্ত হল ক্যাথরিন। অনুপম কলকাতায় গেল অথচ তাকে নিয়ে গেল না, এটা তার কম দুঃখ নয়। তার চেয়ে বড় আঘাত পেল সে যখন জানল যে অনুপমের টাইফয়েড হয়েছে অথচ অনুপমকে রোগশয্যার পাশে বসে সেবা করার সুযোগ সে পেল না। মিলি সেবা করে তাকে সুস্থ করে তুলছে, এতে খানিক দুশ্চিন্তা কাটে ঠিকই, কিন্তু তার মনের অন্ধকারে

একটা যেন অবদমিত ঈর্ষা সর্বদাই খোঁচা দিচ্ছে। তার মনে এটাও প্রশ্ন জেগেছে যে অনুপম না ডাকলেও সেও তো নিজে একাই শান্তিপুর চলে যেতে পারত, কিন্তু নানান দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও অভিমানে সে ঐ সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। এখন তার মনের ও শরীরের যা অবস্থা, তা নিয়ে শান্তিপুরে যাওয়া যায় না। অনুপমও হয়ত তারই প্রতীক্ষায় দিন গুণছে। মনে মনে একান্তভাবে হয়ত চাইছে তার উপস্থিতি। কিন্তু সেই একই অভিমানে সে তার অন্তরের সত্যটুকুকে ভাষায় প্রকাশ করতে ইতস্ততঃ করছে।

ক্যাথরিন সারাদিন ধরেই অল্প অল্প করে হুইস্কি খাচ্ছে। তার এই মানসিক চিন্তাভাবনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেই সে মদ খাওয়া ধরেছে। মদ খাওয়ার মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলছে সে। নিজের প্রতি প্রচণ্ড অবহেলা করছে সে। খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে বললেই হয়। সারাদিন ঝিমিয়ে থাকে, কিন্তু প্রকৃত ঘুম হয় না। মাঝে মাঝে মরীচিকার মত সে তার বাবাকে দেখতে পায়, মৃত বাবার কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। বাবার মৃত্যুর জন্য যেন সেই দায়ী, এমন একটা অপরাধবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ক্যাথরিন ভাবে, সে তার মায়ের কাছে গিয়ে কিছুদিন থাকে, কিন্তু তাদের সংসারের এই দুর্বিসহ অবস্থার কথা জানলে তার মা নিশ্চয়ই মর্মাহত হবেন, তাই সে মায়ের কাছে যেতে চায় না। ক্যারলের কাছে যাওয়া যেত, কিন্তু তার মাত্র একটা বেড রুম, সুতরাং সেখানেও যাওয়া যাবে না। অগত্যা সে মাইককে ফোন করে। বারবার ফোন করেও সে তাকে পায় না। বুঝতে পারে না সে, মাইক কোথায় গেছে। মাইকের অফিসে ফোন করে জানতে পারে যে, মাইক স্বেচ্ছায় বদলি হয়ে স্কটল্যাণ্ডের চলে গেছে। ক্যাথ বুঝতে পারে, মাইককে সে প্রত্যাখ্যান করায় মাইক অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছে আর ক্যাথকে সে ভালবাসে বলেই ক্যাথের জীবনকে সে নষ্ট করতে চায় না। সেইজন্য সে ক্যাথের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। ক্যাথের সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ রাখতে চায়না সে।

ক্যাথরিন ভীষণ অসহায় হয়ে পড়েছে। এই নিঃসঙ্গতা যে কত যন্ত্রণাদায়ক, তা সে গভীরভাবে উপলব্ধি করছে এখন। তার মনে এই অবসাদ ক্রমশঃই ঘনীভূত হয়ে উঠছে। সে আজ ভীষণ ভাবে হতাশাগ্রস্ত। সে সত্যিই দমে গেছে। মনে হচ্ছে, এ জীবনের কোন মানে নেই। সে জীবনের অন্ধকারে, হতাশার অন্ধকারে ক্রমশঃই তলিয়ে যাচ্ছে। সে বড় অস্থির হয়ে

পড়েছে। কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। তবু একবার সে ভাবে, সে আবার সুস্থ হবার চেষ্টা করবে, নতুন করে বাঁচবার চেষ্টা করবে। অবশেষে সে সিদ্ধান্ত নিলো মাইকের কাছে যাবে। অনুপম যদি সত্যিই মিলিকে ভালবাসে আর মিলিও যদি অনুপমের জন্য প্রতীক্ষা করে থাকে, তাহলে সে অনুপমকে মুক্তি দেবে। অনুপমকে সে প্রকৃতই ভালবাসে বলেই, তাকে সে মুক্তি দেবে। সে জানে, অনুপমকে হারাণোর বেদনা কত গভীর হবে, কিন্তু অনুপমের সুখ ও শান্তির জন্য সে এই মহান ত্যাগের ব্রত নিতে পারবে। এক মহান বিরহ-বেদনা নিয়ে সে সারাজীবন কাটিয়ে দেবে। এই ত্যাগের মহিমায় দুঃখ-বেদনা থাকলেও দুশ্চিন্তা থাকবে না।

প্রায় মাস দুয়েক হতে চলল অনু শান্তিপুর গেছে। কবে ফিরবে বোঝা যাচ্ছে না। ক্যাথরিন একটা সুটকেশে কিছু জামা-কাপড় গুছিয়ে বেরিয়ে পড়ল স্টেশনের দিকে। গাড়ী চালানোর মত শারীরিক অবস্থা তার নেই। একটা ট্যাক্সি নিয়ে চেস্টারফিল্ড রেলওয়ে স্টেশনে গেল সে। চেস্টারফিল্ড থেকে স্কটল্যাণ্ডের ট্রেন ধরে ওবানের পথে রওনা হল। মাইককে কোন খবর না দিয়েই সে মাইকের কাছে যেতে চাইল। ট্রেনে বেশ সময় লাগবে ওবান যেতে। প্রায় চারশো মাইল পথ। গ্লাসগোতে ট্রেন বদল করতে হবে। ট্রেনের জানলার ধারে একটা আসনে বসে জানলা দিয়ে প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে থাকলো সে। দ্রুতগতিতে ট্রেন ছুটে চলেছে। ক্ষণিকের মধ্যে দৃশ্য বদল হয়ে যাচ্ছে। ক্যাথ এবার চোখ বন্ধ করে একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করল। চোখে নেমে এল এক নিদ্রাচ্ছন্ন ভাব। চেস্টারফিল্ডকে অনেক পেছনে ফেলে ট্রেন ছুটে চলেছে গ্লাসগোর দিকে। চেস্টারফিল্ডের নানান স্মৃতি একের পর এক ভেসে উঠল ক্যাথের স্মৃতির পর্দায়। তার মনে হতে থাকলো আনন্দমুখর দিনগুলোর কথা। চেস্টারফিল্ড ছেড়ে সে চলে যাচ্ছে, ভাবতেই ডুকরে কেঁদে উঠল তার মন। বন্ধ চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে নিটোল গালে গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা চোখের জল। ট্রেনের অবিরাম যান্ত্রিক ছন্দময় শব্দের সঙ্গে তার কান্নার সুরটাও যেন একাকার হয়ে মিশে গেল। সেই নীরব কান্নার ব্যথাতুর সংগীতটি অন্য কারো কানে পৌছালো না।

বেলা তিনটে নাগাদ গ্লাসগোতে পৌছালো। গ্লাসগো থেকে কোচবাসে ওবানের পথে চলতে শুরু করল ক্যাথ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাসটা এসে থামল ওবানের কোচ স্টেশনে। ওবান স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিম তীরে অ্যাটলান্টিক

মহাসাগরের ধারে একটা বন্দর ও ভ্রমণ স্থান। সমুদ্র ও পর্বতবেষ্টিত এই স্থানটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর। প্রচুর লোক আসে ছুটি কাটাতে এখানে গ্রীষ্মে এই জায়গাটা খুব জমজমাট হয় ছুটির জন্য।

কোচ থেকে নেমে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ক্যাথ রওনা হল মাইকের বাড়ীর উদ্দেশ্যে। শহরের জন কোলাহলের একটু বাইরে সমুদ্রের বেশ কাছে একটা ছোট ভিলা ভাড়া নিয়ে আছে মাইক। বিকাল পাঁচটা নাগাদ ক্যাথ পৌছালো মাইকের বাড়ী। বাড়ীর সামনে কোনও গাড়ী দেখতে পেলনা ক্যাথ। মাইক হয়ত এখনও ফেরেনি অফিস থেকে। ছোট্ট লোহার গেট পেরিয়ে সে দরজায় টোকা দিল। কেউ সাড়া দিল না। বাড়ীতে কেউ নেই। ক্যাথ স্যুটকেশটা দরজার সামনে রেখে বাড়ীর সামনের রাস্তায় একটু হেঁটে বেড়াতে থাকল। বেশ কাছেই সমুদ্র। সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে। ক্যাথ সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। সমুদ্রটা এখানে যেমন ঘন নীল, তেমনি অশান্ত। পাহাড়ের সারি এঁকে বেঁকে বহুদূর চলে গেছে। কোথাও বা খাড়াই পাহাড় সমুদ্রের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। সমুদ্রের মাঝে দু-একটা ছোট ছোট দ্বীপও রয়েছে। বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ক্যাথ। সোনালী সৈকতে বসে বসে অ্যাটলান্টিকের অপূর্ব শোভা দেখতে লাগলো সে। একটা সিগারেট বার করে ধরাতে গিয়েও, ধরালো না। সিগারেটের পুরো প্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। মনে মনে ভাবে নিজেকে সংযত করবে। মদ খাওয়াও ছেড়ে দেবে। সমুদ্রের হিমেল হাওয়ার স্পর্শটা বেশ ভাল লাগছে ক্যাথের। প্রায় এক ঘণ্টা বসে থেকে মাইকের বাড়ীর দিকে রওনা হল সে।

মাইক বাড়ী এসেই দেখতে পায় যে দরজার সামনে একটা স্যুটকেশ রাখা রয়েছে এবং বেশ কৌতুহল বোধ করে। ভাববার চেষ্টা করে, কার স্যুটকেশ সেটা। মাঝে মাঝে তার মা আসেন তার কাছে, তবে তার মায়ের স্যুটকেশ যে এটা নয়, সে বিষয়ে সে নিশ্চিত। স্যুটকেশে কোন লেবেলও নেই। দরজা খোলার আগে বাইরে এসে একবার দাঁড়াল সে। হঠাৎ চোখে পড়ল, ক্যাথরিন ধীরে ধীরে হেঁটে আসছে তার বাড়ীর দিকে। ক্যাথকে হঠাৎ দেখে তো মাইক হতবাক! গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

ক্যাথরিন গেটের কাছে এসে দাঁড়াতেই মাইক বলে—"ক্যাথ তুমি?"

ক্যাথ বলে—"হ্যাঁ, মাইক, আর পারলাম না। আমি যেন কোথায়

তলিয়ে যাচ্ছি, আমি যেন শেষ হয়ে যাচ্ছি। আর একবার বাঁচতে চাই আমি।"

মাইক বলে—"কিন্তু কার জন্য তুমি বাঁচতে চাও ক্যাথ ?"

ক্যাথ বলে—"এটা বড় কঠিন প্রশ্ন। এই মুহূর্তে জবাব দিতে পারছি না। আমি বড়, বিভ্রান্ত, বড় ক্লান্ত। আমি কি বাড়ির ভেতর যেতে পারি ?"

মাইক বলে—"নিশ্চয় নিশ্চয়।"

মাইক ভাবে, বাড়ীতে ঢুকতে না ঢুকতেই এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। তাছাড়া ক্যাথকে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে বেশ অসুস্থ বলেই মনে হচ্ছে।

ছোট একটা ভিলা ভাড়া নিয়েছে মাইক। দুটো বেডরুম, সিটিং রুম ও কিচেন। পেছনে ছোট বাগান। ক্যাথ সোফায় বসে পকেটে হাত দিয়ে সিগারেট খুঁজতে লাগল, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে সমুদ্রের সৈকতে সে সিগারেটের প্যাকেটটা ফেলে দিয়েছে। নিজেকে সংযত করে নিল সিগারেট না ধরিয়েই। মাইক ক্যাথকে একগ্লাস ঠাণ্ডা পাইন অ্যাপেল জুস এনে দিল ও রান্নাঘরে গিয়ে চায়ের কেটলিতে জল দিয়ে সুইচ অন করে দিল।

মাইক বলে—"ক্যাথ, জানিনা কি কারনে তুমি এসেছো, তবে যে কারণেই এসে থাক, তোমার এই আসাটা আমার কাছে খুব আনন্দের আবার চাঞ্চল্যেরও।"

ক্যাথ উত্তর দেয়—"আমি নিঃস্ব, আমি রিক্ত, কাউকে আনন্দ দেওয়ার মত ঐশ্বর্য আমার আর কিছু নেই, চাঞ্চল্য জাগাবার মত শক্তিও আমার নেই।"

মাইক জিজ্ঞেস করে—"তাহলে তুমি কি নিয়ে এসেছো আমার কাছে ?"

ক্যাথ বলে—"দেওয়ার কিছু নেই আমার, নিতে এসেছি তোমার কাছ থেকে।"

মাইক উৎকণ্ঠা নিয়ে বলে—"কি আমি তোমায় দিতে পারি ক্যাথ, যা অনুপম তোমাকে দিতে পারেনি ?"

ক্যাথ উঠে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ায় ও একহাতে পর্দাটাকে চেপে ধরে ও বলে—"অনুপম আমাকে উজার করে দিয়েছে, এতো দিয়েছে যে আমার ক্ষুদ্র ভাণ্ডারে সেই ঐশ্বর্য্যকে রাখার জায়গা পাইনি। এত কিছু পেয়েও, কোথায় যেন একটা দ্বিধা, কোথায় যেন একটা সঙ্কোচ ছিলো আমি কিছুতেই

মুক্ত মনে সেগুলোকে গ্রহণ করতে পারিনা। এই অলঙ্কার শুধু নারীর সৌন্দর্য্যের উপঢৌকন নয়, এ নারীর প্রেমেরও এক নৈবেদ্য।

কিন্তু তবু মনে হয় এই সবটুকু যেন আমার একার জন্য নয়। অনুপমের এই ভালবাসার ঐশ্বর্য্যের আর একজন ভাগীদারও রয়েছে। আমি অনুপমকে শুধু মাত্র একান্ত নিজের জন্যেই চেয়েছি। কিন্তু যখন বুঝলাম যে আর একজনও তার জীবনের সব কিছু ত্যাগ করে অনুপমের অনুচ্চারিত ভালবাসাকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা করে চলেছে, আর অনুপমও দ্বৈত ভালবাসার দ্বন্দ্বে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে, তখন মনে হচ্ছে অনুপমকে এই তীব্র যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে হলে, অনুপমের জীবন থেকে আমার দূরে সরে যাওয়াই একমাত্র পথ। আর আমি এই সিদ্ধান্তই নিয়েছি।"

মাইক এবার ক্যাথের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায় ও পেছন থেকে তাকে বেষ্টন করে তার দুই হাত দিয়ে ক্যাথের দুইবাহু চেপে ধরে বলে—"ক্যাথ আমার মনে হয় তুমি ভুল করছ। তুমি আবেগের বশে বিরাট একটা ভুল করতে চলেছো। তুমি এখন অত্যন্ত বিচলিত, তুমি বড় অশান্ত, এই অবস্থায় এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া তোমার ঠিক হবে না।"

ক্যাথ এবার ঘুরে দাঁড়ায় মাইকের মুখোমুখি ও এক গভীর প্রত্যাশায় তার ক্লান্ত মুখটা মাইকের কাছে নিয়ে আসে এবং বলে—"আমি মদ খাই, কিন্তু মাতাল হইনি। জীবনের এই তীব্র যন্ত্রণাটাকে ভোলবার জন্যই মদ খাই। এখনও আমি আমার বিবেক হারাই নি, এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে আমার বুদ্ধি সঠিকভাবেই কাজ করে, এখনও আমি আমার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হইনি। বিশ্বাস কর মাইক, আমি যা করতে যাচ্ছি, সেটা আমার ঈর্ষার জন্যে নয়, সেটা ভালবাসার পরম মূল্যবোধের প্রকৃত উপস্থাপনা। এর মধ্যে বিরহের যন্ত্রণা থাকলেও, এর মধ্যে একটা সান্ত্বনা থাকবে। ক্যাথ এবার তার দুই হাত মাইকের দুইগালে রেখে এক নিবিড় আবেগে বলে— "মাইক, পারবে না তুমি আমাকে এই বিরহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে? পারবেনা আমাকে গ্রহণ করতে তোমার সেই পুরনো প্রেমের দাবীতে? পারবেনা আমাকে আবার নতুন এক জীবনের স্বাদ দিতে?"

মাইক ক্যাথকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে। ক্যাথ কোন কথা বলতে বলতে পারেনা। শুধু কাঁদতে থাকে। তার অবিরাম চোখের জলে মাইকের বুক ভিজে যায়। মাইক ক্যাথকে আদর করতে থাকে। তার মুখ ক্যাথের

চুলের মধ্যে ঘষতে থাকে। দুহাতে সে ক্যাথের মুখটা তুলে ধরে। ক্যাথের গালে ও ঠোঁটে অজস্র চুমু খেতে থাকে। ক্যাথকে নিজের বুকের মধ্যে সজোরে চেপে ধরে। তারপর হাত দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে থাকে ও বলে—"ক্যাথ আজ থেকে তুমি আমার। শুধুই আমার।"

এত সহজেই মাইক বিচলিত হবে, তার আন্তরিক সমর্থন পাবে, ক্যাথরিণ সেটা আশা করেনি। প্রথমে মাইকের মনে হয়েছিল যে এটা হয়ত ক্যাথরিনের এক আবেগপ্রবন উচ্ছাস। কিন্তু আজ রাতের ঘনিষ্ঠ আলাপে সে বুঝেছে, এটা ক্যাথের একটা সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। সেজন্য মাইক কোন সংশয় বা দ্বিধাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে না। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ক্যাথকেও খানিকটা নিশ্চিন্ত মনে হচ্ছে। সাপারের পর রাত নটা নাগাদ ওরা দুজনে সমুদ্রের ধারে বসে রইল। অনেক পুরানো স্মৃতি রোমন্থনের মধ্যে দিয়ে ওরা নিজেদের আবার পুরানো প্রেমের দিনগুলোর মধ্যে হারিয়ে গেল। রাত দশটা নাগাদ তারা বাড়ী ফিরে গেল। ক্যাথ নাইলনের নাইটি পড়ে বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে সাবান দিয়ে মুখ ধুয়ে নিল ও আয়নায় নিজের চেহারা দেখে বেশ বিমর্ষ হল। মুখ চোখ বেশ বসে গেছে তার। চোখের কোনে কালি পড়েছে। রংটাও বেশ তামাটে হয়ে গেছে। তার সুন্দর মুখশ্রীর সেই মাধুর্য্য যেন আর নেই। ক্যাথ মুখে নাইট ক্রীম মেখে বিছানায় গিয়ে ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিল। কিছুক্ষণ বাদে মাইক ক্যাথের ঘরে ঢুকলো ওকে শুভরাত্রি বলার জন্য। মাইক ক্যাথের বিছানার পাশে গিয়ে বসতেই ক্যাথ তার দুহাত দিয়ে মাইকের গলা জড়িয়ে ধরল ও তাকে কাছে টেনে নিল। ক্যাথ মাইককে চুম্বন করল আর মাইকও ক্যাথকে অজস্র চুমু দিতে থাকল, কপালে, গালে ও ঠোঁটে। ক্যাথের নরম বুকে মাথা রাখে। ক্যাথের হৃৎস্পন্দন এক নতুন শিহরণে থর থর করে কাঁপছে। মাইক কান পেতে শুনতে পাচ্ছে সেই সঙ্গীত। ক্যাথের উষ্ণ নিঃশ্বাসের স্পর্শে তার শরীরের স্নায়ুগুলো যেন কিলবিল করছে। ক্যাথের তৃষিত দেহ থেকে যেন এক তীব্র আবেগ উচ্ছসিত হয়ে উঠেছে। ক্যাথের তীব্র কামনার উত্তাপে মাইক যেন মাতাল হয়ে উঠেছে। এক নিবিড় আলিঙ্গনে দুজনে দুজনকে চুম্বন করে চলেছে। ক্যাথ তার দু-হাতে সজোরে মাইককে জড়িয়ে থাকে। মাইক ক্যাথের চুলে মুখে, গলায়, কখনও-বা বুকে তার ঠোঁটের উষ্ণ স্পর্শে একটা উত্তেজনার আনন্দ ছড়িয়ে দিতে থাকে। ক্যাথ আর মাইক যেন সব কিছু ভুলে গিয়ে

আজ পরস্পরকে নতুন করে চিনে নিচ্ছে। একের শরীরে আরেকজনে শরীর মিশিয়ে দিচ্ছে! ক্যাথ মাইককে বলে "আমাকে আদর কর, আরও বেশী করে আদর কর।"

বেশ কিছুক্ষণ বাদে দুজনে শান্ত হয়। রাতও গভীর হয়। দুজনেই ক্লান্ত। একই বিছানায় পাশাপাশি একে অপরকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে ওরা দুজনে। আর কিছুক্ষণ বাদেই ভোর হবে। রাতের অন্ধকারে বাইরে অ্যাটল্যান্টিকের মহা গর্জন আরো যেন প্রকট হয়ে উঠেছে। ক্যাথের ঘুম ভেঙে যায় মাঝরাতে। অন্ধকারে পাশে শুয়ে থাকা আলিঙ্গনে বদ্ধ মাইককে ক্ষণিকের জন্য অনুপম বলে ভুল হয়েছিল। মাইকের সঙ্গে এইভাবে শুয়ে থাকার জন্য লজ্জায় তার মুখ রাঙা হয়ে উঠল। নিজেকে অপরিণত ও অসংযমী মনে হল। ধীরে ধীরে জানলার ধারে গিয়ে পর্দা সরিয়ে বাইরের আঁধারমণ্ডিত তারকাবিচ্ছুরিত রহস্যময় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। কানের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে মহাসাগরের এক ভাঙ্গাগড়ার সঙ্গীত। ক্যাথরিনের চোখে জল আসে। যেন এক শ্রাবণ-ধারা বইতে শুরু করেছে তার নিমীলিত দুই চোখ থেকে। ক্যাথ জানে, কালকের রাতে তার তীব্র জৈবিক আবেদন শুধু দৈহিক সুখলাভের জন্য ছিলনা। সেটা ছিল তার সেই অপরিসীম যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার ক্ষণিক প্রচেষ্টা। তার এই মর্মবেদনা মাইককে স্পর্শ করেছে কিনা সে জানে না।

মাইক কিছুদিনের জন্য ছুটি নিয়েছে। ক্যাথকে সঙ্গ দেওয়া ও ক্যাথের সঙ্গে আবার নতুন এক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যই মাইকের এই আয়োজন। মাইক ক্যাথকে আস্তে-আস্তে মদ খাওয়া কমাতে সাহায্য করে। ক্যাথকে নিয়ে নানান জায়গায় বেড়াতে যায়। ক্যাথকে নিয়ে এক নীড় বাঁধবার স্বপ্ন দেখে। কয়েকদিনের মধ্যে ক্যাথেরও শরীর ও মনের বেশ উন্নতি দেখা যায়। ক্যাথের রূপের মাধুর্য্য আবার ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। ক্যাথের নানান দুশ্চিন্তাগুলো ক্রমশঃ কেটে যাচ্ছে। ক্যাথ যেন একটা নতুন আশ্রয় পেয়েছে। মাইকের কাছে সে যেন পেয়েছে এক নতুন প্রতিশ্রুতি।

এরপর একমাস কেটে যায়। অনুপম সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। অনুপমের মা-ও ভাল হয়ে উঠেছেন। অনিরুদ্ধের বিয়ে ঠিক হয়েছে, তাই অনুপম আরো দুসপ্তাহ শান্তিপুরে থাকবে। অনুপম অনেকবার ফোন করেও

ক্যাথকে ধরতে পারছে না। অবশেষে সে অনিরুদ্ধের বিয়ের শুভ বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র ও চিঠি পাঠায় ক্যাথের মায়ের কাছে। সে বিশেষ অনুরোধ করে লিখেছে যে, ক্যাথ যেন তার মাকে নিয়ে অবিলম্বে শান্তিপুরে চলে আসে। অনুর চিঠি পেয়ে ক্যাথের মা ভীষণ অবাক হয়ে যান। তিনি জানেন না যে, অনুপম শান্তিপুর গেছে, অনুর মায়ের অস্ত্রোপচার হয়েছে, অনুর টাইফয়েড হয়েছিল ইত্যাদি। চিঠি পাওয়া-মাত্র তিনি ফোন করেন ক্যাথকে কিন্তু অনেকবার ফোন করেও উত্তর না পেয়ে সোজা চেষ্টারফিল্ডে ওদের বাড়ীতে চলে আসেন। বাড়ীতে কেউ নেই। ক্যাথের মায়ের কাছে একটা ডুপলিকেট চাবি থাকে ওদের বাড়ীর। সেই চাবি দিয়ে তিনি ভিতরে ঢোকেন। দেখে বুঝতে পারেন, বেশ কয়েকদিন এ বাড়ীতে ক্যাথ নেই। লাউঞ্জে কফি টেবিলের ওপর দেখতে পায় খামের মধ্যে একটা চিঠি। খামটা বন্ধ। খামের ওপরে অনুর নাম ও নিচে ক্যাথের নাম লেখা থাকায় তিনি বুঝতে পারলেন এই চিঠি ক্যাথ অনুর উদ্দেশেই লিখেছে। খানিকক্ষণ চিন্তা করে বেশ দ্বিধার সঙ্গে ও গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন। চিঠিতে লেখা আছে,

প্রিয় অনু,

কেমন করে শুরু করব, বুঝতে পারছিনা। যা বলতে চাইছি, সেটা আমার অভিমান মিশ্রিত আবেগ-প্রবনতা নয়, এটা আমার স্থির চিত্তের একটা কঠিন সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত নিতে আমার যেমন কষ্ট হয়েছে, তেমনি সময়ও লেগেছে বেশ। আমাকে ভুল বোঝার চেষ্টা কোরো না।

তোমার কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি তা অনেক। অনেকের জীবনেই তা ঘটেনা। তোমার ঐ ঐশ্বর্য্যকে আমার ক্ষুদ্র ভাণ্ডারে ধরে রাখার জায়গা পাই না। তোমার সান্নিধ্যে এসে আমি অনেক নতুন জিনিষ জানতে পেরেছি। জীবন ও জগতকে দেখার নতুন একটা দৃষ্টি পেয়েছি। তুমি আমাকে ভালবাসা দিয়েছো, আমি সে ভালবাসার স্পর্শে ধন্য হয়েছি। তোমার আদরে তৃপ্ত হয়েছি, তোমার স্নেহে স্নিগ্ধ হয়েছি। তোমার মানবতার মূল্যবোধ, গরীবের প্রতি মমত্ববোধ ও এক অভিনব বিশ্ববোধ আমাকে মুগ্ধ করেছে। তোমার ঐ মহান ব্যক্তিত্বের পাশে নিজেকে আমার খুবই ক্ষুদ্র মনে হয় সর্বদাই আমার মনে হয়, একি আমার প্রতি তোমার দয়া ? না প্রেম ? অনেক দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের মধ্যে অনেক অব্যক্ত বেদনা নিয়ে দিন

কেটেছে আমার। বারবারই মনে হয়েছে, কোথায় যেন একটা অভাব রয়েছে আমাদের দুজনের মধ্যে। কোথায় যেন একটা না-বলা কথা অনুচ্চারিত হয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। আমরা যেন জীবনের কোন একটা তথ্য পরস্পরের কাছে লুকিয়ে রেখেছি। আর সেই গোপন রহস্যটা আজ যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তুমি হয়ত মাইক ও আমার সম্পর্ক নিয়ে বেশ চিন্তিত, হয়ত রাগান্বিত হয়েছো খুব। আমি তোমাকে দোষ দিই না। তুমিও তো মানুষ। তবে শুধু এটাই তোমাকে বোঝাতে চাই যে আমাদের সমাজে প্রত্যেক তরুণীরই পুরুষ বন্ধু থাকে। না থাকাটাই অস্বাভাবিক। আমারও ছিল। শুধু মাইক নয়, আর একজনও। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি কারোর সঙ্গে সত্যিকারের ভালবাসার সম্পর্ক তৈরী করতে পারিনি। মাইকের সঙ্গেও না। খানিকটা জৈবিক সম্পর্ক থাকলেও আমার মনটাকে কারো কাছে সঁপে দিতে পারিনি। কিন্তু তোমাদের সমাজ অন্য রকমের। পুরুষেরা যদি কোন নারীর সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করে, বিশেষ করে যদি সেখানে দৈহিক সম্পর্ক থেকে থাকে, তাহলে সেই নারীকে বিয়ে না করলে অনেক সময় সেই নারী সমাজচ্যুত হতে পারে। অনেকে 'ভ্রষ্টা' বলে তিরস্কারও করতে পারে। আমি জানিনা, তোমার সঙ্গে মিলির সম্পর্কটা কত গভীর। তবে মিলি যে তোমাকে গভীরভাবে ভালবাসে, সেটা আমি বুঝি। শুধু বুঝতে পারিনা, সব কিছু থেকেও মিলির কেন এই শাস্তি? মিলিকে কেন করতে হল এতবড় ত্যাগ? মিলি কার দোষে সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকবে সারাজীবন?

আমি ভালবাসতে চেয়েছিলাম এমন একজন পুরুষকে, যাকে আগে কোন নারী তার ভালবাসার ছোঁয়া লাগাতে পারেনি। আমিই প্রথম সেই ভালবাসার নৈবেদ্য সাজাতে চেয়েছিলাম। যদি এটা মিলির প্রতি আমার ঈর্ষা হত বা তোমার প্রতি চরম রাগ বা অভিমান হত, তাহলেও সেটা আমার কাছে তেমন বেশী ক্ষতিকর হতনা, কিন্তু এই বিশ্বাস বিপন্ন হয়ে, বিকৃত হয়ে, আমার মনের মধ্যে এক বিরাট প্রবঞ্চনা হয়ে চেপে বসেছে, যাকে আমি কিছুতেই তাড়াতে পারছি না। মিলি যেমন না পাওয়ার বেদনায় বিষণ্ণ হয়ে নীরবে চোখের জল ফেলে চলেছে, মাইকও ঠিক তেমনি। মাইককে আমি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। আমি মাইকের ভালবাসার কোন মর্য্যাদা দিইনি সেদিন। কিন্তু সেই প্রত্যাখ্যানে মাইক যে কতটা ব্যথিত, কতটা মর্মাহত

আজকে তার প্রমাণ পাচ্ছি। ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে, যে অবিশ্বাসের সুর এক অনাগত বিচ্ছেদের রাগিনীতে বেজে উঠেছে, তাকে হয়ত আর থামানো সম্ভব নয়। সেজন্য তোমাকে মুক্তি দিতে চাই আমার জীবন থেকে। জানি এতে থাকবে অনেক যন্ত্রণা, অনেক বিরহ-বেদনা, আর অনেক স্মৃতির কান্না। তবু সেটাই আমার কাম্য, কেন না আমিও মুক্ত হব ; আর থাকবে না কোন সংশয়, কোন ভয়, কোন দুশ্চিন্তার সঙ্কট বা অশান্তি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মাইকের যেমন প্রয়োজন আছে আমাকে, মিলিরও প্রয়োজন আছে তোমাকে।

তোমাকে হারানোর জন্য আমি কতটা যে ব্যথা পাব, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। আমাকে খোঁজ করার চেষ্টা কোরোনা। আমাকে ক্ষমা কোরো। আমাকে ভুল বুঝো না।

অনেক অনেক ভালবাসা রইল—ক্যাথ।

মিসেস পারকার (ক্যাথরিনের মা) চিঠিটা আবার একবার পড়লেন ও ক্যাথের এই সিদ্ধান্তের জন্য ভীষণ আঘাত পেলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে হতবাক হয়ে বসে পড়লেন সোফায়। এক গভীর উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা তাঁকে গুরুতর সমস্যায় ফেলে দিল। কি ভাবে এই সমস্যার সমাধান করবেন, কিছুই বুঝতে পারছেন না তিনি। তবে মাইকের প্রতি তাঁর ভীষণ রাগ হচ্ছে। মাইকের বর্তমান যাতায়াতই এর মুল কারণ বলে তিনি মনে করেন। বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি মাইকের ফোন নম্বর খুঁজে ফোন করেও পেলেন না। তিনি জানেন না, মাইক ওবানে চলে গেছে। ক্যাথের চিন্তা ভাবনা ও সিদ্ধান্তের ওপর তাঁর যথেষ্ট আস্থা ছিল, কিন্তু আজকের এই সিদ্ধান্তকে তিনি কিছুতেই সঠিক বলে মেনে নিতে পারলেন না। তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন নিজের বাড়ীর উদ্দেশ্যে। চেস্টারফিল্ড থেকে একটা বাসে করে তিনি বেলপারে নিজের বাড়ীতে গেলেন। বাস স্টপেজ থেকে প্রায় মিনিট দশেক হাঁটার পর হঠাৎ তাঁর শরীরটা কেমন করে উঠল। মাথা ঝিমঝিম করতে থাকল। মনে হচ্ছে কথা তাঁর জড়িয়ে আসছে। দেহের একদিক বেশ অবশ মনে হচ্ছে। পা যেন আর চলতে চাইছে না। শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। কোন রকমে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত এসেও চাবি দিয়ে দরজা খুলতে পারলেন না। ইতিমধ্যে তাঁর দেহের বাঁ দিকটা একেবারে অবশ হয়ে গেছে। কথা

একেবারে জড়িয়ে গেছে। পায়ে কোন জোর না থাকায় তিনি আর ভারসাম্য রাখতে পারলেন না। পড়ে গেলেন মাটিতে। চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তাঁর। ক্রমশ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলছেন তিনি। সমস্ত স্মৃতি কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। নিজের বাড়ীর সামনেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলেন। পাশের বাড়ীব প্রতিবেশী তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে ছুটে এলেন ও সঙ্গে সঙ্গে এ্যামবুলেন্স্ ডাকলেন। অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করলেন। হাসপাতালে থাকাকালীন বেশ কয়েকদিন তার জ্ঞান ছিল না। যখন জ্ঞান ফিরল, তখন তাঁর বাঁ দিকটা সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত হয়ে গেছে। তাঁর বাকশক্তিও নষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর স্মৃতিশক্তিও বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন যে তাঁর সেরিব্রাল থ্রম্বসিস হয়েছে। তিনি দেহের অসারতা দূর হবে ও বাকশক্তি আবার ফিরে পাবেন কিনা বলা যাচ্ছে না। অনেক কষ্টে ক্যারল 'কে খবর পাঠানো হয়েছিল। সে প্রায়ই তার মাকে এসে দেখে যাচ্ছে। তার সাধ্যমত দেখাশোনা করছে। ক্যারল জানে যে অনুপম দেশে গেছে কিন্তু ক্যাথরিনকে সে কিছুতেই খুঁজে বার করতে পারছেনা। ক্যাথরিনের জন্য ক্যারলও বেশ চিন্তিত। অনুপমকে লেখা ক্যাথের চিঠিটা মিসেস পারকারের হ্যাণ্ডব্যাগেই রয়ে গেছে। অনুপম ফিরে এসেও সে চিঠি পাবে না। মিসেস পারকার বর্তমানে স্মৃতিভ্রষ্ট ও বাকশক্তিহীন সুতরাং তিনিও কাউকে ঐ চিঠির কথা বলতে পারবেন না। শান্তিপুরে অনিরুদ্ধের বিয়ে, কিন্তু বর্তমান এই অবস্থার জন্য তিনি অনুপমকেও কোন উত্তর দিতে পারলেন না। ক্যারল বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্রটা মিসেস পারকারের বাড়ীতে দেখে হয়ত ভেবেছে, ক্যাথও শান্তিপুরে গেছে বিয়েতে। মিসেস পারকারকে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হবে। কতদিন থাকতে হবে কেউ বলতে পারবে না এখন।

প্রায় দেড় মাস হতে চলল ক্যাথরিন মাইকের সঙ্গে বসবাস করছে। এই বসবাসকে সহবাস, বলাই বাঞ্ছনীয়। ক্যাথ মনে মনে ঠিকই করে ফেলেছে যে, সে মাইককেই এখন থেকে জীবনসঙ্গী করবে। উভয়ের মধ্যে নতুন করে একটা ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠছে। ক্যাথের দ্বিধা ও সংশয় আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে।

সেদিন ছিল শনিবার। ভোরের সোনাগলা রোদ্দুরের আলো উপচে

পড়ছে ঘরে। বাইরে বিস্তীর্ণ সুনীল আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে পেঁজা পেঁজা মেঘ। দুরন্ত অ্যাটল্যান্টিকও আজ যেন বেশ শান্ত। ঢেউ ভাঙার অবিরাম গর্জন আজকে যেন বেশ স্তিমিত। বাড়ীর চারিদিকে হলুদ ড্যাফোডিল্‌স ও লাল টিউলিপে ভরে গেছে। ক্যাথরিন ঘুম থেকে উঠে পড়ে বেশ সকালে। ঘুম ভাঙার পর থেকেই তার শরীরটা তেমন ভাল লাগছে না। ভীষণ বমি বমি ভাব আসছে। মনে হচ্ছে এখুনি বুঝি বমি হয়ে যাবে। খাওয়াতে কোন রুচি নেই কিন্তু অখাদ্য বস্তুর প্রতি যেন একটা বিশেষ আসক্তি দেখা দিয়েছে। ফুলগাছের টব থেকে এক টুকরো মাটি মুখের মধ্যে দিয়ে চিবুতে থাকে। তবু বমি বমি ভাবটা যেন যেতে চায়না। জানলার ধারে গিয়ে জানলা খুলে দেয় সে। চোখ বন্ধ করে সকালের হিমেল বাতাসের স্পর্শ নেয়। হঠাৎ একটা বমির তাড়না দমকা হাওয়ার মতন তাকে নিয়ে যায় বাথরুমে। বাথরুমের সিঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে বমি করতে থাকে সে। বমি যেন থামতে চায়না। মুখে চোখে তার তীব্র অস্বস্তি। বেশ ঘামতে শুরু করেছে সে। মাইক ক্যাথের বমি করার বিকট শব্দে উঠে পড়ে ও বাথরুমে এসে ক্যাথকে ধরে থাকে। চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দেয়। ক্যাথ মাইকের বুকে মাথা রেখে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকে।

মাইক বলে—"কি হয়েছে ক্যাথ ?"

ক্যাথ উত্তর না দিয়ে বাইরে ঘরের জানলার পাশে এসে দাঁড়ায়। মাইক ওর পিছু পিছু আসে। ক্যাথ এবার মাইকের বুকে হাত বোলাতে বোলাতে বলে—"মাইক, আজ আমার বড় আনন্দের দিন। একটা খুশির খবর দেবো তোমাকে। আমি মা হতে চলেছি।"

মাইক ক্যাথকে জড়িয়ে ধরে বলে—"সত্যি বলছ ?"

ক্যাথ মাইকের দুহাতের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে ঘরের অন্য প্রান্তে আস্তে আস্তে হেঁটে যায় ও একটা বালিশকে বুকে জড়িয়ে ক্ষণিকের জন্য বিছানায় শুয়ে থাকে চোখ বন্ধ করে। কিছুক্ষণ পরে সে চোখ খুলে মাইকের দিকে তাকিয়ে থাকে এক নিবিড় অস্থিরতায়, ও বলে—"তুমি কিন্তু রাগ করোনা মাইক, আমি মা হতে চলেছি ঠিকই, তবে সে হল অনুপমের সন্তান। আমি প্রায় তিনমাস অন্তঃসত্ত্বা।"

মাইক কয়েক মুহূর্ত যেন কথা খুঁজে পেলো না, তারপর আস্তে আস্তে বলে —"কি বলছ ক্যাথ ?"

ক্যাথ বলে—"ঠিকই বলছি—অনুপম বাবা হতে চলেছে।"

মাইক এবার ঘর থেকে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায় ও দুহাতে নিজের মুখটা ঢেকে বলে ওঠে—"না, না, এ হতে পারেনা।"

ক্যাথ এগিয়ে আসে মাইকের কাছে। বলে,—"কি হতে পারেনা ?"

মাইক খানিকটা বিতৃষ্ণা ও খানিকটা সংশয় নিয়ে বলে—"ক্যাথ, তোমার আর আমার মধ্যে অনুপমের কোনও স্মৃতি, কোনও সংযোগ বা কোনও সূত্র রাখতে চাইনা। আমি জানি এই সন্তান আমাদের মধ্যে কখনই ভালবাসার সেতু গড়ে তুলতে পারবে না। আমি তোমাকে একান্তভাবে কখনই পাব না। ঐ শিশু সর্বদাই তোমার মনে অনুপমের স্মৃতি জাগাবে, অনুপমের কথা মনে করাবে। আমি তোমাকে চাই পরিপূর্ণভাবে। শুধু একান্তভাবে আমার নিজের জন্য। তোমার মন থেকে অনুপমকে মুছে ফেলতে হবে ক্যাথ। তা নাহলে আমরা কেউই সুখী হব না। আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে নিয়ে আমি নতুন জীবন শুরু করতে চাই। আমাদের মধ্যে আর কাউকে আনতে চাইনা।"

ক্যাথ বলে—"তাহলে আমি কি করতে পারি তোমাকে সুখী করার জন্য ?"

মাইক এগিয়ে এসে দুই হাতে ক্যাথের মুখ তুলে ধরে ও বলে—"গর্ভপাত"।

ক্যাথ উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে—"কি বলছ ? কি বলছ তুমি ?"

মাইক স্থির কণ্ঠে বলে—"ঠিকই বলছি। গর্ভপাত তোমাকে করাতেই হবে।"

ক্যাথ এবার কেঁদে ওঠে বলে—"না, না, না, এ অসম্ভব। তুমি কি বলছ মাইক ? আমি সন্তানের মা হতে চলেছি আর ভূমিষ্ঠ হবার আগেই তাকে নিঃশেষ করে দেবো ? আমি আমার সন্তানকে হত্যা করব ? শুধু তাই নয়, এ হলো অনুপমের দান। আমার জীবনে এর মূল্য তুলনাহীন। অনুপমকে ত্যাগ করতে পেরেছি, কিন্তু তাই বলে তার দেওয়া সন্তানকে আমি কখনো অস্বীকার করতে পারব না। এ যে আমার বড় আদরের, এ যে আমার সারাজীবনের সান্ত্বনা হবে। এ যে আমাকে দেওয়া তার সবথেকে বড় উপহার। না, না, মাইক, আমাকে ক্ষমা কর।"

মাইকেরও রাগ ও অভিমান চরমে ওঠে নিজেকে ঘৃণ্য মনে হয়। সে

জানে ক্যাথকে অনুপমের স্মৃতি ও সান্নিধ্য থেকে কিছুতেই মুক্ত করা যাবে না। মাইক ক্যাথকে ভালবাসে, কিন্তু ক্যাথের করুণার পাত্র হয়ে থাকতে চায় না সে। তার দৃঢ় বিশ্বাস এই অনাগত শিশুই তাদের সম্পর্ক-ভঙ্গের কারণ হবে। তাই সে অনুপমের সন্তান সহ ক্যাথরিনকে নিয়ে জীবন শুরু করতে চায় না। মাইক স্পষ্ট জানিয়ে দেয় ক্যাথকে তার মনের কথা। ক্যাথরিনকে নিজের স্ত্রীরূপে সে ভোগ করতে চায় একা। অনুপমের সন্তানকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে হবে। তারপরে যদি ক্যাথরিনের আবার সন্তান হয়, ঐ সন্তানের বাবা হবে সে। এ ব্যাপারে অন্য কারোর ভাগীদার সে কিছুতেই হবে না।

এরপর সারাদিন কেউ কারো কথা বলে না। এক বিমর্ষ অলসতায় সারাদিন কেটে যায়! রাত্রে কেউই সাপার খায়নি। দুজনে দুঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

ভোর সাতটায় ঘুম ভাঙলো মাইকের। সকালে উঠে সে ক্যাথকে দেখতে পেলনা বাড়ীতে। কফি টেবিলে রয়েছে একটা চিঠি। মাইক খুলে পড়তে শুরু করে। "মাইক, না পেলাম অনুপমকে, না পেলাম তোমাকে। গত একমাস আমার শরীর ও মন, সর্বস্ব দিয়েও তোমাকে খুশি করতে পারলাম না। আমাদের সম্পর্কের এইখানেই শেষ। খোঁজ করার চেষ্টা কোরোনা। ক্যাথরিন।"

চৌদ্দ

আজকের শ্রাবণ-সন্ধ্যায় শান্তিপুর আনন্দ মুখর হয়ে উঠেছে। অনুপমের বাড়ীতে নহবৎ বসেছে। সানাইয়ে বেজে উঠেছে বসন্তবাহার। বাড়ীর ছাদে শামিয়ানার নিচে বসেছে ভোজসভা। রজনীগন্ধা আর গোলাপের সমারোহে সারা বাড়ী সত্যিই উৎসবমুখর। নানান অতিথির সমাগমে অনিরুদ্ধের বিয়ের অনুষ্ঠান বেশ জাঁকজমকপূর্ণভাবেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ ফুলশয্যা। ফুল, আতর, মহিলাদের রংবেরঙের শাড়ী ও গহনার ঝলকানি, পুরুষদের কোঁচানো ধুতি ও গিলেকরা পাঞ্জাবীর নক্সা, উপহারের স্তুপ, প্রীতিভোজে অতিথিদের পরিতৃপ্তি, ইত্যাদির মধ্যে ফুলশয্যার এই মধুর সন্ধ্যা বেশ মুখর হয়ে উঠেছে। এই আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্যে একজনের মন কিন্তু ভীষণ উদ্বিগ্ন। সে হল অনুপম। ক্যাথের অনুপস্থিতি ও তার কোন সংবাদ না পাওয়ার জন্য সে ভীষণ চিন্তিত। তাই কোনরকমে সে অনিরুদ্ধের ফুলশয্যা পর্য্যন্ত থেকে কালকেই ইংলণ্ড ফিরে যাবে। নববধূ এসে অনুপমদের শূন্য বাড়ী পূর্ণ করে তুলবে এই আশা নিয়েই অনুপম ফিরে যাবে চেষ্টারফিল্ডে। অনুপমের মায়ের নিঃসঙ্গ জীবনের খানিকটা অবসান হবে।

এক গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে রওনা হয় অনুপম। হিথরোয় পৌঁছে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে আসে তার বাড়ীতে। বাড়ীতে ঢুকে সে প্রথমেই ক্যাথরিনের নাম ধরে ডাকতে শুরু করে। সারাবাড়ী ঘুরে ঘুরে দেখে কোথাও ক্যাথরিন নেই। বাড়ীর জানালাগুলো পর্দা টানা। মনে হচ্ছে, বাড়ীতে বেশ কিছুদিন কোন লোকজন নেই। দরজার সামনে হলের মধ্যে অজস্র চিঠির স্তুপ জমা হয়ে আছে। অনুপম ক্যাথের মাকে ফোন করে, কিন্তু কোন উত্তর পায়না। অনুপম এইবার মিসেস তালুকদারকে ফোন করে ও জানতে পারে যে, তিনি অনেকদিন ক্যাথের সঙ্গে কোন যোগাযোগ করতে পারেন নি। অবশেষে অনুপম ক্যারলের বাড়ীতে চলে যায় ও সেখানেও ক্যাথের কোন খবর জানতে পারেনা। ক্যারলের কাছে সে ক্যাথের মায়ের কথা জানতে পারে। অনুপম বেশ দিশেহারা হয়ে পড়ে। সম্ভাব্য সবজায়গায় খোঁজ

করেও যখন সে কোন খবর পায়না, তখন সে মাইকের সন্ধান করে। মাইক যে ডারবী ছেড়ে ওখানে চলে গেছে, তাও সে জানে না। অনেক কষ্টে সে মাইকের ঠিকানা ও ফোন নম্বর যোগাড় করে। কিন্তু মাইককে কিছুতেই ফোনে যোগাযোগ করতে পারে না। অনুপমের অস্থিরতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। এক গভীর দুশ্চিন্তা নিয়ে সে ওবানের পথে রওনা হয় তার নতুন গাড়ী নিয়ে। বহুদূর যেতে হবে তাকে। অনেক কষ্টে মাইকের বাড়ী খুঁজে বার করে। মাইক বাড়ীতে ছিল না। অনেক্ষন বাড়ীর বাইরে অপেক্ষা করলো সে। অবশেষে মাইক ফিরে এল বাড়ীতে। অনুপমকে দেখে মাইক কিন্তু মোটেই অবাক হয়নি। মাইক জানতো যে, অনুপম এখানে আসবে। তবু একটু কৌতুহলভরেই জিজ্ঞেস করল—"ডঃ রয়, কি মনে করে, এই অধমের বাড়ীতে ?"

অনুপম বলে—"ক্যাথরিন কোথায় ?"

মাইক উত্তর দেয়—"জানিনা"।

অনুপম এবার বেশ উদ্বিগ্ন হয়েই প্রশ্ন করে—"ক্যাথরিনের সঙ্গে তোমার কোন যোগাযোগ বা সাক্ষাৎ হয়নি গত তিন মাস ?"

মাইক বেশ ভীরুতার সঙ্গে ও দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে বলে—"গত একমাস যাবৎ ক্যাথ আমার এখানেই ছিল, তবে কয়েকদিন হল সে এখান থেকে চলে গেছে।"

অনুপম মনে মনে ক্রোধে ও অপমানে ফেটে পড়লেও নিজেকে সংযত করে নিল। তার হৃদয়ে যেন এক আশাভঙ্গের দীপক রাগিনীর সুর ডুকরে কেঁদে উঠল। সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না যে ক্যাথরিন—মাইকের সঙ্গে এক মাস ছিল। সে কিছুতেই ভাবতে পারছেনা ক্যাথের এই অচিন্তনীয় সিদ্ধান্তকে। অনুপম এবার বেশ রাগান্বিত হয়েই প্রশ্ন করে—"কেন এসেছিল ক্যাথ এখানে ? কেন তুমি তাকে ডেকেছো— ?"

মাইকও উত্তেজিত হয়ে বলে—"সে স্বেচ্ছায় এসেছিল আমার কাছে। আমি তাকে ডাকিনি।"

অনু বলে—"কি চায় সে তোমার কাছে ?"

মাইক বলে—"হয়ত আমাদের পুরানো প্রেমের মূল্য দিতে চায়।"

অনু বলে—"আমি বিশ্বাস করিনা তোমাকে। কি প্রমাণ আছে তার ?"

মাইক ঘরের ভেতর ঢুকে যায়। পেছন পেছন অনুপমও প্রবেশ করে ঘরে।

মাইক টেবিলের ওপরে রাখা একটা বইএর ভেতর থেকে ক্যাথের লেখা চিঠিটা অনুপমের হাতে দেয়। অনুপম কাঁপা-কাঁপা হাতে চিঠিটা চোখের সামনে তুলে ধরে। তার দুই চোখে অশ্রু টলমল করছে। ভেজা-ভেজা চোখে বেশ কয়েকবার চিঠিটা পড়লো সে। হ্যাঁ, সত্যিই ক্যাথরিনের নিজের হাতে লেখা চিঠি। ক্যাথরিন অনুপমকে পরিত্যাগ করেছে। মাইকের সঙ্গেও সে কোন সম্বন্ধ রাখবে না। তাহলে কোথায় গেল ক্যাথরিন? অনুপম এই পরিণতির জন্য নিজেকেই দোষী করে। তার মিথ্যা অভিমানগুলোই এই এই বিয়োগান্তে নাটকের মুখ্য কারণ, তাতে তার কোন সন্দেহ রইলো না। ক্যাথের ফুলের মতন স্নিগ্ধ অন্তরে সে নির্মম আঘাত দিয়েছে। ক্যাথরিন বড় অভিমানী, তার বেদনা-মিশ্রিত অভিমানই তাকে ভুল পথে নিয়ে গেছে। এই মুহূর্তে ক্যাথরিনকে পেলে নিশ্চয় ক্ষমা চাইবে নিজের তিক্ত ব্যবহারের জন্য। সে নতুন করে আবার ভালবাসার সেতু গড়বে। জীবনের সব মান-অভিমান কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে ফেলবে। আর কোন ভুল বোঝাবুঝি হতে দেবে না সে। ক্যাথরিনকে খুঁজে বার করতেই হবে। অনুপমেব উদার মন নিশ্চয়ই মাইকের সঙ্গে ক্যাথরিনের একমাসের সহবাসকে ক্ষমা করবে। ক্যাথ কোথায় গেছে, কেউ জানেনা।

প্রায় রাত দশটা নাগাদ অনুপম গাডী নিয়ে বেডিযে পডল চেস্টারফিল্ডের পথে। সাবাদিন কোন খাওয়া নেই, শরীব ভীষণ ক্লান্ত। সর্বদাই একটাই চিন্তা—কোথায় ক্যাথরিনকে খুঁজে পাওয়া যাবে। ক্যাথরিণের সব স্মৃতি একের পর এক তার মনের পর্দায় উঁকি দিতে থাকল। ক্যাথরিনের প্রতি তার অভিমান-মিশ্রিত অন্যান্য ব্যবহার ও অবহেলাব জন্য নিজেকে খুব দোষী মনে হচ্ছে। তার জন্যই ক্যাথরিন চাকরী ছেড়েছে, সারাদিন ঘরকন্নার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছে। ক্যাথরিন অনুপমকে সুখী করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোথায় যেন একটা পারস্পরিক বোঝাপডার অভাব রয়েছে। কোথায় যেন একটা বিশ্বাস—অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব রয়েছে। কোথায় যেন একটা অব্যক্ত ব্যথা অন্তরের গভীর অন্তঃস্থলে ডুকরে ডুকরে কেঁদে বেড়াচ্ছে। কোথায় যেন হৃদয়ের গভীরে একটা সত্য সঙ্গোপনে অনুচ্চারিত এক স্বরলিপি লিখে চলেছে। অনুপমের সঙ্গে মিলির সম্পর্ক ও ক্যাথের সঙ্গে মাইকের সম্পর্ক দুটি কোনদিনই বিশ্লেষণ করা হয়নি। কেউই ভাবেনি, এগুলো একদিন এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কেউই ভাবেনি, এগুলো একদিন তাদের স্বপ্নিল

জীবনে বিচ্ছেদের সুর তুলতে পারে। চিন্তায় ও ক্লান্তিতে অনুপমের চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে। দুহাতে ষ্টিয়ারিং চেপে ধরে এলোমেলোভাবে গাড়ী চালাতে থাকে। এক সময় সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা। সজোরে গাড়ীটা গিয়ে ধাক্কা মারে একটা গাছের সঙ্গে। উলটিয়ে পাশে একটা খানায় পড়ে যায়। গাড়ীটার পেট্রোল ট্যাঙ্ক ফেটে আগুন লেগে যায়। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ ঝাঁকুনিতে অনুপম গাড়ী থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ে যায় ও মাথায় আঘাত পায়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুলিশ ও এ্যামবুলেন্স ছুটে আসে ও অনুপমকে কারলাইল হাসপাতালে অজ্ঞান অবস্থায় ভর্ত্তি করা হয়। অনুপমের মাথায় চোট লেগেছে। নিউরোসার্জন দেখতে আসবেন কিছুক্ষণ বাদেই। ব্রেন স্ক্যান করা হয়েছে। সাবডুবাল হেমাটোমা হয়েছে। ক্লট অপারেশন করতে হবে। অনুপম সংজ্ঞা হারিয়েছে। অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নাকে অক্সিজেনের নল ঢোকানো হয়েছে। স্যালাইন ড্রিপ চলছে। মাথা কামানো হয়েছে অপারেশনের জন্য। কিন্তু অপারেশনের সম্মতি দেবে কে, এই নিয়ে সমস্যা দেখা গেল। অনুপমের ছোট পকেট এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ডায়রী থেকে তার বাড়ীর ফোন নম্বর পাওয়া গেল, কিন্তু বাড়ীতে তো আর ক্যাথরিন নেই যে ফোনের উত্তর দেবে। অগত্যা নিউরো-সারজেনকেই সিদ্ধান্ত নিতে হল অপারেশন করার জন্য। মস্তিষ্কের বাইরের দিকেই রক্তক্ষরণ হয়েছে। বেশ বড় জমাট রক্ত বার করা হয়েছে। অপারেশন করতে তেমন কোন অসুবিধে হয়নি। প্রায় আট-দশ ঘণ্টা পর অনুপমের একটু একটু জ্ঞান আসতে শুরু করল। চোখ মেলে তাকালো। দেহের কোনদিকে কোন অসাড়তা নেই। তবে বেশ নিদ্রালু ভাব রয়েছে। মাথাটা বেশ ভার ভার লাগছে। মাঝে মাঝে চোখ মেলে তাকাচ্ছে আবার চোখ বন্ধ করে দিচ্ছে। এমনিভাবে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেল। অনুপম বেশ সজাগ হয়ে উঠেছে। কথা বলতে শুরু করেছে। কিন্তু সে বুঝতে পারছেনা সে কোথায় আছে, কি হয়েছে তার। তাই নার্সকে প্রশ্ন করে —"সিসটার আমি কোথায় ? কি হয়েছে আমার ?"

সিস্টার উত্তর দেয়—"তুমি কারলাইল জেনারেল হাসপাতালে রয়েছো। তোমার গাড়ী গাছে ধাক্কা লেগে উলটে যায়। তুমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে।"

অনুপম বলে—"কিন্তু সিস্টার, আমি কিছুই মনে করতে পারছি না। আমার মাথাটা কেমন ঝিম্-ঝিম্ করছে।"

সিস্টার বলে—"তুমি ভাববার চেষ্টা কর, কোথায় গিয়েছিলে, কার কাছে গিয়েছিলে, কখন গাড়ী নিয়ে বেরিয়েছিলে ইত্যাদি।"

অনুপম বলে—"সত্যি বলছি সিস্টার, আমার কিছুই মনে পড়ছে না। আজকে কত তারিখ? কি বার?"

সিস্টার অনুপমকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—"কিছু চিন্তা কোরোনা। ব্রেন অপারেশনের পর দু-একদিন এমন হয়।"

অনুপম আর কিছু জিজ্ঞাসা করেনা। বিছানায় শুয়ে শুয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে ভাববার চেষ্টা করে পুরনো স্মৃতিগুলো। ছোট বেলার সব স্মৃতিই মনে পড়ছে, কিন্তু কয়েক মাস আগের কোন ঘটনা কিছুই মনে পড়ছে না। অনুপম নিজে ডাক্তার. তাই সে বুঝতে পারে কি হয়েছে তার। সে এমনিসিয়া-তে ভুগছে। কয়েক মাস আগে থেকে তার দুর্ঘটনা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যেকার স্মৃতিভ্রম হচ্ছে তার। এর নাম রিট্রোগ্রেড এমনেসিয়া। কয়েকটা মাস যেন তার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। সেই হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিগুলোকে খুঁজে বার করার জন্য আপ্রাণ মানসিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সে। কিন্তু কিছুতেই স্মৃতিগুলো রোমন্থন করতে পারছে না।

পনর

অনুপমের অন্যান্য মানসিক শক্তিগুলো বেশ সজাগ আছে। অনুপমের মেধা, বিচক্ষণতা, বিবেক ইত্যাদি অপরিবর্তিত আছে। অনুপম এই মুহূর্তেই কাজে যোগ দিতে পারে।

প্রায় দু'সপ্তাহ হাসপাতালে থেকে অনুপম নিজে ডিসচার্জ নিয়ে বাড়ী চলে গেল। ট্রেনে করেই গেল সে। স্টেশন থেকে ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ী যাবার সময় মনে হল বাড়ীর নম্বরটা ঠিক মনে পড়ছে না। বাড়ীর কাছাকাছি কয়েকবার ঘুরে বাড়ীটা খুঁজে পাওয়া গেল। বাড়ীতে ঢুকে অনেক কিছুই তার অজানা মনে হল। বাড়ীর সামনে পড়ে থাকা ক্যাথরিনের গাড়ীটা সে চিনতে পারল না। বাড়ীতে কেউ নেই। সে শূন্য ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো। আলমারী খুলে ক্যাথরিনের পোষাকগুলো দেখে বেশ অবাক হল। তার মনে পড়ছেনা যে এ বাড়ীতে কোন মহিলা থাকে কিনা। দু'তিন দিন এমনি করে কেটে গেল।

সেদিন ছিল সোমবার। দুপুর বেলা ডিসট্রিক্ট নার্স অনুপমকে পরীক্ষার জন্য এসেছিল। রক্তচাপ নাড়ী পরীক্ষা করা, মাথার অস্ত্রোপচারের জায়গার ব্যাণ্ডেজ বদল করা, সেলাই কাটা, ইত্যাদির জন্য নার্সকে পাঠানো হয়েছিল অনুপমের বাড়ীতে। দুপুরটা বেশ মেঘলা ছিল। অনুপম ও সেই নার্স বাইরের ঘরে বসে গল্প করছিল। এমন সময় কে যেন বাইরে কলিং বেল বাজাল। নার্স বাইরে গিয়ে দরজা খুলে দিতে একজন সুন্দরী যুবতী অবাক বিস্ময়ে বেশ কিছুক্ষণ নার্সের মুখের দিকে চেয়ে থাকল ও তারপর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলল—"আমি ডঃ অনুপম রায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

নার্স ভেতরে গিয়ে অনুপমকে জিজ্ঞাসা করে সেই যুবতীকে ভেতরে আসবার জন্য ডাকলো। মাথা নত করে ধীর পায়ে সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল ও ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে থাকল।

সুন্দরী যুবতী এবার অনুপমের কাছে গিয়ে বলল—তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।"

অনুপম জিজ্ঞাসা করে—"তুমি কি কোনো সেল্‌স্‌ এজেন্ট? তোমাকে কি কোন এ্যাপয়েন্টমেণ্ট দিয়েছিলাম?"

যুবতী এবার বেশ উৎকণ্ঠা নিয়ে বলে—"তার মানে?"

অনু বলে—"তুমি কি কোন জিনিস বিক্রি করতে এসেছো এখানে।"

যুবতীর মুখ এবার আশঙ্কায় শাদা হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে, হয় অনুপম তাকে চিনতে পারছেনা, কিম্বা চিনতে চাইছে না। এ যে দারুন গোলমেলে ব্যাপার। অনুপমের মাথায় ব্যাণ্ডেজ দেখে সে জিজ্ঞেস করে "কি হয়েছে তোমার মাথায়?"

অনুপম এবার বিরক্ত হয় ও বলে—"কৌতুহল থাকা ভাল, কিন্তু এটা কি অপ্রাসঙ্গিক নয়?"

যুবতী অনুর আর একটু কাছে এগিয়ে এসে বলে—"কেন, আমাকে তুমি চিনতে পারছনা?"

অনু বলে—"আমি দুঃখিত। কি নাম তোমাব?"

সুন্দরী যুবতী বিবর্ণ মুখে নিরাশ দৃষ্টিতে তাকায় তারপব কাঁপা-কাঁপা ঠোঁটে বলে—"আমার নাম ক্যাথবিন পারকার।"

অনুপম একটু ভ্রু সঙ্কুচিত করে জানলার দিকে দাঁড়িয়ে থাকে ও ভাববার চেষ্টা করে, কে এই ক্যাথরিন পারকার। বলে—"তোমাকে আগে কি কখনো দেখেছি? ঠিক চিনতে পারছিনা। যাইহোক, তোমার জন্য কি করতে পারি? তুমি কি কোন সাহায্যের জন্য এসেছো?"

ক্যাথরিন পারকার অনুপমের মুখের দিকে আর তাকাতে পারল না। এক অপরিসীম আঘাতে জর্জরিত হয়ে, তীব্র বেদনা নিয়ে নীরবে চোখের জল মুছতে মুছতে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল। দরজার কাছে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে বলল—"ধন্যবাদ।"

ক্যাথরিনের অশ্রু টলমল চোখদুটো দেখে অনুপমের বেশ চিন্তা হল। অনুপমের যে স্মৃতি হারিয়ে গেছে ক্যাথরিন তা জানবেই বা কেমন করে। আর ক্যাথরিন অনুপমের বাড়ীতে ঐ নার্সকে দেখে হয়ত ভেবেছে যে সে অনুপমের নতুন সঙ্গিনী। ক্যাথ ভাবে, অনুপম ইচ্ছে করেই তাকে চিনতে পারল না। সবটাই অনুপমের অভিনয়। নতুন সঙ্গিনী জুটিয়ে সে এখন সুখেই আছে! ক্যাথ নিশ্চিত হল যে অনুপম আর ক্যাথকে চায়না। এক তীব্র অভিমানে ও অপমানে মর্মাহত হল ক্যাথরিন!

সে এবার নিজেকে সামলাতে পারল না। সশব্দে কেঁদে উঠল রাস্তায় যেতে যেতে। সে এখন কোথায় যাবে! কার কাছে আশ্রয় চাইবে!

বিকেল পাঁচটার সময় নার্স চলে গেল। অনুপম আয়নার সামনে গিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়াল। তার পর ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে লাগলো। সে এখন ভীষণ অস্থির। সোফায় গিয়ে দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরায় সে। সিগারেটে মৃদু টান দিতে দিতে চোখ বন্ধ করে অনুপম। চোখের মধ্যে নেমে আসে নিঃসীম অন্ধকার। এক ঝাপসা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে যেন একটা স্মৃতির রেলগাড়ী চলেছে। রেলগাড়ীর জানলা দিয়ে দৃশ্যগুলো যেমন ক্রমশঃ পালটে যায়, অনুপমের স্মৃতির জানলা দিয়েও তেমনি উঁকি দিতে থাকে অনেক ছবি। ক্যাথরিনের মুখটা আবছা আবছা ভেসে আসছে। আবার পরক্ষণেই হারিয়ে যাচ্ছে। প্রায় মাস খানেক কেটে যাওয়ার পর অনুপমের স্মৃতি আবার ফিরে আসছে। হঠাৎ বিয়ের অ্যালবামটা তার চোখে পড়তেই সে অতি মনোযোগ দিয়ে একের পর এক পাতা উলটিয়ে যেতে লাগল। তারপর অনুপম ছুটে চলে আসে টিভির সামনে। বিয়েতে তোলা ভিডিওটা চালিয়ে দেয় সে। ভিডিওতে তার সঙ্গে ক্যাথরিনের বিয়ের সব দৃশ্যগুলো সে দেখলো। অনুপম অস্থির হয়ে ওঠে। ছুটে চলে যায় ওপরে শোবার ঘরে। আলমারী খুলে একটার পর একটা ক্যাথরিনের ড্রেসগুলো বার করতে থাকে। এবারের জন্মদিনে সে ক্যাথরিনকে যে সুন্দর লেস্‌বসানো স্যাটিনের নাইটীটা দিয়েছিল, সেটা দেখে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে ও নাইটীটা বুকে জড়িয়ে ধরে। নিচে সান লাউঞ্জে গিয়ে দেখে একগুচ্ছ লাল কারনেশন। কারনেশনগুলোকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে। বেতের চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাতে গিয়ে মনে পড়ে যায় ক্যাথরিনের দেওয়া সুন্দর মিউজিকাল লাইটারটার কথা। বারবার সে লাইটারটা জ্বালায় আর বার বার সে মিউজিকটা শোনে। এবার অনুপমের সব স্মৃতি ফিরে এসেছে। তার মনে পড়ছে কিছুদিন আগে কেমন করে যে ক্যাথরিনকে মর্মান্তিকভাবে ফিরিয়ে দিয়েছে। এক তীব্র অনুশোচনায় সে ভীষণ মর্মাহত। ক্যাথরিনকে খুঁজে বার করতেই হবে। সে ক্যাথরিনের গাড়ীটা নিয়ে বেড়িয়ে পরে অনির্দিষ্টের সন্ধানে। কোথায় পাবে সে ক্যাথরিনকে, কিছুই জানেনা।

পথ যতই দীর্ঘ হোক, পথ যতই দুর্গম হোক, তাকে চলতে হবে। চলতে হবে হারিয়ে যাওয়া ক্যাথরিনকে খোঁজের জন্য। এই চলার শেষ কোথায়, সে জানে না। হয়ত চলতে চলতে সে ক্লান্ত হয়ে যাবে, হয়ত খুঁজতে খুঁজতে সে পরিশ্রান্ত হয়ে যাবে। তবু চলার শেষ হবে না। এই চলার মধ্যে হতাশার কোনও স্থান নেই। এই চলা অনুপমের কাছে এক নতুন জীবনের ছন্দ, এই চলা যেন একটা অবদমিত ভালবাসার মূর্চ্ছনা, এ যেন এক নিবিড় সত্যের অন্বেষণ। এই চলার মধ্যে সে খুঁজে পাবে তার সেই অতি প্রতীক্ষিত প্রেমের প্রকৃতিকে। এক নতুন সুরে, নতুন রঙে, নতুন দৃষ্টিতে সে জীবনটাকে আবার রাঙিয়ে তুলবে। সব গ্লানি মুছে ফেলবে। মিছে অভিমানকে আর কাছে আনবে না। নিজের মনটাকে আরো নির্মল করবে, আরো পবিত্র করবে। একনিষ্ঠভাবে সমর্পন করবে সেই জীবনদেবতার চরণে, আর বলবে—

"অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে ॥"

ষোল

স্কটল্যাণ্ডের উত্তর-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত ইনভারনেস শহর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। সমুদ্র, পাহাড় আর অরণ্যের মহামিলনে এই জায়গাটা যেন এক স্বর্গ-সৌন্দর্যে অনবদ্য হয়ে উঠেছে। শহরের বাইরে বিরাজ করছে এক-নিবিড় নির্জ্জনতা। এই গ্রামের একটা ছোট স্কুলের শিক্ষক—লিয়ন স্ট্যোভিন। ভদ্রলোকের বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর হবে। ছেলে বেলায় পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে বাঁ পা-টি একটু অসাড় হয়ে গেছে। তাই অল্প অল্প খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয় তাকে। কখনও কখনও সঙ্গে একটা ছড়ি রাখে। চোখে কালো রঙের মোটা ফ্রেমের চশমা। ছোট একটা বাড়ীতে সত্তর বছরের বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে থাকে। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তার বাবা জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে জার্মানীর স্টুড্‌গার্ট শহরে মারা যায়। মা দীর্ঘদিন বৈধব্য জীবন-যাপন করছেন। ইদানিং বাত, হাঁপানি ও মানসিক শক্তিহীনতায় ভুগছেন। মনে রাখতে পারেন-না কিছু। মেজাজটাও বেশ খিটখিটে হয়ে গেছে। লিয়ন তার অকেজো পায়ের জন্য খুব লজ্জা পেতো। নিজেকে নিকৃষ্ট ভাবতো। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে সঙ্কোচ বোধ করতো। ক্যাথরিনের পরিবারের সঙ্গে এদের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব রয়েছে। বহুদিন আগে ক্যাথরিনের বাবাও ইনভারনেসে কাজ করতেন ও তখন এই দুই পরিবার পাশাপাশিই থাকত। ক্যাথরিন যখন বেশ বড় হয়ে উঠেছিল তখন সে লিয়নের কাছে প্রায় পড়াশোনা বুঝতে আসত। ক্রমে লিয়নের মধ্যে ক্যাথের প্রতি একটা দুর্বলতা দেখা দেয়। যেহেতু লিয়ন বয়সে ক্যাথের চেয়ে অনেক বড় আর সে তাদের পরিবারের বন্ধু, তাই সে মুখ ফুটে ভালোবাসার কথা কখনও ক্যাথকে বলতে পারেনি। লিয়নের মত ভদ্র, মার্জ্জিত, রুচিবান মানুষ ক্যাথ খুবই কম দেখেছে। ক্রমশঃ ক্যাথ আবিষ্কার করল যে লিয়ন তাকে গভীরভাবে ভালোবাসে, তাকে বিয়ে করতে চায়। কিছুদিন বাদেই পারকার পরিবারকে ডারবীতে চলে যেতে হল। জোনাথন কয়লার খনিতে ভাল কাজ পেয়েছিল বলে। ক্যাথের অবশ্য লিয়নের ওপর কোন দুর্বলতা ছিলনা। কিন্তু তাকে শ্রদ্ধা করতো ঠিকই। একটুখানি করুণাও করতো।

যেদিন ক্যাথ প্রত্যাখ্যান করেছিল লিয়নকে তারপর থেকে লিয়ন আর বিয়ে করার কথা ভাবেনি। মাকে নিয়ে গ্রামে শিক্ষকতা করে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবার সংকল্প নিয়েছিল। তাই এই গ্রাম ছেড়ে আর যেতে পারেনি সে কোথাও। নিচু ক্লাসের ছেলেমেয়েদের পড়ানো আর মাকে সেবা করাই তার প্রধান ব্রত। পুরানো প্রেমের প্রত্যাখানে সে আঘাত পেলেও তার বুদ্ধি বিবেচনা ও মানসিকতা দিয়ে তাকে মেনে নিয়েছে।

পথহারা পথিকের মত বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় ক্যাথরিন একটা আশ্রয়ের জন্য। দিশাহারা পাখীর মতন হারিয়ে যাওয়া নীড়ে আর ফিরে যেতে পারেনা সে। আজ বড় ক্লান্ত সে। হঠাৎ মনে পড়ে যায় লিয়নের কথা। তাই ট্রেনে উঠে পড়ে স্কটল্যাণ্ডের ইনভারনেস যাবার জন্য। ট্রেণে চোখ বন্ধ করে সে পুরনো বন্ধু লিয়নের কথা ভাবতে শুরু করে। লিয়ন খুব মেধাবী। পডাশোনা নিয়ে থাকতেই ভালবাসে। তাছাডা কিছু কিছু মানুষ থাকে যারা শুধু দিতেই চায়, নিতে চায়না কিছু। লিয়ন-ও ঐ প্রকৃতির মানুষ। দেখতে দেখতে প্রায় পাঁচ মাস কেটে গেছে। ক্যাথরিন পাঁচমাস হল অন্তঃসত্ত্বা। এখন তার শরীরের মধ্যে আসন্ন মাতৃত্বের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তার তলপেটটা বেশ বড হয়ে উঠেছে। বেশ পরিষ্কারই বোঝা যায়, সে মা হতে চলেছে। তার স্তন দুটিও উন্নত ও ভারি হয়ে উঠেছে। ইদানিং ক্যাথরিনের প্রায়ই বমি বমি পায়। শরীরটা বেশ ভারভার লাগে। মাঝে মাঝে যে তলপেটে হাত রেখে অনুভব করে তার গর্ভস্থ সন্তানটি নড়াচড়া করছে। সে সন্তানের জননী হতে চলেছে ভেবে বেশ খুশি হয় মাঝে মাঝে। এইটাই এখন তার একমাত্র সান্ত্বনা। এইটাই তার বেঁচে থাকার প্রেরণা।

বেশ কয়েক ঘণ্টা ট্রেন যাত্রা শেষ করে সে ইনভারনেস নেমে লিয়নের কাছে গিয়ে ওঠে। লিয়নকে সে তার সব কথা বলে। লিয়ন ক্যাথরিনের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার কথা চিন্তা করে তাকে দ্বিধাহীন ভাবে আশ্রয় দেয়। করুণা, সহানুভূতি, সাহায্য ও পুরাণো ভালবাসার প্রতিদানই লিয়ন আবার ক্যাথরিনকে দিতে চায়। গভীর সহানুভূতির সঙ্গে ক্যাথরিনের মর্মান্তিক জীবন সংগ্রামের কথা সে শোনে। আশ্রয় ছাড়া ক্যাথরিন আর কিইবা চাইবে তার কাছে।

এমনি করে আরো চার মাস কেটে যায়। ক্যাথরিনের সন্তান জন্মের সময় আসন্ন। হঠাৎ একদিন শুরু হল গর্ভ যন্ত্রণা। এ্যামবুলেন্স এসে মেটারনিটি হাসপাতালে ভোর ছটায় নিয়ে গেল ক্যাথরিনকে। সকাল সাতটার সময় ক্যাথরিন জন্ম দিল অনুপম ও তার প্রথম কন্যা সন্তানকে। ক্যাথরিণকে প্রসব করালেন সিনিয়র সিস্টার। নবজাত শিশুটিকে পরিষ্কার করে তিনি ক্যাথরিনের কাছে দিয়ে গেলেন। নবজাত শিশু কন্যাটি গায়ের রং পেয়েছে তার মায়ের মত, চোখ দুটো হয়েছে বাবার মত। মাথায় ভর্ত্তি ঘন কালো চুল। ঠিক যেন একটা সুন্দর ডল পুতুল।

তিন চার দিন হাসপাতালে থেকে ক্যাথরিন তার কন্যা সন্তানকে নিয়ে লিয়নের বাড়ীতে ফিরে এলো। লিয়নের বৃদ্ধা মা এই শিশু সন্তানকে পেয়ে ভীষণ খুশি। সারাদিনই তিনি এই শিশুর পরিচর্য্যা করেন। শিশুর ন্যাপি চেঞ্জ করা, বোতলে করে দুধ খাওয়ানো, দোলনাতে দোল দিতে দিতে ঘুমপাড়ানো ইত্যাদি যাবতীয় কাজ লিয়নের মা অতি আনন্দের সঙ্গেই করতে লাগলেন। তাঁর আগের খিটখিটে ভাব পুরো দূর হয়ে গেছে। এখন তাঁর সব সময়ে হাসিমুখ। ক্যাথরিনও বেশ নিশ্চিন্ত হল এমন একজন নিঃস্বার্থ ঠাকুমাকে পেয়ে। দেখতে দেখতে চার মাস কেটে গেল। ক্যাথরিনের কন্যাটি খুবই সুন্দরী হয়ে উঠছে। নীল চোখের জন্য ক্যাথরিন ওকে নাম দিয়েছে নীলা।

লিয়ন নতুন করে ক্যাথরিনকে আর পুরানো ভালবাসার কথা স্মরণ করাতে চায় না। কিন্তু সেদিনের মত আজও এক পরম স্নেহে সে ক্যাথরিনকে আশ্রয় দিয়েছে। ক্যাথরিন জানে, এই মানুষটা কখনই মুখ ফুটে কিছু বলবে না। পথহারা পাখীর মতন ক্যাথরিন দিশাহারা আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল একটু আশ্রয়ের জন্য, খুঁজে বেড়াচ্ছিল একটা নীড়, ভালবাসার জন্য নয়, শুধু একটু শান্তির জন্য নিরাপত্তার জন্য। লিয়নের এই নীড়ে স্নেহ-ভালবাসা-শান্তি নিরাপত্তা সবই রয়েছে। ক্যাথরিন অনেক কিছু পেয়েছে এই মানুষটার কাছে, কিন্তু কখনও কিছু দেয়নি তাকে। আজ লিয়নকে কিছু দেবার কথা ক্যাথরিন একান্তভাবে চিন্তা করছে। ক্রমশঃ লিয়নের সঙ্গে ক্যাথরিনের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। ক্যাথরিন তার শ্রদ্ধাকে এখন ভালবাসার রঙে রাঙাতে চায়। লিয়নের অতৃপ্ত জীবনকে এক নতুন স্বাদে পূর্ণ করতে চায়। কিন্তু যখন সে নীলাকে দেখে তখনই মনে পড়ে অনুপমকে। অনুপম জানেনা তার এক কন্যা

সন্তান আছে। এতবড় একটা সত্যকে গোপন রাখতে তার বিবেকে বাধছে। বারবারই মনে হচ্ছে অনুপমকে সে দেখিয়ে আসে তাদের সন্তানকে। কিন্তু পাছে অনুপম দাবী করে বসে নীলাকে, তাই সে ভয় পায় অনুপমকে একথা জানাতে। নীলাকে ছাড়া সে যে বাঁচতে পারবে না। এই দ্বন্দ্ব যে কি যন্ত্রণা-দায়ক, তা ক্যাথরিন ছাড়া আর কেউ জানে কিনা বোঝা মুস্কিল। সেই জন্য সে না পারছে অনুপমকে ভুলে যেতে, না পারছে লিয়নকে পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে।

নীলা বেশ বড় হয়ে উঠছে। একবছর প্রায় বয়স হল তার। যতই বড় হচ্ছে, ততই সুন্দরী হচ্ছে। এখন সে হাঁটতে শিখেছে, অল্প অল্প কথা বলে। কাঠের ঘোড়ায় বসে খিলখিল করে হাসে।

অনুপম কাজে যোগ দেয় কিন্তু কাজে মন বসাতে পারে না। কোথায় গেল তার আগেকার কাজের জন্য নিষ্ঠা, আগ্রহ, কৌতুহল। এখন তার সব সময়ে মনের মধ্যে জেগে থাকে হাহাকার! কয়েক মাস কাজ করে সে চেস্টারফিল্ড ওয়ালটন হাসপাতালের কাজে ইস্তফা দিয়ে ইংলণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় লোকাম কনসালটেণ্ট এর কাজ করে। এক বছর কেটে গেছে। ক্যাথরিনকে খুঁজে পায়না সে। ক্যাথরিন যদি স্বেচ্ছায় আত্মগোপন করে থাকে, তাহলে তার কিছু করার নেই। পুলিশে খবর দিয়ে ক্যাথরিন কে সে খুঁজে পেতে চায়না। তবে অনুপম ক্যারলের মারফৎ জেনেছে যে ক্যাথরিন বেঁচে আছে ও সুস্থ আছে। তবে কোথায় আছে কেউ জানে না, আর সেও জানাতে চায়না। ক্যাথরিন একদিন ফিরে আসবে, এই তার বিশ্বাস।

ক্যাথরিনের সঙ্গে বিচ্ছেদ, দুর্ঘটনা, অস্ত্রোপচার দীর্ঘ দিনের কাজে ইস্তফা ইত্যাদি অনেক ঘটনার পর অনুপম অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ে। এতবড় একটা আঘাত আসবে তার জীবনে সে ভাবতেই পারেনি। এই ঘটনাগুলোতে তার সামাজিক সম্মান ও প্রতিষ্ঠা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে ভেবেই, সে ইংলণ্ড ছেড়ে সৌদী আরবে একটা চাকরী নিয়ে দু'বছরের জন্য চলে গেল। চেস্টারফিল্ডের বাড়ীটাও বিক্রি করে দেবার কথা ভাবছে সে।

সৌদী আরবে রিয়াদে ন্যাশনাল গার্ড হাসপাতালে চাকরী পেল সে। নতুন দেশ, নতুন সমাজ, নতুন চিকিৎসা ব্যবস্থা আরও নানান নতুন নতুন জিনিষ সে দেখতে পেল সেখানে। হসপিটাল-এর বিরাট সুন্দর কোয়ার্টারে থাকে সে। এদেশের মেয়েরা বেশীর ভাগই বোরখার মধ্যে মুখ লুকিয়ে রাখে।

হাসপাতালে দোভাষী রোগীদের কথাগুলো ইংরাজীতে অনুবাদ করে দেয়। এদেশে মদ খাওয়া নিষিদ্ধ। সন্তর্পণে গাড়ী চালাতে হয়। যেখানে সেখানে ফটো তোলা যায় না। যে কোন সময় রাস্তাঘাটে পুলিশ জেরা করতে পারে। বড়লোকের দেশ সৌদী। প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে রাস্তা-ঘাট, বাড়ী, ঘর ইত্যাদির জন্য। পেট্রোলিয়ামই এদের এত বিত্তশালী করেছে। পেট্রোলের অভাব নেই এদেশে। জলের চেয়ে পেট্রোলের দাম যেন কম মনে হয়। কাজ নিয়েই সময় কাটাতে চায় অনুপম। সেজন্য যতক্ষণ পারে হাসপাতালেই থাকতে চায় সে। কাজের পর বাড়ীতে ফিরে গিয়ে টিভি দেখা ছাড়া আর কিছু করার নেই। তবু নতুন দেশ, নতুন সমাজ-ব্যবস্থাকে আস্তে আস্তে জানতে চায় অনুপম। আরবী ভাষাও কিছু কিছু শিখতে শুরু করেছে। মন্দ লাগছে না এই পরিবেশ। উইক-এণ্ডে গাড়ী নিয়ে লোহিত সাগরের ধারে বেড়িয়ে আসতেও বেশ ভাল লাগে তার। একদিন ভুল করে গাড়ী নিয়ে মক্কার রাস্তায় ঢুকে পড়েছিল সে, আর তার জন্য পুলিশের কাছে অনেক জবাবদিহি করতে হয়েছে। মুসলিম ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা মক্কায় যেতে পারেনা। শোনা যায়, মক্কার মসজিদের আশে পাশে কিছু ভিখারী আছে, যাদের হাত বা পা কাটা, একসময় তারা আইন লঙ্ঘনের বিচারে শাস্তি স্বরূপ তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হারায়। হাসপাতাল থেকে অল্প দূরেই ডাক্তারদের বাসস্থান। সেখানে বিদেশী ডাক্তারদের একটা কমিউনিটি গড়ে উঠেছে। সাহেব-সুবোরা লুকিয়ে চুরিয়ে একটু মদ্য পান করে। কেউ কেউ ঘরের মধ্যেই ওয়াইন তৈরী করে। সন্ধ্যার দিকে কমিউনিটিতে অন্যান্য ডাক্তারদের সঙ্গে আড্ডা মেরেও কিছুটা সময় কাটে। বাড়ী ফিরে এসে খানিকটা সময় অনুপম ডাইরী লেখে। বিশেষ করে ডাইরীর পাতায় পাতায় মন্তব্যে ক্যাথরিনের জন্য তার অনুতাপ আর অনুশোচনা-মিশ্রিত আবেগে ভরা। ক্যাথরিনের প্রতি তার অভিমান, আর প্রেমের উচ্ছ্বাস ডাইরীর পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে। ক্যাথরিন তার জীবনে কত মূল্যবান আর তার অভাব কত যন্ত্রণাময়, তাও পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে এই লেখনীর মধ্যে। ক্যাথরিনের জন্য সে প্রতীক্ষা করবে সারাজীবন। একদিন ক্যাথরিন তার অভিমান ভুলে গিয়ে আবার তার কাছে ফিরে আসবে, এই বিশ্বাস নিয়েই অনুপম বেঁচে আছে। ক্যাথরিন তার প্রেমের পরমা প্রকৃতি। ক্যাথরিন তার জীবনের এক মহান প্রেরণা। ক্যাথরিন তার জীবন সংগ্রামের সহকর্মিণী

আর তার সুখ-দুঃখের সহধর্মিণী। ক্যাথরিনকে নিয়ে তার এই সুখের নীড় কিছুতেই ভেঙে দিতে চায়না সে। তার নিশ্চিত ধারণা ক্যাথরিন আবার ফিরে আসবে। আবার বেজে উঠবে মঙ্গল শঙ্খ। আবার দুজনের হবে মিলন।

প্রায় তিন বছর হতে চলল। অনুপম মাঝে একবার বাড়ীতে এসে বাড়ীটা বিক্রির জন্য জমির দালালকে ভার দিয়ে গেছে। অনুপমের বাড়ীর সামনে বাড়ী বিক্রি লেখা সাইন বোর্ড ঝুলছে। সেবার এসে অনুপম ডাইরীটা বাড়ীতে ভুল করে ফেলে গিয়েছিল।

ক্যাথরিন ও লিয়নের মধ্যে একটা বিশেষ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। তারা উভয়ে স্বামী-স্ত্রীর মতো একত্রে বসবাস করছে। ক্যাথরিন কিন্তু এখনও লিয়নকে বিয়ে করার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। অনুপমই তার কারণ। শুধু তাই নয়, লিয়নকে বিয়ে করতে হলে ক্যাথরিনকে আইনসঙ্গত ভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে হবে। অনুর সম্মতি চাই। কেমন করে সে বলবে অনুপমকে বিচ্ছেদের কথা। কি কারণ দেখাবে সে? তাছাড়া বিচ্ছেদ করে হয়ত সে আইন সঙ্গতভাবে লিয়নকে বিয়ে করতে পারবে, কিন্তু অনুপমকে কি সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে? পারবে কি সে অস্বীকার করতে অনুপমের ভালবাসাকে? এত বড় শাস্তি অনুপমকে দিয়ে সে কি সুখী হবে? সে কি কোনদিন আর সত্যিকারের শান্তি পাবে?

কিন্তু লিয়ন অস্থির হয়ে ওঠে। লিয়ন ওকে আশ্রয় দিয়েছে। লিয়ন ওকে স্নেহ দিয়েছে, প্রেম দিয়েছে, ভালবাসা দিয়েছে। নীলাকে নিজের সন্তানের মতনই প্রতিপালন করছে লিয়ন। এতদিন লিয়ন মুখ ফুটে কিছু চায়নি কিন্তু আজকে সে ক্যাথরিনকে সম্পূর্ণভাবে চায়, সে শুধু ক্যাথের যৌবনোচ্ছল শরীরটি ভোগ করেই তৃপ্ত নয়। সে ক্যাথকে চায়, একেবারে আপন করে চায় আর তাই বিয়ে করে উপযুক্ত সম্মান দিয়ে সামাজিক নিয়মে সে ক্যাথরিনকে জীবনসঙ্গিনী করতে চায়। সে একজন ধর্মপরায়ণ নীতিবাগীশ পুরুষ। সেই জন্যই সে প্রস্তাব দিয়েছে ক্যাথরিনকে আর তাই ক্যাথরিনকে যেতে হবে অনুপমের কাছে ডিভোর্সের সম্মতি নিতে। কাগজে সই করাতে হবে। অনুপমকে যথার্থ কারণ দেখাতে হবে। অনুপম বিচ্ছেদে রাজী না-ও হতে পারে।

নীলা জানে যে লিয়নই তার বাবা। নীলার সঙ্গে লিয়নেরও একটা পিতা-কন্যার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। নীলাকে হাসি খুশি রাখার জন্য লিয়ন সর্বদাই চেষ্টা করে। নীলা ক্রমশঃই বাড়ন্ত ফুলের মত বিকশিত হচ্ছে। শিশু নীলার সারল্য আর অকৃত্রিম শিশুসুলভ চপলতা যেন আরো বেশী করে আকর্ষণ করে লিয়নকে।

দুই নৌকায় পা রেখে উত্তাল তরঙ্গে দুলছে ক্যাথরিন। এইভাবে নদী পার হওয়া যায় না। যে কোনো সময়ে ভরাডুবী হতে পারে। তাকে একটা সিদ্ধান্তে আসতেই হবে এবার। এই অস্থিরতা নিয়ে বাঁচা যায় না। তার সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার সুস্থ মানসিকতায় ঘুণ ধরতে শুরু করেছে। সে আজ দারুণ হতাশাগ্রস্থ। এই হতাশার অন্ধকার থেকে কিভাবে সে মুক্তি পাবে, জানে না।

ক্যাথরিনের শুধু মনে হয়, সব কিছু পেয়েও, কেন সে সব কিছু হারালো।

লিয়ন ক্যাথরিনকে এমনভাবে ভালবেসে ফেলেছে যে তাকে ছাড়া তার বাকী জীবনটা ভীষণ দুর্বিষহ হয়ে যাবে। তাই এবার সে সোচ্চার হয়ে নিজের দৃঢ় দাবী জানিয়েছে ক্যাথরিনের কাছে।

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি। গত কয়েকদিন বেশ তুষারপাত হয়েছে। প্রচণ্ড শীতও পড়েছে। সমস্ত দেশ ক্রিসমাসের মহান উৎসবের জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু ক্যাথরিনের মধ্যে এর কোন আকর্ষণই নেই। ক্যাথরিন অবশেষে এক সিদ্ধান্তে এসেছে। সে লিয়নকে বিয়ে করবে। নীলাকে নিয়ে বাকী জীবনটা লিয়নের সঙ্গেই কাটিয়ে দেবে। ক্যাথরিনের এই সিদ্ধান্তে লিয়ন হয়েছে ভীষণ খুশি। এক নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখছে সে। সে প্রাণপনে ক্যাথরিনকে সুখী করার চেষ্টা করবে। চব্বিশে ডিসেম্বর লিয়ন ও ক্যাথরিনের এনগেজমেণ্ট হবে। তারা দুজনে ভিলেজ চার্চে গিয়ে শপথ নেবে। সেই উপলক্ষে লিয়ন একটা বেশ বড় পার্টি দেবে। নিমন্ত্রণ করবে তার স্কুলের সব শিক্ষকদের, তার আত্মীয়-স্বজনদের ও বন্ধু বান্ধবদের। সেই অনুষ্ঠানে তারা ঘোষণা করবে তাদের এনগেজমেণ্টের কথা। ইতি মধ্যে চার্চ-হল ভাড়া নিয়েছে লিয়ন ঐ উৎসবের জন্য। কিছুদিন বাদেই লিয়ন সবাইকে নিমন্ত্রণ করতে শুরু করবে। প্রতিদিনই সে নানা চিন্তা করছে কেমন করে এই উৎসবটাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তোলা যায়। ডিনারের জন্য

সবথেকে নামকরা ক্যাটারারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে সে। দু'এক দিন বাদেই এডিনবরাতে যাবে তার স্যুট ও ক্যাথরিনের পোষাক কিনতে। কতজন লোক আসবে, কি খাওয়ানো হবে, কি ধরণের স্যাম্পেন দেবে ইত্যাদির নানা পরিকল্পনা নিয়ে সে বিভোর। শুধু তাই নয়—বিবাহ কবে হবে, কোথায় মধুচন্দ্রিমা করতে যাবে, এসব চিন্তাও তার মাথার মধ্যে অনবরত ঘুরছে। লিয়ন আজ ভীষণ আনন্দিত। তার মত সুখী মানুষ আর যেন কেউ নেই। সেই আনন্দ মুখর দিনটার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় বসে আছে সে।

ক্যাথরিন এক সকালে ট্রেনে উঠে বসল চেষ্টারফিল্ডে যাবার উদ্দেশ্যে। সে তার মনটাকে শক্ত করার চেষ্টা করছে। অনুপমের সামনে কিভাবে সে দাঁড়াবে, ভাবতেই বেশ ভয় হচ্ছে তার। হয়ত দেখবে অনুপম তার নতুন কোন সঙ্গিনীকে নিয়ে সুখেই আছে। কে ঐ সঙ্গিনী, তা জানেনা। মিলি হলেও হতে পারে। এতে আশ্চর্য্য হওয়ার কোনও কারণ নেই। তিন বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে কত কিছুরই পরিবর্তন ঘটেছে। তবু এক অপরিসীম শঙ্কা আর উদ্বেগ নিয়েই ট্রেনে চোখ বন্ধ করে বসে রইলো সে। অনুপমকে নিয়ে অনেক কাল্পনিক চিন্তা একের পর এক তার মাথায় আসতে লাগলো। মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করতে চাইছে ক্যাথরিন। নিজের আত্মপ্রত্যয় ফিরে পাবার চেষ্টা করছে। সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টা করছে। মনে মনে অনেক যুক্তিতর্কের জাল ছিঁড়ছে। নিজের সিদ্ধান্তকে দৃঢ় করতে চাইছে। না, সে কিছুতেই বিচলিত হবে না। বিচ্ছেদ মামলার কাগজে সই করাতে হবে তাকে দিয়ে।

প্রায় বেলা তিনটে নাগাদ ট্রেন এসে থামল চেষ্টারফিল্ডে। ছোট একটা স্যুটকেশ হাতে নিয়ে নেমে পড়ল ট্রেন থেকে ক্যাথরিন। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে চারিদিক একবার তাকিয়ে দেখল। সেই হেলানো গীর্জাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সাদা বরফের ছোঁয়া লেগে আছে গীর্জার চূড়ায়। স্টেশন থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সে অনুপমের বাড়ীতে গেল। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে সে অনেকক্ষণ বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ চোখে পড়ল, বাড়ীর সামনে একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে। তাতে লেখা আছে—বাড়ী বিক্রয় হবে। হ্যালিফ্যাক্স, এস্টেট্ এজেন্ট। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল ক্যাথরিনের। এই বাড়ীর সঙ্গে কত মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে তার। এই বাড়ীতে একদিন সে নববধুর সাজে প্রবেশ করেছিল এক অফুরন্ত

আনন্দ নিয়ে। এই বাড়ীতেই সে অনুপমকে আপন করে পেয়েছিল। এই বাড়ীতেই তারা দুজনে কত স্বপ্নে মগ্ন হয়ে উঠেছিল। তাহলে অনুপম এই বাড়ী বিক্রি করে কি শান্তিপুর চলে যাচ্ছে? ক্যাথরিন এবার বাড়ীর চারিদিক ঘুরে ঘুরে দেখে। বাড়ীর চারপাশের বাগান বরফে ঢাকা পড়ে আছে। ঝাউ-গাছগুলো শীর্ণকায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যান্য গাছগুলো পাতাবিহীন আড়ষ্ট কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে আছে। সবুজের কোন সমারোহ নেই। বাইরে থেকে এই বাড়ীকে যেন এক বিষাদে ভরা পরিত্যক্ত স্থান মনে হচ্ছে। ক্যাথরিন গোলাপ গাছগুলোর কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখে গোলাপের চিহ্ন নেই, কাঁটা-গুলোই উঁকি মারছে ঝরে যাওয়া পাতার ফাঁকে ফাঁকে—ক্যাথরিনের মনে হল, এই কাঁটাগুলো তাকে যেন বিদ্ধ করছে, তার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। তীব্র স্মৃতির বেদনা তাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। ক্যাথরিনের চোখে টলমলে অশ্রু, মুখে তার তীব্র হতাশা, বুক তার দুরু দুরু কম্পিত, দুপায়ের জোরও যেন নেই। সে যেন টলে পড়ে যাবে! তবু সে কোনরকমে বাড়ীর দরজার কাছে এসে পৌছায়। কলিং বেল বাজাতে থাকে অনেকবার। হায়! আজ এই শূন্যপুরীতে কে উত্তর দেবে? ব্যাগের মধ্যে তোলপাড় করে উদ্ধার করে এই বাড়ীর একটা চাবি, যেটা এখনও তার কাছে আছে। ফেরৎ দেওয়ার সুযোগ হয়নি অনুপমকে। কাঁপা-কাঁপা হাতে সে দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে। এই শূন্য পুরীতে স্মৃতি ছড়িয়ে আছে চারিদিকে, কিন্তু জীবনের কোন সাড়া নেই। বাড়ীটা পরিত্যক্ত। হতাশ অনুপম যে সৌদীতে চলে গেছে ক্যাথরিন তা কেমন ভাবে জানবে? ক্যাথরিন বিপন্ন হৃদয় নিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়ায় বাড়ীর মধ্যে। লাউঞ্জে পর্দাগুলো টেনে সরিয়ে দেয় সে। পর্দা সরাতেই শীতের স্তিমিত একরাশ আলো হুমড়ি খেয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে। অন্ধকার স্যাঁৎস্যাঁতে ঘরে অল্প আলোয় ক্যাথরিন দেখলো টেবিলের ওপর, টিভির ওপর ও কফি টেবিলে রয়েছে গুচ্ছগুচ্ছ শুকিয়ে যাওয়া রক্তাক্ত কারনেশন, যা ক্যাথরিনের অতি প্রিয় ফুল। ফুলগুলোকে দেখে মনে হয় ওগুলো দুসপ্তাহের পুরানো হবে। অনুপম এসে সারা বাড়ীতে রেখে গেছে লাল কারনেশন ফুলের গুচ্ছ। এ যেন এক ভালবাসার রক্তাক্ত স্বাক্ষর। অনুপম যেন এই ফুলের মধ্য দিয়ে রেখে গেছে তার প্রেমের প্রতীক্ষা, এক নিরঙ্কুশ অভিমান ও এক নিবিড় আনুগত্যকে। ক্যাথরিন একগুচ্ছ লাল কারনেশনকে বুকে জড়িয়ে

কেঁদে ওঠে। শোবার ঘরে যায় ও দেখতে পায় ড্রেসিংটেবিলে এক সুন্দর ফ্রেমে রাখা তারই রঙিন ছবি। অনুপমের নিজের হাতে তোলা ছবি। ফটোর ছবির চোখ দুটো যেন এক সীমাহীন আনন্দের নেশায় মগ্ন আছে, মুখে রয়েছে এক অনাবিল তৃপ্তির হাসি। ক্যাথরিন এবার আয়নার সামনে গিয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে। কোন মিল নেই আজ তার এই ফটোর সঙ্গে। তার মুখশ্রী, শরীর অতোখানি পালটে গেছে! শঙ্কায় আপ্লুত চোখ আর বিমর্ষ মুখ দেখে সে কাঁদতে কাঁদতে বিছানায় শুয়ে পড়ে। বালিশের ওয়াড়ে তারই এমব্রয়ডারীর কাজ এখনও রয়েছে সবুজ সুতোয় লেখা "অনু ও ক্যাথ"। চোখের জলে ভিজে যাওয়া বালিশে ধীরে ধীরে বোলাতে থাকে সে। কিছুক্ষন বাদে আবার ফিরে আসে লাউঞ্জে। দেখে হাইফাই মিউজিকাল রেকর্ড প্লেয়ারের পাশেই খোলা পড়ে আছে বেটোভনের মুনলাইট সোনাটা, যে সঙ্গীতটার সঙ্গে তারা দুজনে পূর্ণিমার রাতে ঘর অন্ধকার করে জ্যোৎস্নার আলোর এক নিবিড় আতিশয্যে ও ভালবাসায় মগ্ন হয়ে 'বল্ ড্যান্স' করতো। ক্যাথরিন রেকর্ডটা চালিয়ে দেয় ও তখুনি সঙ্গীত বাজতে শুরু করে। সোফায় বসে গা এলিয়ে দেয় সে। এবার চোখে পড়ে কফি টেবিলে রাখা অনুপমের ব্যক্তিগত ডাইরীটার ওপর। অনুপম দু সপ্তাহ আগে ভুলে ফেলে গিয়েছিল। সোফার মধ্যে উঠে বসে ক্যাথরিন এক গভীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে ডাইরীর পাতা ওলটাতে থাকে। পাতায় পাতায় রয়েছে ক্যাথরিনের কথা। ক্যাথরিনকে নিয়ে অনুপমের প্রেমের ব্যাকুলতা, তার তীব্র অভিমান ও অনুশোচনায় ডাইরীর পাতা ভরে আছে। ক্যাথরিন গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ে ডাইরীটা। ডাইরীতে লেখা আছে কেমন করে অনুপম প্রথম ক্যাথরিনকে আবিষ্কার করল, কেমন করে ক্যাথরিন তাকে আকৃষ্ট করল, কেমন করে তার অনুচ্চারিত ভালবাসা ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হল ইত্যাদি। আরো লেখা আছে ক্যাথরিনের প্রতি তার স্নেহ, ভালবাসা ও মমতার কথা, পারকার পরিবারের প্রতি তার শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির কথা। ক্যাথরিন তাকে দিয়েছে অনেক প্রেরণা, ক্যাথরিন তাকে দিয়েছে এক দুর্বিসহ নিঃসঙ্গতার যন্ত্রনা থেকে মুক্তি। তার কাছ থেকে অনুপম পেয়েছে এক নতুন জীবনের স্বাদ, বাঁচার উল্লাস আর ভালবাসার পবিত্র শপথ। ডাইরীতে আরো লেখা আছে তার অকারণ অভিমানগুলোর কথা, ক্যাথরিনকে অনিচ্ছাকৃত আঘাত দেওয়ার কথা, তার

অনুশোচনার কথা ও সর্বোপরি তার বর্তমান দুঃসহ জীবনযাপন ও বিরহ বেদনার কথা।

ডাইরীর শেষ পাতায় লেখা আছে—

"ক্যাথরিন, আমি জানি যে তুমি এক গভীর অভিমান নিয়ে দূরে সরে আছ। জোর করে কিছু পাওয়া যায় না, তাই জোর করে সিপাই লাগিয়ে তোমাকে ফিরিয়ে আনতে চাই না। যে পাখী একবার নীড়ের স্বাদ পেয়েছে, বিভ্রান্ত হয়ে সে যতই আকাশে ঘুরুক না কেন, সে সেই নিশ্চিন্ত শান্তির নীড়ে আবার ফিরে আসতে চাইবে। আমার প্রতীক্ষা তারই জন্য। তাইত খোলা বাতায়নে বসে বসে সেই অসীম আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি কখন সেই ক্লান্ত বলাকা ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে ঢুকে পড়বে আমার ঘরে।"

ক্যাথরিন বার বার পড়ে ডাইরীর পাতাগুলো। তার চোখের জলে ভিজে যায় অক্ষরগুলো। চোখ বন্ধ করে কিছু আর না ভাবার চেষ্টা করে। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সে। যখন ঘুম ভাঙে তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে চারিদিক। পা দুটো তার টলছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। আস্তে আস্তে সে ঘরের পর্দাগুলো আবার টেনে বন্ধ করে দেয় ও ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। ডাইরী থেকে সে উদ্ধার করে অনুপমের ঠিকানা। সোফায় বসে বসে সে এক দীর্ঘ চিঠি লেখে অনুপমকে। চিঠির পাতাগুলো ভাঁজ করে সে ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে ও বাড়ী থেকে বেড়িয়ে পড়ে। ক্যাথরিন লিয়নকে বলে এসেছে যে আজ রাতে সে তার মায়ের কাছে থাকবে। তার মায়ের স্ট্রোকের পর তিনি ক্যারল ও মরিসের সঙ্গেই থাকেন। আজ যেন খুব বেশী করে তার মা ও বোনকে দেখতে ইচ্ছে করছে ক্যাথরিনের। তার মা আজ নির্বাক, শরীরের বাঁ দিকটা তার অসাড় হয়ে গেছে, অর্ধমৃত অবস্থার মধ্যে কোনরকমে বেঁচে আছেন। ক্যারল তাঁকে দেখাশোনা করে। একদিন যে ক্যারল যৌবনের চঞ্চলতায় সর্বদাই মুখর ছিল, আজ সে সংসারের চাপে রুগ্না মা ও সন্তানের সেবায় নিজেকে একাগ্র-ভাবে সমর্পণ করেছে। ক্যারলের এই পরিবর্তন সত্যিই দেখার মত। একদিকে মা ও অন্যদিকে সন্তান এই দুই ভূমিকা সে নিষ্ঠার সঙ্গে করে চলেছে। ক্যারলের ছেলের বয়সও প্রায় চার বছর। নাম তার সাইমন। সারাদিন সে দুষ্টুমি করে বেড়ায় ও বারবার প্রশ্ন করে ঠাকুমা কেন কথা বলে না।

সাইমনকে নিয়েই বেশীর ভাগ সময় কেটে যায় ক্যারলের। সাইমনই তার মধ্যে জন্ম দিয়েছে সুন্দর এক মাতৃত্ববোধ আর তার মাকে সেবা করার একনিষ্ঠ ব্রত। মরিসও ক্যারলকে দিয়েছে অনেক আস্থা, অনেক সাহস আর সহানুভূতি। তবে মাঝে মাঝেই তাকে লরী নিয়ে চলে যেতে হয় দেশের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে।

রাত প্রায় আটটা নাগাদ ক্যাথরিন এসে হাজির হল তার মায়ের বাড়ীতে। ক্যারল দরজা খুলে দিতেই দুই বোন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। তারপর দিদির হাত ধরে টানতে টানতে ক্যারল ক্যাথরিনকে তার মায়ের কাছে নিয়ে গেল। ক্যাথরিন তার মায়ের গালে চুমু খেয়ে মায়ের পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হাতটা ধরে খাটের এক কোনে বসে পডলো। ক্যাথরিনের মায়ের ভাষাহীন ঠোঁটে একটু খানি হাসির রেখা দেখা গেল। মনে হল তিনি চিনতে পেরেছেন ক্যাথরিনকে।

ক্যাথরিন তার মায়ের মাথায় হাত বোলাতে বলতে থাকে, "কতদিন তোমাকে দেখিনি মা।"

মায়ের এই বাকহীন অবস্থা দেখে ক্যাথরিনের চোখে জল আসে। মরিস তখন বাড়ীতে ছিল না। সাইমনও ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাইরের ঘরে বসে দুই বোন অনেকক্ষণ গল্প করলো। ক্যাথরিনের সব কথা শুনলো ক্যারল। ক্যারলও ভীষণ দুঃখ পেল ক্যাথরিনের মর্মান্তিক কাহিনী শুনে।

রাত্রে তার মার ঘরটা একটু পরিষ্কার করে রাখতে গিয়ে চোখে পড়ল মায়ের সেই ব্যাগটা যেটা সে তার মাকে উপহার দিয়েছিল একসময় তার জন্মদিনে। ব্যাগটা খুলে ব্যাগের ভেতরে প্রয়োজনীয় ছোট খাট জিনিষগুলো গুছিয়ে রাখতে গিয়ে ক্যাথরিন উদ্ধার করল নিজের সেই চিঠিটা যেটা সে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার আগে অনুপমকে লিখেছিল ও কফি টেবিলে রেখে এসেছিল, যাতে কলকাতা থেকে ফিরে এসে অনুপম সে চিঠিটা পায়। চিঠি পেয়ে খুবই অবাক হল সে। কিছুতেই বুঝতে পারেনা সে কেমন করে এই চিঠিটা এল তার মায়ের ব্যাগে। অনুপম তাহলে সে চিঠি পায়নি? ক্যাথরিন চিঠিটা খুলে তার মার চোখের সামনে তুলে ধরল, কিন্তু তার মা কিছুই বুঝতে পারল না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকল চিঠির দিকে। ক্যাথরিন হতাশায় ও বেদনায় যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। দ্রুত এক নৈরাশ্য ও বিষন্নতা তাকে আচ্ছন্ন করে তুললো। নিজেকে খুব দোষী মনে হচ্ছে তার।

নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকে সে। এক তীব্র যন্ত্রণা আর অপরাধ বোধ তাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে। কিছুতেই সে নিজেকে শান্ত করতে পারছে না। একটু শান্তির জন্যে সে ছটফট করে মরছে। এক মারাত্মক ভুলের মাশুল মাথায় নিয়ে বিপন্ন হৃদয়ে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। এই জীবনের কোনও মানে নেই এখন তার কাছে।

অর্থহীন এই জীবন তার কাছে এখন এক অভিশাপের মতো। এই জীবনে আর কোন রস নেই, গন্ধ নেই, ছন্দ নেই। এই জীবন যেন শীতে পাতা ঝরা এক শীর্ণ গাছের মতো নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত বহন করছে। এ জীবন থেমে যাওয়া নদীর মত এক ধূসর প্রান্তরে যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। এ জীবন যেন এক ধূসর পাণ্ডুলিপি, যেখানে তার জীবনের বেদনার স্বরলিপিই শুধু লেখা হয়েছে। এই দুঃসহ জীবনের যন্ত্রণা থেকে সে মুক্তি চায়। এই ভুলে-ভরা জীবন তাকে এক চরম ব্যর্থতার মধ্যে নিয়ে গেছে। একদিকে অনুপমের এক পবিত্র ভালবাসার প্রতীক্ষা, অন্য দিকে লিয়নের নতুন এক জীবনের অঙ্গীকার—। কোন পথে সে হাত বাড়াবে ? সে বিভ্রান্ত। সে বিপন্ন। সে তার এই দ্বন্দ্বের কোনও সমাধান করতে পারেনা। তবে কি জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়াই যন্ত্রণা মুক্তির একমাত্র পথ ? চোখে ঘুম আসেনা তার। ভগ্ন হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে ডুকরে কেঁদে ওঠে।

রাত প্রায় তিনটে হবে। ক্যাথরিন বাইরের বাগানে ঘুরে বেড়ায়। বাইরে তখন প্রচণ্ড শীত। ঝির ঝির করে বরফ পড়ছে। কিছুক্ষন বাদে ঘরে ফিরে আসে আবার। ভোর হতেই সে অনুপমকে লেখা চিঠিটা ডাকে দিতে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ে। চিঠিটা ডাকে দিয়ে সে একটা খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে বেড়ায়। কিছুক্ষন বাদে সে ফোন করে লিয়নকে। জানায় যে, অনুপম বর্তমানে বাড়ীতে না থাকার জন্য তাকে দুচারদিন চেষ্টার ফিল্ডে থাকতে হবে। তাছাড়া বহুদিন সে তার মার তাছে আসেনি। সে কিছুদিন তার মার কাছে থাকতে চায়। কিন্তু নীলাকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না। তাই সে লিয়নকে অনুরোধ করে নীলাকে তার কাছে রেখে যেতে। লিয়নও ভাবে, তাদের এনগেজমেন্ট পার্টির আগে ক্যাথরিনের কিছুদিন মার কাছে থাকাই ভাল। পরের দিনই লিয়ন চলে আসে বেলপারে ক্যাথরিন এর কাছে। নীলাকে পেয়ে খুসী হয় ক্যাথ।

নীলা ও সাইমন বেশ খেলায় মত্ত। সারা দিন তারা খেলে বেড়ায়, ছোটাছুটি করে। লিয়ন ক্যারলকে নিমন্ত্রণ করে তাদের এনগেজমেণ্ট পার্টিতে। নীলাকে রেখে লিয়ন ফিরে ইনভারনেসে।

এক তীব্র আশঙ্কায় ক্যাথরিনের ঘুম হয় না রাতে। দেহে যেন তার কোন বল নেই মনটা ক্রমশঃই অশান্ত হয়ে উঠছে। তার জীবনে উৎসাহ, উদ্দীপনা যেন থেমে গেছে। শুধু নৈরাশ্য আর ব্যর্থতায় ভারাক্রান্ত হয়ে আছে তার মন।

বেশ কয়েকদিন হয়ে গেছে। স্থানীয় পারিবারিক ডাক্তারকে গিয়ে সে তার বর্তমান বিমর্ষতা ও নিদ্রাহীনতার জন্য কিছু ওষুধ দিতে অনুরোধ করে। ডাক্তার ছেলে বেলা থেকেই এই পরিবারের সকলকেই জানেন। ক্যাথরিনকে রাত্রে খাবার জন্য ঘুমের ওষুধ দেন। ক্যাথরিন ঘুমের ওষুধ খেতে শুরু করে, কিন্তু তার তীব্র মানসিক অস্থিরতার জন্য ঘুমোতে পারে না। কিছুদিন বাদে লিয়ন ফোন করে ও ক্যাথরিনকে বলে যে তাদের এনগেজমেণ্ট-পার্টির সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এডিনবরা থেকে সে নিজের স্যুট ও ক্যাথরিনের জন্য দামী পোষাক কিনে এনেছে। বাড়ীর সব কার্পেট, পরদা পাল্টে ফেলেছে। বাড়ীর ভিতরে প্রতি ঘর রং বে-রঙের ওয়াল পেপার দিয়ে সাজানো হয়েছে। শুধু কটা দিন বাকী। তার জন্য সে এক নিবিড় প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করছে। লিয়ন ডিভোর্স পেপারে সই করার কথা জিজ্ঞেস করলে ক্যাথরিন বলে—"তুমি কিছু ভেবোনা, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সেদিন ছিল ২৩শে ডিসেম্বর। প্রচণ্ড তুষার পাত হচ্ছে সমস্ত দেশে। অবিরাম বরফ পড়ে চলেছে। রাস্তা-ঘাট কয়েক ফুট বরফের নীচে ঢাকা পড়ে গেছে। ট্রেন চলাচল অনেক জায়গায় বন্ধ হয়ে গেছে। গাড়ী চালানোও বেশ বিপজ্জনক। সারাদিন, সারা রাত ঝির ঝির করে বরফ পড়ছে। শীতও পড়ছে প্রচণ্ড। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে ট্রেন চলাচল বন্ধ শুনে লিয়ন উৎকণ্ঠার সঙ্গে সকাল সাতটায় ফোন করে ক্যাথরিনকে। আজকের সকালের ট্রেনেই ক্যাথরিনের ইনভারনেস ফিরে যাওয়ার কথা। আগামীকাল তাদের এনগেজমেণ্ট-পার্টি। ক্যারল ফোনটা ধরে ও দু'এক মিনিট লিয়নের সঙ্গে কথা বলে এবং লিয়নকে ফোনটা ধরে থাকতে অনুরোধ করে ক্যাথরিনকে ডাকতে যায়। ক্যাথরিনের ঘরে গিয়ে ক্যারল চিৎকার করে চেঁচিয়ে ওঠে, "দি দি, এ তুই কি করেছিস!"

ক্যাথরিনের প্রায় নিভে-যাওয়া জীবনটা গভীর নিদ্রার মধ্যে এক মৃত্যুর পথে চলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। তার শিথিল শরীরটা লুটিয়ে পড়ে আছে বিছানায়। পাশের টেবিলে শূন্য ঘুমের ওষুধের শিশি এক নীরব সাক্ষী হয়ে আছে। টেবিলে রাখা দুটো চিঠি। প্রথমটা ক্যারলকে লেখা—"আমার আদরের বোন ক্যারল—জীবনের এই তীব্র যন্ত্রনা থেকে অবশেষে মুক্তি পেলাম। নীলাকে ফিরিয়ে দিস অনুপমের কাছে।" ক্যারল দ্বিতীয় চিঠি না পড়েই ফোনটার কাছে ছুটে চলে যায়। ভুলেই যায় যে অপর প্রান্তে লিয়ন অপেক্ষা করছে ক্যাথরিনের জন্য। ক্যারল অ্যামবুলেন্স্ ডাকে। ছুটে যায় প্রতিবেশীর কাছে। জড়ো হয়ে যায় দুচার জন। সাইমনকে আর নীলাকে পাশের বাড়ীর প্রতিবেশীর কাছে দিয়ে আসে ক্যারল। ইতিমধ্যে এ্যামবুলেন্স্ এসে যায় ও মৃতপ্রায় ক্যাথরিনকে অচৈতন্য অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যায়। ক্যারলও সঙ্গে যায়। হাসপাতালে স্টমাক ওয়াস দেওয়া হয়। স্যালাইন ড্রিপ চলছে। ভেনটিলেটরে রাখা হয়েছে তাকে। সমস্ত শরীরটা তার শিথিল হয়ে গেছে। মুখটা অত্যন্ত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। বাঁচবার আশা নেই বললেই হয়। ভেনটিলেটারে থাকার জন্যই বুকটা ওঠা নামা করছে। স্বাভাবিক জীবন শক্তি ফুরিয়ে এসেছে। কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যই এখনও বেঁচে আছে সে। ক্যাথরিন মৃত্যুর হিম শীতল গহন অন্ধকারের মধ্যে ক্রমশঃ তলিয়ে যাচ্ছে। এক অচৈতন্য সত্তার মধ্যে নিঃসীম শূন্যতার ভেতরে এক মৃত্যুপথযাত্রী ক্লান্ত পাখী ডানা ঝাপটাতে চলে যাচ্ছে নিসর্গের শান্তির সন্ধানে। আজ সে জীবনের সব ব্যর্থতা এবং হতাশা থেকে মুক্ত। আজ আর তার মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নেই। আজ আর তার মধ্যে কোন অস্থিরতা নেই।

কয়েকদিন আগে সৌদীর রিয়াদে অনুপমের হাতে এসে গেল ক্যাথরিনের লেখা চিঠি। অনুপম অবাক বিস্ময়ে পড়তে শুরু করে সেই চিঠি। প্রায় দিন দশেক আগে চিঠিটা লেখা হয়েছে। আজ ২৩শে ডিসেম্বর। আজই সকালে এসেছে এই চিঠি। ক্রিসমাসের আগে চিঠি আসতে বেশ সময় লাগে, অনুপম তা জানে। চিঠিটা নিয়ে অনুপম হাসপাতালে নিজের কামরায় চলে যায় ও মনযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করে। চিঠিতে লেখা আছে—

প্রিয় অনুপম,

জানি, আমি ক্ষমার অযোগ্য; তাই ভয় হয় ক্ষমা চাইতে। আমাদের উভয়ের আত্মাভিমান আজকে আমাদের দুজনকে কত দূরে সরিয়ে

রেখেছে, বলতো? আমার তীব্র অভিমান আর স্পর্শকাতর মন বার বার আঘাত পেয়েছে তোমার বাইরের আচরনে। তোমার অজান্তে তোমার ব্যবহারে ফুটে উঠেছিল আমার প্রতি অবহেলার ইঙ্গিত। আমার এই অব্যক্ত বেদনা ক্রমশঃ টেনে নিয়ে গেছে আমাকে ভুল পথে। বার বারই মনে হয়েছে আমি তোমার অযোগ্যা। আমি তোমাকে তোমার আকাঙ্খিত সব কিছু দিতে পারিনি। অনেক বার মনে হয়েছে, হয়ত তোমার মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে মিলিকে নিয়ে। তোমার প্রেমের অঢেল ঐশ্বর্য্য উজার করে দিয়েছো আমাকে, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভাণ্ডারে তার স্থান হয়নি। ধর্ম নিয়ে, বর্ণ নিয়ে, জাতি নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনদিন কোনও বিবাদ হয়নি, তবে কি কারণে আমাদের এই বিচ্ছেদ? আমি জানি, আমিই দায়ী এর জন্য। মানুষের মন বড় বিচিত্র। অনেক সময়ই আমরা আমাদের মনের কথা জানিনা। অন্তরের মধ্যেও একটা অন্তর থাকে, আর সেই অন্তরে অবদমিত হয়ে থাকে আমাদের কত চিন্তা-ভাবনা, যা একদিন মাথাচাড়া দেয় আমাদের সচেতন সত্তার মধ্যে। তখনই শুরু হয়ে যায় এক দ্বন্দ্ব। আমার মধ্যেও তাই ঘটেছে। আমার মধ্যেও তোলপাড় করেছে এক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব, এক সত্য-অসত্যের বিবাদ আর ঠিক-বেঠিকের লড়াই। কখনও কখনও আমার বিবেক হয়েছে বিপন্ন। আলেয়ার মতো ছুটে গেছি অজানা রহস্যের ইঙ্গিতে। আমি হারিয়ে ফেলেছি আমার বিচার বুদ্ধি ও বিবেককে। এক তীব্র অস্থিরতায় আমি ছটফট করেছি। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য আমি মদ খাওয়া শুরু করেছি। আমার সুস্থ বোধগুলি ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলেছি। তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছি, মদ খেয়ে মাতাল হয়েছি, দ্বিচারিনী হয়েছি। এর চেয়ে বড় অধঃপতন নারীর জীবনে আর কি থাকতে পারে। আমি জানি, আমি ক্ষমার অযোগ্য। তুমি আমাকে কখনও ক্ষমা করবে না যখন জানবে যে আমি একটা সত্যকে তোমার কাছে গোপন করে রেখেছি। আজ নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছে এই সত্য গোপনের জন্য। আমি মিথ্যাবাদী, আমি প্রতারক আমি দ্বিচারিনী। কিন্তু বিশ্বাস কর অন্তু, আমি বাঁচতে চেয়ে ছিলাম তোমার দেখানো পথের মধ্য দিয়ে, আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম মনুষ্যত্বের সেই মমত্ব বোধ নিয়ে, বাঁচতে চেয়েছিলাম ওঙ্কার সাধনার সেই সৌন্দর্য্য বোধের মধ্য দিয়ে। তোমার দেখানো সেই জীবন দেবতাকে বারবার বলেছি—হে অন্তরযামী।

আমাকে শান্ত কর, আমাকে মুক্ত কর। মুছে দাও আমার সব গ্লানি, সব নীচতা, সব ভ্রান্তি। আমাকে আবার নির্মল হতে দাও, আমাকে আবার পবিত্র হতে দাও, আমি আবার বিকশিত হতে চাই।

তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে কিনা, জানি না। ক্যারলের কাছে রেখে গেলাম তোমার জন্য একটা সুন্দর উপহার। এক পবিত্রতম উপহার। এর চেয়ে বড় উপহার তোমাকে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। সেটাকে গ্রহণ না করে তুমি পারবেনা। সেই উপহারের মধ্যেই তুমি পাবে, আমার লুকিয়ে রাখা সেই সত্যকে। পারলে ক্ষমা কোরো।

ইতি

ক্যাথরিন

চিঠি শেষ হতেই অনুপম ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। এক গভীর দুশ্চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ক্যাথরিনের জন্য ভীষণ চিন্তা হচ্ছে আর তার মধ্যে জেগেছে এক তীব্র অনুসন্ধিৎসা আর উৎকণ্ঠা—সেই অজানা লুকোনো সত্যকে জানবার জন্য। অনুপম ফোন করে নানা জায়গায়। ইংলণ্ডে তার বাড়িতে, ক্যাথরিনের মার বাড়ীতে, হাসপাতালে। ক্যাথরিনের মার বাড়িতে ফোন বেজে যাচ্ছে কিন্তু কেউ উত্তর দিচ্ছে না। কেই বা উত্তর দেবে, মিসেস পারকার বাকশক্তিহীন, আর ক্যারল গেছে হাসপাতালে ক্যাথের সঙ্গে। অগত্যা অনুপম রিয়াদ থেকে সেই দিনই বিকেলের ফ্লাইটে হিথরো চলে আসে ও সোজা একটা ট্যাক্সি নিয়ে বেলপারে মিসেস পারকারের বাড়ীতে এসে হাজির হয় প্রায় রাত বারোটা নাগাদ। এক তীব্র অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা নিয়ে সে দরজা ঝাঁকাতে থাকে। ক্যারল দরজা খুলেই অনুপমকে দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। বলে মৃত্যু পথযাত্রী তার দিদি ক্যাথরিনের কথা। বাইরে তখনও ট্যাক্সিটা অপেক্ষা করছিল। ক্যারল ও অনুপম সেই ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে যায় হাসপাতালে। মরিস রয়েছে বাড়ীতে, তাই বাচ্চাদের ফেলে সে চলে যেতে পারল। রাত প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ অনুপম ও ক্যারল হাজির হল হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। ক্যাথরিনের সামনে এসে দাঁড়ায় অনুপম। ক্যাথরিনের মুখটা ভীষণ ফ্যাকাশে ও বিবর্ণ লাগছে। গোলাপী ঠোঁট দুটো শুকিয়ে যাওয়া পাপড়ির মত নিস্তেজ হয়ে আছে। হরিণের মত দুটো চোখ বন্ধ। এই বিবর্ণ মুখে কিসের এক

বেদনা লুকিয়ে আছে, অনুপম তা বেশ অনুভব করে। একটা চেয়ার টেনে বিছানায় পাশে বসে অনুপম। ক্যাথরিনের মাথায় হাত রাখে ও একটা হাত তার নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে রাখে। ক্যাথরিনের আঙ্গুলে এখনও অনুপমের দেওয়া বিয়ের হীরার আংটিটা রয়েছে। ক্যাথরিনের নিঃশ্বাস প্রবাহ ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছে। এক মুহূর্তের জন্য ক্যাথরিন একবার চোখ মেলে তাকালো অনুপমের দিকে আর তার পরই সব শেষ হয়ে গেল। ক্যাথরিনের তার জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে এই পৃথিবীর সব মায়া কাটিয়ে চলে গেল মহাস্তব্ধ মৃত্যুর রথে করে স্বর্গের শান্তির শ্রীনিকেতনে।

ওয়ার্ড সিসটার এসে ক্যাথরিনের অক্সিজেন ও ড্রিপ বন্ধ করে দিল। সাদা চাদরে তার মুখ ঢেকে দিল। অন্য একজন নার্স এসে বিছানার চারি দিকে পর্দার আড়াল টেনে দিল। সিসটার ক্যারল ও অনুপমকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে অনেক সান্ত্বনা দিতে লাগলো। কান্নায় ভেঙে পড়ল ক্যারল আর অনুপম।

রাত তখন প্রায় একটা বাজে। বাইরে প্রচণ্ড বরফ পড়ছে। রাস্তাঘাট সব বরফে ঢাকা। বাইরে নিঃসীম অন্ধকার। বিশ্রাম ঘরের জানলা খুলতেই একরাশ ঠাণ্ডা কনকনে শীতের হাওয়া ঢুকে পড়ল ঘরে। ঘরের এক কোনে চেয়ারে বসে ক্যারল তখনও গুমড়িয়ে গুমড়িয়ে কাঁদছে। অনুপম একটা সিগারেট ধরালো। খোলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলো বাইরের তুষার ঝরা আকাশের দিকে। রাতের নিঃসীম অন্ধকারে পেঁজা পেঁজা সাদা বরফের অবিরাম ঝর্ণাপ্রবাহ যেন এক অপরূপ রহস্যের রাত্রি করে তুলেছে। এই তুষার পাত যেন প্রকৃতির অশ্রু হয়ে ঝড়ে পড়ছে। আকাশ-বাতাস পৃথিবী যেন বিরাট কিছু হারানোর বেদনায় আজ মর্মাহত। রাত্রির কান্না একাকার হয়ে মিশে যাচ্ছে অনুপমের হৃদয়ের নীরব কান্নার সঙ্গে। এক বিষণ্ন সুর স্মৃতির বেদনা নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে অনুপমের হৃদয়ের অন্তরের গভীর অন্তঃস্থলে। একটা হারানোর মর্মবেদনা অনুপমকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। এক তীব্র অনুশোচনায় অনুপম নিজেকেই অপরাধী বলে মনে করছে।

অনুপম একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে জানলার ধারে চেয়ারে বসে থাকে। তার দু'চোখে টলমল করছে অশ্রু। না-পাওয়ার বেদনার চেয়ে পেয়ে হারানোর যন্ত্রণা অনেক বেশী, অনুপম তা এখন মর্মে মর্মে অনুভব

করছে। অনুপমের স্মৃতির পটে বার বার ভেসে উঠছে ক্যাথরিনের মুখটা! ক্যাথরিন একদিন তার আঁধার ঘরে প্রদীপ জ্বেলেছিল, তার শূন্য হৃদয়কে পূর্ণ করেছিল আর নীড় সাজাবার স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল। ক্যাথরিন শপথ নিয়েছিল যে জীবনের চলার পথে একই ছন্দে সে চলবে অনুপমের সঙ্গে, সুখ দুঃখের সমভাগী হবে তার সঙ্গে। তবে সে স্বার্থপরের মত অনুপমকে এক বিষন্ন শূন্যতার মধ্যে রেখে চলে গেল কেন? অনুপমের মনে নানা প্রশ্ন জাগে। অবিরাম অশ্রুপাতে সিক্ত হয় অনুপম। আজ সে রিক্ত। আজ সে শূন্য।

বিশ্রাম ঘরেই রাত কেটে যায়। ভোর ছটায় অনুপম ও ক্যারল হাসপাতাল থেকে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবদের ক্যাথরিনের মৃত্যু সংবাদ জানায়। পোস্ট মর্টেমের জন্য ক্যাথরিনের মরদেহকে নিয়ে যাওয়া হবে। সকালবেলা প্যাথলজিস্ট ক্যাথরিনের শরীর চিড়বে ও স্টমাক ওয়াস নিয়ে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করবে মৃত্যুর কারণ নির্দ্ধারণ করার জন্য।

বাইরে তখনও ঝির ঝির করে বরফ পড়ছে। অনুপম ও ক্যারল রাস্তায় বের হয় ট্যাক্সির খোঁজে। অবশেষে একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায়।

ট্যাক্সিতে যেতে যেতে ক্যারল অনুপমকে বলে—"আমি জানি আমার দিদি তোমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছে, তোমাকে ভুল বুঝেছে, তোমার প্রতি অবিচার করেছে। কিন্তু বিশ্বাস কর অনুপম, আমার দিদি তোমাকেই একমাত্র ভালবাসতো। তোমার প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। দিদি গর্বিত ছিল তোমার স্ত্রী বলে। তবে দিদি ছিল ভীষণ অভিমানী। তুমি ভেবোনা, দিদি শুধু তোমার সঙ্গে প্রতারণাই করেছে, দিদি তোমার জন্য রেখে গেছে একটা অপূর্ব উপহার। বাড়ী গিয়ে সেটা তোমাকে দেবো। দিদিকে হারানোর বিরাট বেদনার মধ্যে ঐ উপহার তোমাকে নিশ্চয় দেবে অনেক সান্ত্বনা।"

অনুপম অতো দুঃখের মধ্যেও বিস্মিত কণ্ঠে বলে, "কি সেই উপহার, ক্যারল?"

"চল, বাড়ি চল, গিয়েই দেখতে পাবে।"

ট্যাক্সি এসে থামে বাড়ীর সামনে। ওরা দুজনে বাড়ীতে ঢোকে। বাইরে ঘরের জানলার সামনেই খানিকটা খোলা মাঠ। মাঠটা সাদা বরফে ঢেকে

আছে। ঝিরঝির করে বরফ পড়ছে। আকাশের পূর্বকোন থেকে অল্প অল্প স্তিমিত আলো আসছে। একদল পাখী বরফের মধ্যেই কিচির মিচির করছে। তিন বছরের মেয়ে নীলা একটা রঙীন বেলুন নিয়ে মাঠের মধ্যে ছোটাছুটি করে খেলছে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে নীলাকে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কালো চুল, নীল চোখ, গোলাপের মত দুটো ঠোঁট, মসৃন গাল, অবিকল ছেলেবেলার ক্যাথরিন।

ক্যারল অনুপমকে বলে—"এই হল তোমার উপহার—দিদি রেখে গেছে তোমার জন্য। নীলা তোমারই মেয়ে। তুমি তার পিতা।"

স্তম্ভিত অনুপম প্রথমে কয়েক মিনিট কোনো কথা বলতে পারে না। তারপর কোনোরকম একটু সামলে বলে, "কি বলছ ক্যারল, আমি বিশ্বাস করতে পারছিনা।"

ক্যারল বলে—"সত্যি বলছি অনুপম, নীলা তোমারই সৃষ্টি। নীলার শরীরে বইছে তোমারই রক্ত। নীলার চোখদুটো ঠিক তোমারই মতন।"

অনুপম এক বিচিত্র আনন্দ ও বেদনার মিশ্রিত অনুভূতিতে আপ্লুত হয়ে যায়। সে ছুটে চলে যায় বাগানে। দূর থেকে ডাকে নীলাকে—।

নীলা অনুপমের খুব কাছে এসে দাঁড়ায়। অনুপম খুব নিরীক্ষণ করে নীলার মুখের দিকে তাকিয়ে। চুলের রংটা আর চোখ দুটো নীলা পেয়েছে তার বাবার মতন। বাকী সব কিছু অবিকল যেন ক্যাথরিনের মতো। সেই মুখ, সেই মুখের আদল, সেই গাল, সেই কপাল। বড় হলে নীলা ক্যাথরিনের মতই অবিকল দেখতে হবে। নীলাও খুব সুন্দরী হবে।

নীলা বলে—"কে তুমি? তুমি আমার নাম জানলে কেমন করে?"

অনুপম বলে—"তোমার মার কাছ থেকে জেনেছি।"

নীলা বলে—"তুমি চেনো আমার মা-কে?"

অনুপম এবার নীলার ছোট্ট দুটি হাত ধরে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে বরফের ওপর তারপর বলে—"তোমার মাকে আমি খুব ভাল করে চিনি, নীলা।"

নীলা এবার শিশু সুলভ ঔৎসুক্য নিয়ে জিজ্ঞেস করে—"তুমি আমাকে আমার মায়ের কাছে নিয়ে যাবে?"

অনুপম এবার নীলাকে বুকে টেনে নেয় ও বলে—"তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাইলে নিশ্চয় নিয়ে যাব।"

নীলা আবার জিজ্ঞেস করে—"কোথায় আমার মা আছে? কোথায় আমরা যাব?"

অনুপম বলে—"অনেক দূরে আছে তোমার মা। আমাদেরও যেতে হবে অনেক দূরে। আমি খুঁজতে যাব তোমার মাকে।"

নীলা বলে—"কেন আমার মা কি হারিয়ে গেছে? তুমি কে যে আমার মাকে আনতে যাবে?"

অনুপম দুহাতে নীলার মুখটা তুলে ধরে বলে—"আমি তোমার বাবা। তাইতো আমি তোমাকে নিয়ে মাকে খুঁজতে যাব।"

নীলা এবার অনুপমের হাত দুটো সরিয়ে দিয়ে একটু দূরে চলে যায় ও বলে—"তুমি তো কালো, তুমি আমার বাবা কেমন করে হবে? আমার বাবা তো লিয়ন।"

অনুপম বলে—'না, নীলা, লিয়ন তোমার বাবা নয়, লিয়ন তোমার মায়ের বন্ধু।"

নীলা বলে—"আমার মা খুব দুষ্টু। কোন দিন বলেনি আমাকে যে তুমি আমার বাবা। দেখা হলে মাকে তুমি বকে দেবে?"

অনুপম বলে—"নিশ্চয় দেবো নীলা। দেখা হলে ভীষণ বকে দেবো।"

অনুপম নীলাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে। নীলা বলে "তুমি কেঁদোনা, আমি তোমার সঙ্গে যাব সেই তেপান্তরের দেশে মাকে খুঁজে আনতে।"

আজ ২৫শে ডিসেম্বর। ক্রিশমাস দিবস। সমস্ত দেশ এই মহান উৎসবে মুখর। প্রতি বাড়ীতে ক্রিশমাস ট্রি সাজানো হয়েছে। ট্রির নিচে জমা হচ্ছে অফুরন্ত উপহার। প্রীতি ও শুভেচ্ছার কার্ডে ঘরের দেওয়াল ভরে উঠছে। শেরী, স্যামপেন ও অন্যান্য পানীয় ঢালা হচ্ছে গেলাসে গেলাসে। নৈশ ভোজের জন্য অপেক্ষা করছে অনেক মানুষ। আনন্দের ঝর্ণা বয়ে চলেছে ঘরে ঘরে! শুধু আনন্দ নেই আজ পারকার পরিবারে। এক অপ্রত্যাশিত শোকের ছায়া নেমেছে তাদের ঘরে। মৃত্যুর ক্রন্দন উঠছে এই ঘরে। এ বাড়ীর সবাই আজ শোকার্ত। আজকে হবে মৃতা ক্যাথরিনের সমাধি। ক্যারল অনুপমকে বলে—"তোমার কাছে আমার একটা বিনীত অনুরোধ আছে। জানি তুমি হিন্দু। আমার দিদি তোমার স্ত্রী হওয়ার জন্য ধর্মীয় বিচারে সেও হিন্দু। কিন্তু আমার দিদির একটা বিশেষ ইচ্ছার কথা আমাকে

বলেছিল যে মৃত্যুর পর তাকে যেন তার বাবার পাশেই কবরে শায়িত করা হয়। দিদির মনে এই বাসনা ছিল আমি আগে ঘুনাক্ষরেও বুঝতে পারিনি।"

অনুপম বলে—"বেঁচে থাকতেই যার মধ্যে জাতি, ধর্ম ও বর্ণের প্রতি কোনো গোঁড়ামি ছিল না, মৃত্যুর পরে এসবের প্রশ্ন অবাঞ্ছিত। তাছাড়া মৃত্যুর পর কোন জাত-ধর্ম থাকেনা। ক্যাথরিনের বাসনাকেই আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করবো।"

যে কবরখানায় ক্যাথরিনের বাবাকে কবর দেওয়া হয়েছিল সেই খানেই ক্যাথরিনকে কবর দেওয়া হবে। পোস্টমর্টেমের পর ফিউনারাল ডাইরেকটর মৃত দেহ নিয়ে চলে যায় ও সুন্দর একটা কফিনে ক্যাথরিনের মরদেহটাকে রেখে দেয়। সুগন্ধি, ফুল, পাতা ইত্যাদি নিয়ে কফিনটা একটা গাড়ী করে আনা হয় কবর স্থানে। ইতিমধ্যে অনুপম, মরিস, ক্যারল, নীলা ও অন্যান্য আত্মীস্বজন ও বন্ধু-বান্ধব কালো পোষাক পরে অপেক্ষা করছিল। দুপুর তিনটে নাগাদ ভিকার এলেন। অনুপম, মরিস ও অনুপমের দুজন বন্ধু কফিন বহন করে নিয়ে এল কবর স্থানে, যেখানে ইতিমধ্যে গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছে কফিন নামাবার জন্যে। ভিকার মন্ত্রপাঠ করলেন। ঝির ঝির করে বরফ পড়ছে। বিষন্ন আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে সকলে ক্যাথরিনের আত্মার শান্তি কামনা করছে। ধীরে ধীরে কফিনটাকে দড়ি দিয়ে গর্তের মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হল। উপস্থিত সকলে একমুঠো করে মাটি কফিনের ওপর ফেলতে লাগলো। কবরখানায় লোকটি মাটি দিয়ে ঢেকে দিল কফিনটা। সকলে এবার ফুল ছড়িয়ে দিল কফিন ঢাকা মাটির ওপর। অনুপম সবশেষে রেখে দিল একরাশ রক্তের মত লাল কারনিশন ফুলের গুচ্ছ।

ভিকারের মন্ত্র—"আর্থ টু আর্থ, ডাস্ট টু ডাস্ট, এ্যাস টু এ্যাস" ইত্যাদি প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো তুষার ঝরা অসীম আকাশে, হিমেল বাতাসে আর অনুপমের বিষন্ন হৃদয়ের মহা শূন্যতায়।

ধীরে ধীরে কবর-স্থান থেকে বেড়িয়ে আসতে লাগল সকলে। ক্রন্দনরত ক্যারলকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মরিস। নীলার হাতধরে অনুপম শেষবারের মত একবার তাকিয়ে দেখল ক্যাথরিনের কবরের দিকে। অনেক ফুলের মধ্যে রক্তাক্ত কারনেশনগুলো তখনও আগুনের মত জ্বল জ্বল করছে। ক্যাথরিনকে খুশি করার জন্য কতবারই না কারনেশন দিয়ে ঘর সাজিয়েছে অনুপম।

সারাদিন সমাধি নিয়ে ব্যস্ত ছিল অনুপম। রাত্রে ক্যারলদের বাড়ীতে এসে বিছানায় শুয়ে শুয়ে পোস্টমর্টেমের রিপোর্টটা আর একবার চোখ বুলিয়ে নিল। রিপোর্টে লেখা আছে যে, অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে ক্যাথরিন। কেরিডো-রেসপিরেটরি ফেইলিয়োরই তার মৃত্যুর কারণ। তাছাড়া ক্যাথরিন গর্ভবতী ছিল। গর্ভের সময়কাল হবে প্রায় দুমাস। অযাচিত সন্তান গর্ভে আসাও আত্মহত্যার একটা কারণ হতে পারে। ক্যারলকে দেখায় অনুপম রিপোর্টটা। ক্যারল বুঝতে পারে ক্যাথরিনের জরায়ুতে যে ভ্রূণের জন্ম হয়েছিল, তার জন্য লিয়নই দায়ী। লিয়ন ক্যাথরিনকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, সামাজিক মর্যাদা দিতে চেয়েছিল। অনুপম নিজেকে ধিক্কার দেয়। এত বড় অনুশোচনা ও অনুতাপ সে এর আগে কখনও উপলব্ধি করেনি। নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হয় তার। বারবার তার মনে প্রশ্ন আসে—'এই পরিণতির জন্যে কে দায়ী ?"

২৪শে ডিসেম্বর লিয়নের সঙ্গে ক্যাথরিনের এনগেজমেণ্টের কথা ঘোষণা করার কথা ছিল সেদিনকার পার্টিতে। বাববার ফোন করে শেষে লিয়ন জানতে পারে ক্যাথরিন আত্মহত্যা করেছে। লিয়ন এতবড় শোক সহ্য করতে পারেনা। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত! তীব্র কণ্ঠে আর্তনাদ করে লিয়ন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। তাকে মূৰ্ছিত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। লিয়নের মারাত্মক ধরণের হার্ট অ্যাটাক হয়। লিয়নের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। তাছাড়া এক বিরাট সামাজিক বিদ্রূপের কথা ভেবেও সে মর্মাহত হয়। এই লজ্জা অপমান সে কেমন করে ঢাকবে? গত তিন বছরে লিয়নের মার মানসিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছিল ছোট্ট নীলাকে পেয়ে। নাতনির মতো পরম যত্নে বুকে আগলে রেখেছিলেন তাকে! সর্বদাই ছিল তাঁর হাসিমুখ। আজ এই দুঃসংবাদ পেয়ে পরিস্থিতির সম্পূর্ণ বদল হয়ে গেল। তাঁরও প্রচণ্ড মানসিক অবনতি ঘটে। বর্তমানে তিনি বড় রকমের চিত্তভ্রংশতায় ভুগছেন। লিয়নের এনগেজমেণ্ট-পার্টিতে যাওয়ার জন্য সারাদিন ধরে তিনি সেজেগুজে অপেক্ষা করছেন। ক্যাথরিনের আত্মহত্যার খবর ও লিয়নের হার্ট অ্যাটাকের খবর তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। এক অধীর অপেক্ষায় তিনি প্রহর গুনছিলেন সেই আনন্দমুখর উৎসবে

যোগদান করার জন্য। তিনি আজ স্মৃতিভ্রষ্ট। স্বাভাবিক অনুভূতিগুলোও লুপ্ত হয়ে গেছে। তিনি আজ শিশুর মতই সরল। বার বার একে ওকে জিজ্ঞেস করছেন, "ক্যাথ কখন আসবে ? বিয়ে হবে কখন ?"

মাসখানেক বাদে লিয়ন একটু সুস্থ হয়ে তার মাকে নিয়ে ইনভারনেস ছেড়ে চলে যায় আয়ারল্যাণ্ডে। তারপর লিয়নের খবর আর কেউ জানেনা।

সতর

আমাদের আপন সত্তায় যখন শূন্যতা আসে, তখন সেই শূন্যতা যেন আমাদের গ্রাস করে ফেলতে চায়, আর আমরা যখন পূর্ণ হই তখন এক অভিন্নতা থেকে আপনত্ববোধে ফিরে আসি। এই শূন্যতা আর পূর্ণতার মায়ার খেলা চলে জোয়ার-ভাঁটার মতন। আমি কি পেলাম বা কতটা পেলাম অথবা কি হাবালাম বা কতটা হারালাম—বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে একে বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। অন্তত অনুপম খুঁজে পায়না। কোন কবিকে জিজ্ঞেস কবলে সে হয়ত বলবে যে, গভীর বেদনা থেকে যে কবিতার সৃষ্টি হয়, সেটি হয় বেশী মধুব। হারানোর মধ্যে বেদনা আছে কিন্তু সৃষ্টির আনন্দও আছে। তাছাডা স্বেচ্ছাকৃত নৈবাশ্যবাদী কবিরা তো হতাশা নিয়েই থাকতে ভালবাসেন।

দার্শনিক বলবেন হয়ত যে, পার্থিব পাওয়া-না পাওয়ার সুখ-দুঃখ বড় ক্ষণস্থায়ী, তাই আমাদের জীবনচেতনার মধ্য দিয়ে সেই অভিন্নতাপ্রাপ্ত সত্তাকেই খুঁজে পেতে হবে।

ব্রহ্মচাবী বলবেন, ব্রহ্মচর্য্যের মধ্য দিয়েই তুমি দেহ-মন-আত্মার প্রকৃত মুক্তি পাবে।

রাজনৈতিক নেতারা বলবেন—আমাদের যা পাওয়া উচিৎ, না পেলে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে হতে হবে সোচ্চার। কেননা জীবনের আর এক নাম হল সংগ্রাম।

অনুপম মানসিক রোগের চিকিৎসক ও মনস্তাত্বিক, তাই সে মনের অনেক গভীরে চলে যায় এই রহস্যের সন্ধানে। আমাদের মনের বিজন গহনে অবদমিত হয়ে লুকিয়ে আছে এক আদি চেতনা-যার নাম ইদ, আর এই ইদ থেকে অনেক সময় জন্ম নেয় অনেক তাড়না, যা বাস্তবে গ্রহণযোগ্য হয়না। ইগো হল আমাদের চেতনার সেই দিকটা যেটা সর্বদাই আমাদের বাস্তবের সংস্পর্শে নিয়ে আসে ও আমাদের সাধারণ চিন্তা ভাবনাগুলোকে ঠিক পথে ধাবিত করে। সুপার ইগো হল আর একটা চেতনা যা আমাদের বিবেক ও সৎচিন্তাকে জাগ্রত রাখে। এই তিন চেতনার সঠিক সমন্বয় সাধনায়

ফল হয় একটা পরিপূর্ণ মানসিকতা যার মাধ্যমে মানুষ পেতে পারে তার আকাঙ্খিত জীবনকে।

অনুপমও পেতে চেয়েছিল এমন এক সার্থক জীবনকে তার নিষ্ঠা দিয়ে, তার সততা দিয়ে। তবে কেন আজ সবকিছু হারিয়ে সে ফিরে যাচ্ছে কলকাতায়? তবে কেন সে তার বাড়ী, গাড়ী, রোজগার, প্রতিষ্ঠা ও সম্মান কে বিসর্জন দিয়ে ইংলণ্ড ছেড়ে চলে যাচ্ছে?

এয়ার ইনডিয়ার বোইং বিমানে চোখ বন্ধ করে আত্ম বিশ্লেষণে মগ্ন হয়েছিল অনুপম। পাশের আসনে বসেছিল নীলা। নীলার ডাকে অনুপমের ধ্যান ভাঙলো।

নীলা জিজ্ঞেস করে "কলকাতা আসতে আর কত দেরী আছে?"

অনুপম বলে "আমরা একঘণ্টার মধ্যেই কলকাতা পৌঁছে যাব।"

নীলা বলে "আমরা কলকাতায় গিয়েই মাকে খুঁজে পাব?"

অনুপম নীলাকে মিথ্যা আশ্বাস দিতে চায় না, তাই বলে—"তোমার মাকে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। অনেক ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে তোমার মা।"

অবশেষে এয়ার ইণ্ডিয়ার বোয়িং বিমান দমদম বিমান বন্দরে এসে পৌছালো। অনুপম তার মা ও ভাইকে ছাড়া আর কাউকেই জানায়নি তার কলকাতায় ফিরে আসার কথা। ক্যাথরিনের মৃত্যুর প্রায় একমাসের মধ্যেই অনুপম স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সে ভারতে ফিরে যাবে। সৌদীর চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে দিয়েছে। সৌদীতে ফিরে যাবার কোন অর্থ হয়না। তার সংসারে ক্যাথরিনের অনুপস্থিতি জনিত নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্য সে সৌদী গিয়েছিল। এখন তাকে এই নিঃসঙ্গতা নিয়েই থাকতে হবে সারা জীবন। ইংলণ্ডে থাকলে ক্যাথরিনের স্মৃতিগুলো কাঁটার মত বিঁধবে তার বুকের মধ্যে, সে যন্ত্রনা আরো বেশী দুর্বিসহ হবে। যে গভীর বেদনা তার বুকের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে, তাকে কোথাও ফেলে আসা যাবেনা, সে যে তার হৃদয়ে মিশে আছে। তার চেয়ে বরং শান্তিপুরে অন্ততঃ মা ও ভাই এর কাছে সে অনেকটা সান্ত্বনা পাবে।

অনিরুদ্ধ আর তার স্ত্রী সুজাতা এসেছিল দমদমে অনুপমকে ও নীলাকে আনতে। গতবছর সুজাতার প্রথম পুত্র সন্তান হয়। ছেলের নাম সুমন।

বয়স হল এক বছর। অনুপমের মা বাড়ীতে সুমনকে দেখাশোনা করছেন বলে এয়ার পোর্টে আসতে পারেননি। এবারে কলকাতায় আসার মধ্যে কোনই আনন্দ নেই। এ যেন এক পালিয়ে বেড়ানো, এক নিবিড় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার ক্ষণিক প্রচেষ্টা।

এত দুঃখের মধ্যেও নীলাকে পেয়ে রায়চৌধুরী পরিবারকে সবাই অত্যন্ত খুশি হয়েছে। এই বিষন্নতার মধ্যে নীলাই যেন একটু সান্ত্বনা। নীলাই সকলের মুখে এনেছে একটু হাসি, মনে দিয়েছে কিছু আনন্দ। সারা বাড়ী ছুটে ছুটে খেলে বেড়ায় সে। সুমনের সঙ্গেও সে বেশ খেলা করে টেডিবিয়ার নিয়ে। সকলের কোলে কোলে ঘুরে বেড়ায় সে। নীলা কয়েকদিনের মধ্যেই বেশ মানিয়ে নিয়েছে এই নতুন পরিবেশ। তবে সে বাংলা কথা একটুও বুঝতে পারে না।

বালীগঞ্জে ম্যানডেভিলা গার্ডেন্‌-এ একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে অনুপম। দু'সপ্তাহ শান্তিপুরে থেকে অনুপম নীলাকে নিয়ে চলে আসে কলকাতায়। নীলার জন্য ঠিক করেছে একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গভর্নেসকে। কাছাকাছি একটা ইংলিশ মিডিয়াম কিণ্ডার গার্টেনে নীলাকে ভর্তি করিয়েছে অনুপম। ঐ অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রমহিলা নীলাকে স্কুলে নিয়ে যান, স্কুল থেকে বাড়ীতে নিয়ে আসেন ও যতক্ষণ না অনুপম বাড়ী ফেরে নীলার দেখাশোনা করেন।

কলকাতায় অনুপম প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করবে বলে নানান জায়গায় চেম্বার খুঁজে বেড়াচ্ছে। ইতিমধ্যে সে তার পুরানো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছে। কলকাতার বিশিষ্ট মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ মনোজ মিত্র অনুপমের প্রাক্তন শিক্ষক। ডাঃ মিত্র অনুপমকে খুব স্নেহ করতেন ও তাঁর গভীর আস্থা ছিল যে অনুপম খুব বড় ডাক্তার হবে। অনুপম ডাঃ মিত্রের সঙ্গেও দেখা করে এসেছে। ডাঃ মিত্র অনুপমকে কলকাতায় প্র্যাকটিশ করার উপদেশ দিয়েছেন।

অবশেষে রসারোডে একটা চেম্বার পেয়েছে অনুপম। ডাঃ অনুপম রায় চৌধুরী **MRC (Psy)-England,** মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ **Psychiatrist,** শুরু করে দিল প্র্যাকটিশ। চেনা জানা বন্ধুবান্ধব ডাক্তারদের কাছ থেকে কিছু কিছু মানসিক রোগীও আসতে আরম্ভ করেছে। যত ভালই ডাক্তার হোক না, অনুপম জানে পসার জমে উঠতে সময় লাগে। চেম্বার থেকে মাঝে মাঝে বাড়ীতে ফোন করে সে; নীলার সঙ্গে কথা বলে ফোনে।

শরৎকাল। দুর্গাপুজোর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। ইতিমধ্যে কলকাতায় পূজার আমেজ লেগে গেছে। নীল আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে পেঁজা পেঁজা শরতের মেঘ। এই সময় শান্তিপুরের চারিধার ভরে গেছে কাশফুলে। মন্দ মধুর বাতাসে গঙ্গার বুকে ভেসে বেডায় কত পানসী। শিশির ভেজা ঘাসে পড়ে থাকে গুচ্ছ গুচ্ছ শেফালি। হেঁটে বেড়াতে খুব ভাল লাগে মালতীর নিচে আর শুভ্র কাশবনের ভিতবে। মনে পড়ে অনুপমের ছেলেবেলায় সে, অনিরুদ্ধ আর বিপাশা পূজাব সময় তালদিঘির পাশ দিয়ে, ধানের ক্ষেত পেরিয়ে, তেপান্তরের মাঠ ডিঙিয়ে, কাশবন ঠেলে ঠেলে কতদূরে চলে যেত কুমোরপাড়ায় দুর্গাপ্রতিমা দেখতে। ফেরার সময় আঁচল ভর্তি করে বিপাশা কুড়িয়ে নিত চাঁপা আর শিউলি। ঢাকের শব্দে শরতের আকাশ বাতাস আগমনী গাইত শারদলক্ষ্মীকে সম্ভাষণ জানাতে। অনুপম চোখ বন্ধ করে ভাবতে থাকে সেই সব ফেলে আসা দিনগুলোর কথা।

অনুপমেব চমক ভাঙলো দরজায় টোকা মারার একটা শব্দে। কে যেন দরজার বাইরে অপেক্ষা করছে।

অনুপম ভেতর থেকে বলে—"ভেতরে আসুন।"

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো অনুপমের বাল্য বন্ধু ও তাদের পরিবারের অতি পরিচিত শুভানুধ্যায়ী রজত সেন।

অনুপম সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—"রজত, তুই? বোস এখানে। আমার খুব খাবাপ লাগছে রজত যে তোকে খবর দিতে পারিনি, আমি ফিরে এসেছি। আমাকে ক্ষমা করিস।"

রজত একটু লজ্জায় পড়ে যায় ও বলে—"না না অনু, আমি কিছু মনে করিনি। জানি তুই খুবই ব্যস্ত।"

অনুপম বেশ আগ্রহ সহকারে এবার জিজ্ঞেস করে—"মেসোমশাই, মাসিমা আর মিলি—কেমন আছে?"

রজত বলে—"বাবা প্রায় অবসর নিয়েছেন। বাড়ীতে বসে কিছু কিছু কাজ করেন। মার শরীরটা আরো খারাপ হয়েছে। ডায়াবিটিস, বাত, চোখে কম দেখেন, চলা ফেরা করতে পারেন না। ইলেকট্রিক হুইল চেয়ারে বেশীর ভাগ সময় বসে থাকেন।"

অনুপম এবার মিলির কথা জিজ্ঞেস করে। রজত বেশ কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকে।

তারপর বলে—"মিলিকে নিয়েই আমাদের সব থেকে বড় সমস্যা। মিলির জন্য আমরা সবাই খুবই চিন্তিত। মিলি এণ্ডোজেনাস ডিপ্রেশনে ভুগছে। ডাক্তার বলেছেন মিলি ক্রমশঃ ডিপ্রেসিভ ষ্টুপারের দিকে চলে যাচ্ছে। এ্যান্টি-ডিপ্রেশন্ট্ ওষুধেও কোন ফল হচ্ছে না। মিলি খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। রাত্রে ঘুমোয় না। ভোরবেলা অন্ধকার থাকতেই ছাদে গিয়ে পাইচারি করে। কথা বলাও বন্ধ করে দিয়েছে। বাইরের জগতের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। নিজের শরীর ও পোষাকের প্রতি করছে প্রচণ্ড অবহেলা। অন্ধকার ঘরে নির্জনে শুধু বসে বসে কাঁদে। কারো কোন উপদেশ শোনে না। কোন যুক্তি মানে না। সর্বদাই নিজেকে দোষ দেয়। নিজেকে তিরস্কার করে। তার মধ্যে একটা হীনমন্যতা বোধ জন্ম নিয়েছে। শুধু একটা কথাই বার বার বলে—"এ জীবনের কোন অর্থ নেই, এমনিভাবে বেঁচে থাকার মধ্যে কোন সার্থকতা নেই।" মিলি ভীষণ বিমর্ষ। ওর জন্যে আমরা ভীষণ উদ্বিগ্ন। ডাক্তার বলেছে সর্বদাই চোখে চোখে রাখতে, যে কোন সময় একটা অঘটন ঘটাতে পারে। এই সব রোগীদের আত্মহত্যা করার প্রবণতা থাকে খুব বেশী।"

অনুপম গভীর মনযোগ দিয়ে শোনে রজতের কথা। অনুপম জিজ্ঞেস করে—"কে চিকিৎসা করছেন মিলিকে?"

রজত বলে—"ডাঃ মনোজ মিত্র। ওনার কাছ থেকেই জানতে পারলাম যে তুই কলকাতায় ফিরে এসেছিস ও প্রাকটিশ শুরু করেছিস। ডাঃ মিত্র বলেছেন ড্রাগ থেরাপিতে ফল হচ্ছে না। মিলির যে চিকিৎসাটা এখন দরকার সেটা হল—কগনিটিভ থেরাপি। এটা নাকি এক বিশেষ ধরণের সাইকোথেরাপি। সব সাইকিয়াট্রিসট্রা করতে পারে না। ডাঃ মিত্র বলেছেন, তুই নাকি এই থেরাপিতে পারদর্শী ও বিলেতে নাকি তুই অনেক রোগীকে ভাল করেছিস এই চিকিৎসার মাধ্যমে।" রজত এবার একটু চুপ করে থেকে উঠে আসে অনুপমের কাছে।

অনুপমের একটা হাত ধরে বলে—"ভাই অনু, আজ তোর কাছে একটা ভিক্ষে চাইতে এসেছি। তুই ভাই মিলির চিকিৎসার ভারটা নে। তোর ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস। মৃত্যুর হাত থেকে মিলিকে বাঁচাতেই হবে। আমার ধারণা, তুই আমার আদরের বোনটাকে বাঁচাতে পারবি। তুই নিবি ভাই এই চিকিৎসার দায়িত্ব?" রজতের চোখে জল, কণ্ঠ তার বিগলিত।

অনুপম দুহাতে রজতের দুই কাঁধ চেপে ধরে ও বলে—"আমি কথা দিলাম। আমি সাধ্যমত চেষ্টা করবো। তবে এটা তোর ভিক্ষা নয় রজত, আমার কাছে এটা তোর দাবী।" এর পর বেশ কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। অনুপম সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দেয় রজতের দিকে। লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিতে গিয়ে অনুপম লক্ষ্য করে রজতের চোখে জল।

রজত বলে—"তাহলে মিলিকে কবে তোর চেম্বারে নিয়ে আসব?"

অনুপম বলে—"তুই পাগল হয়েছিস নাকি? মিলিকে কেন চেম্বারে আসতে হবে? আমি আগামী কালই তোদের বাড়ী যাব। মাসিমা, মেসোমশাই জানেন ক্যাথরিনের কথা—আমার কপালে কি ঘটেছে?"

রজত বলে—"হ্যাঁ।"

আজকে আর কোনো রোগীর এ্যাপয়েন্টমেণ্ট নেই। তাই অনুপম চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। রজত তার পুরানো অ্যামবাসাডারটা নিয়ে অনুপমকে নামিয়ে দেয় ওর বাড়ীতে।

পরের দিন সন্ধ্যায় নীলাকে নিয়ে অনুপম রজতদের বাড়ী গেল। নীলাকে দেখে রজতের বাবা-মা খুব খুশী হলেন। বেশ কিছুক্ষণ ওনাদের সঙ্গে কথা বলার পর রজত অনুপমকে নিয়ে মিলির ঘরে গেল। মিলি একটা বেতের চেয়ারে মুখ নিচু করে বসেছিল। তার রুক্ষ খোলা চুলগুলো সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে মুখের অনেকটা অংশ ঢেকে দিয়েছে। পরণে তার আধ ময়লা সাদা শাড়ী। হাতে বা কানে কোনও অলঙ্কার নেই।

রজত মিলির নাম ধরে ডাকলো—"মিলি।"

কোন উত্তর দেয়না মিলি।

রজত বলে—"চেয়ে ছাখ মিলি কে এসেছে!"

এবারও নিরুত্তর মিলি।

রজত আবার বলে—"মিলি অনুপম এসেছে বিলেত থেকে, তোকে দেখতে।" তবু নির্বাক হয়ে থাকে মিলি। মুখ নিচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে। অনুপম এবার মিলির খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ায় ও বলে "তুমি কথা বলবে না আমার সঙ্গে মিলি?"

মিলি এবার ধীরে ধীরে মুখ তুলে চাইল অনুপমের মুখের দিকে। একি শ্রী হয়েছে মিলির? মিলির চোখ দুটো বসে গেছে। চোখের কোলে কালি

জমেছে। মুখের ওপরেও যেন কেউ কালিমা লেপন করেছে। মুখশ্রীতে জমা হয়ে আছে এক অস্ফুট বিষণ্নতা। তার ক্লান্ত মুখে কোনও ভাষা নেই, কোনও আবেগ নেই কোনও উচ্ছ্বাস নেই। নিথর মূর্তির মতো এক সকরুণ বিহ্বলতায় উদাস চোখে অল্পক্ষণের জন্য মুখ তুলে আবার মুখ নত করে নিল।

অনুপম বলে—"আমাকে চিনতে পারছ মিলি ?"

মিলি কোন কথার উত্তর দেয়না।

অনুপম ফিরে এল রজতের বাবা মার ঘরে।

রজত বলল—"জানিস অনু, ডাঃ মিত্র বলেছেন মিলিকে নিয়ে কিছু দিনের জন্য চেঞ্জে যেতে। তাই আমরা কিছু দিনের জন্য গোপালপুর যাচ্ছি। সমুদ্রের ধারে খুব মনোরম পরিবেশে একটা হোটেল পাওয়া গেছে। তুই যাবি আমাদের সঙ্গে অনু ? পূজোর কিছুদিন তো তোর চেম্বার বন্ধ থাকবে।"

অনুপম কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলে—"অন্য কোথাও যাওয়া যায় না ? মানে, মিলির চিকিৎসার জন্য আমার মনে হয় দীঘাতে যাওয়া ভাল।"

রজতের বাবা ও মা বলেন—"তুমি যা ভাল বোঝো, তাই হবে, অনুপম।"

অনুপমের সঙ্গে রজতের অনেকক্ষণ ধরে গল্প হয়। রাত প্রায় এগারোটা বাজে। ক্লান্ত হয়ে সোফার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে নীলা। নীলাকে কোলে তুলে নীলার মাথাটাকে অনুর কাঁধে রেখে অনুপম বেড়িয়ে এলো। রজত অনুকে পৌঁছে দেয় তার বাড়ীতে।

পুজোটা কলকাতাতেই কাটলো। অনুপম পুজামণ্ডপে ঘুরে ঘুরে নীলাকে অনেক দুর্গা প্রতিমা দেখালো। নীলা সব থেকে মজা পেয়েছে গণেশকে দেখে। মানুষের মাথাটায় একটা হাতির মাথা বসানো আছে দেখে খিলখিল করে হেসে উঠে নীলা। আরো অবাক হয়, যখন দেখে যে একটা মহিষের পেটের মধ্যে থেকে একটা অসুর বেরিয়ে আসছে। অনুপম সংক্ষেপে নীলাকে এই পৌরাণিক কাহিনী গল্পের ছলে বুঝিয়ে দেয়।

ইতিমধ্যে রজত কয়েকবার অনুপমের কাছে এসেছে। অনুপম ও রজতদের বাড়ী দু একবার গিয়েছে। কিন্তু অনুপম এখনও পর্যন্ত মিলির কাছ থেকে কোন সাড়া বা উত্তর পায়নি। এই জগৎ থেকে মিলি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। নিজেকে শামুকের মত গুটিয়ে নিয়েছে সে। সে নির্বাক, নিঃশব্দ,

নির্লিপ্ত। মিলি নিঃসঙ্গ, একাকী। মিলির মধ্যে স্মৃতি আছে কিন্তু সাড়া নেই।

সেদিন অনেক রাত পর্য্যন্ত রজত অনুপমের বাড়ীতে ছিল। নীলা ঘুমিয়ে পড়েছে। অনুপম ও রজত অনেক রাত পর্য্যন্ত আলোচনা করে মিলিকে নিয়ে।

রজত জিজ্ঞাসা করে অনুপমকে—"আচ্ছা অনু, মিলির বিষন্নতাটা কি খুবই অস্বাভাবিক ধরণের?"

অনুপম বলে—"হ্যাঁ, এটা এক ধরণের মানসিক শারীরিক অবসাদ। ওর মধ্যে বেশ আত্মহননের প্রবণতা আছে। সব সময়ে ওকে খুব নজরে নজরে রাখতে হবে।

রজত এবার জিজ্ঞেস করে—"কগ্‌নিটিভ থেরাপির ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবি?"

অনুপম বেশ সহজ করে এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করে।

নিজের প্রতি, জীবনের প্রতি, সমগ্র পৃথিবীর প্রতি ও ভবিষ্যতের প্রতি হতাশাব্যঞ্জক ও নৈরাশ্যজনক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই জন্ম নেয় মানসিক অবসাদ। এই অনুভূতির মধ্যে কোন আশার আলো থাকে না, শুধু থাকে ব্যর্থতার গ্লানি ও নিরাশার সুর। এই বিচ্ছিন্নবোধ বা বিকৃত অবধারণার উৎপত্তি হয় জীবনের কোন আঘাত কিম্বা ব্যর্থতা থেকে, আর এই আহত প্রত্যয় ও অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে অনেক ভ্রান্ত ধারনাকে। এই অবস্থায় মানুষ হারিয়ে ফেলে তার স্বাভাবিক বুদ্ধি ও বিবেচনাকে। মানুষ মাত্র একটা ব্যর্থতা থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে যে তার সমস্ত জীবনটাই বোধ হয় ব্যর্থ। সর্বদা তার দৃষ্টি চলে যায় জীবনের সেই অপ্রীতিকর, অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যথাতুর স্মৃতিটার ওপর, মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারে না সেই অশুভ স্মৃতিটাকে। জীবনের সব সফলতাকে সে মুল্যহীন মনে করে, আর মূল্যবান হয়ে ওঠে তার ব্যর্থতাগুলো। জীবন হয়ে ওঠে অর্থহীন। এক গভীর নৈরাশ্য ও হতাশার অন্ধকারে সে তখন ছটফট করে। এই ব্যর্থতার জন্য তখন সে নিজেকেই দোষী মনে করে, নিজেকেই দায়ী করে এই পরিণতির জন্য।

মনোরোগ চিকিৎসক যখন এই রোগীর চিকিৎসা করবেন তখন তাঁর প্রথম কাজ হবে এই ভ্রান্ত ও বিকৃত ধারণাগুলোকে আবিষ্কার করা। চিকিৎসক রোগীর মনে সাহস দেবেন ও রোগীর অন্তর্দৃষ্টিকে পরিণত করার চেষ্টা করবেন।

রোগীকে অনুপ্রাণিত করতে হবে যাতে রোগী বুঝতে পারে যে তার ধারণার মধ্যে কতটা ভুল আছে বা অস্বাভাবিকতা আছে এবং রোগী যাতে তার এই ভ্রান্ত ধারণাগুলোকে অসত্য বলে মনে করতে পারে। রোগীর মধ্যে সেই চ্যালেঞ্জ জাগিয়ে তুলতে হবে। রোগী তখন এই বিকৃত অবধারণাকে এক বিকল্প যুক্তি ও চিন্তা দিয়ে মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করবে। এর জন্য চাই রোগীর সঙ্গে চিকিৎসকের একটা বিশেষ সম্পর্ক, যে সম্পর্কের মাধ্যমে রোগীর মনে গড়ে উঠবে একটা বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়। রজত গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনে অনুপমের কথা তারপর বলে—"তাহলে কিভাবে শুরু করতে চাস তোর চিকিৎসা ?"

অনুপম বলে—"কগনিটিভ থেরাপি শুরু করার আগে আমি আর একটা পরীক্ষা করতে চাই। সেটা হল এ্যাবরিয়্যাকশন! কখনও কখনও কোন রোগীর মধ্যে কোন বিশেষ অনুভূতি, কামনা বা বাসনা অবদমিত হয়ে থাকে তার অবচেতন মনের গভীরে। একটা নির্জন অন্ধকার ঘরে বোগীকে তার শিরার মধ্যে একধরণের ঘুমপাড়ানী ওষুধ ধীরে ধীরে দিতে হয় ও রোগী তখন এক চেতন-অবচেতন মনের মাঝামাঝি এক স্বপ্নিল আবেশের মধ্যে নিমজ্জিত হয় ও তার সেই অব্যক্ত কামনা-বাসনার কথা বলতে শুরু করে। মিলির মধ্যে লুকিয়ে থাকা সেই সত্যটিকে উদ্ভাসিত করতে হবে।"

রজত এবার জিজ্ঞেস করে—"গোপালপুর না গিয়ে দীঘাতে যেতে চাইছিস কেন ?"

অনুপম বলে—"দীঘাতে পড়ে আছে কিছু স্মৃতি। সেই স্মৃতিগুলোকে কাজে লাগাতে চাই।"

অনুপম মিলির চিকিৎসার ভার নিয়েছে বলে অনেক নিশ্চিন্ত হয় রজত। বাড়ী ফিরতে বেশ রাত হল তার। বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা সিগারেট খেতে থাকল। আজ বিজয়া দশমী। বিসর্জনের ঢাকের শব্দ ভেসে আসছে বাতাসে। বিদায়ের বেদনাটা যেন বেশী করে মনে লাগছে অনুপমের।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ফেলে আসা বিজয়া দশমীর দিনগুলোর কথা ভাবতে থাকে অনুপম। বিজয়ার দিন তার মা নিজহাতে নারকেল নাড়ু, ক্ষীরের চপ, চন্দ্রপুলি, মালপো ইত্যাদি তৈরী করতেন। সারা গ্রামের লোক বাবা ও মাকে নমস্কার করতে আসতো আর মা তাদের নানান ধরণের বাড়ীতে

তৈরী করা মিষ্টি দিতেন। সেন বাড়ীতে অবশ্য ভীমনাগের সন্দেশ আসত। মনে পড়ে অনুর, প্রতি বছর মিলি তাদের বাড়ীতে আসত বিজয়ার দিন সকলকে প্রণাম করতে।

অনুপম কিছুতেই মিলির প্রণাম নিতে চাইত না। সে বলত মিলিকে —"আমি কি গুরুজন যে আমাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে ?"

মিলি বলত—"বাবা মা বলেন তুমি খুব বিদ্বান হবে, তাই তোমাকে প্রণাম করি।" এই বলে মিলি জোর করে অনুপমের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতো। আর অনুপমের বিব্রতভাব দেখে খিলখিল করে হাসতো।

পরের দিন রজত, রজতের বাবা, মা, মিলি, অনুপম ও নীলা সেন বাড়ীর সাদা অ্যামবাসাডার নিয়ে কয়েক দিনের জন্যে দীঘা গেল। সাগরিকা হোটেলে কয়েকটা ঘর আগে থেকে বুক .করা হয়েছিল। দীঘায় পৌঁছোতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল। হোটেলে জিনিষ পত্র রেখে চা খেয়ে সকলে সন্ধ্যা বেলা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে এল। সেই একই দৃশ্য আবার নতুন চোখে দেখতে থাকলো অনুপম। ছপাৎ ছপাৎ করে সমুদ্রের ঢেউগুলো ভেঙে পড়ছে সোনালী সৈকতে। সাদা সাদা ঢেউ এর ফেনাগুলো যেন বালির ওপর আলপনা এঁকে দিচ্ছে। সুনীল আকাশ পশ্চিম দিগন্তে মিশে গেছে গাঢ় নীল সমুদ্রের সাথে। গোধূলীর রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্তের শেষ সীমারেখায়। লাল-নীল রঙের লুকোচুরি খেলা চলছে সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে। এক ঝাঁক পাখী দিগন্ত থেকে ফিরে যাচ্ছে নীড়ের দিকে। ঝাউবনগুলো আগেকার মতই দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি সবুজের সমারোহ নিয়ে। ঝাউবনের মধ্য দিয়ে কার্তিকের বৈকালী বাতাস ঝির ঝির করে বয়ে চলেছে। ঝিকমিকে বালির ওপর একটা চাদর বিছিয়ে বসল সবাই। .হাসি, গল্প, ও নামান আলোচনায় যোগ দিল সকলে, শুধু মিলি বাদে।.

মিলির মুখে কোন হাসি নেই। মিলি শুধু নিস্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সেই অনন্ত সুনীল সাগরের দিকে, অনুভব করতে লাগল সমুদ্রের অসীম উদ্দামতাকে, উপলব্ধি করবার চেষ্টা করল তার বিস্ময় ও রহস্যকে। নীলা ছুটে ছুটে বেড়ালো ভেজা ভেজা বালির ওপর দিয়ে। বেশ মজা লাগছে নীলার। প্রথম দিনটা এই ভাবেই কেটে গেল।

পরের দিন বাতের ব্যথার জন্য রজতের মা হোটেলেই থাকলেন। রজতের বাবাও তাই গেলেন না কোথাও। অনুপম নীলা, রজত ও মিলি গেল সমুদ্রের ধারে। সবাই বসে বসে প্রকৃতির শোভা দেখছিল। সমুদ্রের কিনারার খুব কাছে অনেক ছোট ছোট মাছ ধরা নৌকা জাল ফেলেছে। কেউ কেউ জাল থেকে মাছও তুলছে। রজত আর নীলা চলে গেল মাঝিদের মাছধরা দেখতে। বসে রইল অনুপম আর মিলি।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর অনুপম জিজ্ঞেস করল মিলিকে—"মিলি তোমার মনে আছে, কয়েক বছর আগে আমরা যখন দীঘাতে এসেছিলাম, তখন কতই-না মজা করেছিলাম, তাইনা?"

মিলি ভ্রু সঙ্কুচিত করে কিছু ভাববার চেষ্টা করে ও মাথা নেড়ে জানায় কিছু কিছু তার মনে পড়ছে। মিলি এবার ধীরে ধীরে হেঁটে যায় সমুদ্রের জলের কাছে। অনুপম মিলিকে অনুসরণ করে। একটা ডিঙি নৌকা কাছেই ভাসছিল।

নৌকার মাঝি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল—"দাদাবাবু নৌকোতে আসতে চান নাকি?"

অনুপম মিলিকে বলে—"চলনা মিলি, নৌকো করে আমরা একটু সমুদ্রের মধ্যে ঘুরে আসি?"

মিলি রাজী হয়। অনুপম মিলির একটা হাত ধরে নৌকাতে গিয়ে ওঠে। মাঝি বলে—"খুব বেশী' দূরে আপনাদের নিয়ে যেতে চাইনা।" পাল তোলা নৌকাটা চলতে শুরু করল ঢেউএর তালে দুলতে দুলতে। বেশ খানিকটা সমুদ্রের দিকে চলে যাওয়ার পর সমুদ্রটাকে বেশ শান্ত মনে হল। মনে হয় সাগরের যত দৌরাত্ম্য তার সৈকতের ওপরই। যে বড় বড় ঢেউগুলো পাড়ে আছাড় খেয়ে পড়ে, সেই ঢেউগুলো যেন এখানে একেবারে শান্ত।

নৌকা নিয়ে তারা অনেক দূর চলে এসেছে। এখান থেকে সমুদ্রের পাড়ের লোকজনদের খুব ছোট ছোট দেখাচ্ছে। মাথায় ওপরে নীল আকাশে ক্রমাগত মেঘের পালাবদলের খেলা চলছে। মেঘে-ঢাকা সূর্য্যের সোনা গলা রোদ্দুর ছিটিয়ে রয়েছে সমুদ্রের গাঢ় নীল জলে। সমুদ্রের হিমেল বাতাসে একটু একটু শীতের আমেজ আছে। পালে এখন হাওয়া ধরেছে,

তাই মাঝিকে আর দাঁড় বাইতে হচ্ছেনা। নৌকাটা এখন তার নিজের ছন্দেই ঢেউ-এর সঙ্গে দুলছে।

অনুপম জিজ্ঞেস করে মিলিকে—"মিলি, তোমার ভাল লাগছে ?"

মিলি এবার ছোট্ট উত্তর দেয়—"লাগছে।"

অনুপম বলে—"ভয় করছে না ?"

মিলি চোখ নিচু করে বলে—"কেন, নৌকো উল্টে সমুদ্রে ডুবে যাবার ভয় ?"

যাক, মিলি কথা বলেছে! খুশি হয়ে অনুপম বলে—"যদি ঝড় ওঠে আর আমরা তীরে ফিরতে না পারি ?"

মিলি এবার বলে—"আমার স্বপ্ন, কামনা, বাসনার মৃত্যুই অনেকদিন আগেই হয়েছে। তাই মৃত্যুকে আমার কোন ভয় নেই, ভয় হয় বেঁচে থাকতেই। একটা মৃত সত্তাকে নিয়ে এই জীবন সমুদ্রে ভেসে বেড়ানোর মধ্যে যে কত বড় বিড়ম্বনা আছে, তা কাউকে বোঝাতে পারবনা। আমি আজ এত ব্যর্থ যে মরতে চাইলেও মরতে পারিনা—ভয় হয় মরতে গিয়েও যদি ব্যর্থ হই।"

অনুপম বলে—"এ তোমার মিথ্যে ধারনা মিলি। সকলের জীবনেই থাকে খানিকটা ব্যর্থতা। আর সেটাই চরম হতাশার কারণ হওয়া উচিত নয়। হতাশা মানে মৃত্যু নয়।"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে অনুপম আরো বলে—"আমি জানি মিলি—একদিন তোমার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল একটা পবিত্র ভালবাসার অনুভূতি, যা তোমার অজান্তেই তোমার মনের অনেক গভীরে দীর্ঘদিন সঞ্চিত ছিল। যখন সেই ভালবাসার বীজটি একটু জল, বাতাস আর রৌদ্রের স্পর্শে অঙ্কুরিত হতে যাচ্ছিল, তখন সেই চারাগাছটার মতন তোমার মনটাও ছিল অপরিণত। তোমার মনে ছিল দ্বিধা, তাই তুমি সেই ভালবাসার স্বরলিপিকে সঙ্গীতের মধ্যে চিহ্নিত করতে পারনি। তারপর তোমার মধ্যে এসেছে দ্বন্দ্ব, আর সেই দ্বন্দ্বের দোলায় দুলতে দুলতে তুমি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছ, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারনি। তোমার মধ্যে ছিল সংশয়, তাই তুমি নিজেকে প্রকাশ করতে পারনি। আস্তে আস্তে এই অনুভূতিগুলো তোমার হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হয়েছে আর মাঝে মাঝে সেগুলো এক অভিমানের বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়েছে তোমার নিভৃত চোখের জলের সঙ্গে। তোমার অব্যক্ত

অনুচ্চারিত ভালবাসা ডুকরে কেঁদে মরেছে তোমার নির্জন মনের গহনে। আস্তে আস্তে জন্ম নিয়েছে অনেক ভ্রান্ত ধারণার। অবশেষে একটা অসত্যকেই সত্য বলে আঁকড়ে ধরেছো। তাকে তোমার বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে কখনও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করোনি। শুধু অভিমান-মিশ্রিত তাড়না নিয়েই নিজেকে নিঃশেষ করেছো।"

মিলি নীরব। কোন উত্তর দেয়না সে। ইতিমধ্যে নৌকাটা যে কখন আবার কিনারায় এসে ভিড়েছে ওরা বুঝতেই পারেনি। কোথা থেকে যে দু'ঘণ্টা কেটে গেল বোঝাই গেলনা।

এমনি করে আরো কটা দিন কেটে গেল। সেদিন ছিল লক্ষ্মীপূজা। অনুপমের মা আর বিপাশা খুব ঘটা করে শান্তিপুরের বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজা করতেন। মিলি, মিলির মা থাকতেন পূজাতে। বিপাশা মেঝের ওপর পিটুলি গোলা দিয়ে লক্ষ্মীর পা আঁকতো, পূজার নৈবেদ্য সাজাতো, সন্ধ্যারতি দিত। মিলি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতো সে সব। মনে আছে, একবার মিলিকে শাঁখ বাজাতে বলা হয়েছিল আর মিলি সাতবার চেষ্টা করে একবার শঙ্খধ্বনি তুলতে পেরেছিল। আজকে দীঘাতে লক্ষ্মীপূজার কথা কারোরই মনে নেই হয়তো।

সারাদিন ধরেই মিলি আজকে বড় বিমর্ষ হয়ে আছে। বিষণ্ণতা মিলির নতুন কোন উপসর্গ নয়, কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে মিলির মধ্যে একটু যেন বাঁচার স্বাদ জেগেছিল। মিলির মনে হচ্ছে এক নিঃসীম অন্ধকারে কে যেন এক প্রেরণার প্রদীপ জ্বালবার চেষ্টা করছে। থেমে যাওয়া নদী আবার যেন কুলকুল করে বইতে শুরু করছে। দখিনা বাতাসে যেন পল্লব উপবন মুখরিত হয়ে উঠছে। তার স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠছে বসন্তের রক্তাক্ত কৃষ্ণচূড়া তবে আজ আবার কেন সব অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। তবে আজ কেন আবার সেই আশার প্রদীপ হতাশ ঝড়ে নিভে যাচ্ছে? শরতে কেন আসে কাল বৈশাখী?

আজ পূর্ণিমার রাত। অফুরন্ত জ্যোৎস্নার স্বপ্নরাজ্য হয়ে উঠেছে পৃথিবী! সমুদ্রের উপকূল, বনরাজি আর সৈকত। কার্তিকের মাতাল হাওয়ায় উন্মনা হয়ে উঠছে ঘন নিবিড় ঝাউ বনের সারি। একটা বনজগন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। ঝাউপাতার ফাঁক দিয়ে মায়াবী জ্যোৎস্না উঁকি মারছে আর এক আলোছায়ার আল্পনা আঁকছে এই নির্জন সৈকতে। এই নিশীথ রাতে জ্যোৎস্না স্নাত সমুদ্র থেকে ভেসে আসছে এক মহাপৃথিবীর গান।

অনেকক্ষণ ধরে সমুদ্রের ধারে বসেছিল সবাই। রাত প্রায় দশটা হবে। দল ছেড়ে অনুপম উঠে পড়ে ও চলে যায় অনেক দূরে ঝাউবনের ভিতর। সেখানে আলো অন্ধকারের মধ্যে বসে একটা টেপ রেকর্ড প্লেয়ারে সে একটা ক্যাসেট ঢুকিয়ে দেয়। শুরু হয় সেই অসামান্য রবীন্দ্র সংগীত—"আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে।" বিপাশার গাওয়া এই গান অনুপম টেপে বাজাতে থাকে। কয়েক বছর আগে বিপাশা মিলি, অনুপম ও রজত এসেছিল দীঘাতে বেড়াতে। সেবার এমনি এক জ্যোৎস্নাভরা রাতে বিপাশা আর মিলি পরস্পরের হাত ধরে এই গানটা গাইতে গাইতে ঝাউবনের মধ্য দিয়ে হেঁটে বেড়িয়ে ছিল। অনুপম তাদের পেছনে পেছনে যাচ্ছিল। একসময় গান শেষ হলে মিলি আর বিপাশা লুকোচুরি খেলেছিল ঝাউবনের আনাচে কানাচে। অনুপমও এখন হেঁটে বেড়াচ্ছিল সেই স্নিগ্ধ বনভূমির মধ্য দিয়ে। সেই জ্যোৎস্নামাখা মধুরাতে ঝাউবনের আলো আঁধারের মধ্য কে কোথায় যে লুকিয়ে আছে বোঝাই যায়নি। অনুপম একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ লুকোচুরি খেলতে খেলতে তার সামনে আচমকা এসে উপস্থিত হয় মিলি। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মিলি হতভম্বের মত নির্বাক হয়ে অনুপমের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ফাঁক দিয়ে একরাশ জ্যোৎস্নার আলোয় মিলির মুখটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনুপম তার দুহাত দিয়ে মিলির দুবাহু ধরে থাকে আর এক অবাক বিহ্বলতায় নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মিলির মুখের দিকে, তারপর আস্তে আস্তে মিলিকে নিজের আরো কাছে টেনে নিয়ে আসে। দু'হাত দিয়ে সে মিলির মুখটা তুলে ধরে। মিলি একটুও বাধা দেয়না বরং অনুপমের কাছ ঘেঁষে আসে। জ্যোৎস্নায় মিলির মুখটা পূর্ণিমার চাঁদের মতনই সুন্দর দেখাচ্ছে। ক্ষণিকের জন্য এক শিহরণে মিলির মুখটা রাঙা হয়ে উঠে। এক অনুচ্চারিত চঞ্চলতায় মিলির হৃদয় থরথর করে কেঁপে ওঠে। এক অপূর্ব অনুভূতিতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তার। এক নিথর নিশীথে দুটি মুখ পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে এক অবাক বিস্ময় নিয়ে।

অল্পক্ষণ পরেই মিলির চমক ভাঙে। সে সম্বিত ফিরে পেয়ে কম্পিত কণ্ঠে বলে—"প্লিজ ছেড়ে দিন আমাকে, প্লিজ অনুদা।"

অনুপম মুক্ত করে দেয় মিলিকে—কিন্তু সেই মুক্তি যে একদিন এত বড় বন্ধন হবে, বুঝতে পেরেছিল কি মিলি?

সেদিনের রাতটা ছিল মধুরাত আর আজকের রাতটা যেন বড় বিষণ্ণ। রাত আরো গাঢ় হয়। জ্যোৎস্নায় বনজ গন্ধ ভেসে আসছে ঝাউবন থেকে। সেই বনজ গন্ধে মিশে আছে সেই গান—"আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে।" মিলি শুনতে পায় সেই গান। গান শুনে মিলি উঠে দাঁড়ায় ও ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় ঝাউবনের দিকে যেখান থেকে ভেসে আসছে সেই গান। নিশির ডাকে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে মানুষ যেমন এক রহস্যের অন্ধকারে চলে যায়, মিলিও তেমনিভাবে এক অস্ফুট বিস্ময় নিয়ে হেঁটে চলে আজকের মায়াবী রাতে। ঝাউবনের মধ্যে এক অস্থির হৃদয় নিয়ে সে খুঁজে বেড়ায় সেই গানের উৎস কে। হঠাৎ সামনাসামনি এসে পড়ে অনুপমের সামনে, ঠিক যেমনটি ঘটে ছিল একদিন এমনি এক রাতে। মুখোমুখি দাঁড়ায় অনুপম ও মিলি। অনুপম তার দুহাত দিয়ে চেপে ধবে মিলির দুই বাহু। আজকেও সেই অকৃপণ জ্যোৎস্নার অফুরন্ত আলো এসে পড়েছে মিলিব মুখে আর সে আলোয় অনুপম দেখতে পায় মিলির মুখে এক বিবর্ণ বিষণ্ণতা, এক অব্যক্ত বেদনা আর এক বিপন্ন প্রত্যয়কে। সেদিন ছিল মিলির মুখে পূর্ণিমার সৌন্দর্য্য, আজ তার মুখে জমে আছে অমাবস্যার অন্ধকার। সেদিন অনুপম অনুভব করেছিল মিলির উষ্ণ হৃদয়কে, স্পর্শ করেছিল মিলির দেহের উষ্ণ উত্তাপকে, কিন্তু আজ মিলির দেহে কোন সাড়া নেই, কোনও উত্তেজনা নেই, কোন উষ্ণতা নেই। সরীসৃপের দেহের মতই মিলির হাত দুটো শীতল। মিলির মধ্যে কোন শিহরন নেই, কোন আবেগ নেই। মিলি যেন এক প্রাণহীন নিথর পাথরের মূর্ত্তি। আজকে মিলি অনুপমের দুবাহুর দৃঢ় বন্ধন থেকে মুক্ত হবার কোন চেষ্টাই করছেনা। তার অসহায় দুটি চোখ অনুপমের দিকে তাকিয়ে থাকে এক নিরবিচ্ছিন্ন বেদনার আর্ত্তি নিয়ে।

মিলি এবার বলে—"আমাকে আর বাঁচার স্বাদ দিও না অনুপম। এতদিন আমি যে এক বিচ্ছিন্ন মানসিক স্তরের মধ্যে ছিলাম, সেখানে আমার সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্পর্ক ছিলনা। আমি ছিলাম নির্লিপ্ত। আমার স্মৃতির বেদনাগুলো বেশ হালকা হয়ে গিয়েছিল বিস্মৃতির আবরণে। তুমি আবার আমাকে ফিরিয়ে আনছো এক রূঢ় বাস্তবের সামনে, যেখানে আমি যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু পাবনা। প্লিজ অনুপম, আমাকে বাঁচিও না। এ বেদনা বড় অসহনীয়।"

অনুপম বলে—"তোমার মধ্যে যে জীবনসুধা আছে, যে মাধুরী আছে, যে পবিত্রতা আছে, তাকে অযত্নে ঠেলে ফেলে দেওয়া যায় না মিলি। তাকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে আবার। জানি, তোমার হৃদয় আজ জীর্ণ, তোমার স্বপ্ন আজ স্খলিত, তোমার বাসনা আজ দীর্ণ। জানি তোমার বিবেক আজ বিপন্ন, বিশ্বাসগুলো বিবর্ণ ও প্রত্যয়গুলো মূল্যহীন। জানি তুমি বঞ্চিতা। কিন্তু তুমি চির-পিপাসিতা। তুমি এক নিঃস্বার্থ প্রেমের পরমা প্রকৃতি। মানসিক দ্বন্দ্বে তুমি হারিয়ে ফেলেছো তোমার স্বাভাবিক বোধগুলোকে। না-পাওয়ার বেদনায় তুমি ব্যর্থ ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও বড় পাওয়া আছে, কোনদিন প্রার্থনা করেছো কি তার জন্য? কোনদিন কি সেই মহাবিশ্বের মহানন্দের স্রষ্টা কর্তার উদ্দেশে মাথা নত করে বলেছ—'হে প্রভু, আমাকে শান্ত কর, আমাকে শক্তি দাও। আমাকে নির্মল করো, পবিত্র করো, বিকশিত করো।'

অনেক রাত হয়েছে—অনুপম তার ডান হাত মিলির কাঁধে রেখে ঝাউবনের মধ্য দিয়ে হোটেলের দিকে হাঁটা শুরু করে উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে 'অন্তর মম বিকশিত করো, অন্তরতর হে—'

ইতিমধ্যে অন্য সকলে হোটেলে ফিরে গেছে। অনুপম ও মিলি প্রায় রাত এগারোটা নাগাদ ফিরল। ঘরের সামনে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে অনুপম একটার পর একটা সিগারেট ধরাতে থাকল। নীলা ঘুমিয়ে পড়েছে রজতের মায়ের কাছে। রাত ক্রমশঃ গভীর হয়। নিথর হয় পৃথিবী। নিশ্চিন্ত ঘুমের মধ্যে ডুবে থাকে ক্লান্ত মানুষেরা। অবশেষে অনুপমও ঘুমিয়ে পড়ে।

রাত প্রায় চারটে। ঘুম ভেঙে যায় মিলির। আর ঘুম আসেনা তার চোখে। আর ঘুমোয় না অশান্ত সমুদ্রটি। এই বিভ্রান্ত তরুণীর সঙ্গে এই অশান্ত প্রকৃতির যেন এক আত্মিক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। বাইরের অনন্ত সাগর যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে মিলিকে। বিমর্ষ মিলি অস্থির হয়ে ওঠে। মিলি তার মন প্রাণ দিয়ে অনুপমকে ভালবেসেছে আর ভালবাসার প্রতিদানে সে অনুপমের ভালবাসার জন্যই আকাঙ্খিত ছিল। আজ অনুপম তাকে আবার বাঁচার স্বাদ দিতে এসেছে, কিন্তু মিলি জানে এ হল তার প্রতি অনুপমের করুণা। সে কোন করুণা ভিক্ষা চায়না। এ যেন এক নতুন বিড়ম্বনা। এ তার আকাঙ্খিত নয়। তাই বাইরের ঐ অশান্ত সাগরের অতল গভীরে যে মহাশান্তির শয্যা বিছানো আছে,

সেইখানেই সে চিরনিদ্রায় মগ্ন থাকতে চায়। হোটেল থেকে সে বেড়িয়ে পড়ে। হাঁটতে থাকে বালির ওপর দিয়ে, চলে যায় সমুদ্রের জলের কাছাকাছি। দিগন্তে পূব আকাশের কোনে ভোবের সূর্য্যের অল্প অল্প রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে। সেই উদীয়মান সূর্য্যের পাশে তাকাতে তাকাতে মিলি ক্রমশঃ সমুদ্রের জলের মধ্যে নেমে যায়। ইতিমধ্যে মিলির দরজা খোলার শব্দে অনুপমের ঘুম ভেঙে যায়। সে ব্যালকনি থেকে দেখতে পায় আঁচল লোটাতে লোটাতে একটি মহিলাকে সমুদ্রের দিকে হেঁটে যেতে। অনুপম স্লিপিং গাউন পরেই ছুটে বেড়িয়ে যায় হোটেল থেকে ও প্রাণপনে দৌড়াতে থাকে সমুদ্রে ভেজা বালির ওপব দিয়ে। মিলি তখন প্রায় গলা জল পর্যন্ত চলে গেছে।

অনুপম চিৎকার ডাকতে থাকে—"মিলি, ফিরে এসো।"

অনুপমের চিৎকার শুনে মিলি জলেব মধ্যে নিজেকে আরো ঠেলে দেয় ও বেশ দূরে চলে যায়। অনুপম সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বেশ খানিকক্ষণ সাঁতার কেটে মিলির কাছাকাছি পৌছোলো। মিলিকে জড়িয়ে ধরে জল থেকে টানতে টানতে ভেজা সৈকতে নিয়ে আসে। মিলির মুখ দিয়ে বেশ খানিকটা নোনাজল ইতিমধ্যে তার পাকস্থলীতে গিয়ে জমা হয়েছে। অনুপম মিলিকে কাত কবে শুইয়ে দেয় বালির ওপর ও তার পিঠে ঘন ঘন চাপড় মারতে থাকে যাতে তার অতিরিক্ত নোনাজল বেড়িয়ে আসে।

ধারে ধীরে মিলির জ্ঞান ফিরে আসে ও মিলি তার সিক্ত শিথিল দেহটাকে কোন রকমে ভিজে আঁচল দিয়ে জড়িয়ে লজ্জা নিবারনের চেষ্টা করে। একটু পরে মিলি উঠে বসে। এক বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে অনুপমের দিকে তাকিয়ে থাকে অনুপম নীরব। নীরবতা ভাঙলো মিলিই।

মিলি বলল—"তুমি আমাকে কেন বাঁচাতে গেলে, অনুপম?"

অনুপম গভীর সহানুভূতির সুরে উত্তর দেয়—"মৃত্যুতে জীবনের সব উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না, মিলি।"

মিলি তার নিমীলিত অশ্রুসিক্ত চোখ দুটো মেলে ধরে অনুপমের দিকে। বলে—"যে জীবন শুরুতেই শেষ, সে কি কোন উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকে?"

গাঢ় কণ্ঠে অনুপম বলে—"থাকে মিলি। কোনও জীবন হয়ত শুরুতেই শেষ হয়ে যায়, কিন্তু শেষ থেকে তো অনেক কিছু শুরু করা যায় মিলি? জাইনা?"

মিলির চোখে টলমল করছে অশ্রু, মিলির কণ্ঠ বিগলিত, মিলির হৃদয় কম্পিত আর সেই ভগ্ন হৃদয়ের গভীর অন্তস্থল থেকে নিঃসৃত হচ্ছে তার অব্যক্ত বেদনা।

মিলি বলে—"যে নদী থেমে গেছে, শুকিয়ে গেছে, মরে গেছে, তার বুকে কি আর কোনদিন জোয়ার আসবে?"

অনুপম এবার মিলির একটা হাত টেনে নেয় নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে। বলে—"মিলি তুমি জান কি যে, যে নদী শুকিয়ে যায় গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে, আবার সেই নদীতেই প্লাবন আসে বর্ষায়? মিলি তুমি জান বোধ হয় যে, যে গোলাপ গাছ একবার ফুল দিয়ে ঝরে যায় কোন শীতে, সেই গাছই আবার ফুলে ফুলে ভরে যায় পরের বসন্তে; মিলি তুমি নিশ্চয় দেখেছ যে ঘন কালো মেঘবর্ণ আকাশে বজ্র-বিদ্যুতের সমাবেশ ঘটে, সেই আকাশেইতো রামধনু ওঠে; তবে কেন থেমে যাওয়া নদী আবার বইতে শুরু করবে না?"

মিলির দুচোখ দিয়ে দর দর করে জল পড়ছে। আকুল নয়নে সে তাকিয়ে আছে অনুপমের মুখের দিকে। দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে অনুপমের হাত। অনুপমের কথাগুলি শুনে শুনে তার যেন আশ মেটে না। সে আরো শুনতে চায়। অনুপম মিলির হাত ধরে উঠে দাঁড়ায়।

অনুপম আবার বলতে শুরু করে—'মিলি, আমরা এই পৃথিবীর পথ ধরে সবাই চলেছি, তুমি আমি, সকলে। এই মহাবিস্তৃত পথে চলার আনন্দ আছে, আর সেই আনন্দ থেকে আমরা বঞ্চিত হতে চাই না। এ পথ কত শত পলকের নেশায় পুলকিত, এ পথ কত শত পুষ্পমঞ্জরীর মত বিকশিত, এ পথ জীবনের সুখ দুঃখ, ব্যথা বেদনার বীথিপথ। এ পথেইতো পড়ে আছে জীবনের সব স্বাদ, জীবনের কত আহ্লাদ, জীবনের কত মাধুর্য্য। এগুলোকেইতো পাথেয় করতে হবে সবাইকে পথচলার সঙ্গে সঙ্গে। শুধু এর জন্য চাই একটা অন্তর্নিহিত শক্তির, যে তোমাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে সেই আকাঙ্খিত গন্তব্যস্থলে। সেই শক্তিইতো তোমার মধ্য থেকে সরিয়ে দেবে অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বকে। আমরা কেউ বিস্ময় বোধের মধ্যে নিমজ্জিত, আমরা কেউ নিশ্চেষ্টতার পীড়নে পিষ্ট, অথবা আমরা হয়ত সকলেই এক আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য উন্মুখ। আমরা যেন কেউই পূর্ণভাবে বিকশিত হইনি। তাই আমাদের সকলের অন্তরকেই বিকশিত করতে হবে, নির্মল

করতে হবে, সুন্দর করতে হবে। অন্তরের মধ্যেও একটা অন্তর থাকে আর সেই অন্তরের অহংবোধকে অলস হতে দিওনা, যে আমাদের এই জাগতিক পৃথিবীর বাস্তবতার অনেক কাছে ধরে রাখে। শুধু তাই নয়, যে সুপার ইগো চেতনাটি আমাদের বিবেককে জাগ্রত রাখে, আমাদের মানবিক মূল্যবোধ-গুলোকে সজাগ রাখে তাকেও জাগিয়ে রাখতে হবে। মিলি, তুমিতো এই জীবনদর্শনেই বিশ্বাসী, তাই না? মৃত্যুর কাছে নিজেকে সমর্পন না করে জীবনের সংগ্রামের মধ্যে সেই সত্যকে কি খুঁজে পাওয়া যায় না মিলি?" মিলি নীরবে একমনে শোনে অনুপমের এই হৃদয়ের একেবারে গভীর থেকে উৎসারিত পরম সত্য সম্ভাষণ!

ইতিমধ্যে রজত ও নীলাও ছুটে আসছে ভেজা ভেজা বালির ওপর দিয়ে। তাদের অনেক পেছনে হুইল চেয়ার ঠেলতে ঠেলতে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন রজতের বাবা। নীলা ছুটে আসছে মিলির দিকে। মিলিও এগিয়ে যায় নীলার দিকে আর নীলা এক নিরুদ্ধ আবেগে ও চঞ্চলতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মিলির কোলে। মিলিকে আঁকড়ে ধরে সে।

নীলা মিলিকে জিজ্ঞেস করে—"মিলি মাসি, তুমি কেন সমুদ্রে চলে যাচ্ছিল?"

মিলি বলে—"সেখানে যে অনেক শান্তি আছে, নীলা।"

নীলা প্রশ্নকরে—"শান্তি কি মিলি মাসি? শান্তি কি ঘরে থাকে না?"

মিলি বলে—"এ বড় দুর্লভ, বড় দুষ্প্রাপ্য এই পৃথিবীতে, অন্ততঃ আমার কাছে।"

মিলি জানেনা একজন শিশুকে কি উত্তর দেবে সে, কিন্তু মিলি যে শান্তির জন্য আকাঙ্ক্ষিত, তা হল এক উদ্বেগশূন্য নিবৃত্তি, সে যেন এক ব্যথার উপশম। মিলি যে শান্তির জন্য কামনা করে, তা এক অবিমিশ্র নির্লিপ্ততা, সে যেন এক আধ্যাত্মিক সম্মোহন। মিলি সেই শান্তির জন্যই আকাঙ্ক্ষিত যেখানে সে পাবে দ্বন্দ্বহীন ভালবাসা আর একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

সে কি এখন সেই আশ্রয়ের মুখোমুখি? মৃত্যুকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ভালবাসা, নিরাপত্তা, শান্তি, আশ্রয় কি একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে তার? মনের মধ্যে কি এক আশ্চর্য প্রশান্তি বোধ অনুভব করছে সে, আজ, অনেক অনেক দিন পরে! মিলির শরীর যেন এলিয়ে আসছে।

নীলা দুহাতে মিলির মুখটা ধরে জিজ্ঞেস করে—"জান মিলি মাসি, আমার মা হারিয়ে গেছে। বাবা বলেছে, তাকে আর কোথাও পাওয়া যাবেনা। আমার মা আর কোনদিন ফিরে আসবে না। মিলি মাসি—তুমি আমার মা হবে?"

মিলি এক নিবিড় আবেগে বুকে টেনে নেয় নীলাকে। বার বার চুমু খায় তাকে গভীর স্নেহে! মিলির চোখে টলমল করছে অশ্রু আর সকালের সোনালী রোদে সেই অশ্রু মুক্তোর মত জলজল করছে তার চোখে।